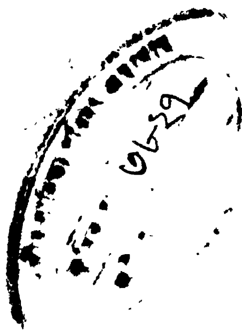
আনন্দগৃহস্থিত মহাবেদান্তর্গত শ্রীমদনন্ত ভাগবতপ্রসূত

স্বর্গপ্রতিষ্ঠা বিধায়ক—

আনন্দবেদ



বীজ।

বা

স্বর্গসোপান।

১২৯৩। ১ ম দেব বর্ষে বৈশাখী পূর্ণিমায়

"দেবগণের আনন্দজগতে" প্রকাশিত।

দেব শ্রীগুরু পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (আনন্দময়ীতলা আশ্রম), অভেদানন্দ

শ্রীদ্বারকানাথ বসু, শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ, দেব শ্রীসরোজ শর্ম্মা,

দেব শ্রীমদাচার্য্য ভুবনানন্দ ব্রহ্মচারী (আনন্দগৃহ)

আনন্দগিরি ও মিত্র ঋষি (অপাপবিদ্ধ আশ্রম)

প্রভৃতি আনন্দজগতের সেবক

কর্ত্তৃক প্রচারিত

প্রকাশিত।

আনন্দগৃহ।

আনন্দময়ী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী ও অভিন্নহৃদয়া আনন্দময়ী

শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

১৮০৯ শক।

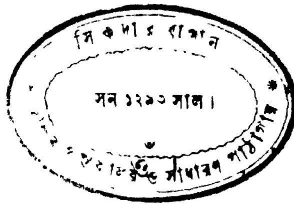
মূল্য ২৲ দুই টাকা।

কলিকাতা, ৭২ নং অপার সারকুলার রোড,
বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

আনন্দবেদ মুদ্রাঙ্কন জন্য বিশেষ উৎসাহদাতা ও অর্থসাহায্যকারী মহাত্মাগণের নাম।

শ্রীযুক্ত রাজা সৌরেশচন্দ্র দেব রায়। (নলডাঙ্গা)
" বাবু কেশবচন্দ্র দেব রায়। (জমিদার, নলডাঙ্গা)
" " গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। (জমিদার, গোবরডাঙ্গা)
" " চন্দ্রকুমার রায়। (জমিদার, নড়াল)
" " রামেশ্বর ঘোষ। (জমিদার, বলরামপুর)
" " কান্তিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। (খাদাপাড়া)
" " যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (দেওয়ান, তিনানিরাজ, নলডাঙ্গা)
" " পঞ্চানন রায়। (তালুকদার, বন্দবিলা, নিমটা)
শ্রীমতী তমালিনী দেবী।

সূচীপত্র।



দেবগণের আনন্দ-জগৎ

বা

স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা।

"ভ্রম! ভ্রম! দুঃখ নাই।"

"জ্ঞানেতেই মুক্তি ভাই।"

"যে আনন্দ ভয় প্রদর্শন করিলে সঙ্কুচিত হয় তাহা আনন্দই নহে।"

"যিনি উচ্চ ভূমিতে সমারূঢ়, নিন্দা ও প্রশংসা তাঁহার পদতলে সঞ্চরণ করে।"

"আনন্দ জগতের" দাসানুদাসের নিবেদন :- -

প্রথমে যে দিন মানব নির্জ্জনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "মন, তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে?"—সেই দিন সূত্রপাত হইয়া যুগযুগান্ত ধরিয়া এই প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ হইতেছে, ও হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে আর এক গভীর প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, "মন, তুমি রোদন কর কেন? ভাবিয়া ভাবিয়া শীর্ণ হও কেন?" এই মহাপ্রশ্নের উত্তর দান কে করিবে? হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তুর রাজপুত্রকে এই প্রশ্ন করা হয়। তিনি পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া ঐশ্বর্য্যে পদাঘাত করিয়া বনবাসী হন। পরে মীমাংসা হইল, "এ জগৎ দুঃখময়; এই সর্ব্ব প্রকার দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি কর।" জগতের সেই অবস্থাতে সেই জ্ঞানই যথেষ্ট হইয়াছিল। দুঃখ-নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? না, সুখের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে সমূলে বিনাশ কর। এমন কি চন্দন ও পুষ্পের ঘ্রাণ গ্রহণ ও গীত বাদ্যাদি শ্রবণও বুদ্ধদেবের বিশেষ আজ্ঞায় নিষেধ করা হইল। কিন্তু হায়! তখন দুঃখের সহিত সুখেরও একেবারে বিসর্জ্জন হইয়া গেল। বুদ্ধদেব পূর্ণ নির্ব্বাণে প্রবেশ করিলেন।

আর এক দিন পুণ্যতীর্থ নবদ্বীপে শচীপুত্রকে এই প্রশ্ন করা হয়। তিনও "হালছে বেহাল" করঙ্গ হস্তে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে মীমাংসা হইল "এ জগৎ দুঃখময়; ব্রহ্মানন্দে মিশিয়া গিয়া এই অনন্ত দুঃখের নিবৃত্তি কর।" তিনি তাহাই করিলেন। সেই সময় সেই জ্ঞানই যথেষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে সময়ে সময়ে জগতে কতকগুলি দেবাত্মাকে এই প্রশ্ন করা হয়। সকলেই ইহার এক এক উত্তর দান করিতে জীবন দিয়া গিয়াছেন। এইরূপে স্বর্গীয় প্রশ্নের উত্তর স্বর্গ হইতেই জগতে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে আবও কতকগুলি লোক এই প্রশ্নের আরও পরিষ্কার ও সহজ উত্তর প্রদানের নিমিত্ত এবং জগতের সেবা করিবার জন্য স্বর্গ হইতে আসিতেছেন। আমরা দীন দুঃখী হইয়াও তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ ও তাঁহাদের স্বর্গীয় সমাচার প্রচারে প্রস্তুত হইয়াছি। ইহাঁরা সংসারত্যাগই শ্রেয়ঃ মনে করেন না; এবং বলেন, যে "এ জগৎ কেবল ভ্রমময়। দুঃখ আকাশ-কুসুম। আদৌ দুঃখ নাই। জ্ঞানানন্দে মিশিয়া গিয়া এই নিতান্ত ভ্রমের নিবৃত্তি কর।" ইহাঁদের অভিধানে "দুঃখ" বলিয়া কোন শব্দ নাই; সেই স্থানে "ভ্রম" বলিয়া একটি কথা আছে। "দুঃখ"—সংসারের এই সর্ব্বনাশকারী অমূলক শব্দ আনন্দ জগতে আর কাহাকেও উচ্চারণ করিতে দিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। যেখানে লোকে বলে, "ভাই, দুঃখে আর বাঁচি না, দুঃখে গেলাম," সেই স্থানে ইহাঁরা শিক্ষা দেন "বল ভাই বল, ভ্রমে আর বাঁচি না, ভ্রমে গেলাম"। যেখানে দুঃখ সেইখানেই ভ্রম। যাহা কিছু দুঃখ, সকলই আমাদের ভ্রম ও দুর্ব্বলতা। বস্তুতঃ "আদৌ দুঃখ নাই" এই মহাবাক্য ইহাঁরা প্রচার করেন, আর উচ্চৈঃস্বরে বলেন "এই জগৎ ভাঙ্গিয়া এইখানেই আমরা স্বর্গ প্রস্তুত করিব।" ইহাঁদিগের মতে "জ্ঞানের উজ্জ্বলতা ব্যতীত, মানুষের হৃদয় মলমূত্রপূর্ণ নরক। জ্ঞান ভিন্ন মানুষ পশু।" ইহাঁরা যথার্থ প্রেমভক্তি জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া জানেন, এবং বিনীত ভাবে প্রকাশ করেন যে "ভাই, দুঃখের নাম করিও না। জ্ঞান উপার্জ্জনেই জীবন অতিবাহিত কর। যদি দুর্ব্বল হইয়া থাক, আমরা বলসঞ্চার করিব।" ইহাঁরা আরও বলেন "আমরা দুঃখাতীত; দেবগণের আনন্দ জগতে বাস করি।" ইহাঁরা বিশেষরূপে

প্রকাশ করেন যে "স্বর্গের দেবতা জগতে আসিবেন, শুনিয়া লোক চমকিত হইতে ও হাস্য করিতে পারে বটে, কিন্তু বাহ্য দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া যিনি একেবারে লোকের আত্মার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন, তিনিই মাত্র দেখিতে পান যে স্বর্গের দেব-আত্মা স্থানবিশেষে চামার ও চণ্ডালেরও হৃদয়গৃহে বাস করিতেছেন।"

ইহাঁরা এইরূপে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে আহ্বান করিয়া থাকেন :—

আনন্দের কথা, যে জন কহিবে, চরণে নোয়াব তার।
মাথায় আমার, আনন্দ-মুকুট, গলায় আনন্দ-হার ॥
আনন্দ-বসনে, আনন্দ-ভূষণে, আনন্দে চলেছি ভাই।
উঠিতে আনন্দ, বসিতে আনন্দ, শয়নে আনন্দ পাই ॥
আনন্দের কথা, দিন রাত ভাবি, আনন্দে হয়েছি ভোর।
সংসারের স্রোত, বহিছে উজান, ছিঁড়িছে মায়ার ডোর।
জগতের শুভ, আনন্দ সমাজে, আনন্দ-প্রভাতকালে।
আনন্দ-কাননে, গাইছে কোকিল, আনন্দ-গাছের ডালে ॥
আনন্দে পাপীয়া, প্রভাতী ধরেছে, ললিত গাইছে পাখী।
উঠিছে অরুণ, হাসিতে হাসিতে, আনন্দ-বরণ মাখি ॥
আনন্দের সরে, মানসমরাল, চরিবে তাতে কি বাধা?
আনন্দ-জগতে, কান্দিবে যে জন, সে বেটা নিতান্ত গাধা।
নয়নের বারি, হৃদয় বিদারি, এক বিন্দু যদি ঝরে।
অনন্ত নরকে, ডুবিবে পামর, কে আর রাখিবে তারে?
বিষাদের রেখা, যদি যায় দেখা, কাহারো নয়নকোণে,
জানিব তখন, মরেছে সে জন, গঠেছে নরক মনে ॥
ছিন্ন ভিন্ন করি, মায়ার সংসার, আবার বেঁধেছি তায়।
আনন্দের ডোরে, আনন্দ অন্তরে; আনন্দে পাগলপ্রায়।

দেবানন্দ নগরেতে বসতি কেবল।
নীচ উচ্চ, নচ বাচ্য, পবিত্র সকল ॥
সেবি মোরা অনন্তের স্বাধীন মলয়।
নিশ্চিন্ত অন্তরে নাহি কৃতান্তের ভয় ॥

যারে প্রাণ চায দান করি আলিঙ্গন।
হর্ম্ম্য পরে, কি প্রান্তরে, সুখদশয়ন॥
অধীনতা—বিষলতা, স্মরি প্রাণে মরি।
বসুধার, সভ্যতাব, ধার নাহি ধারি॥
দীনতার, অধিকার, একদিন তরে।
নাহি জানি, নচ শুনি, মোদের অন্তরে॥
স্বাধীনতা-গুণে গাথা মনোবৃত্তিমালা।*
যারে দেখি, করি সুখী, নাহি জানি জ্বালা॥
মনদুঃখে, যার মুখে, বিষাদের রেখা।
প্রাণপণে, তাব সনে, নাহি করি দেখা॥
যদি হেরি বিন্দু বারি নয়নে কাহার।
সে নারকী মুখপানে নাহি চাহি আর॥
বিষণ্ণতা, থাকে কোথা, জীবনে না জানি।
প্রফুল্লতা, হৃদে গাথা, দিবা নিশীথিনী॥
এ অন্তর নিরন্তর স্বর্গসুখ চায়।
কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, কি করিবে তায়?
ইচ্ছা যাহা, করি তাহা, স্বভাব স্বাধীন।
নাহি ফিরি, কারো দ্বারে, বলি দীন হীন॥
অজর অমর, আত্মা নিরন্তর, আনন্দে কোথায় যাই।
আনন্দে আনন্দে, আনন্দে আনন্দে, অজ্ঞান হয়েছি ভাই॥
আনন্দে হৃদয়, উথলি উঠিছে, ছাপায়ে পড়িছে মোর।
আয় দীন দুঃখী, প্রাণ খুলে আয়, সুপ্রভাত আজ তোর॥
পাপী তাপী যারা, সংসার মরুতে, ভাবিয়া হতেছ সারা।
অমূল্য রতন, সোণার পুতলি, বাহু তুলে আয়তোরা॥
জ্বলেছে আগুন, সহজ বিজ্ঞান, সোণার সংসারমাঝে।
রাজা প্রজা জ্ঞানী, বিদ্যা-অভিমানী, মাথা নোয়াইবে লাজে।
চির-আনন্দের, ধীর বজ্রধ্বনি, অনন্ত আকাশে হয়।
পণ্ডিতপাণ্ডিত্য, চূর্ণ চূর্ণ করি, করিতেছে দিগ্বিজয়॥

* জ্ঞানের স্বাধীনতাই যথার্থ স্বাধীনতা।

আস্তিক নাস্তিক, বৌদ্ধভক্তজ্ঞানী, যে বলে সংসার ফাঁকী,
শতাব্দী বিচারে, প্রস্তুত আমরা, সম্মুখ সমরে ডাকি ॥
বাল বৃদ্ধ আয়, নেচে আয় শিশু, বুকেতে রাখিব তোরে।
দীন দুঃখী চাষা, বুকে আয় তোরা, শীতল করে যা মোরে
আয়রে অবলা বালা, ছাড়িয়ে সংসারজ্বালা,
অবিশ্রান্ত আনন্দের দেশে।
আমার তোদের সনে, কি সম্বন্ধ মনে মনে,
কুঠারে চিরিয়া বক্ষ দেখাইব শেষে ॥

ইহাঁদের দশটি অনুরোধ।

১। যে ভাবে যেটুকু পার, দ্বিবার্ত্তা প্রচার কর,
যেথা সেথা যাও।
২। দিনান্তে একটীবার, ঘুচাতে হৃদয়ভার,
আধ্যাত্মিক যোগে মগ্ন হও।
৩। একা বসি নিরজনে, উপলব্ধি কর মনে,
"দ্বিবার্ত্তা" স্বর্গের সমাচার।
৪। আস্তিক নাস্তিক সবে, অধ্যাত্ম-চিন্তায় যবে,
দেখিবে মগন, তাঁরে কর নমস্কার।
৫। সতত একটি ফুল, হাতে করি নরকুল
ভ্রমিও হৃদয় করি কুসুমের ন্যায়।
৬। সন্তোষ কমিবে যত, পাপবৃদ্ধি ঠিক তত,
নিরানন্দ মূর্ত্তিমান্ নরক নিশ্চয়।
৭। বলিও না আর ভাই, দুঃখাতীত কেহ নাই।
আকাশ-কুসুম সত্য, দুঃখ সত্য যবে।
৮। দিগ্‌দিগন্তের জ্ঞানে, আস্তিক নাস্তিক সনে,
স্বাধীন চিন্তায় চল দোঁহে রত্ন পাবে।
৯। সুবিমল জ্ঞান ধর্ম্ম, লৌকিক সমাজ কর্ম্ম,

এ দুটি স্বতন্ত্র রাখি, জ্ঞান লভ আগে।

১০। প্রাণরূপ স্বাস্থ্য ধন, রাখ করি প্রাণপণ,
রাত্রিদিন মহাবীর্য্য মনে যেন জাগে॥

(প্রতিদিন একবার পাঠ্য।)

প্রবেশকালে ইহাঁদের সঙ্কল্প।

সংসারের জরা মৃত্যু, পাপ তাপ, রোগ শোক,—অনন্ত দুঃখের নির্ম্মূল করিবার জন্য আমি অদ্য দেবগণের আনন্দজগতে প্রবেশ করিলাম। মস্তকের উপর আকাশ, সম্মুখে বৃক্ষলতা, পদতলে মৃত্তিকা এবং দিবা রাত্রি, অগ্নি ও বারি চিন্তা করিয়া, এই সমুদয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রচ্ছন্ন মহা-শক্তির বিষয় স্মরণ করিয়া, আমি আনন্দজগতের দেবগণের সহিত অকৃত্রিম বন্ধুত্বপাশে বদ্ধ হইলাম। আমার আত্মা, রক্ত, মাংস ও অস্থি এই দেবগণের আত্মা, রক্ত, মাংস ও অস্থির সহিত এক জানিয়া আমার একমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের জন্য তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলাম। প্রতিদিন "দ্বিবার্ত্তা" যথাসাধ্য প্রচার করিতে চেষ্টা করিব, এই অভিপ্রায়ে "দেবগণের আনন্দজগৎ" অঙ্কিত এই অক্ষয় চিহ্ন ধারণ করিলাম। এই মহোদ্দেশ্য সাধনের সংকল্পে প্রকৃতি আমার সহায় হউন।

শ্রী—

(পাঠান্তে বন্ধুগণের সহিত আলিঙ্গন)

চিদভিমুখ সংসারের মঙ্গলার্থে ইহাঁরা এইরূপ উৎসাহ দান করেন ঃ—

অলসতা পরিহরি, বাজায়ে বিজয় ভেরী,
গভীর গর্জ্জন করি, দেখ সবে উঠিয়া ;
কিবা কার্য্য আপনার, সংসারের কিবা সার,
উরসেতে যশোহার, রাখ রাখ ধরিয়া॥
মিথ্যা জীবকায়া, মিথ্যা ভবমায়া,
অমূলক ছায়া, ঈশ্বরের দয়া নাই।
সংসার দুঃসহ, স্বল্পস্থায়ী দেহ,
মৃণ্ময় গেহ, কহিও না কেহ ভাই॥

মৃত্তিকার অভ্যন্তরে, দেখ তন্ন তন্ন করে,
পঙ্কজে পঙ্কিল সরে, পরিমল নিহিত।
মধুমত্ত ভৃঙ্গগণে, সে মধুর তত্ত্ব জানে,
হায়রে সে সুধাপানে, বায়সেরা বঞ্চিত॥
বিদ্যা বুদ্ধি ধনে মানে, প্রণয়প্রমোদজ্ঞানে,
মমতা, পানভোজনে, কি আনন্দ জান না।
স্বল্পস্থায়ী করি মনে, এ সব স্বর্গীয় ধনে,
তুলনা তাড়িত সনে, দিওনারে দিও না।
ক্ষীণজীবী প্রাণী, সত্য বলে মানি,—
চন্দ্র সূর্য্য জিনি, ক্ষমতা এমনি আছে।
অপার্থিব ধন, মানব জীবন,
পেয়েছ যখন, বলনা তখন মিছে।
সংসার সমুদ্রতীরে, বসিয়া তরঙ্গ হেরে,
হায় ভুলি আপনারে, ক্ষুদ্র বলি ভেব না।
তুমি অতি নীচমতি, তাইরে নরকে গতি,—
"সহায় জগৎপতি" এ কথাটি ভুল না॥
কর মিথ্যা পরিহার, ধর সত্য তরবার,
ন্যায়যুদ্ধে কভু আর, ভয়ে ভঙ্গ দিওনা।
ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, বিশ্বের কারণ ধরি,
যাও প্রাণ পণ করি, কিছু শঙ্কা কর না॥
সাধিবারে কর্ম্ম, রাখিবারে ধর্ম্ম,
পর জ্ঞান-বর্ম্ম, আছে কোন কর্ম্ম আর?
পাপচিন্তা ছাড়ি, পাহাড় উপাড়ি,
চন্দ্র সূর্য্য পাড়ি, সাধ কার্য্য আপনার॥
জীর্ণ দেহ তুচ্ছ মানি, অমরাত্মা মনে জানি,
পরমাত্মারূপ যিনি, তাঁরে কভু ভুল না।
এ ভব বৈভব তব, অপার্থিব রত্ন সব,
সুখ বার্ত্তা কারে কব!—কভু ছাড়ি যাব না।
বিমানে বালুকা তুলি, নক্ষত্র টানিয়া ফেলি,

আশার আগুন জ্বালি, অগ্রসর সঘনে।
প্রচণ্ড প্রতাপ সহ, কর শ্রম অহরহ,
যে কদিন থাকে দেহ, অবহেলি শমনে॥
যতক্ষণ প্রাণে সহে, শরীরে শোণিত বহে,
যতক্ষণ শ্বাস বহে, রাখ বক্ষ পাতিয়া।
অশনিসম্পাত শত, হয়, হৌক ক্রমাগত,
কর্ত্তব্যে বিরত হ'লে, কি হইবে বাঁচিয়া?
পরব্রহ্মনাম স্মরি, বালবৃদ্ধ সঙ্গে করি,
সারি সারি নরনারী, সুমঙ্গল সাধনে,
সদা রত মনসুখে, উৎসাহ-বচন মুখে,
দেখুক নির্ব্বোধ লোকে, "স্বর্গধাম এখানে"।

ইহাঁদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম "স্বর্গ-সোপান"—অর্থাৎ ভগবদ্গীতা, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রন্থ, বাইবেল, কোরাণ-সারাংশ, চৈতন্য-ভাগবত, ব্রাহ্ম ধর্ম্মগ্রন্থ, নববিধান ও স্বর্গ-প্রতিষ্ঠা একত্রে সরল বঙ্গভাষায় সংগৃহীত। সময়ানুসারে ইংরাজি ও হিন্দি অনুবাদ হইবে।

আনন্দ জগতের দাসানুদাস
অমর বুনাব নিবেদনমিতি।

ইহার বিশেষ বিবরণ নিম্ন ঠিকানায় জানা যাইবে। ইহার সম্বন্ধে যে কোন পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবেক। আনন্দ-জগতের প্রচারকের দিনপাতের জন্য যিনি যাহা সাহায্য করিবেন, সাদরে গৃহীত হইবেক।

আনন্দ-জগতের সেবক—
শ্রীশশধর দেবশর্ম্মা,
আনন্দ-গৃহ, নলডাঙ্গা, যশোর।



আনন্দবেদ।



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

রাজনৈতিক ভাগবত।

কর্ত্তব্য পরায়ণ মহাবীর অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহাদিগেরই আত্মীয় স্বজন ও গুরুজনেরা এবং অন্যান্য রাজারা যুদ্ধে উপস্থিত। এই সকলকে বধ করিতে হইবে. চিন্তা করিয়া কাতর হৃদয় অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া অবসন্ন হইয়া রথের উপর উপবেশন করিলেন।

তখন সারথি পাণ্ডবসখা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ. এই বিষম যুদ্ধকালে কেন তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইল?

দেহ ও আত্মা কি? তদ্বিষয়ে জ্ঞান না থাকাতেই ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের এইরূপ মোহ ও কর্ত্তব্যবিমুখতা উপস্থিত হয়। কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তিগণের যদি ঐরূপ কাতরতা ও কর্ত্তব্যবিমুখতা হয়, হউক, কিন্তু কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্যসাধনে স্বজীবন প্রদান বা পরজীবন গ্রহণে কাতর বা বিমুখ হওয়া কেবল অজ্ঞানতার পরিচয় মাত্র। কেন না, কাহারও জীবন কেহ নষ্ট করিতে পারে না; তবে কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ কেন? এই জন্য দেহ ও আত্মার প্রভেদ দেখাইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন, তুমি ক্ষুদ্র হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য গাত্রোত্থান কর। তুমি পণ্ডিতাভিমানীর ন্যায় কথা বলিতেছ বটে, কিন্তু বৃথা শোক প্রকাশ করিয়া অজ্ঞানের পরিচয় দিতেছ।

পণ্ডিতগণ, মৃত বা জীবিত কোন ব্যক্তির জন্যই অনুশোচনা প্রকাশ করেন না। আমি যে পূর্ব্বে ছিলাম না, ইহা সম্ভব নহে এবং তুমিও যে কখন ছিলে না, তাহাও সম্ভব নহে। আমরা সকলেই যেমন পূর্ব্বে ছিলাম, এবং এখনও আছি সেইরূপ পরেতেও আমরা সকলেই থাকিব; অতএব শোক প্রকাশ করা উচিত নহে; ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এই স্থূল দেহ যেমন ক্রমান্বয়ে কৌমার, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও সর্ব্বাবস্থাতেই লোকের "আমি" এই আত্মজ্ঞান থাকে সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইলেও অবস্থান্তর হয় মাত্র, কিন্তু আত্মবিনাশ হয় না। এই কারণে ধীর ব্যক্তিগণ লোকের মৃত্যুতে মুগ্ধ হন না। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধই শিতোষ্ণ বোধ ও সুখ দুঃখ বোধের কারণ। সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন হয়, কখন বিনষ্ট হয়, ইহা অনিত্য; অতএব ইহা সহ্য কর। এই সকল সম্বন্ধ যাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতে পারে না, যাহার নিকটে সুখ দুঃখ উভয়ই তুল্য, সেই ব্যক্তিই মোক্ষলাভের যোগ্য। শীতোষ্ণ বা সুখ দুঃখ সহ্য করায় কিছুই ক্ষতি নাই। কারণ উহাদের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধই নাই। যিনি এই সমস্ত অনিত্য দেহাদিতে ব্যাপ্ত, সেই অব্যয় পুরুষকে কেহই বিনষ্ট করিতে সক্ষম নহে। এই সমুদয় শরীর অনিত্য, কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও অপরিমেয়; তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ইহা স্থির করিয়াছেন। অতএব মোহজনিত শোকাদি পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য যুদ্ধে গাত্রোত্থান কর। যিনি মনে করেন যে, এই আত্মা অন্যকে বিনষ্ট করে, এবং যিনি মনে করেন যে অন্যে আত্মাকে বিনষ্ট করে, তাঁহারা উভয়েই অজ্ঞান। আত্মা কাহা-কেও বিনষ্ট করে না, এবং আত্মাকেও কেহ নষ্ট করিতে পারে না। ইহার জন্ম মৃত্যু নাই; ইহা উৎপন্ন বা বর্দ্ধিতও হয় না, পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান, নির্ব্বিকার, অক্ষয়, পরিণামশূন্য; শরীর বিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হয় না। যেমন লোকে জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, ঠিক সেইরূপ দেহধারিগণ জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নূতন দেহ ধারণ করেন। শস্ত্রের দ্বারা এই আত্মাকে ছেদন করা যায় না; ইহাকে অগ্নিতেও দগ্ধ করা যায় না; ইহা জলে ক্লেদিত বা বায়ুতে শোষিত হইবার নহে। ইহার জন্ম মৃত্যুতে যদি সন্দেহ কর, তথাপি শোক প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে। জন্মিলেই

মৃত্যু, মরিলেই জন্ম আছে। অতএব যাহা অপরিহার্য্য তাহার জন্য বৃথা শোক করা কখনই উচিত নহে। ভূতসকল জন্মের পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, মধ্যকালে জন্মিয়া ক্ষণকাল ব্যক্ত হইয়াছে, মৃত্যুর পরেও অব্যক্ত অবস্থা; তবে ইহার জন্য আর শোক দুঃখ কি?

কেহ কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এই আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন; কেহবা বিস্ময়পূর্ণ ভাবে ইহার বর্ণনা করেন; কেহ বা সবিস্ময়ে শ্রবণ করেন; কেহ বা শ্রবণ করিয়াও কিছুই বুঝিতে সমর্থ হন না। ইহার আশ্চর্য্য ভাব বুঝিয়া উঠা কঠিন। সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয় তুল্য বোধ করিয়া কার্য্য করিলে পাপভাগী হইবে না। অতএব ন্যায় যুদ্ধে গাত্রোত্থান কর।

এক্ষণে কর্ম্ম যোগের জ্ঞান শ্রবণ কর। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ নিষ্ফল হয় না। ধর্ম্মের অল্প অংশই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে। ভগবানে ভক্তি অর্পণ দ্বারা অবশ্যই পরিত্রাণ লাভ করিব, এইরূপ নিঃসংশয় বুদ্ধি একই হইয়া থাকে। কিন্তু বিবেকবিহীন কামী জনের কামনা অনন্ত। যে সমস্ত লোক কামনাপরায়ণ, স্বর্গই যাহাদিগের পরম পুরুষার্থ জ্ঞান, এবং জন্ম, কর্ম্মফল, ভোগ, ঐশ্বর্য্যলাভ ও বহুক্রিয়া প্রকাশক বচনে যাহাদিগের মন প্রলোভিত, সেই বিবেকশূন্য মূঢগণের বুদ্ধি সমাধি-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয় না। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শিতোষ্ণ সুখ দুঃখাদি সহ্য করিয়া দ্বন্দ্বশূন্য হও এবং কোন বস্তুর লাভ ইচ্ছা ও কোন প্রাপ্ত বস্তু রক্ষার ইচ্ছা, এই উভয় পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম হও। ব্যাকুলান্তঃকরণে নিষ্কাম হওয়া কখন সম্ভব নহে। পুষ্করিণী, কূপ তড়াগ প্রভৃতিতে স্নান পানাদি যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, এক মহা হ্রদে সেই সমুদায় কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঠিক সেইরূপ সমুদয় বেদে যে সকল কর্ম্মফল প্রকাশিত আছে তাহার সমুদয়ই নিঃসংশয়বুদ্ধি ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি এক পরব্রহ্মেই লাভ করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্রানন্দ সমুদায়ই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত। কর্ম্মতেই তোমার অধিকার হউক, কিন্তু ফলকামনা করিও না। কর্ম্মত্যাগে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। সংসারাসক্তি ছাড়িয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া কর্ম্মা-

রস্তু কর। এইরূপ সাম্যজ্ঞানই যোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকাম কর্ম্ম অতীব মন্দ। নিঃসংশয়ান্তঃকরণে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। অতএব এই কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর। সকাম ব্যক্তি অতি অনুদার ; তাহাদের অবস্থা অতি হীন। যাঁহার কর্ম্মযোগের জ্ঞান উদয় হয়, তিনি এই সংসারেই সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। সুতরাং এই যোগে যোগী হও। মোক্ষসাধক কর্ম্মচাতুর্য্যের নামই যোগ। কর্ম্মযোগী কর্ম্মফল পরিত্যাগ করেন, সুতরাং জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ অরণ্য হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে ; তদ্বিষয়ে আর কিছুই শুনিবার প্রয়োজন হইবে না। বৈদিক ও লৌকিক কথা শুনিয়া শুনিয়া তোমার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে, যখন মন আর অন্য বিষয়ে না গিয়া স্থির হইবে, তখনই তোমার যোগতত্ত্ব উপলব্ধি হইবে।

যিনি সর্ব্ব প্রকার কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যাঁহার মন দুঃখেতে অনুদ্বিগ্ন এবং সুখেতে স্পৃহাশূন্য এবং যাঁহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ কিছুই নাই সেই মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি সর্ব্বত্রই স্নেহবিবর্জ্জিত এবং যিনি অনুকূল বিষয় পাইলে প্রশংসা করেন না ও প্রতিকূল বিষয়েও দ্বেষ বা নিন্দা করেন না, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। কচ্ছপের অনায়াসে অঙ্গসঙ্কোচনের ন্যায় যিনি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিতে পারেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। যত্নবান্ বিবেকী পুরুষের অন্তঃকরণকেও ইন্দ্রিয়গণ বল পূর্ব্বক হরণ করে। ইন্দ্রিয়ের স্বভাবই এই। ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইয়া যিনি উপবেশন করেন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। বিষয়ীদিগের প্রথমে বিষয়াসক্তি উপস্থিত হয়, পরে আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশের পরেই বিনাশ উপস্থিত হয়। আত্মসংযমী ব্যক্তি রাগদ্বেষশূন্য বশীভূত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। শান্তিলাভ করিলেই সকল দুঃখ নষ্ট হয়। প্রসন্ন আত্মার বুদ্ধিই আশু স্থির হইয়া থাকে। শান্তিশূন্য

জনের সুখের সম্ভাবনা কি? যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়ের দাস, সে মহাসমুদ্রে বায়ুবিঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় স্বীয় প্রজ্ঞাকে বিষয়ে নিক্ষিপ্ত করে। সাধারণ লোকের যে দিক্ অন্ধকার রজনী, আত্মসংযমী মুনিগণ সেই দিকে জাগরিত থাকেন; এবং সাধারণ লোক যে দিকে জাগরিত, মুনিগণের সে দিকে দর্শনশূন্য নিশা। জলরাশিপূর্ণ অপার সমুদ্রে নদনদীপ্রবেশের ন্যায়, ভোগ সকল যাঁহার নিষ্কাম হৃদয় অবলম্বন করে, তিনিই মুক্তি লাভ করেন। ভোগাভিলাষী কখনই তাহা প্রাপ্ত হয় না। যিনি নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমতাবিহীন হইয়া ভোগ্য বস্তু উপভোগ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান এই রূপ। সম্যক্‌রূপে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে কেহ মুগ্ধ হয় না। যিনি প্রাণান্তকালেও ক্ষণমাত্র এই ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠায় অবস্থান করিতে পারেন, তিনিও ব্রহ্ম নির্বাণ প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই।

কর্ম্মযোগ।

ইহলোকে ব্রহ্মনিষ্ঠা দুই প্রকার। সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ, এবং যোগিগণের কর্ম্মযোগ। কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান লাভ করা যায় না। জ্ঞান ব্যতীত একমাত্র সংন্যাস দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। মুহূর্ত্ত কালও কেহ কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। লোকে স্বাভাবিক গুণের দ্বারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। বাক্ হস্ত প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে স্থির করিয়া যে মনে মনে বিষয়াদি স্মরণ করে, সেই মূঢ় প্রবঞ্চক। যিনি ফল কামনা ছাড়িয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করতঃ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রয়োগে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতএব নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর। কর্ম্মত্যাগাপেক্ষা কর্ম্মকরাই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মত্যাগ করিলে দেহ যাত্রা সম্পন্ন করা কঠিন হইয়া উঠে। ব্রহ্মোদ্দেশে যে কর্ম্ম না হয়, তদ্দ্বারা লোক সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে।

যাহারা কেবল আপনাদিগের নিমিত্তই রন্ধনাদি করে, তাহারা পাপই ভক্ষণ করে মাত্র। জীব অন্ন হইতে উদ্ভূত, অন্ন বৃষ্টি হইতে সম্ভূত, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন এবং যজ্ঞ কর্ম্মহইতে সমুদ্ভব হইয়াছে, কর্ম্ম বেদ হইতে ও বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। অতএব ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যিনি বিষয় ভোগে মত্ত হইয়া এই চক্রের অনুবর্ত্তী না হন, তিনিই পাপী, তাঁহার জীবন বৃথা। যাঁহার আত্মাতেই প্রীতি, আত্মাতেই আনন্দ, আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার কোন কর্ম্ম করিতে হয় না। কারণ তাঁহার কর্ম্ম করিলে পুণ্য, ও কর্ম্ম না কবিলে পাপ, কিছুই হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তির মুক্তির জন্য ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত কাহারও সাহায্য গ্রহণ কবিতে হয় না। জনকাদি মহাত্মাগণ কর্ম্ম দ্বাবা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সাধারণের স্বধর্ম্ম প্রবৃত্তির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান কর। কারণ ইতর ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠগণের আচরণেরই অনুগামী হইয়া থাকে। ইহলোকে কোন বস্তুই আমার অপ্রাপ্য নাই, আমার কর্ত্তব্যও কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত। যদি আমি কর্ম্ম ত্যাগ করি, তদ্দর্শনে সকল মনুষ্যই কর্ম্মত্যাগ করিবে। আমি কর্ম্ম না করিলে ধর্ম্মলোপ দ্বারা লোক নষ্ট হইবে। নির্ব্বোধ লোকেরা যেমন ফলপ্রত্যাশায় কর্ম্ম করে, জ্ঞানিগণও সেইরূপ লোকের ধর্ম্মরক্ষার্থে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ না জন্মাইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক তাহাদিকেও কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবেন। সকল কর্ম্মই প্রকৃতির গুণস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়; কিন্তু অহঙ্কারী মূঢ় বক্তি "আমিই ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা" মনে করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহাই জানিয়া যিনি গুণকর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ হন, তিনি কর্ম্মে আসক্ত হন না। প্রকৃতির সত্ত্ব রজ তম গুণে যাহারা বিমুগ্ধ ও ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মে যাহারা আসক্ত, জ্ঞানিগণ যেন সেই মূঢ়দিগের বুদ্ধি বিচলিত না করেন। জ্ঞানীব্যক্তিও স্বীয় স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করেন; অতএব সকলেই যখন স্বভাবানুবর্ত্তী, তখন ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে কি হইবে? সকল ইন্দ্রিয়েরই স্বানুকূল বিষয়ে অনুরাগ, ও প্রতিকূলবিষয়ে বিদ্বেষ আছে। মুমুক্ষুর পক্ষে উভয়ই বাধা; এই হেতু কখনই উহাদিগের বশবর্ত্তী হইবে না। কামই ক্রোধ ও রজ গুণ হইতে উৎপন্ন ও দুষ্পূরণীয়; ইহা মুক্তিপথের

বৈরী। যেরূপ ধূম দ্বারা অগ্নি, মলিনতা দ্বারা দর্পণ, ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিই কামের অধিষ্ঠান স্থান; এই কামই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া লোক-দিগকে বিমোহিত করে। অতএব প্রথমে ইন্দ্রিয় দমন কর এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানবিনাশী পাপরূপ কামের বিনাশ সাধন কর। দেহাদি অপেক্ষা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা নিঃসংশয় বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে আত্মা তাহা জানিয়া মন নিঃসংশয় করিয়া কামরূপ দুর্জ্জেয় শত্রুকে বিনষ্ট কর।

জ্ঞানযোগ।

আমি জন্মরহিত, অনশ্বর, তথাপি আত্মপ্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক আত্ম-মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুতার বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে আমি যুগে যুগে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি। যে যেরূপে আমার উপাসনা করে, সে সেইরূপেই আমার অনু-গ্রহ প্রাপ্ত হয়। যে যাঁহারই সেবা করুক, সকলই আমার সেবাপথে উপস্থিত হয়। কর্ম্মফলাভিলাষী লোক ইহলোকে প্রায়ই দেবার্চ্চনা করিয়া থাকে। ইহলোকে কর্ম্ম শীঘ্রই সফল হয়। বিহিত কর্ম্ম, অবিহিত কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ, এ তিনেরই গতি বুঝিয়া উঠা কঠিন। কর্ম্ম থাকিলেও যিনি কর্ম্মশূন্য বোধ করেন, কর্ম্ম না থাকিলেও যিনি কর্ম্মযুক্ত বোধ করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্, যোগী ও সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। যিনি ফলাভিলাষ ছাড়িয়া তৃপ্ত থাকেন ও কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি পূর্ণকর্ম্মী হইলেও কর্ম্মশূন্য। যিনি অযাচিত লাভে তৃপ্ত ও যাঁহার চিত্ত জ্ঞানেতেই অবস্থিত, তিনি কর্ম্ম করিলেও কোন বন্ধনে বদ্ধ হন না। কোন কোন যোগী দেবযজ্ঞই করেন, কেহ কেহ ব্রহ্মাগ্নিতে কর্ম্মাহুতি দান করেন, ব্রহ্ম-

চারীরা সংযমাগ্নিতে ইন্দ্রিয়গণকে ও কোন কোন যোগী ইন্দ্রিয়াগ্নিতে শব্দাদি বিষয় আহুতি দিয়া থাকেন। যাঁহারা ধ্যানমগ্ন তাঁহারা উদ্দীপিত আত্মধ্যানরূপ যোগাগ্নিতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ও প্রাণবায়ুর কর্ম্ম, সমুদায়ই আহুতি দান করেন। দৃঢ়ব্রত যোগিগণ দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, বেদপাঠ ও বেদজ্ঞান, এই কয়েকটি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। কেহ কেহ প্রাণবৃত্তিতে অপান আহুতি দিয়া পূরক, অপানে প্রাণাহুতি দিয়া রেচক, প্রাণ ও অপানের গতিরোধ করতঃ কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম করেন। আর কেহ বা পরিমিতাহারী হইয়া প্রাণেন্দ্রিয়ের আহুতি দান করেন। ইহাঁরা যজ্ঞদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞাবশেষ অমৃত ভোজনপূর্ব্বক ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের কিছুই করেন না, তাঁহারা পরলোক দূরে থাকুক, মনুষ্যলোকও প্রাপ্ত হন না।

দ্রব্যময় দৈবযজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ফলপ্রদ সর্ব্বকর্ম্মই জ্ঞানের অন্তর্গত। গুরুজনের নিকটে গমন করিয়া প্রণিপাত কর, প্রশ্ন কর ও সেবাশুশ্রূষা কর; সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ উপদেশ দ্বারা তোমাকেও জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী করিয়া দিবেন। জ্ঞানের ন্যায় আর কিছুই নাই। কর্ম্মযোগে সিদ্ধি লাভ করিলে আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যিনি আচার্য্যে শ্রদ্ধাবান্, আচার্য্যসেবায় তৎপর ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। জ্ঞানভক্তিশূন্য সন্দেহী জনের ইহলোক পরলোক, কি কোন সুখ,—কিছুই নাই। অতএব জ্ঞান অসিতে সন্দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া যোগানুষ্ঠান কর।

সংন্যাস যোগ।

কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ। যিনি দ্বেষাকাঙ্ক্ষাশূন্য, তিনিই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ই এক, একটির অনুষ্ঠানেই উভয় ফল লাভ হয়। তবে কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস অভ্যাসে অনেক কষ্ট আছে। কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসী হইয়া শীঘ্রই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তত্ত্ববিৎ

পণ্ডিতগণ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, আলাপ, পরিত্যাগ ও গ্রহণ ইত্যাদি সমস্ত করিয়াও "আমি কিছুই করিতেছি না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে" এইরূপ মনে করেন। পদ্মপত্রের জলের ন্যায় তাঁহাদের চিত্তে পাপ লিপ্ত হয় না। জিতেন্দ্রিয়গণ নবদ্বার দেহপুরে সুখে বাস করিয়া কোন কর্ম্মে যুক্ত হন না বা অন্যকেও কর্ম্মে লিপ্ত করেন না। পরমেশ্বর ইহলোকের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম সৃজন করেন না, এবং কাহাকেও ফলভাগী করেন না; স্বভাবতই তাহা হইয়া থাকে। বিভু কাহারও পাপ পুণ্য গ্রহণ করেন না; অজ্ঞান অন্ধকারে জ্ঞানালোক আবৃত বলিয়াই লোকে মুগ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে পূর্ণব্রহ্ম আদিত্যের ন্যায় প্রকাশিত হন। পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হস্তী, গো ও কুক্কুরে তুল্যরূপ দর্শন করেন। এইরূপ সাম্যে যাঁহাদিগের মন অবস্থিত, তাঁহারাই ইহ জগতে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সংসার জয় করিয়া থাকেন; দেহত্যাগের পূর্ব্বে যিনি কামক্রোধের দংশন সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীরা পরলোকে মোক্ষলাভ করেন এমন নহে, জীবন্মুক্ত হইয়া ইহলোকেই স্বর্গসুখ লাভ করেন। বাহ্য বিষয় মন হইতে দূর করিয়া নেত্রযুগল নিমীলিত করিলে, নিদ্রাকর্ষণ, উন্মীলিত করিলে বিষয় দৃষ্টি হয়, এই হেতু ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিয়া নাসামধ্যস্থ প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্দ্ধাধোগতি রোধ দ্বারা সমভাবাপন্ন করিয়া কুম্ভক করত যে মুনি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বশীভূত ও ভয়ক্রোধাদি বিদূরিত করিয়াছেন তিনিই ইহ জীবনে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মনুষ্যেরা ভগবানকেই সর্ব্বভূতের মহেশ্বর ও যজ্ঞ তপস্যাদির ভোক্তা ও সকল লোকের সুহৃৎ জানিয়া চিরশান্তি লাভ করেন।

ধ্যান যোগ।

পণ্ডিতেরা যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়াছেন তাহাই যোগ; ফলাশা ত্যাগ না করিলে যোগী হইবার সম্ভাবনা কি? যে মুনি জ্ঞান যোগ ইচ্ছা

করেন, কর্ম্মই তাঁহার কারণ; আর যিনি জ্ঞানযোগারূঢ় হইয়াছেন, কর্ম্মবর্জ্জনই তাঁহার কারণ। যিনি যখন সকল সংকল্প ত্যাগ করিয়া ভোগসাধনের আসক্তি পরিত্যাগ করেন, তিনিই তখন যোগারূঢ়। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করিবে; আত্মাকে অবসন্ন করিওনা; আত্মাই আত্মার শত্রু ও মিত্র হইয়া থাকে। যে আত্মা আত্মাকে পরাজিত করিয়াছে, সেই আত্মাই বন্ধু; আর যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে পারে নাই, সে আপনি আপনার সর্ব্বনাশ করে। জিত আত্মা ব্যক্তির আত্মাই কেবল শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ ও মানাবমানন৷ উপস্থিত হইলে আত্মনিষ্ঠ হইয়া থাকে। যাহার আত্মা জ্ঞানবিজ্ঞানে তৃপ্ত, বিকারশূন্য, জিতেন্দ্রিয় ও লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনে সমজ্ঞান, সেই যোগীই যোগারূঢ়। শত্রু, মিত্র, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, সাধু ও অসাধুতে যাঁহার তুল্য জ্ঞান তিনিই শ্রেষ্ঠ। যিনি যোগারূঢ় হইবেন, তিনি হৃদয় ও দেহ বশীভূত করিয়া নিয়ত জনশূন্য স্থানে একাকী অবস্থান পূর্ব্বক আশা, পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া চিত্তকে ভগবচ্চিন্তারূপ সমাধানে নিযুক্ত করিবেক। অতি পবিত্র স্থানে প্রথমে কুশ, তৎপরে চর্ম্ম, তদুপরি বস্ত্র পাতিয়া অনতি উচ্চ, অনতি নিম্ন অচঞ্চল আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত তদুপরি উপবেশন করিয়া একাগ্রচিত্তে যোগাভ্যাস করিবেক। শরীরের মধ্যভাগ মস্তক ও গ্রীবাদেশ অবক্র ও স্থির রাখিয়া, দৃষ্টি চতুর্দ্দিক হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক নাশাগ্রে রক্ষা করিয়া সমাহিত হইবেক। যোগারূঢ় ব্যক্তি প্রশান্ত, নির্ভয়, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করতঃ সংযতচিত্ত ও ভগবৎপরায়ণ হইয়া ভগবানেই মন অর্পণ করিবেক। এইরূপে চিত্ত সমাহিত করিলে নির্ব্বাণ শান্তি ও ব্রহ্মভাব লাভ হইবে। অতি ভোজন বা অত্যল্পাহারে, অতি নিদ্রায় বা অত্যল্পনিদ্রায় সমাধি হয় না। আহার বিহার কর্ম্মচেষ্টা নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিতরূপে সমাধা করিলে সমাধি লাভ হইয়া থাকে। জিত-আত্মা ব্যক্তির মন যোগকালে নির্ব্বাতনিকম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির হইয়া থাকে, যে অবস্থাতে চিত্ত স্থির হইয়া শুদ্ধ ভাবে আত্মদর্শনে তৃপ্ত হয়, আত্মতত্ত্ব হইতে আর ভ্রষ্ট হয় না এবং অতীন্দ্রিয় নিরতিশয় সুখানুভব করে; যে অবস্থাতে অন্য লাভকে আর অধিক লাভ বলিয়া মনে হয় না,

ও গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হইতে হয় না, সেই অবস্থার নাম যোগ। সে অবস্থায় দুঃখের লেশও থাকে না; এইরূপ জ্ঞাত হইয়া যোগাভ্যাস করিবে। আত্মাতে মন স্থির করিয়া অটলভাবে ধীরে ধীরে বিরতি অভ্যাস করিবে। চঞ্চল মন যে যে বিষয়ে ভ্রমণ করে, তৎসমুদয় হইতে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আত্মবশীভূত করিবে। প্রশান্ত, রজোগুণবিহীন, পাপশূন্য, ব্রহ্মভাবাপন্ন মুনিই স্বর্গসুখ লাভ করিয়া থাকেন। যে যোগী আমাতেই সকল প্রাণী ও সকল প্রাণীতেই আমাকে দর্শন করেন, তিনি নিয়তই আমার দর্শন পান এবং আমারও সতত তাঁহার উপর দৃষ্টি থাকে। যে যোগী আপনার সুখদুঃখের ন্যায় সকলেরই সুখ দুঃখ সমান বোধ করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু চঞ্চল মন যে দুর্নিগ্রহ তাঁহার সন্দেহ কি? অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে দমন করিবে। যাঁহার মন বশীভূত নহে তাঁহার পক্ষে ইহা দুর্লভ। যিনি যোগারম্ভের পর যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন তিনিও ইহলোক পরলোকে কখনই বিনষ্ট হন না; জ্ঞানী ও কর্ম্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ; তুমি যোগী হও।

বিজ্ঞান যোগ।

সহস্র লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যত্ন করেন। সেই যত্নবান্ লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমাকে যথার্থ জানিতে পারেন। আমার মায়ারূপ প্রকৃতি আট প্রকার. ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এই আট প্রকার প্রকৃতির নাম অপরা; ইহা ব্যতীত আর একটি উৎকৃষ্ট জীবপ্রকৃতি আছে; তাহার নাম পরা প্রকৃতি। এই পরা প্রকৃতিই জগৎ ধারণ করিয়া আছে। এই দুই প্রকৃতি হইতেই সমুদায় ভূতের উৎপত্তি। আমিই এই জগতের পরম কারণ ও প্রলয় কর্ত্তা। যেমন মণিমুক্তা এক সূত্রে গ্রথিত থাকে সেইরূপ এই জগৎসংসার আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে। জলে রসরূপে, চন্দ্র সূর্য্যে প্রভারূপে, সমুদায় বেদে ওঁকাররূপে, আকাশে শব্দরূপে, মনুষ্যে পৌরুষরূপে, পৃথিবীতে

সুগন্ধরূপে, অগ্নিতে তেজোরূপে, সকল ভূতে জীবনরূপে, ও তপস্বীর তপস্যারূপে আমি অবস্থিত। আমিই সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি ও তেজস্বীর তেজ। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব সমুদয়ই আমা হইতে সমুৎপন্ন ও আমার অধীন; বস্তুতঃ সমস্ত লোকেই এই ত্রিগুণাত্মক-ভাবে বিমোহিত হইয়া আমাকে কিছুমাত্র জ্ঞাত হইতে পারে না। আমার আশ্চর্য্য গুণময়ী অনতিক্রান্তা এক মায়া আছে; যিনি এক মাত্র আমা-তেই আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনিই সেই মায়া অতিক্রম করিতে সক্ষম। আর্ত্ত আত্মজ্ঞানাকাঙ্ক্ষী, অর্থাভিলাষী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ পুণ্যাত্মা লোকই আমার আরাধনা করে। ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী আমার স্বরূপ। সেরূপ জ্ঞানী নিতান্ত দুর্লভ। যাঁহারা দেবতারাধনা করেন তাঁহারা আমা হইতেই অভিষ্ট লাভ করেন। দেবপূজকেরা দেবতা প্রাপ্ত হন; আমার ভক্তগণ এক আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন আছি, তাই মূর্খেরা আমাকে জন্মবিহীন অব্যয় বলিয়া বুঝিতে পারে না। অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত যিনি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন সেই সমাহিত ব্যক্তিই ইহলোক পরিত্যাগ কালেও আমাকে দর্শন করিতে থাকেন।

তারকব্রহ্ম যোগ।

যিনি পরম অক্ষয় অর্থাৎ অক্ষয় কারণ তিনিই ব্রহ্ম। বেদজ্ঞেরা যাঁহাকে অক্ষয় বলিয়া থাকেন, স্পৃহাশূন্য যতিগণ যাহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাঁহাকে কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সংক্ষেপে শ্রবণ কর।

ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া হৃদয়ে মন ও ভ্রূমধ্যে প্রাণ বায়ু রক্ষা করিয়া যিনি যোগে ধৈর্য্যাবলম্বন করেন, ও যিনি ওঁ একাক্ষর ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিয়া আমাকে স্মরণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। দেবতাগণের সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন, ও সহস্র যুগে এক রজনী;

যাঁহারা ইহার তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারাই অহোরাত্রজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার দিবসাগমে অব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হয়, আর নিশাগমে সেই অব্যক্ত কারণে সকলই বিলীন হইয়া যায়। ভূতগণ পুনঃ পুনঃ দিবাগমে জন্ম গ্রহণ করে, নিশিতে বিলীন হয়; পুনরপি দিবসে উৎপন্ন ও কর্ম্মপর হইয়া ব্রহ্মনিশিতে বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই বিশ্বের অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত আর একটি সনাতন ভাব আছে, সর্ব্বভূতের বিনাশেও সেই ভাব বিনষ্ট হয় না। সেই ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষয় ভাবই পরম পুরুষার্থ, তাহাই আমার স্বরূপ; সেই ভাব প্রাপ্ত হইলে আর নিম্নগতি হয় না। একান্ত ভক্তিযোগে সেই পুরুষকে লাভ করা যায়।

রাজগুহ্য যোগ।

গোপনীয় উপাসনার সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় শ্রবণ কর। বিদ্যার মধ্যে এই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহা রাজাদিগেরও গোপনীয়, ও অতি পবিত্র, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, ধর্ম্মানুগত ও অব্যয় এবং সুখে সাধন করা যায়। এই ঐশ্বরিক ঘটনাকৌশল অবলোকন কর;—কোন ভূত আমাতে অবস্থিত নহে; আমি কেবল ভূতগণের অবলম্বন হইয়া রক্ষা করিতেছি, কিন্তু কাহারও সহিত মিলিত নহি। যেমন সর্ব্বত্রগামী বায়ু নিয়তই আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ সর্ব্বভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে। আমি আত্মমায়ায় অবস্থিতি করিয়া পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে প্রলয়ের পর পুনঃ পুনঃ প্রাণিগণকে সৃজন করিতেছি। প্রকৃতি কেবল আমাকে অবলম্বন করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। আমি সর্ব্বভূতের মহেশ্বর ও মনুষ্য তনু আশ্রয় করিয়াছি। অবোধেরা আমার তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া তাচ্ছল্য প্রকাশ করে; যাহারা বৃথা আশা বৃথা কর্ম্ম ও বৃথা জ্ঞানপরায়ণ সেই বিচেতন লোকেরা রাক্ষসী, আসুরী ও মোহিনী প্রকৃতির আশ্রিত হইয়া থাকে। মহাত্মারা দৈবী প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া, আমাকে নিত্য জগৎকারণ জানিয়া অনন্যমনে আরাধনা করেন। কোন কোন ব্যক্তি ভক্তির সহিত দৃঢ়ব্রত হইয়া

সযত্নে আমার নাম সংকীর্ত্তন ও উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ বা জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা, কেহ এক ভাবিয়া, কেহ বা পৃথক ভাবিয়া, কেহ সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম রুদ্রাদিরূপে আমার উপাসনা করেন। আমিই যজ্ঞ, আমিই স্বধা, অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই হোমাদি সাধন, আমিই অগ্নি ও আমিই হোম। আমিই জগতের পিতা, মাতা, পিতামহ, বিধাতা ও জ্ঞেয় পদার্থ, পবিত্রতা, ওঁকার ঋক্, সাম. ও যজু। আমিই গতি অর্থাৎ কর্ম্মফল, ভর্ত্তা. প্রভু, সাক্ষী, ভোগস্থান, শরণ, সুহৃৎ, প্রভব, প্রলয়, আধার, নিদান. বীজ, এবং অব্যয়। উত্তাপদান, বারিবর্ষণ ও বারি আকর্ষণ আমিই করিতেছি, আমিই অমৃত ও মৃত্যু, সৎ ও অসৎ। আমি সকলের পক্ষেই একরূপ, কেহ আমার প্রিয়, কি অপ্রিয় নাই; যে আমার সাধনা করে, সেই আমাতেই অবস্থিতি করে। যাহারা অত্যন্ত পাপী, যাহারা কৃষিরত বৈশ্য ও জ্ঞানহীন শূদ্র, এবং স্ত্রীলোকেরাও আমাকে আশ্রয় করিলে পরম গতি লাভ করিতে পারে।

বিভূতি যোগ।

মহর্ষিগণ বা সুরগণেরাও আমার অবির্ভাব জ্ঞাত নহেন। কারণ আমি সকল বিষয়েই মহর্ষি ও সুরগণের আদি। আমিই বুদ্ধি, আমিই জ্ঞান, ব্যাকুলতা. ক্ষমা, ও সত্য; শম, দম, সুখ, দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, ভয় ও অভয় সকলই আমি। অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপস্যা, দান, যশ ও অযশ, এই ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকলই আমা হইতে উৎপন্ন। যাঁহারা আমাতে মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা পরস্পর আমার বিষয়ে কথোপকথন করিয়া ও আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া সন্তোষ ও শান্তিলাভ করেন। যাঁহারা ঐরূপ করেন, আমি তাঁহাদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রদান করি, তদ্দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।

আমার বিভূতির শেষ নাই। প্রধান প্রধান বিভূতির বিষয় শ্রবণ কর। সকল ভূতের আমিই আদি, আমিই মধ্য, আমিই অন্ত। আমি জ্যোতি-

র্যগুলী মধ্যে সূর্য্য, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র, দেবের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, ভূত মধ্যে চৈতন্য, গিরি মধ্যে সুমেরু, পুরোহিত মধ্যে বৃহস্পতি, সেনা মধ্যে কার্ত্তিকেয়, জলাশয় মধ্যে সাগর, বাক্য মধ্যে ওঁ, যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবর মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষ মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষি মধ্যে নারদ, মনুষ্য মধ্যে রাজা, আয়ুধ মধ্যে বজ্র, প্রজা উৎপত্তির কারণস্বরূপ কন্দর্প, সর্প মধ্যে বাসুকী, দৈত্য মধ্যে প্রহ্লাদ, সংখ্যাকারী মধ্যে কাল, মৃগ মধ্যে মৃগেন্দ্র, স্রোত মধ্যে জাহ্নবী, বিদ্যা মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা, বাদী মধ্যে বাদ, অক্ষর মধ্যে অকার, সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কালের মধ্যে অনন্ত, বিধাতৃ-মধ্যে বিশ্বতোমুখ বিধাতা। মৃত্যুও আমি, প্রাণীর উদ্ভবও আমি। নারী মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমাও আমি, এবং আমিই ঋতু মধ্যে কুসুমাকর বসন্ত। আমিই তেজস্বীর তেজ, জয়, ব্যবসায় ও সত্ত্ববান্‌দিগের সত্ত্ব। পাণ্ডব মধ্যে অর্জ্জুন, দমনকারীর দণ্ড, গোপনীয় বিষয় মধ্যে মৌনভাব, জ্ঞানীদিগের জ্ঞান, ও সকল ভূতের বীজই আমি। আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই। এই আমার সংক্ষেপ বিবরণ। এক্ষণে বিস্তৃতরূপে জানিবার প্রয়োজন নাই, কারণ একাংশের দ্বারা মাত্র আমি এই চরাচর সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি।

বিশ্বরূপ দর্শন।

আমার বিশ্বরূপ দর্শন কর। আমার শত সহস্র রূপ, নানাবর্ণ ও নানা-বিধ আকার অবলোকন কর। আমার দেহে ঐ দেখ আদিত্য সকল, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীতনয়দ্বয়, মরুদ্‌গণ ও অদৃষ্ট পূর্ব্ব বহুবিধ বস্তু রহিয়াছে। বিশ্বসংসার আমার শরীরে একত্রাবস্থিত, এবং অন্যান্য যাহা কিছু সমুদয়ই নিরীক্ষণ কর। সামান্য চক্ষুতে আমাকে দর্শন করা সম্ভব নহে; জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আমার অলৌকিক যোগ অবলোকন কর। আমাতে বহু মুখ, বহু নেত্র, বহু অদ্ভুত দৃশ্য আছে। আমার অঙ্গ দিব্যালঙ্কারে ভূষিত ও নানা দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত; দিব্যমালা ও অম্বর শোভিত, সুগন্ধ

চর্চ্চিত; আমি আশ্চর্য্য দেব, অনন্ত ও বিশ্বতোমুখ। আকাশে সহস্র সূর্য্য যুগপৎ উত্থিত হইলে, আমার বিশ্বরূপের জ্যোতিরাশির সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য হইতে পারে। আমার দেহমধ্যে সমস্ত দেবতা, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জাদি এবং ব্রহ্মঋষিগণ ও উরগগণ সকলই বর্ত্তমান। আমার অনেক বাহু, অনেক উদর, বহুমুখ ও বহুচক্ষু, কিন্তু সেই অনন্তরূপের আদি, অন্ত ও মধ্যম, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। আমিই অক্ষর, জ্ঞাতব্য, নিত্য, সংসারের আশ্রয়, নিত্যধর্ম্মের পরিপালক, উৎপত্তিস্থিতিলয় শূন্য, অনন্ত বীর্য্য। চন্দ্রসূর্য্য সদৃশ নেত্র, মুখমণ্ডলে হুতাশন; আমি একাকী হইয়াও, স্বর্গ, ধরা ও আকাশ সর্ব্বদিকই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছি। আমার এইরূপ ভয়ঙ্কর অদ্ভুতরূপ নিরীক্ষণ করিয়া, এই ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে। সুরগণ সভয়ে শরাপন্ন হইতেছেন, কেহ বা ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রার্থনা করিতেছেন, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা স্বস্তি উচ্চারণ পূর্ব্বক স্তব পাঠে প্রবৃত্ত। রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বেদেবাদি মরুৎগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, সিদ্ধ সকলেই সবিস্ময়ে আমার বিশ্বরূপের প্রতি চাহিয়া আছেন। যেমন নদীপ্রবাহ সাগর মুখে প্রবাহিত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ বীর পুরুষগণ আমার তেজোময় মুখ মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। আমি প্রজ্বলিত মুখমণ্ডল বিস্তার করিয়া সমস্তলোক গ্রাস করিতেছি, সকলে আমার সম্মুখে নমস্কার করে, পশ্চাতে নমস্কার করে, চতুর্দ্দিকেই নমস্কার করে। যেরূপ পিতা পুত্রের, বন্ধু বন্ধুর, স্বামী প্রিয়ার দোষ সহ্য করেন, সেইরূপ আমি ভক্তের অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকি। বেদ পাঠ, তপস্যা, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাও কেহ আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। যিনি আমার কর্ম্ম করিয়া থাকেন, আমাতেই অনুরক্ত, পারিবারিক মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত, নির্ব্বিরোধী তিনিই আমাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

ভক্তি যোগ।

যদি আমাতে দৃঢ় মন রাখিতে অক্ষম হও; অভ্যাস যোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রয়াস পাও। যদি সেই অভ্যাস যোগও দুঃসাধ্য হয়, তবে আমার প্রতি সাধনার্থ, ব্রত পূজা, নাম সংকীর্ত্তন ইত্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কর, তাহাতেও মুক্তি লাভ করিবে। যদি তাহাও না পার, একমাত্র আমাকেই সার জানিয়া, স্থির মনে তোমার সমস্ত কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ কর, তাহাতেও মুক্ত হইতে পারিবে। বিবেকহীন অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানাপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মফলের আশা ত্যাগ করিতে পারিলেই চির শান্তি।

যিনি দ্বেষশূন্য, মৈত্র, কৃপালু, মায়াশূন্য, অহঙ্কারশূন্য, ক্ষমাশীল, প্রসন্ন, অপ্রমত্ত, সংযতস্বভাব ও দৃঢব্রত, ও সুখে দুঃখে যাহার সমজ্ঞান এবং আমাতেই যাহার মন ও বুদ্ধি অর্পিত, তিনিই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে কোন ব্যক্তিই উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি স্বাভাবিক হর্ষ হইতে মুক্ত, ভয় ও উদ্বেগশূন্য, নিস্পৃহ, শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতশূন্য, ব্যাধিশূন্য ও নিষ্কাম, পাপপুণ্যবোধবিহীন ও অনাসক্ত, এবং যিনি নিন্দা ও প্রশংসা সমান জ্ঞান করেন, মৌনী, যথালাভে সন্তুষ্ট, কোন স্থানেই নিয়ত অবস্থিতি করেন না, স্থির ভক্তি ও স্থির মন এবং ধর্ম্মামৃতপায়ী তিনিই আমার প্রিয় পাত্র।

প্রকৃতিপুরুষবিবেক যোগ।

এই দেহকে ক্ষেত্র বলে। যিনি শরীরের বিষয় জ্ঞাত তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ভগবান্ সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের যে বৈলক্ষণ্য জ্ঞান তাহাই যথার্থ জ্ঞান। সেই ক্ষেত্রের যে ধর্ম্ম, যেরূপ ইন্দ্রিয় বিকার, যেরূপে প্রকৃতি পুরুষ যোগে উৎপত্তি, অন্য হইতে যেরূপ পৃথক ভাব, ইত্যাদি সংক্ষেপে শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা বেদ স্থির করিয়াছেন।

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধিমূলা প্রকৃতি, দশ বাহ্যেন্দ্রিয় ও মন এবং

পঞ্চ ইন্দ্রিয়বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখসংঘাত, জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য এই সমস্ত ক্ষেত্রধর্ম্ম, অমানিতা, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষান্তি, সারল্য, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, দেহসংযম, বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিত্ব ও জন্ম মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ, আলোচনা, আসক্তি ত্যাগ, ইষ্টানিষ্টে সমজ্ঞান, অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জন অবস্থান, জনতায় বিরাগ, আত্মজ্ঞানপরায়ণতা ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন, ইহাই জ্ঞান, ইহা ব্যতীত সকলই অজ্ঞান।

অনাদি ব্রহ্মই জ্ঞেয়। তিনি সৎ ও অসৎ এই উভয়ের কিছুই নহেন। যাঁহার চরণ, চক্ষু, কর, মুখ ও মস্তক সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, শ্রবণশক্তিও যাঁহার সহিত যুক্ত আছে, তিনি সমস্ত লোকে ব্যাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয় ও রূপরসাদি প্রকাশ করেন। তিনি সঙ্গহীন, জগদাধার নির্গুণ ও সমস্ত গুণের পালক। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে, অজ্ঞেয় বহুদূরে ও অতি নিকটে অবস্থান করেন। তিনি ভূত মধ্যে অখণ্ড হইয়াও বিভক্ত ভাবে অবস্থিত ও সর্ব্বভূতের ভর্ত্তা, জ্যোতি, অন্ধকার হইতে প্রকাশস্বরূপ, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য।

প্রকৃতিপুরুষ অনাদি; দেহ ও ইন্দ্রিয় বিকার মাত্র, সুখ দুঃখাদি গুণ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন। দেহ ও ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই কারণ; সুখদুঃখবিষয়ে পুরুষই কারণ। পুরুষ প্রকৃতিদেহে থাকিয়া সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন; ইন্দ্রিয়সংসর্গই সদসৎ যোনিতে জন্মের কারণ। পুরুষ দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও প্রকৃতি হইতে পৃথক্, সাক্ষী, অনুগ্রাহক, বিধাতা, প্রতিপালক, ঈশ্বর ও অন্তর্যামী। যিনি পুরুষ ও প্রকৃতিগুণ অবগত, তিনি সমুদয় বিধি পরিত্যাগ করিলেও মুক্ত হন। কেহ কেহ ধ্যান ও মনঃ সন্নিবেশে দেহমধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন; কেহ সাংখ্য অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের বিভিন্নতারূপ যোগে, কেহ বা কর্ম্মযোগে আমার দর্শন লাভ করেন। কেহ বা আত্মতত্ত্ব না জানিয়া আচার্য্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদ্রূপে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাও মুক্ত হন। সমুদায় পদার্থ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে উৎপন্ন। আত্মা কিছুই করেন না। প্রকৃতিস্থ সমস্ত ভূতের ভিন্ন ভিন্ন ভাব যখন কাহারও নয়নপথে পতিত হয় তখন তিনি প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম লাভ করেন। যেমন আকাশ সমস্ত পদার্থে থাকিয়াও

কিছুতেই লিপ্ত নহে, সেইরূপ আত্মা সমস্ত দেহে থাকিয়াও কখন লিপ্ত নহেন। যেমন এক সূর্য্যালোকে সমুদায় লোক প্রকাশিত, সেইরূপ এক ক্ষেত্রী অর্থাৎ আত্মা সমস্ত দেহ প্রকাশিত করেন। জ্ঞানচক্ষুতে যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ দর্শন করিতে পারেন ও ভৌতিক প্রকৃতি হইতে মুক্তির উপায় জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই পরম মোক্ষ লাভ করেন।

গুণত্রয় বিভাগ যোগ।

যোনিমাত্রেই যে সমস্ত মূর্ত্তি উৎপন্ন হয় মহৎপ্রকৃতিই সেই সমস্তে যোনি এবং ভগবানই বীজদাতা পিতা। সত্ত্ব, রজ, তম, তিন গুণ অব্যয় দেহীকে অবলম্বন করিয়া আছে। নির্ম্মলত্বহেতু সত্ত্বগুণ দীপ্তিময় ও নিরুপদ্রব, মনুষ্যকে সুখী ও জ্ঞানী করিয়া থাকে। অনুরাগরূপ রজোগুণ অপ্রাপ্তাভিলাষ ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন এবং মনুষ্যকে কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ করে। তমোগুণ অজ্ঞানান্ধকার হইতে উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে মোহিত করে, এবং প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা বদ্ধ করে। সত্ত্বগুণে জীব সুখী; রজোগুণে কর্ম্মাসক্ত, তমোগুণে অজ্ঞানাবস্থায় অনবধানে অবস্থিত। সত্ত্ব-গুণ বৃদ্ধি পাইলে সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারে জ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে। রজো-বৃদ্ধিতে লোভ, কর্ম্মারম্ভ, প্রবৃত্তি, অশম ও স্পৃহা উৎপন্ন হয়। তমোবৃদ্ধিতে বিবেকভ্রংশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়। সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সুনির্ম্মল সুখ, রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ ও তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ ও তম হইতে প্রমাদ, মোহ, ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সাত্ত্বিক মনুষ্য ঊর্দ্ধলোক, রাজসিক মনুষ্য নর-লোক ও তামসিক মনুষ্য অধোগতি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য এই গুণত্রয় অতি-ক্রম করিয়া, জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ হইতে উদ্ধার হইলে মুক্ত হয়। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ উৎপন্ন হইলে যিনি দ্বেষ প্রকাশ করেন না ও ঐ সকল নিবৃত্ত হইলেও যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না তিনিই ত্রিগুণাতীত। যিনি উদাসীনবৎ আসীন, সুখ দুঃখে অবিচলিত ও "গুণ সকল স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই" এইরূপ বিবেচনার

সহিত ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন ও যিনি আত্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা, মানাপমান শত্রু মিত্র সমান জ্ঞান করেন ও যিনি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী হইয়া একান্ত ভক্তির সহিত সেই ব্রহ্ম, নিত্যমোক্ষ, শাশ্বত ধর্ম্ম, অখণ্ড সুখাস্পদ-স্বরূপের সেবা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া মুক্তিলাভ করেন।

পুরুষোত্তম যোগ।

সংসারস্বরূপ এক অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। ঊর্দ্ধভাগে তাহার মূল ও অধোভাগে শাখা অর্থাৎ ভগবান্ তাহার ঊর্দ্ধ মূলে ও সৃষ্টিরূপ শাখাদি তাহার অধোভাগে। সমস্ত বেদ ঐ বৃক্ষের পত্র। যিনি ঐ বৃক্ষ জ্ঞাত হইয়াছেন তিনিই বেদজ্ঞ। ঐ বৃক্ষশাখা ঊর্দ্ধে ও নিম্নে বিস্তৃত ও সত্ত্বাদি গুণে বর্দ্ধিত। রূপরসাদি বিষয় উহার পত্র, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের মূল সমুদয় অধোদেশে ইহ-লোকে বিস্তীর্ণ। সেই বৃক্ষের রূপ দর্শন করা যায় না, উহা অনাদি ও অনন্ত "একেবারে মমতাশূন্য কঠিন বিচার" রূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ঐ বৃক্ষছেদন করিয়া উহার বদ্ধ মূলস্থ বস্তুর অনুসন্ধান কর। "যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে ফিরিতে হয় না ও যাঁহা হইতে এই সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তৃত হই-য়াছে সেই আদিপুরুষের শরণ লইতেছি" এইরূপ একান্ত ভক্তিযোগে তাঁহার অন্বেষণ করিবে। চন্দ্র সূর্য্য ও বহ্নি যাঁহাকে প্রকাশিত করিতে অক্ষম, যাহা লাভ হইলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, তাহাই আমার পরমপদ। যেমন সমীরণ কুসুম হইতে সৌরভ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ জীব শরীর লাভ ও শরীর ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া চলিয়া যায়। শ্রোত্র, নেত্র, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ এবং মনের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া জীব বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। মূঢ়গণ দেহস্থ, বিষয়ভোগী, ইন্দ্রিয়সম্পন্ন সেই জীবকে কখন প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। যোগীরা বিশেষ যত্নে তাহাকে নিরীক্ষণ করেন। মূঢ়েরা যত্ন করিয়াও কিছুই দেখিতে পায় না। আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত শরীর মধ্যে থাকিয়া চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পাক করি। আমি সর্ব্বশরীরে প্রবেশ করিয়া স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন করি।

ক্ষর ও অক্ষর নামে দুই পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে ভূত সকল ক্ষর এবং কূটস্থ চৈতন্যরূপ ভোক্তাই অক্ষর। ইহা ব্যতীত পরমাত্মা নামে এক উত্তম পুরুষ আছেন; তিনিই চরাচরে সমুদয় পালন করিতেছেন। ক্ষরাক্ষর অপেক্ষা তিনিই শ্রেষ্ঠ ও পুরুষোত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত।

এই অতি গুহ্য শাস্ত্র কীর্ত্তিত হইল। ইহা জ্ঞাত হইলেই লোক বুদ্ধিমান্ ও কৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ।

দৈব সম্পদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জ্জন, দীনে দয়া, অদ্রোহ ও অনভিমানিতা ইত্যাদি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহারা আসুর সম্পদে দৃষ্টি রাখিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানসম্পন্ন হয়। দৈব সম্পদ মোক্ষের হেতু, আর আসুর সম্পদ বন্ধনের কারণ। যাহাদিগের অসুরস্বভাব তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই জানে না। তাহারা এই সংসারকে অসত্য, স্বাভাবিক, ঈশ্বরশূন্য ও স্ত্রীপুরুষসম্ভূত, কামজনিত বলিয়া প্রকাশ করে। তাহারা কামভোগই পুরুষার্থ বলিয়া স্থির করে ও শত শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া চৌর্য্যাদি দ্বারা অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করে। "অদ্য আমার এই লাভ হইয়াছে," "আমার এই মনোরথ পূর্ণ হইবে," "আমার এই ধন আছে" "আবার আমার এই ধন লাভ হইবে," "আমি ঐ শত্রু নষ্ট করিয়াছি," "উহাকেও বিনাশ করিব" "আমি ঈশ্বর," "আমি ভোগী" "আমি সিদ্ধ," "আমি বলবান্" "আমিই সুখী," "আমি বড় ধনী," "আমি বড় কুলীন," "আমার মত কে?" "আমি যাগাদি করিব" "আমি দান করিব" "খুব আমোদ করিব" এইরূপ অজ্ঞানে তাহারা অভিভূত হইয়া থাকে। কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের ত্রিবিধ দ্বার। যিনি এই ত্রিবিধ দ্বার হইতে উদ্ধার হইয়াছেন, তিনি আপনার মঙ্গলাচরণ করিয়া পরম গতি লাভ করেন।

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ।

লোকের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামাসিক। সকল লোকের শ্রদ্ধাই সত্ত্বানুরূপ হইয়া থাকে। পুরুষও শ্রদ্ধাময়, তবে যাহার পূর্ব্ব শ্রদ্ধা যেরূপ, পরেও সেই রূপ হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক সাধুগণ দেবগণের পূজা, রাজসিকগণ যক্ষ রক্ষের পূজা, ও তামাসিকগণ ভূত প্রেত পূজা করিয়া থাকেন। যাহারা দাম্ভিক, কামী, রাগী ও বলী হইয়া শাস্ত্রবিধির অতিরিক্ত ভয়ঙ্কর তপস্যাদ্বারা আত্মাকে বৃথা ক্লেশ প্রদান করে, তাহারা অতিশয় ক্রূর স্বভাব।

আহার তিনি প্রকার, যজ্ঞ তিন প্রকার, তপস্যা তিন প্রকার এবং দানও তিন প্রকার। জীবনবর্দ্ধক, উৎসাহবর্দ্ধক, বলবর্দ্ধক, আরোগ্য-সম্পাদক, সুখ ও রুচিবর্দ্ধক, সরস, স্নিগ্ধ, স্থায়ী ও উত্তম আহারই সাত্ত্বিক-গণের অতি প্রিয় আহার। দুঃখ শোক ও রোগদায়ক কটু, অম্ল, লবণময়, অতি উষ্ণ, অতি উগ্র ও রুক্ষ আহারই রাজসিকেরা ইচ্ছা করে। আর বহু বিলম্বে পক্ক, নিরস, দুর্গন্ধময়, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র আহারই তামসিকদিগের আহার।

নিষ্কাম মহাত্মারা এক মনে ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে যে প্রয়োজনীয় যজ্ঞানু-ষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ফলাকাঙ্ক্ষা ও দম্ভ প্রকাশ করিবার জন্য যে যজ্ঞ তাহা রাজসিক। আর অন্নহীন, বিধি মন্ত্র দক্ষিণা দান ও শ্রদ্ধাশূন্য যে যজ্ঞ তাহা তামসিক।

দেব দ্বিজ গুরু ও বিজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, এই সকল শারীর তপস্যা। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয়, ও হিত বাক্য এবং বেদাভ্যাসকে বাঙ্ময় তপস্যা বলে। আর প্রসন্নতা, অক্রূরতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ, ও ভাবশুদ্ধি, ইহাই মানসিক তপস্যা। শ্রদ্ধার সহিত যে নিষ্কাম তপস্যা তাহা সাত্ত্বিক। সৎকার, মান, অর্থলাভ, ও দম্ভ প্রকাশের নিমিত্ত যে ক্ষণিক তপস্যা তাহা রাজসিক। দুরাগ্রহ ও আত্মপীড়ন দ্বারা অথবা কোন ব্যক্তির বিনাশার্থ যে তপস্যা তাহা তামসিক।

দেশকাল পাত্র দেখিয়া দাতব্য জ্ঞানে প্রত্যুপকারে অক্ষম ব্যক্তিকে যে দান করা যায় তাহাই সাত্ত্বিক। প্রত্যুপকারলাভেচ্ছায় বা স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় ক্লেশের সহিত যে দান তাহা রাজসিক। অপবিত্র স্থানে, অনুপযুক্ত কালে ও অপাত্রে সৎকারহীন, তিরস্কারযুক্ত যে দান তাহাই তামসিক।

মোক্ষ যোগ।

পণ্ডিতেরা কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করাকেই 'সন্ন্যাস' বলিয়াছেন। আর সমুদয় প্রকার কর্ম্মফল পরিত্যাগ করাকেই 'ত্যাগ' বলিয়াছেন। কেহ বলেন দোষের ন্যায় সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগই কর্ত্তব্য। কেহ বলেন,—যজ্ঞ দান ও তপস্যা এই তিনটি কর্ম্ম কিছুতেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

ত্যাগ তিন প্রকার। নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ উচিত নহে; কিন্তু মোহ বশতঃ উহা ত্যাগ করাকেই তামস ত্যাগ বলে। সভয়ে ও কায়ক্লেশে অতি দুঃখজনক ভাবিয়া যে কর্ম্মত্যাগ তাহাকে রাজসত্যাগ বলে। রাজসত্যাগীরা "ত্যাগ"ফল লাভ করিতে পারে না। আর কর্ত্তব্য বিবেচনায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তাহাতে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করাকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা যায়। তুমি সাত্ত্বিক ত্যাগী হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দেহধারীগণ সম্পূর্ণ কার্য্যত্যাগে সমর্থ নহে। কিন্তু যিনি কর্ম্মফল ত্যাগ করেন তাঁহাকেই ত্যাগী বলা যায়। ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র এই তিনটী ফল আছে। যাঁহারা "ত্যাগী" নহেন তাঁহাদিগকে মৃত্যুর পর ঐ ফল ভোগ করিতে হয়। সন্ন্যাসীরা কখনই ঐ ফল ভোগ করেন না।

সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম সিদ্ধান্ত বিষয়ে পাঁচটী কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, শরীর, অহঙ্কার, পৃথক করণ অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি, ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা অর্থাৎ শরীর মধ্যস্থ প্রাণাপান বায়ু আদির ক্রিয়া, এবং দৈব অর্থাৎ চক্ষুকর্ণের সাহায্যকারী সূর্য্যাদি দেবতা বা ভগবান্। লোকে কায়মনোবাক্যে ন্যায়ান্যায় যে কর্ম্মই করুক না কেন, এই পাঁচটি কারণই তাহার হেতু। জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও পরিজ্ঞাতা এই তিন কারণ বশতঃ মনুষ্য কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় এবং

ঐ তিনটি কারণই করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিনটী ক্রিয়ার আশ্রয়। সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান তিন প্রকার; কর্ম্ম তিন প্রকার ও কর্ত্তা তিন প্রকার। যে জ্ঞানে লোক সর্ব্বভূতমধ্যে অভিন্নভাবে অবস্থিত জানিয়া অব্যয় পরমাত্ম-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ পৃথক্ রূপে জানা যায় তাহাই রাজসিক জ্ঞান। এক প্রতিমাদিতেই মাত্র ঈশ্বর বিদ্যমান,—এইরূপ তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে।

আসক্তি অহঙ্কারশূন্য, ধীর ও উৎসাহী ও সিদ্ধি অসিদ্ধিতে বিকার শূন্য কর্ত্তাই সাত্ত্বিক। অনুরাগী, ফলাকাঙ্ক্ষী, হিংসাত্মক অশুচি ও হর্ষ-শোকযুক্ত কর্ত্তাই রাজসিক। জ্ঞানশূন্য, উদ্ধত, শঠ, পরাপমানী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাই তামসিক। বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের গুণানুসারে তিন প্রকার প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে। যদ্দ্বারা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, ভয় অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। যদ্দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম, কার্য্যাকার্য্য যথার্থ জ্ঞাত হওয়া যায় না সেই বুদ্ধিই রাজসী। আর যে বুদ্ধি অজ্ঞানাবৃত হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও সমস্তই বিপরীত ভাবে প্রতিপন্ন করে, তাহাই তামসী।

সুখও ত্রিবিধ। যে সুখ প্রথমে বিষবৎ, পরিণামে অমৃত তুল্য, ও আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতাজনক তাহাই সাত্ত্বিকী। বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে যাহা প্রথমে অমৃততুল্য পরিণামে বিষবৎ তাহাই রাজসিক। আর যে সুখ পূর্ব্বে ও পরে সর্ব্বকালেই মোহজনক ও নিদ্রালস্য প্রমাদ হইতে উৎপন্ন তাহাই তামসিক। এই পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গের দেবতাগণের মধ্যে এই ত্রিগুণবিহীন কোন প্রাণীই কখন দেখা যায় না।

যেমন সূত্রধর দারুযন্ত্রারূঢ় কৃত্রিম ভূতগণকে ঘুরাইয়া থাকে, সেইরূপ আমি ভূত হৃদয়ে থাকিয়া মায়া দ্বারা তাহাদিগকে ঘুরাইতেছি। আমার ভক্তগণের নিকট যিনি ভক্তির সহিত এই অতি গুহ্য গীতার্থ কীর্ত্তন করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবেন। ইহলোকে আমার তাহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহই নাই, এবং হইবেও না। এই ধর্ম্মানুগত সংবাদ যিনি পাঠ করিবেন তাঁহার জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা আমাকেই পূজা করা হইবেক। অসূয়াশূন্য হইয়া যিনি ইহা শ্রবণ করিবেন, সর্ব্বপাপ

হইতে বিমুক্ত হইয়া তিনি অশ্বমেধাদিকারিগণের শুভফল প্রাপ্ত হইবেন।

হে অর্জ্জুন, এক্ষণে বল, তুমি কি একান্তমনে এই স্বর্গীয় সংবাদ শ্রবণ করিলে? তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি এখনও বিনষ্ট হয় নাই?

ইতি বেদব্যাস কৃত লক্ষ শ্লোক সংহিতা মহাভারতান্তর্গত ভীষ্ম পর্ব্বের
মধ্যস্থ ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশক উপনিষৎ
ভগবদ্গীতা নামক শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ
যোগশাস্ত্র সম্পূর্ণ ইত্যাদি।

আত্মতত্ত্ব।

যুক্তি ও বিচার দ্বারা সর্ব্বদাই পরব্রহ্মের তত্ত্ব আলোচনা করাকেই "মনন" বলা যায়। নিয়ত শ্রবণ ও মনন করিতে করিতে নিঃসন্দেহ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান নিত্যানন্দে মন দৃঢ় হইলে তাহার প্রতি যে এক প্রকার হৃদয়ের একাগ্র প্রবৃত্তি ধাবিত হয় তাহারই নাম "নিদিধ্যাসন"। নিদিধ্যাসন কালে "আমি" ধ্যান করিতেছি ও "ব্রহ্মকে" আমি ধ্যান করিতেছি, এইরূপ বোধ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু যখন "ধ্যান" ও "ধ্যানকারী" এতদুভয়ের জ্ঞান দূর হইয়া, নির্ব্বাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় পরব্রহ্মে মন একাগ্র হইয়া স্থিরভাব ধারণ করে তখন সেই প্রশান্ত অবস্থাকে "নির্ব্বিকল্পক সমাধি" বলে। এই সমাধি হইতে সহস্র সহস্র অমৃত ধারা বর্ষিত হইয়া থাকে, এই জন্য মহাযোগী পণ্ডিতেরা এই সমাধিকে "ধর্ম্মমেঘ" বলিয়া গিয়াছেন। এই জন্মমৃত্যু পরিপূর্ণ দুঃখময় ভয়ঙ্কর সংসারে বহুজন্মকৃত পাপরাশিও এই নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সুবিমল ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়। সমাধিসাধনে মহাবাক্য সকল বাধা শূন্য হইয়া করতলস্থ বস্তুর ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানকে প্রকাশ করিয়া দেয়।

আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, বহ্নির গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও

গন্ধ। এই সমস্ত গুণের দ্বারা পঞ্চভূতের প্রভেদ নির্ণীত হইয়া থাকে। নাম ও রূপের উৎপত্তির নামই সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে পঞ্চভূতের সৃষ্টি অর্থাৎ অস্তিত্ব ছিল না। সুবিমল আকাশের ন্যায় পূর্ণব্রহ্মেতে ভেদা-ভেদ অসম্ভব। যেমন কোন সামান্য ব্যক্তি স্বপ্ন বা সুষুপ্তি কালে উপা-র্জ্জিত বিদ্যা বিস্মৃত হইয়াও পুনর্ব্বার সচেতন হইলে তাহা ঠিক পূর্ব্বরূপ স্মরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীরও মৃত্যুকালে অদ্বৈত জ্ঞান বিনষ্ট হয় না।

প্রথমে অন্নময় কোষ, তাহার অভ্যন্তরে প্রাণময় কোষ, আরও অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ, আরও অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ। এই পরম্পরাস্থিত পঞ্চকোষকে "গুহা" বলে। শুক্র শোণিত হইতে উৎপন্ন, অন্নরসে বর্দ্ধিত, জড়পিণ্ড শরীরই অন্নময় কোষ। ইহা জন্মের পূর্ব্বে ছিল না, মৃত্যু পরেও থাকিবে না, অতএব ইহা অবিনাশী আত্মার স্বরূপ নহে। অন্নময় কোষে বল প্রদান করিয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তিদায়ক পঞ্চ বায়ুর নাম প্রাণময় কোষ। ইহাও জড়ত্বহেতু আত্মার স্বরূপ হইতে পারে না। অন্নময় কোষে ভ্রম হইতে উৎপন্ন যে "আমি"—জ্ঞান, এবং এই গৃহ, এই ধন আমার, এইরূপ, যে "আমার" জ্ঞান, তাহাই মনময় কোষ; কাম ক্রোধে বিকৃত হয় বলিয়া ইহাও আত্মার স্বরূপ নহে। সুনিদ্রা কালে বিলীন ও জাগ্রৎ অবস্থায় আপাদ মস্তকে অবস্থিত চৈতন্যের ছায়া যুক্ত বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোষ। ইহাও উৎপত্তি ও প্রলয়াধীন বলিয়া আত্মার স্বরূপ নহে। অন্তরের যে বুদ্ধিবৃত্তি পুণ্যফল ভোগকালে চিদানন্দ ছায়ায় অবস্থিত থাকে, এবং সম্ভোগ শেষ হইলে প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায় তাহাকেই আনন্দময় কোষ বলে। অনিত্য বলিয়া ইহাও আত্মা হইতে পারে না, আনন্দময় কোষের ও অতীত বিম্বভূত সৎস্বরূপ এক, চিদানন্দকেই "আত্মা" বলা যায়।

স্থূল আকৃতি হইতে সূক্ষ্ম আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে তৎ সমুদায়ই অনুভব করা যাইতে পারে, তাহা ভিন্ন অন্য কিছুই অনুভব করা যায় না সত্য, কিন্তু যে শুদ্ধ নিত্য অখণ্ড চৈতন্যের দ্বারা দেহ হইতে আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত সমস্তই অনুভব করা যায়, সেই নিত্য চৈতন্যকে কে অস্বীকার করিতে পারে? সেই নিত্য চৈতন্যই শুদ্ধ আত্মা। তিনি অজ্ঞের,

কিন্তু অস্তিত্ব নাই বলিয়া যে তিনি অজ্ঞেয়, তাহা নহে। তিনি স্বয়ংই জ্ঞান, জ্ঞেয় নহেন; তাঁহার জ্ঞাতা ও জ্ঞানান্তর নাই বলিয়াই তিনি অজ্ঞেয়।

যখন জিহ্বা না থাকিলে কথা বলা যায় না, তখন "আমার জিহ্বা, আছে কি না?" এরূপ বলা যেমন লজ্জার বিষয়, সেইরূপ জ্ঞান সত্ত্বে "আমি জ্ঞান স্বরূপকে জানিনা,'' এ কথা বলাও নিতান্ত লজ্জাকর। বস্তু পরিত্যাগ কর এবং সেই বস্তু বিষয়ে যে জ্ঞানমাত্র তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ কর; সেই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। পঞ্চ কোষ ত্যাগ করিলে অবশেষে যে সাক্ষী স্বরূপ জ্ঞান থাকেন, তিনিই পরব্রহ্ম। আত্মচৈতন্যই ব্রহ্মের স্বরূপ, অতএব যিনি বলেন যে "ব্রহ্ম নাই" তিনি স্বয়ং ও নাই। ব্রহ্ম এরূপ কি সেরূপ, ইহা বলা যায় না, যিনি এরূপও নহেন, সেরূপও নহেন তিনিই ব্রহ্ম। প্রত্যক্ষ বস্তুকে ঈদৃশ বলা যায় ও অপ্রত্যক্ষকে তাদৃশ বলা যায়, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া ঈদৃশ বলা যাইতে পারে না, এবং সেই আত্মা নিত্য প্রত্যক্ষ স্বপ্রকাশ চৈতন্য বলিয়া অপ্রত্যক্ষও নহেন, এই হেতু তাঁহাকে তাদৃশও বলা যাইতে পারে না। সমুদায় জড় জগৎ ধ্বংস হইলে যেমন আকাশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ আকাশাদি যাবতীয় সৃষ্টি বিনষ্ট হইলে যে 'জ্ঞান' অবশিষ্ট থাকেন তিনিই পরমাত্মা। কেহ বলিতে পারেন যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তাহা বলুন, কেন না সেই অলক্ষ্য অনির্দ্দেশ্য বস্তুকেই পরমাত্মা বলা হইয়াছে, এতদুভয় মতে ভাষা মাত্র ভিন্ন হইল, নতুবা উভয়েতে একই পদার্থ বুঝাইতেছে, অর্থাৎ তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত। শক্তিরূপ উপাধিযোগে এক চৈতন্যই ঈশ্বরের রূপে বর্ত্তমান হন। ব্রহ্ম চৈতন্য যখন নিরুপাধিক তখনই তিনি পরব্রহ্ম, আবার যখন মায়াশক্তি উপাধি-বিশিষ্ট তখনই তিনি ঈশ্বর; এবং যখন তিনি পঞ্চকোষরূপ উপাধিযুক্ত, তখনই জীব শব্দে বাচ্য হইলেন। যেমন একই ব্যক্তি পুত্রকে অবলম্বন করিয়া পিতা হন, পুনর্ব্বার পৌত্রকে অবলম্বন করিয়া পিতামহ হন। কিন্তু পুত্র পৌত্র অভাবে আর তিনি পিতাও নহেন, পিতামহ ও নহেন, ঠিক সেইরূপ ব্রহ্ম চৈতন্যই উপাধিযোগে ঈশ্বর ও জীব হন, কিন্তু উপাধি অভাবে তিনি ঈশ্বরও নহেন, জীবও নহেন, কিছুই নহেন, যে পূর্ণ চৈতন্য

সেই পূর্ণ চৈতন্য। পঞ্চকোষজ্ঞান দ্বারা যিনি চিরস্থায়ী অবিচলিত ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারেন, জন্ম মরণ দুঃখ আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি মুক্তি লাভ করেন।

অথর্ব্ব বেদের মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত আছে যে, যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় সেইরূপ নিত্য পরমেশ্বর হইতে বহুবিধ চেতন ও অচেতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। মোহশক্তি দ্বারা ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া গিয়া যাহা সংসারে নিমগ্ন হইয়া আছে সেই সকল দ্বৈত বস্তুই ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঈশ্বর সৃষ্ট একই মণি জীবের ভোগ কালে, কাহারও প্রিয়, কাহারও অপ্রিয়, ও কাহারও উপেক্ষা, এই তিন রূপ ধারণ করে এবং যেমন একই নারী বধূ ননন্দা পত্নী ও মাতা হইয়া অবস্থিতি করেন সেইরূপ ভোগ্য বস্তু সকল একই রূপ হইয়াও নানা ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে পতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অশেষরূপ ধারণ করিয়াছে। পুত্র দূর দেশে সুস্থ শরীরে আনন্দে আছেন, কোন মিথ্যাবাদী আসিয়া বাটীতে তাহার পিতাকে বলিল, তোমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, ইহা শুনিয়া পিতা নিশ্চয়ই রোদন করেন; আবার দূরদেশে যথার্থই পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু না জানিয়া তাহার পিতা গৃহে আনন্দে হাস্য করিতেছেন, এরূপ ঘটিয়া থাকে; অতএব দেখ মনোময় জগৎই মানবের সংসার বন্ধনের কারণ। কিন্তু মনোময় দ্বৈত জগৎই যদি বন্ধনের কারণ হয় তবে মনোনিরোধকারী কোন যোগ অভ্যাস করিয়া একেবারে মনোবৃত্তিনিরোধ পূর্ব্বক সেই দ্বৈত জ্ঞানের বিনাশ করাই ভাল, ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার আবশ্যক কি? এই বিষয়ে বেদান্তে বারংবার উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত জন্মমরণরূপ বন্ধন কখনই নিবৃত্ত হইবে না; যে সে প্রকারে দ্বৈতজ্ঞানের অভাব করাই উদ্দেশ্য নহে, দ্বৈত জগৎ মিথ্যা ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইল।

অন্ধকার রজনীতে পথিক যেমন মসাল জ্বালিয়া চলিতে থাকে, পরে আপনার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া ঐ মসাল দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়, সেই রূপ পুনঃ পুনঃ বেদবেদান্ত শাস্ত্রাদি অভ্যাস করিয়া দ্বৈত জগতের জ্ঞান দূর হইয়া অদ্বৈত ব্রহ্ম অবগত হইলে পাঠক সকল শাস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করেন।

শব্দাড়ম্বরে কোন ফল নাই, কেবল বাক্য গ্লানি হয় মাত্র, এই কারণে ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্যক্তি কেবল ব্রহ্মজ্ঞানেই মন দৃঢ় রাখিয়া শব্দাড়ম্বর পূর্ব্বক বহুশাস্ত্র আলোচনা করেন না। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, বাক্য মন সংযত করিয়া ব্রহ্মকে জানিয়া, অন্যান্য বৃথা বাক্য পরিত্যাগ করিবে। শূকরের ন্যায় যথেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করিয়া দেবস্বভাব লাভ কর ও সকলের পূজনীয় হও। সবিকল্প সমাধি সাধন দ্বারা নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধন হইয়া থাকে, তাহাতেই মন সংযত হইবে। যদি তাহাতে অসমর্থ হও ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া থাক, তবে একান্ত মনে প্রণব উচ্চারণ করিতে থাক, তাহাতে ও মন সংযত হইবে।

যেমন পট ধৌত করিয়া পরিষ্কার শ্বেতবর্ণ করিলে তাহাকে ধৌতাবস্থা বলে, পরে মণ্ডলেপণ করিয়া মাজিয়া সমান করিলে তাহাকে ঘট্টিতাবস্থা বলে তাহাতে রেখা টানিয়া আকৃতি গঠন করিলে তাহাকে লাঞ্ছিত অবস্থা বলে, পরে তাহাতে রঙ্গ দিয়া সুশোভিত করিলে তাহাকে রঞ্জিত অবস্থা বলে; সেইরূপ ব্রহ্ম চৈতন্যকে চিৎ অবস্থা বলা যায়, মায়াযোগে ঈশ্বর-জ্ঞানকে অন্তর্যামী অবস্থা বলা যায়, অতি সূক্ষ্ম বলিয়া হিরণ্যগর্ভকে সূত্রাত্মা-বস্থা বলা যায়, আর স্থূল বলিয়া সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডকে বিরাট অবস্থা বল যায়। সমুদয় সৃষ্টির কারণস্বরূপ জ্ঞান মাত্র এক পূর্ণ ব্রহ্ম আছেন, এইরূপ যে জ্ঞান তাহার নাম পরোক্ষ জ্ঞান, আর আমিই অপাপবিদ্ধ নিত্য ব্রহ্ম, এইরূপ যে জ্ঞান তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান। যেমন একই আকাশ উপাধি ভেদে ঘটাকাশ, মেঘাকাশ, জলাকাশ প্রভৃতি নাম ধারণ করে, সেইরূপ এক চৈতন্যই উপাধি-ভেদে ব্রহ্মচৈতন্য, জীবচৈতন্য, ঈশ্বরচৈতন্য ও কূটস্থ চৈতন্য এই চারি প্রকার নাম ধারণ করিয়াছেন। সর্ব্বাধারভূত এক চৈতন্যই কূটের ন্যায় নির্ব্বিকারে অবস্থিতি করেন বলিয়া তাহাকে কূটস্থ চৈতন্য বলা যায়। কূটস্থ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব প্রাণ ধারণ করেন বলিয়া তাহাকে জীব বলা যায়। জীবই সংসারের সুখ দুঃখ ভোগী। মায়াকে অসৎও বলা যায় না, সৎও বলা যায় না। মায়া তিন রূপ ধারণ করিয়াছেন। জ্ঞান দৃষ্টিতে মায়া তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে মায়া অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে মায়া বাস্তবিক অপ-রিবর্ত্তনীয়। মায়ার এমনি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা যে তাহার প্রভাবে অসঙ্গ

চৈতন্য আত্মা, অচেতন জড়ের ন্যায় প্রতীত হন এবং এই মায়াই আভাস চৈতন্য প্রকাশ করিয়া জীবে ও ঈশ্বরে প্রভেদ দেখাইয়া দেয়। যেমন জলের দ্রব স্বভাব, প্রস্তরের কঠিন স্বভাব, অগ্নির উষ্ণ স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ মায়ার অঘটন ঘটান স্বভাবই স্বতঃসিদ্ধ। ব্রহ্মকে যত দিন দর্শন করা না যায় তত দিন লোক মায়ার কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকে, পরে ব্রহ্মকে জানিলেই মায়ার এই মিথ্যা স্বরূপ প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। যাহার স্বরূপ সাধারণে নির্ণয় করিতে পারে না অথচ পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত হয়, এইরূপ যে অঘটন ঘটনা তাহাকেই মায়া বলা যায়। তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। জগতের সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইলেও একটি বস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে কণা মাত্র বীর্য্যপাতে দেহ মন প্রভৃতি ইত্যাদি কিরূপে উৎপন্ন হইল? পণ্ডিতেরা উত্তর করিবেন যে, বীর্য্যেরই ঐ প্রকার স্বভাব আছে; কিন্তু বীর্য্য ব্যর্থ হইয়া যখন ঐ স্বভাবের অন্যথাও হয় তখন বীর্য্যের স্বভাবই যে ঐরূপ তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যায়? অশেষ বিচার করিয়াও পণ্ডিতেরা "জানি না" বলিয়া সর্ব্বশেষে অবিদ্যার শরণ গ্রহণ করেন, এই হেতু মহাজ্ঞানী পণ্ডিতেরাও জগতের অঘটন ঘটনা স্বভাব স্বীকার করিয়াছেন। দেখ বিন্দু মাত্র রেত হস্ত পদ মুখাদি প্রাপ্ত হয়, চেতনা প্রাপ্ত হয়, বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য ও নানা রোগে আক্রান্ত হয়, কেমন দেখে, কেমন শুনে, কেমন কথা কয়, কেমন দৃষ্টি করে, কেমন ঘ্রাণ লয়, কেমন ভোগ করে, কেমন বিচার করে, কেমন অহঙ্কার করে, কেমন সুন্দর রূপবান্ হয়, কেমন গমনাগমন করে ও হাস্য কৌতুকে বিহার করে, ইহা হইতে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? সর্ষপকণার ন্যায় বীজ হইতে রূপ রস গন্ধময় ফল পুষ্পে সুশোভিত প্রকাণ্ড বৃক্ষের উৎপত্তি ও ঐরূপ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। তর্কদ্বারা কে তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে? অচিন্ত্য রচনা জগৎতত্ত্ব তর্কের দ্বারা কখনই নিরূপিত হইবে না। অতএব জগৎ রচনার বীজস্বরূপ মায়ার স্বভাব নিশ্চয় কর, এবং মায়ার কারণ যে অখণ্ড শুদ্ধ চৈতন্য তাঁহাকেই অন্তঃকরণে উপলব্ধি কর, চরিতার্থ হইবে।

যেমন তন্তুজাত পটকে তন্তুর অঙ্গমাত্র বলা যায় সেইরূপ সমুদায় সৃষ্টিকে ঈশ্বরের শরীর বলা হইয়া থাকে। তন্তুর সঙ্কোচন, বিস্তার ও আন্দোলনে যেমন পটও সঙ্কুচিত, বিস্তৃত ও আন্দোলিত হয়, সেইরূপ বাসনা যেখানে যেরূপ বিকৃত হয়, ঈশ্বরও সেইখানে সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। তন্তু ভিন্ন পটে যেমন স্বতন্ত্র শক্তি কিছুমাত্র নাই, সেইরূপ ঈশ্বর ভিন্ন বাসনাতে স্বতন্ত্র শক্তি কিছুই নাই। যদি সকল কর্ম্মে ঈশ্বরই নিয়োগকর্ত্তা হইলেন তবে মানবের কিছুই করিবার সাধ্য নাই, এরূপও বলিও না; কারণ ঈশ্বরই মানবের সাধ্যরূপে পরিণত হন, এই হেতু সকল কর্ম্মে মানবের যত্নই প্রধান কারণ জানিতে হইবে। ঈশ্বর, প্রজাপতি, বিষ্ণু, বিরাট হিরণ্যগর্ভ, অগ্নি, ইন্দ্র, রুদ্র, যক্ষ, রক্ষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, জল, মৃত্তিকা, প্রস্তর, কাষ্ঠ, খোন্তা, কোদাল যাহা কিছু সমুদায়ই ঈশ্বরের অবয়বমাত্র। ইহারা পূজিত হইলে শুভ ফল প্রদান করে। যে প্রকারে ইহাদের পূজা করিবে, সেই প্রকার ফল লাভ করিবে। পূজ্য বস্তুর স্বরূপ ও পূজার তারতম্যেই উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যেমন আপনার জাগিয়া উঠা ব্যতীত স্বপ্নাবস্থা নিবারণের আর অন্য উপায় নাই, সেইরূপ যদি মুক্ত হইতে চাও, তবে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত তাহার আর উপায়ান্তর নাই। সৃষ্টির সংকল্প করা হইতে সমুদায় বস্তুতে অনুপ্রবেশ করা পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কার্য্য; ইহার মধ্যে জাগ্রত অবস্থা হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমুদায় সংসারে জীবের কল্পনা যুক্ত রহিয়াছে। এই মায়াময় জীব ও ঈশ্বর লইয়া যাহারা বৃথা বিবাদ করে, তাহাদিগকে দেখিলে শোক উপস্থিত হয়, কিন্তু তত্ত্বনিষ্ঠ ধীর ব্যক্তিকে দেখিলে আনন্দ হয়। বস্তুতঃ জীবের বিনাশ নাই, উৎপত্তিও নাই, বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই, সাধনাও নাই, মোক্ষও নাই, ইহাই পরমার্থ তত্ত্ব। কিন্তু মায়া স্বয়ং কামধেনুর ন্যায়; তাহার দুইটি বৎস, জীব ও ঈশ্বর। যদিও তাহারা দ্বৈতরূপ দুগ্ধ পান করিয়া পুষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অদ্বৈততত্ত্বের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। যেমন উপাধিভেদ ব্যতীত ঘটাকাশ ও মহাকাশের স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই, সেইরূপ ইহাতেও কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অদ্বৈততত্ত্ব বিরাজিত ছিল তাহা এখনও আছে, ভবিষ্যতেও

থাকিবে ও মুক্তিকালেও ঐরূপ থাকিবে, কেবল মায়া এই নিখিল জগৎকে ভ্রমণ করাইতেছে। যে সকল পণ্ডিতেরা এই গূঢ় তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারাও অবিদ্যা দ্বারা মুগ্ধ হইয়া থাকেন, কিন্তু ভ্রম দূর হওয়াতে আর তাহাতে নিতান্ত মুগ্ধ হন না। মায়াময় বলিয়াই দ্বৈতবস্তু সকলকেই অসৎ বলা যায়, অদ্বৈত বস্তুই স্বরূপতঃ নিত্যপদার্থ। এই জগৎ মায়ারই কার্য্য, অগ্রে ইহা নিশ্চয় কর, পরে অদ্বৈত বস্তুর নিত্যত্ব বুঝিতে পারিবে। তাহাতেও যদি দ্বৈতবস্তুর নিত্যত্ব পুনরায় বুদ্ধিকে অধিকার করে, তবে বারংবার আলোচনা কর। অদ্বৈত তত্ত্ব বিচার দ্বারা রিপু সকল দমন হইলে লোকে জীবন্মুক্তি লাভ করে, ইহা দৃষ্ট ফল; শ্রুতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে। জ্ঞান পরিপাক সময়ে কামনাদি হৃদয়ের গ্রন্থি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

ভরত প্রভৃতি ঋষিরা সংসর্গ দোষের ভয়েতেই কাষ্ঠ পাষাণের ন্যায় উদাসীনতা অবলম্বন করিতেন নতুবা আহার বিহারাদি পরিত্যাগই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বিষয়ে দোষ দৃষ্টিই বৈরাগ্যোদয়ের কারণ, বিষয়ত্যাগের ইচ্ছাই বৈরাগ্যের স্বভাব, এবং পরিত্যাক্ত বিষয়েতে আর ভোগ ইচ্ছা না হওয়াই বৈরাগ্যের কার্য্য। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইহা জ্ঞানের কারণ, আত্মতত্ত্ব বিচার জ্ঞানের স্বভাব এবং নিবৃত্ত হৃদয় গ্রন্থির পুনরুদয় না হওয়াই জ্ঞানের কার্য্য। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি উপরতির কারণ, ঈশ্বরে একাগ্রতাই উপরতির স্বভাব, এবং লৌকিক ব্যবহারে শৈথিল্যই উপরতির কার্য্য। বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতির মধ্যে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। বৈরাগ্য ও উপরতি জ্ঞানের সহায় মাত্র। মহাতপস্যার ফলে এই তিনটি এক ব্যক্তিতে সর্ব্বদা প্রবল থাকে। ভূ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ফললাভ তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান হওয়াই বৈরাগ্যের সীমা। সর্ব্বজীবে আত্মবৎ সমান প্রীতির দৃঢ়তার নাম জ্ঞানসমাপ্তি। জাগ্রত অবস্থায় সুষুপ্তিকালের ন্যায় যে বিষয়ভোগের বিস্মৃতি তাহাই উপরতির শেষ।

আভাস চৈতন্য ও কূটস্থ চৈতন্য এই উভয়ের একই স্বভাব। আভাস শেষে কূটস্থ চৈতন্য বলিয়া স্বীকার করা দূষ্য নহে। দশ জন লোক যাইতে

যাইতে একটী নদী পার হইয়া এক স্থানে আপনাদের সংখ্যা স্থির করিতে লাগিলেন। আপনাদিগকে গুণিয়া দেখেন যে নয় জন হয়, দশ জন আর পূর্ণ হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনিই গণনা করেন, তিনি আপনাকে আর উহার মধ্যে ধরেন না। অনেক বার গণিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, দশম ব্যক্তি নাই। অজ্ঞানের এই শক্তিকে আবরণ শক্তি বলে। পরে, নদী পার হইবার সময়ে দশম ব্যক্তি জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, এই স্থির করিয়া সকলেই শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। ইঁহাকে অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি বলে। পরে এক জন জ্ঞানী লোক আসিয়া বলিলেন যে, না, না তোমাদের দশম পুরুষ মরে নাই, আছে। ইহা শুনিয়া স্বর্গাদি জ্ঞানের ন্যায় সকলের পরোক্ষ জ্ঞান হইল। পরে যখন ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি গণিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে তুমিই দশম পুরুষ, তখন রোদন পরিত্যাগ করিয়া সকলের হর্ষ উপস্থিত হইল। এই দশম পুরুষে অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষ জ্ঞান, পরে অপরোক্ষ জ্ঞান, পরে হর্ষ ও শোক দূর এই সাত প্রকার অবস্থার ন্যায় জীবের সংসারে সাত প্রকার অবস্থা আছে। আসক্তি বদ্ধ জীব যখন সংসারে কূটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ জানিতে অক্ষম, তখন সেই অবস্থা অজ্ঞান অবস্থা। পরে, কূটস্থ চৈতন্য নাই এইরূপ যে জ্ঞান তাহাই আবরণ। পরে আমিই কর্ত্তা এরূপ জ্ঞানই বিক্ষেপ। পরে কূটস্থ চৈতন্য আছে, এরূপ যে বিশ্বাসের উদয় তাহাই পরোক্ষ জ্ঞান। তৎপরে বিচার দ্বারা আমিই কূটস্থ চৈতন্য এই যে জ্ঞান তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। পরে কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান রহিত হইয়া মোহত্যাগ হইলে শোকাপনোদন অবস্থা এবং তদনন্তর কৃতকৃত্য হইয়া যে সন্তোষ জন্মে তাহাই তৃপ্তিরূপ হর্ষ। এই সমুদয়ই জীবের অবস্থা মাত্র, কূটস্থের নহে। যদিও পরব্রহ্ম উপাধিশূন্য তথাপি "স" অর্থাৎ সেই উপাধি ব্যতীত ব্রহ্মত্ব বোধ হয় না, কারণ বিদেহ কৈবল্য না হইলে উপাধি নিবারণ করা কাহার ও সাধ্য নাই। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে পরব্রহ্ম বোধগম্য হন কিন্তু প্রমাণ চৈতন্যের ব্যাপ্য নহেন।

আত্মজ্ঞান উদয়ের পূর্ব্বে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, তাহাতে একাগ্রতা অভ্যাস হইবে; আর যদি কেহ একাগ্রতা অভ্যাস না করিয়াই

নিগুর্ণ উপাসনার উপদেশ প্রাপ্ত হয় তাহাতেও ঐ নিগুর্ণ অভ্যাস দ্বারাই একাগ্রতা লাভ হইতে পারে। ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য আলোচনা কর, বিচার দ্বারা তাহা বোধগম্য কর, ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যানে তৎপর হও; এই সমুদয় নিত্য অনুষ্ঠান করাকেই নিগুর্ণ ব্রহ্মোপাসনা অভ্যাস বলে। ধীর ব্যক্তি শব্দ আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া নিয়ত উপাসনা অভ্যাস করিবে। জপ করিবার নিয়ম রাখিবে, নিয়ম ভঙ্গ হইলে অনর্থ হয়। বশিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন যে, সুমেরু উৎপাটন, সমুদ্রশোষণ ও অগ্নি ভোজনও অন্তঃকরণনিগ্রহ করা অপেক্ষা সহজ কর্ম্ম; কিন্তু সেই অন্তঃকরণও উপাসনা দ্বারা অতি সহজেই নিগৃহীত হইয়া থাকে। কৃষি, বাণিজ্য, সেবা, কাব্য ও তর্কাদি বিষয়ে আত্মতত্ত্ব স্মরণের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং ধীর যোগীদিগের উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য. কিন্তু ভোজনাদিতে তত্ত্ব বিস্মৃতি হইলেও অল্পেই পুনর্ব্বার উহা স্মরণ হয়, এজন্য তাহাতে বিপরীত জ্ঞান হয় না। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন ভোজনকালেও তাঁহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না। যাহারা অন্য চেষ্টায় রত তাহাদের পরমাত্মতত্ত্ব স্মরণের অবসর নাই; যে সকল কার্য্যে বিস্মৃতি হয় সেই সকল কার্য্যে সতত ব্যাপ্ত থাকাতে পরমাত্মতত্ত্ব কিছুই না, তাহাদের এইরূপ উপেক্ষা হয়। এই কারণে শ্রুতিতে বারংবার উক্ত হইয়াছে যে, নিয়ত আত্মতত্ত্ব জানিতেই ইচ্ছা কর, অন্য বাক্য ও ব্যবহার পরিত্যাগ কর। যাহা ত্যাগ করিলে নির্ব্বিঘ্নে আত্মতত্ত্ব চিন্তা হইবে, তাহাই ত্যাগ কর; যাহাতে বিঘ্ন সম্ভাবনা তাহা করিবে না। আর জনকাদি রাজর্ষির ন্যায় যদি তোমার অবিচলিত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে তবে যথেচ্ছা পাঠ বা কৃষিকার্য্যাদি করিতে থাক। যদিও আরব্ধ কর্ম্ম সকলেরই সমান, তথাপি ধৈর্য্যাবলম্বী জ্ঞানিগণের তাহাতে ক্লেশের সম্ভাবনা নাই, আর অধৈর্য্য হেতু অজ্ঞানীর সকল কর্ম্মেই ক্লেশ হয়। অনেক পথিক পথে গমন করে, গমনের পরিশ্রম সকলেরই সমান, কিন্তু তন্মধ্যে যিনি পথের পরিমাণ জানেন, তিনি হিসাব বুঝিয়া ধৈর্য্যের সহিত ত্বরায় গম্য স্থানে উপস্থিত হন, কিন্তু যাহারা পথের বিষয় অবগত নহে তাহারা অধৈর্য্য হেতু ক্লিষ্ট হইয়া পথেই পড়িয়া থাকে। সেই রূপ যাঁহারা আত্মতত্ত্ব অবগত, তাঁহারা আর কি ইচ্ছায়, কি কামনায় শরীরের বশবর্ত্তী হইয়া ক্লেশ

পাইবেন? সংসারে তাঁহাদের কাম্য বস্তু না থাকাতে কামনার নিবৃত্তি হইয়া তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় সকল সন্তাপ নির্ব্বাণ হইয়া থাকে। যিনি মায়াময় বস্তুর ঐন্দ্রজালিকত্ব জানেন, তিনি আর সে ভ্রমময় বস্তুর কামনা করেন না, বরং উপহাস করিয়া তাহা ত্যাগ করেন। অর্থ উপার্জ্জন করিতেও ক্লেশ, রক্ষা করিতেও ক্লেশ, নষ্ট হইলেও ক্লেশ, ব্যয় হইয়া গেলেও ক্লেশ, অতএব এমন ক্লেশদায়ক অর্থে কি! স্ত্রীলোক ত একটি হাড় মাংসের পুত্তলিকা, একটি চঞ্চল যন্ত্রবিশেষ; এরূপ একটি মাংসপিণ্ডেই বা কি সৌন্দর্য্য! ইহাতে মুগ্ধ হইবার কারণ কি? ক্ষুধাতে প্রপীড়িত হইলেও মতিচ্ছন্ন ব্যতীত কি কোন নির্ব্বোধও বিষপানে প্রবৃত্ত হয়? জ্ঞানিগণ অল্প ভোগেই তৃপ্ত হন, কিন্তু অবিবেকী সংসারীরা অনন্ত ভোগেও কখন তৃপ্ত হইতে পারে না, সুতরাং তাহাদের ক্লেশেরও সীমা নাই। যেমন ঘৃত পাইলে অগ্নি নির্ব্বাণ না হইয়া অধিক প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ উপভোগে অনন্ত কামনা নিবৃত্ত না হইয়া বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। যেমন অগ্নিতে ভাজা বীজের আর অঙ্কুর হয় না, সেইরূপ বিষয়ের অসত্ত্ব বোধ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানিগণের ইচ্ছা সত্ত্বেও সে ইচ্ছায় আর কোন অমঙ্গল সাধন করিতে পারে না। আর যেমন ভাজা বীজ অঙ্কুরিত না হইলেও কখন ভক্ষণাদি কার্য্যে লাগিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানিগণের ইচ্ছা অল্প ভোগেই তৃপ্ত হয়। জ্ঞানীগণ ভোগ্য বস্তুর ঐন্দ্রজালিকত্ব জানিয়া উপেক্ষা করিয়া অনাসক্তিতে তাহা ভোগ করেন, তাহাতে তাঁহাদের দুঃখের সম্ভাবনা কি? স্বপ্ন বা ভেল্কির ন্যায়, মায়াময় ক্ষণধ্বংসী এই জগৎ প্রত্যক্ষ দেখিয়া জ্ঞানী যোগী আর কেন তাহাতে অনুরক্ত হইয়া দুঃখ পাইবেন? লোকে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া রোদন করে, আবার জাগিয়াও কি তাহার জন্য রোদন করিবে! ইন্দ্রজাল বা ভেল্কি নির্ম্মিত পদার্থ যেমন নষ্ট না করিয়া বর্ত্তমান রাখিয়াই, তাহার ঐন্দ্রজালিক ভাব জানিয়াও লোকে তাহা দেখিয়া আনন্দিত হয়, সেইরূপ সমুদায় ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ না করিয়াও তাহার মায়াময় ভাব অবগত হইয়া জ্ঞানিগণ আনন্দে অবস্থিতি করেন; তাহাতে আত্মতত্ত্ব বিদ্যার কোন ক্ষতি হয় না। যেমন অন্য ব্যক্তিরা কাব্য নাটকাদি অভ্যাস করে, সেইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তিও আত্মতত্ত্ব অভ্যাস করিবেন।

যেমন অন্তিমকালে উঠানে শয়ন করিয়া আর কেহ বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না, সেইরূপ মায়ার অনিত্য কাণ্ড অবগত হইয়া পণ্ডিতেরা আর বিষয়-ভোগে ইচ্ছা করেন না। প্রাণীর শরীর তিন প্রকার, স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর আর কারণ শরীর। এই তিন শরীরে তিন প্রকার জ্বর আছে। বাত পিত্ত শ্লেষ্মা জনিত কোটি কোটি রোগ ও তজ্জনিত অশেষ যন্ত্রণাই স্থূল শরীরের জ্বর। আর কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি ও শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধানাদি সূক্ষ্ম শরীরের জ্বর, এবং সুষুপ্তিকালে অজ্ঞান বিনষ্ট প্রায় হইলে জীব আর আপনাকে কি অন্যকে কিছুই জানিতে পারে না, কিন্তু তখনও যে ভবিষ্যৎ দুঃখের বীজ বর্ত্তমান থাকে, তাহাই কারণ শরীরের জ্বর। এই তিন শরীরে তিন প্রকার জ্বর স্বাভাবিক, কারণ ঐ জ্বর অভাবে শরীর থাকিতে পারে না। যেমন তন্তু ভিন্ন বস্ত্র থাকে না, লোম ভিন্ন কম্বল থাকে না, এবং মৃত্তিকার অভাবে ঘট থাকে না, সেইরূপ জ্বরবিমুক্ত হইলে শরীরও থাকিতে পারে না। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইয়া লোক পলায়ন করে, পরে সর্প জ্ঞান দূর হইয়া রজ্জুজ্ঞান উদয় হইলে তাহাতে লজ্জা ও শোচনা উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে পূর্ব্বানুভূত জ্বরাদি বিষয়ে লজ্জা ও ঘৃণা উপস্থিত হইয়া থাকে। যেমন মিথ্যাপবাদের শান্তির জন্য অপবাদ কর্ত্তা ক্ষমা প্রার্থনা করেন, সেইরূপ মিথ্যা সংসারিত্ব অপবাদ শান্তির জন্য জ্ঞানীরা সাক্ষি চৈতন্যের শরণ গ্রহণ করেন। যেমন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত বারাঙ্গনা জ্ঞাতসারে কোন পুরুষের সংসর্গ করিতে আপনিই লজ্জিতা হয়, সেইরূপ জ্ঞানী লোকে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরে পূর্ব্ব সংসারিত্ব মনে করিতেও নিতান্ত লজ্জিত হন। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে তাহাতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, পরে রজ্জুজ্ঞান হইলেও যেমন হৃৎকম্পন শীঘ্র নিবৃত্ত হয় না, অল্পে অল্পে দূর হয় এবং পুনরায় সেই রজ্জু অন্ধকারে পড়িয়া যেমন সর্পজ্ঞান উদয় করিতে পারে, ঠিক সেইরূপ আত্মতত্ত্ব জানিলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হঠাৎ দূর হয় না, অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয় এবং পুনরায় ভোগ ও কালে কখন কখন আপনার মর্ত্ত্যত্বজ্ঞান উদয় করিয়া দিয়া থাকে। যেমন পূর্ব্বোক্ত দশম পুরুষকে হারাইয়া সকলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করত রোদন করিয়া শিরোদেশে বিষম আঘাত করাতে, পশ্চাৎ উপদেশ পাইয়া হৃষ্ট

হইলেও সেই শিরবেদনার সহসা শান্তি হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানিগণের জীব-মুক্তি হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্ম বশতঃ সাংসারিকতা সহসা নিবৃত্ত হয় না।

অজ্ঞানীরা অনিত্য স্ত্রী পুত্র কামনা করিয়া সংসারে মজিয়া থাকে থাক, আনন্দ পূর্ণ আমি আর কি ইচ্ছায় সেই সংসারে আসক্ত হইব? বাস্তবিক আমি আর ভিক্ষায় পর্য্যটন, কি স্নান, কি কিছু, কোন সংস্কার ইচ্ছাই করি না, তাহাতেও যদি লোকে আমাতে সংসার কল্পনা করে, করুক, সে কল্পনাতে আমার কি অনিষ্ট হইবে? কিছুই না। অনেক গুঞ্জা একত্র করিলে অগ্নির ন্যায় দেখায়, তাই কি তাহাতে কিছু দগ্ধ হইতে পারে? সেইরূপ যদিও লোকে আমাতে অনিত্য সংসার অর্পণ করে, তাহাতেই কি আমি মূঢ়দিগের ন্যায় সংসারে আসক্ত হইব? আমি যখন নির্লিপ্ত, তখন প্রারব্ধ কর্ম্ম বশতঃ যদি আমার লৌকিক কি শাস্ত্রীয় কি অন্য কোন প্রকার ব্যবহার হয়, হউক, তাহাতে আমার ক্ষতি কি? কিংবা যদিও আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি, তথাপি যদি আমি লোকানুগ্রহ ইচ্ছা করিয়াই শাস্ত্র ব্যবহারেতে প্রবৃত্ত হই, তাহাতেই বা কি ক্ষতি আছে? বিদ্যা বুদ্ধি বিষ্ণু ধ্যানই করুক, আর ব্রহ্মানন্দেই বিলীন হউক, যাহা ইচ্ছা হউক, শুদ্ধ নিত্য সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ আমি আর কিছুতেই প্রবৃত্ত হই না, অন্যকে প্রবৃত্ত করি না। শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ইত্যাদিই কর্ম্মিগণের সম্বল; আর সাক্ষি চৈতন্যই জ্ঞানিগণের সম্বল; দুই দিকে দুইটি বিভিন্ন বিষয়, সুতরাং উভয়ের কোন বিবাদের সম্ভাবনা নাই। তথাপি যেমন বধির ব্যক্তি অন্যের কথা বুঝিতে না পারিয়াই ক্রোধপরবশ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানীদিগের না বুঝিয়া যে অকারণ কলহ বিবাদ, তাহা দেখিয়া জ্ঞানিগণ হাস্য করেন মাত্র।

জ্ঞানিগণের কর্ম্মানুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইবারই বা কারণ কি? যদি বল জ্ঞানের হেতুই নিবৃত্তি, তবে জ্ঞান ইচ্ছার হেতু প্রবৃত্তিও হইতে পারে। যদি বল জ্ঞানীদিগের কর্ম্মে প্রবৃত্তি উপযুক্ত নহে, তবে বল দেখি জ্ঞানিগণের কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তিরই বা উপযুক্ততা কোথায়? কি কারণেই বা তাঁহারা নিবৃত্ত হইবেন? যখন বাধা দেওয়ার কেহ নাই, তখন সহস্র কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই বা জ্ঞান অন্যথা করিবে কে? যখন অবিদ্যা ও অহঙ্কার তত্ত্বজ্ঞান

দ্বারা পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছে তখন আর তাহারা বাধা দিতে পারে না। যখন বিড়াল দেখিলে জীবিত মুষিক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, তখন মৃত মুষিক যে সেই বিড়ালকে বিনাশ করিবে ইহা যেমন সম্পূর্ণ অসম্ভব, সেইরূপ যে জ্ঞান উদয়ে অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে সেই বিনষ্ট অহঙ্কার উঠিয়া যে জ্ঞান সংহার করিবে ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব যিনি এইরূপ জানিয়া তত্ত্বজ্ঞান হইতে বিযুক্ত না হন, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি তাহার কি করিতে পারে?

স্বর্গ ও অপবর্গ সিদ্ধির জন্য অজ্ঞানীদিগের সতত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকাই কর্ত্তব্য। অজ্ঞানীর মধ্যে থাকিলে তদনুরোধে জ্ঞানীও তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবেন, তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু জ্ঞানী যখন জ্ঞানীর মধ্যে থাকিবেন, তখন জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ঐ সকল কার্য্যে দোষারোপ করিয়া উহা পরিত্যাগ করিবেন। শিশু যাহাই করুক না কেন, পিতা যেমন সকলই স্বীকার করিয়া কেবল তাহাকে পালন করিতে ও জ্ঞান শিক্ষা দিতে যত্ন করেন, সেইরূপ অজ্ঞানীরা নিন্দাই করুক আর প্রশংসাই করুক, যাহাতে তাহাদের জ্ঞানোদয় হয়, জ্ঞানিগণ তাহাই করিবেন। ইহাই জ্ঞানীদিগের একমাত্র কার্য্য। আর তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া বারংবার কেবল এই আলোচনা করেন যে আমি নিত্য আত্মাকে জানিয়া ধন্য হইয়াছি! আমার সম্মুখে ব্রহ্মানন্দ সুপ্রকাশিত, অতএব আমি ধন্য হইলাম। আমার অজ্ঞান অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়াছে, আমি ধন্য হইয়াছি! আমি সর্ব্বদুঃখের অতীত, অতএব আমি ধন্য! আমার সংসারে সকল প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই, অতএব আমি ধন্য! আমার প্রীতির উপমা নাই, অতএব আমি ধন্য! আমিই ধন্য! আমিই ধন্য! আমার ধন্যবাদের সীমা নাই! আমার এই প্রীতিবৃক্ষে কি আশ্চর্য্য পুণ্যফলই ফলিয়াছে! আমার এই পুণ্য পরমাশ্চর্য্য! অতএব আমিও পরমাশ্চর্য্য! ধন্য ধন্য আমি! ধন্য শাস্ত্র! ধন্য গুরু! ধন্য জ্ঞান! ধন্য সুখ আমি প্রাপ্ত হইলাম!

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, কূটস্থ চৈতন্য অসংসারিক ও পরমাত্মা যদিও সর্ব্বভূতের অতীত তথাপি তাহার অনুগামী বলিয়া উপাধি নাশ হইলে বিনষ্ট বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক উপাধিরই নাশ হইয়া থাকে, তাঁহার বিনাশ নাই। এই ভ্রমাত্মক জগতের।

আধারস্বরূপ যে চৈতন্য সমস্ত বেদান্ত তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। বুদ্ধি ও বুদ্ধির পূর্ব্বকাল, এবং জ্ঞান অজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ, সকল জড়ের আলম্বন সত্যস্বরূপ, প্রীতি ও আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বার্থ সাধক ও সকল সম্বন্ধবিশিষ্ট ও মঙ্গলস্বরূপ যিনি, তিনিই কূটস্থ চৈতন্য; ইহা পুরাণেও উক্ত হইয়াছে। কূটস্থ চৈতন্য বাক্য ও মনের অগোচর; তাঁহাকে জানিবার জন্য শ্রুতিতে জীব. ঈশ্বর কি জগৎকে আশ্রয় করিয়াই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। জ্ঞানিগণ নিশ্চয় জানেন যে, মায়ামেঘ জগদ্রূপ বারিবর্ষণ করিতেছে, তাহাতে আকাশরূপ যে আনন্দময় কূটস্থ চৈতন্য তাহার কোন লাভ নাই, হানিও নাই।

ভ্রম দুই প্রকার সংবাদী ও বিসংবাদী। এক ব্যক্তি মণির আভা দেখিয়া মণিভ্রমে তৎপ্রতি ধাবিত হইল, আর অন্য এক ব্যক্তি দীপের আভা দেখিয়া মণিভ্রমে তৎপ্রতি ধাবিত হইল। উভয়েরই ভ্রম হইয়াছে সত্য, কিন্তু মণির আভাতে যাহার ভ্রম হইয়াছিল সে মণি প্রাপ্ত হইল, এ জন্য উহার নাম সংবাদী ভ্রম; আর দীপপ্রভায় যাহার ভ্রম হইয়াছিল. তাহার কিছুই লাভ হইল না, এ জন্য উহার নাম বিসংবাদী ভ্রম। সংবাদী ভ্রম যদিও একটি ভ্রম. তথাপি তাহাতে যেমন সুফল লাভ হয়. সেইরূপ সগুণ ব্রহ্ম উপাসনাতেই নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে। সামান্য লোকের নিকটে পরোক্ষজ্ঞানই সহজ। যদি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিচার করিলেও আত্মজ্ঞান না জন্মে তথাপি তাহা বৃথা হইবে না; জন্মান্তরে তাহা সম্পন্ন হইবে। পুনঃ পুনঃ বিচার করিলেও জ্ঞানোদয়পক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন প্রকার প্রতিবন্ধক আছে। পূর্ব্বাশ্রমের মহিষীস্নেহে আকৃষ্ট বলিয়া কোন কোন সন্ন্যাসীরও আত্মজ্ঞান দৃঢ় হইতেছে না; ইহাই অতীত প্রতিবন্ধক। বিষয়াসক্তি ও তজ্জনিত ভ্রম ও কুতর্কাদিই বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক। পর জন্ম হেতু যে প্রারব্ধ অস্তিত্ব তাহাই ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধক। যাহারা বুঝিতে পারিতেছে না তাহাদের পক্ষে পরোক্ষরূপে উপাসনা করাই অতীব কর্ত্তব্য। যদি বল যে উপাসনাতেই বা তোমার এত ভক্তি কি জন্য হইল? তবে তাহার উত্তর এই যে, বল দেখি তাহাতে তোমার এত দ্বেষই বা কেন হইল? জ্ঞানেতে ও উপাসনাতে অনেক প্রভেদ। জ্ঞান বস্তুর

অধীন কিন্তু উপাসনা পুরুষের ইচ্ছার অধীন। পরপুরুষাভিলাষিণী নারী যেমন কিছু কিছু গৃহকার্য্যও সম্পন্ন করে অথচ নিরন্তর মনে মনে পরপুরুষ-সংসর্গরস আস্বাদন করিতে থাকে, সেইরূপ ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তি সামান্যরূপ কর্ম্ম করিয়াও পরব্রহ্মে নিরন্তর মন সংস্থাপন করিয়া রাখেন। জগৎ মায়াময়, আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, এইরূপ জ্ঞান লৌকিক ব্যবহারের বিরোধী নহে। তত্ত্বজ্ঞানীরা সাধনের পদার্থ যে বাক্য মত শরীর ও বাহ্যপদার্থ তাহা নষ্ট করিতে সমর্থ নহেন। একারণে তাহার ব্যবহার থাকা কিছু অসম্ভব নহে। যে চিন্তাদ্বারা অন্তঃকরণ বিলীন করে, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানী বলা যায় না, তাহাকে ধ্যাতা বলা যায়। ঘটাদি বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে অন্তঃকরণ বিলীন করিতে হয় না।

তত্ত্বজ্ঞানীর ধ্যান তাহার ইচ্ছানুযায়ী মাত্র, নতুবা জ্ঞানেতেই তাঁহার মুক্তিসাধন হইয়া থাকে। জ্ঞানেতেই কৈবল্য লাভ হয় ইহা শাস্ত্রেতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। অল্পজ্ঞানীর প্রতিই যাবতীয় বিধি ও নিষেধ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, নতুবা অজ্ঞব্যক্তি বা তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি শাস্ত্রে কোন বিধি বিহিত হয় না। অভিসম্পাতাদি ক্ষমতা জন্মান কেবল তপস্যার ফল, জ্ঞানের ফল নহে। বেদব্যাসাদিরও যে সেই ক্ষমতা ছিল তাহাও তপস্যার ফলমাত্র। জ্ঞানের কারণ যে তপস্যা করা যায় তাহার ওরূপ ফল নহে, জ্ঞানই তাহার ফল। যাহাদিগের চিত্ত নিয়ত নানা বিষয়ে আকৃষ্ট, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা তাহাদের দুঃসাধ্য; তাহাদের পক্ষে উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। উপাসনার দ্বারাই তাহাদের চিত্ত নিষ্পাপ হয়। উপাসনার ক্ষমতা বশতঃ মুক্তির কারণস্বরূপ জ্ঞান উদয় হইয়া থাকে; জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর অন্য উপায় নাই। অতএব দেখ জ্ঞানের সহিত উপাসনার আর বিরোধ রহিল না। এই জন্যই প্রশ্নোপনিষদের শৈব্যপ্রশ্নে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সকাম উপাসনায় সত্যলোক প্রাপ্তি হয়, এবং তাপনীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে নিষ্কাম উপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। পিপ্পলপাদ ঋষি সত্যকাম ঋষিকে উপদেশ দিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম উভয়েরই আলম্বন ওঙ্কার। অতএব প্রণবের উপাসনা সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপেই উক্ত হইয়াছে। এই দেহরূপ প্রস্তরখণ্ড সকল সরাইয়া

মার্জ্জিত বুদ্ধিরূপ কুদ্দালি দ্বারা মনোরূপ খনি বারংবার খনন করিতে করিতে মুমুক্ষু ব্যক্তি রত্নস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধ্যান দ্বারা আত্মজ্ঞান ক্রমেই স্পষ্ট হইতে থাকে, এইরূপ প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াও যে ব্যক্তি ধ্যান না করে তাহার অপেক্ষা পশু আর জগতে কে আছে? দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া ধ্যান দ্বারা অদ্বয় আত্মা প্রত্যক্ষ করতঃ জীব অমরতা লাভ করেন ও ইহজীবনেই ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া থাকেন।

যেমন নৃত্যশালায় দীপালোক বাটীর কর্ত্তা, সভ্যগণ ও নর্ত্তকীকে তুল্যভাবে এক কালেই প্রকাশিত করে এবং কেহ না থাকিলেও যেমন স্বয়ং প্রদীপ্ত থাকে, সেই রূপ সাক্ষী চৈতন্যজ্যোতি দর্শন শ্রবণাদি ও অহঙ্কার বুদ্ধি বৃত্ত্যাদি সমুদায় বিষয় সমভাবে এক সময়েই প্রকাশিত করিতেছেন, এবং এই সমুদায় না থাকিলেও তিনি দেদীপ্যমান থাকেন। সেই কূটস্থ জ্যোতির আলোকে বুদ্ধিরূপ নর্ত্তকী নানা রূপ ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেছে, ইন্দ্রিয়গণ বাদ্যকর হইয়াছে, বিষয় সকল সভ্য হইয়া বসিয়া আছে, আর অহঙ্কার স্বয়ং বাটীর কর্ত্তা হইয়াছেন। যেমন গবাক্ষ দ্বার দিয়া গৃহ মধ্যে একটি আলোক প্রবেশ করিলে তাহাতে যদি হস্ত সঞ্চালন করা যায় তাহা হইলে বোধ হয় যেন ঐ আলোকই সঞ্চালিত হইতেছে, সেই রূপ চিরস্থির সাক্ষী চৈতন্য বুদ্ধির চাঞ্চল্য বশতই কেবল বিচলিত বলিয়া বোধ হন। পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ হন, তিনি প্রমাণের জন্য বসিয়া থাকেন না। তুমি যদি তাহা জানিতে চাও সদ্‌গুরুর নিকট গমন করিয়া উপদেশ গ্রহণ কর।

যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন, এবং যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞানী তিনি শোকমোহরূপ সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। পরমাত্মাকে অবগত হইয়া ধৈর্য্যশীল পুরুষ এই লোকেই কৃত বা অকৃত পাপ পুণ্যের অতীত হইয়া সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্ত হন। নারদ যখন বেদাধ্যয়ন করেন নাই, তখন তাহার আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বেদাধ্যয়নের পর দেখিলেন আরও অনেক দোষ আসিয়া উপস্থিত হইল; অভ্যাস ও বিস্মরণ হইতে লাগিল, আর যে ব্যক্তি তাঁহার অপেক্ষা অধিক অবগত, তাঁহার নিকট গিয়া ভৎর্সনা সহ্য করিতে লাগিলেন

ও অল্প জ্ঞানীর নিকটে গমন করিলে গর্ব্ব উপস্থিত হইতে লাগিল। পরে ইহাতে ব্যাকুল হইয়া নারদ সনৎকুমার ঋষির নিকট তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন; ঋষি সনৎকুমার বলিলেন নারদ, একমাত্র নিত্য সুখ লাভ ব্যতীত এই দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইবার আর অন্য উপায় নাই। যেখানে ইন্দ্রিয় ক্রিয়া নাই, বা কোন দৃষ্টান্তও নাই অথচ স্বীকার করিতে হয়, এরূপ স্থলে তাহাকে স্বয়ং প্রকাশ বলা যায়। যদি কেহ বলে যে আমি তোমার নিকট এই সমুদায় শুনিয়া ব্রহ্মকে জানিলাম, তবে আমি কৃতার্থ হইতেছি না কেন? ইহার উত্তর এই—একজন বলিয়াছিলেন যে আমি চতুর্ব্বেদবেত্তাকে লক্ষ মুদ্রা দান করিব। ইহা শুনিয়াই আর এক ব্যক্তি বলিল, বেদ যে চারি তাহা আমি আপনার বাক্যের দ্বারা জানিলাম, অতএব আমি চতুর্ব্বেদবেত্তা হইলাম; এক্ষণে আমাকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করুন। এ স্থলে ঐ ব্যক্তি বাস্তবিক বিশেষরূপে বেদপাঠ করে নাই বলিয়া যেমন লক্ষ মুদ্রা পাইবার যোগ্য নহে, সেইরূপ তুমিও ব্রহ্মমাত্র জানিয়াছ কিন্তু অশেষরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর নাই বলিয়া কৃতার্থ হইবার যোগ্য হইতে পার নাই। ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ আছে; ইহার মধ্যে বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মানন্দ হইতেই উৎপন্ন; সুতরাং যে কোন আনন্দই বল, সমুদায়ই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত। সুষুপ্তিকালে যে ব্রহ্মানন্দ প্রকাশ পায় তাহাকেই স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থায় বিজ্ঞানময় আনন্দ বলা যায়; একই বস্তু, স্থান ভেদে নাম ভেদ হইয়াছে। যে সময়ে সম্পূর্ণরূপে দ্বৈতজ্ঞান চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা নিদ্রার অবস্থা নহে, সেই সময়ে যে আনন্দ অনুভব হয় তাহাই ব্রহ্মানন্দ। অবিচলিত চিত্তে যাহা প্রাপ্ত হইলে, আর কিছুই তদপেক্ষা অধিক লাভ মনে হয় না ও যাহা লাভ করিলে আর কোন দুঃখেই বিচলিত করিতে পারে না তাহারই নাম সর্ব্বদুঃখসংহারক যোগ।

মাথার ভার নামাইলে ভারবাহীর যেমন সুখ হয়, সংসার বিষয় ত্যাগ করিয়া যোগী সেইরূপ বিশ্রাম লাভ করেন। কাকের একটি মাত্র দৃষ্টি যেমন একবার বাম নেত্রে, একবার দক্ষিণ নেত্রে যাতায়াত করে, সেইরূপ যোগীর মন সুখ ও আনন্দ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সমুদয় জগৎ সংসার একমাত্র আনন্দ হইতেই সমুৎপন্ন, আনন্দ দ্বারা রক্ষিত, এবং আনন্দেই

বিলীন হয়। সুতরাং জগৎ আনন্দ হইতে পৃথক নহে। এক ধাত্রী এক বালকের মনোরঞ্জনার্থে একটি গল্প বলিতেছে, এক সময়ে কোন দেশে তিন রাজপুত্র একত্র ছিলেন। তন্মধ্যে দুই জন এখনও ভূমিষ্ঠ হন নাই, আর অন্য এক জন গর্ভেও উৎপন্ন হন নাই। তিন জনে মিলিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে এক অবর্ত্তমান পুরীতে বাস করিতেন। এক দিন তাঁহারা আকাশে কতকগুলি সুন্দর ফল দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন। মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া তাহারা অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। এই গল্প শুনিয়া বিবেকশূন্য বালক যেমন সুখী হইল, এই সংসারও সেইরূপে বিচারহীন লোকের মনকে ভুলাইয়া রাখে। আরুণি বলেন ব্রহ্ম একমাত্র সৎ, ঋগ্বেদীরা বলেন তিনি একমাত্র জ্ঞান, আর সনৎকুমার বলেন তিনি একমাত্র আনন্দ। অনেকানেক ঋষি ঐ রূপই বলিয়াছেন। যাহা আপনার অনুকূল তাহাতে সুখোদয় হয়, আর যাহা আপনার প্রতিকূল তাহাতে দুঃখ হয়; এই উভয়ের অভাবে আনন্দ উদয় হয়। যখন সামান্য নিদ্রাপ্রভাবেই অভূতপূর্ব্ব স্বপ্ন সকল দর্শন করা যায়, তখন ব্রহ্মাশ্রিত মায়ার যে অচিন্তনীয় মহিমা থাকিবে তাহা বিস্ময় কর নহে। যেমন জলেতে আপনার অবিকল ছায়া দেখিলেও তাহাতে উপেক্ষা হইয়া আপনাতেই বিশ্বাস থাকে, সেইরূপ যোগীর নামরূপে উপেক্ষা হইয়া চিদানন্দেই আস্থা হয়।

জগতে এমন কোন পাপ নাই যাহাতে যোগীর বদনকান্তি বিনষ্ট করিতে পারে। রূপবান্, যুবা, নীরোগী, ও বিদ্বান্ ব্যক্তি এবং সসাগরা ধরার অধীশ্বর যে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আত্মতত্ত্বজ্ঞানী যোগী তাহা অবিশ্রান্ত ভোগ করিতে থাকেন। পরমান্ন ভোজী কুক্কুরের বমি যেমন কেহ ভোজন করিতে চাহে না, সেইরূপ যোগীরা সংসারীর ভোগসুখ আর কখনই উপভোগ করিতে চাহেন না। রাজাদিগের অন্য কোন অভাব না থাকিলেও গন্ধর্ব্বানন্দে ইচ্ছা হয়, কিন্ত বিবেকবান্ তত্ত্বজ্ঞানী আর তাহাও ইচ্ছা করেন না, সুতরাং আত্মতত্ত্বজ্ঞানীর আনন্দ রাজসুখ অপেক্ষাও অধিক।

ব্রহ্মের স্বরূপ তিন প্রকার সত্তা, চেতন ও সুখ। মায়ার স্বরূপও

তিন প্রকার, অসত্তা, জড়তা ও দুঃখ। জ্ঞান ও যোগকে ব্রহ্মবিদ্যা বলে, ধ্যান দ্বারা একাগ্রতা জন্মিলে ঐ ব্রহ্মবিদ্যা স্থির হইয়া থাকে।

ব্রহ্মানন্দ ধ্যান দ্বারা ঈশ্বর প্রীত হউন ও আশ্রিত বিশুদ্ধ জীবকুলকে প্রতিপালন করুন।



বৌদ্ধ ভাগবত।

প্রথম অধ্যায়।

হিমাচল নাম গিরি, তুঙ্গ শৃঙ্গ স্কন্ধে করি,
দ্বারী সম ভারত উত্তরে;
অভ্রভেদী মেঘ বর্ণ, দানব দুর্ব্বার যেন,
করে ধরি অম্বর বিদারে!
শিখর শিখর'পরে, যেন ধায় ধরিবারে,
হিংসাবশে মধ্যাহ্ণ তপন;
চাহি দিক্‌দিগন্তরে, মুহুর্মুহু রোষ ভরে,
দাবাগ্নি করিছে উদ্গীরণ!
প্রস্রবণ উচ্ছ্বাসিত, উৎস যত উৎসারিত,
ঘর্ম্ম যেন ছুটে সর্ব্বকায়;
তুষারে মণ্ডিত শির, দিগ্বিজয়ে মহাবীর,
ধরে শুভ্র মুকুট মাথায়!
দিগঙ্গনাগণ ডরে, কাঁপিতেছে থরে থরে,
বসুন্ধরা কাঁপে পদভরে;
শিখরে অপ্সরা কুল, উড়িছে এলায়ে চুল,—
দেবকন্যা যেন দৈত্য করে!
শাল তাল চারু দারু, সুদীর্ঘ সহস্র তরু,
দাঁড়াইয়া মেরু পৃষ্ঠ'পরে,
দীর্ঘ শাখা বিস্তারিয়া, বাঞ্ছা, ধরে কর দিয়া,
রাজছত্র সবিতার শিরে!

যেন সে খগেন্দ্র পাখা, দিয়াছে অরুণ ঢাকা,
বসুন্ধরা তায় অন্ধকার,
হিমাদ্রির পাদদেশে • একটি রশ্মি না পশে,
দীপ্ত তথা দ্বিতীয় ভাস্কর !—
কপিল মুনির নামে, গিরিতলে হ'ল ক্রমে,
নগর কপিল বস্তু নাম ;
অপূর্ব্ব সে রাজধানী, ক্ষত্রিয় কুলের মণি,
শুদ্ধধন ধনেশের ধাম ।
রজত প্রাচীর তায়, শোভে মেখলার ন্যায়,
বেষ্টিয়া সুবর্ণ সিংহদ্বার,—
অমরবৃন্দের সনে, যেন স্বর্ণ সিংহাসনে,
বসিয়া দেবেন্দ্র দিয়া বার।
রূপবতী গুণযুতা, সুপ্রবুদ্ধ রাজসুতা,
মায়াদেবী মহীপাল বামে ;
সুখের করিলা শেষ, না জানি দুঃখের লেশ,—
রোগ শোক পশে না সে ধামে ।
কালে রাণী গর্ভবতী, রাজস্থানে ধায় দূতী,
সংবাদ কহিলা নরবরে ;
শুনি নৃপ হর্ষযুত, বিতরে রতন কত,
পূজা দিলা শিবের মন্দিরে।
মাঝে মাঝে অকস্মাৎ, প্রতি দিন দিন রাত
গর্জ্জে করী নিনাদি ভীষণ,—
জ্যোতিষে পণ্ডিত কয়, করিবেক সুনিশ্চয়,
বীর পুত্র জনম গ্রহণ।
সম্পূর্ণ দশম মাসে, নগর আনন্দে ভাসে,
আসে যায় ধাত্রী বার বার,
দশমে নবম দিনে, ভাবে রাজা মনে মনে,
কি জানি কি খেলা বিধাতার !

ক্রমে নিশি ভোর ভোর, চারি দিক ঘোর ঘোর,
দেখা দিলা উষার আভাস ;
ব্যথায় অধীর রাণী, করে সবে কাণাকাণি,
ক্রমে দেখে ফরশা আকাশ !
পাপীয়া প্রভাতী ধরে, পিক রাজ কুহুস্বরে,
গান করে বুঝিয়া সময়,
তরুণ অরুণ আভা, পূর্ব্ব দিক করে শোভা,
হয় হয় আদিত্য উদয়,—
আচম্বিতে বারংবার, হুলুধ্বনি সপ্ত বার,
করিলা অঙ্গনাকুল যত ;
প্রসূন-আসার বর্ষে, মঙ্গল গাইলা হর্ষে,
দ্বারদেশে দ্বিজ শত শত !
উদ্যানে বিকাশে ফুল, বিপিনে বিহগ কুল,
ডাকি উঠে কল কল করি,
প্রাচীর উপরে বসি, নৃত্য করে কেকাভাষী,
পিঞ্জরে ডাকিল শুক শারী।
প্রিয়ংবদা হর্ষে ভাসি, কহিছে ছুটিয়া আসি,
মহারাজ শুন সমাচার ;—
দশ মাস দশ দিনে, শুভ দিন শুভ ক্ষণে,
ভূমিষ্ঠ হইল সুকুমার।
কুমার জনম শুনি, আনন্দিত নরমণি,
সর্ব্বজনে বিতরে রতন ;
আনন্দে মধুর রবে, গীত বাদ্য করে সবে,
উল্লাসে নাচিছে সর্ব্বজন।
মায়ার মায়ায় ভুলি, মায়াদেবী নিলা তুলি,
সুসন্তান নিজ ক্রোড়' পরে ;
হেরিলা ভূপাল আসি, কোটি শরতের শশী,
অঙ্কে বসি দিক্ আলো করে।

কিছু দিনে অকস্মাৎ, হইল বিপত্তিপাত,
ভাঙ্গিল ভবের সুখ মেলা,
কুমার লোটায় কান্দি, বিধি হ'ল প্রতিবাদী—
সপ্তম দিবসে শেষ বেলা,
লীলাখেলা ফুরাইল, ঘোর ঘোর সন্ধ্যা হ'ল,
ডুবু ডুবু রক্তিম তপন,
আঁখি মুঁদে মায়াদেবী, হায়রে জীবন রবি,
অস্তাচলে করিলা গমন!
রাজা যায় গড়াগড়ি ধূলায় আছাড়ি পড়ি,
তাড়াতাড়ি ধরিছে সকলে,
কহে রাজা কান্দি কান্দি, ওরে নিদারুণ বিধি,
একি কর্ম্ম করিলি অকালে!
শিশু নয় শরৎশশী, অবণ্যে পড়িয়া খসি,
পড়িয়াছে বামনের করে।
কেন হেন রত্ন ফেলি, প্রিয়ংবদে যাও চলি,
এ রতন দিয়া গেলে কারে?
হায় বিধি কি ইচ্ছায় করিলে নক্ষত্রোদয়
খদ্যোতের পত্র অন্তরালে!
রাজার আলয় ফেলে, পদ্ম যথা ভাসে জলে,
ফোটে ফুল বিজন জঙ্গলে!
কি করিব কালস্রোতে যে রত্ন ভাসিয়া যায়
কে পায় ফিরিয়া?
স্মৃতি-পথে পুনরায়, যখনই উদয় হয়,
ফিরে এসে যায় মাত্র মর্ম্ম বিদারিয়া!
হায় সে স্মৃতির পথে, বিস্মৃতি-কপাটরে
কেবা পারে দিতে?—
তুমি অখিলের পতি অনন্ত কালের গতি
বিশ্বনাথ, সুখ দুঃখ সকলি তোমাতে!

না জানি হে ইচ্ছাময় স্থজিয়াছ কি ইচ্ছায়
সংসার মরুর মাঝে তৃষিত মানব !
না জানি কি মনে কার প্রেরিয়াছ তাহে হরি
এ বিরহ মায়া মোহ-মরীচিকা সব ?
না জানি কি অভিলাষে ফুটন্ত গোলাপ হাসে
হাসা'লে আকাশে শশী আনন্দব্যঞ্জক ?
পুন. বসি সংগোপনে স্থজিলে কি ভাবি মনে
শশাঙ্ক উদ্দেশে রাহু গোলাপে কণ্টক !
ইচ্ছাময় জগৎ পিতঃ করিলেই পারিতে ত
অনন্ত সুখের স্থষ্টি দুঃখ পরিহার ?—
অবিচ্ছেদ সম্মিলন জরামৃত্যু বিসর্জ্জন
অমর কিন্নর নর বিদ্যাধরী নারী !
কারে দিয়ে কারে মার কারে বা পালন কর
কোন সূত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে কি কর ঘটন ?—
আগে করি প্রাণপণ অন্বেষয়ে অন্ধজন,
অন্তিমে অবাক্ হয় অর্ব্বাচীন মন !
বিত্ত পেয়ে যার চিত্ত নিত্য থাকে মদমত্ত,
অথবা দুর্ব্বৃত্ত যেই সব তৃণ জ্ঞান,
উচ্চ শির মহাবীর সেও হয় নতশির,
হেরে যবে গ্রাবা স্পর্শী কৃতান্ত কৃপাণ !
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরেছ কলঙ্ক চাঁদ,
ত্রাসে লোক নিজ পাপ না করে গোপন ;
রবির দাসত্ব হেরি অলসতা পরিহরি,
ভয়ে লোক জড় সড় নিজ কর্ম্মে মন !
ধরায় রোপেছ চারা আকাশে দিয়াছ ঝরা,
তোমার ইয়ত্তা করা কারো সাধ্য নয় !
নিশায় আকাশ পটে, অত তারা কেন ফোটে,
কেন ফোটে, কি উদ্দেশ্য ! জান ব্রহ্মময় !

৭

জানি না হে বিশ্ব নাথ কেন হয় দিন রাত ?
কেন ঘোরে মাস পক্ষ বর্ষ ঋতু যত ?
এত কষ্ট লোকে পায়, তবুও বাঁচিতে চায়,
কি আশায় রোগ শোক ভোগ করে এত ?
কে জানে মহিমা তব হে ভবেশ শম্ভুশিব,
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ ধরেছ ধরায় ;
কারে বা সাজায়ে রাজা আপনি দেখিছ মজা,
আকাশ ভঙ্গিয়া কারো ফেলিছ মাথায় !
হায় তবু ভ্রান্তজনে, ভাবে বসি মনে মনে,
"আমারই সাবধানে সব রক্ষা হয় ;
এই করি এই হ'ল, এই করা ভাল ছিল !"—
ভেবে ভেবে এ সংসার করে দুঃখময় !
ওহে অখিলের পতি, মানুষ অবোধ অতি,
ভাবিয়া না দেখে কভু স্থির চিত্ত করি,
শিলাবৃষ্টি ঝটিকায়, পাহাড় ভাঙ্গিয়া যায়,
কেমনে যে রক্ষা পায় কুসুমমুঞ্জরি !
হে বিধাত ইচ্ছাময়, তোমারি ইচ্ছায় হয়,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সকল,
ধরায় রোপিয়া চারা, আকাশে দিয়াছ ঝরা,
যে বাসনা করিতে সফল।
পুরাইতে সে বাসনা, বিতরিয়া কৃপাকণা,
অসহায় শিশুর জীবন,
রাখহে করুণাসিন্ধু, কৃপা-পদ দীনবন্ধু,
দীন জনে কর অরপণ !—
বিনাইয়া নানা ছাঁদে, ভূপতি কতই কাঁন্দে,
সবে শান্ত করে ধরি তায় !
যত দিন হয় গত, নৃপতি পাশরে তত,
বিধাতার এ বিধি ধরায় !

শুনিতে সুকুমারে, শ্যালিকায় আনি ঘরে,
বদ্ধ হইলা পরিণয় পাশে ;
বাড়ে সৌন্দর্য্যের ভরা, সে শিশু নয়নতারা,
তরুণ অরুণ স্নেহাকাশে !
সময়েতে অন্নাশন, দিলা নৃপ হৃষ্ট মন,
পুত্র কথা চিন্তে বার বার ;
ধর্ম্মেতে সুসিদ্ধ হবে, নরবর তাই ভেবে,
নাম রাখে সিদ্ধার্থ তাহার !
কুমারে শিক্ষার তরে, সমর্পি শিক্ষক করে,
নিশ্চিন্ত হইলা মহীপাল,
সতত সুশিক্ষা পায়, সিদ্ধার্থ সন্তুষ্ট তায়,
নাহি হয়,—যায় কিছু কাল ;
নেহালে শিক্ষক তার, শিক্ষা অতি চমৎকার,
হেরি হার মানে গুরুজন ;—
না হ'তে টঙ্কার শ্রুত, বাণ যথা বিন্ধে দ্রুত,
হেন ধায় সিদ্ধার্থের মন !
গ্রন্থের প্রথম পাতা, না পালটি শেষ কথা,
একি প্রথা শিক্ষার সময় ?
সাত পাঁচ ভাবি মনে ক্ষান্ত দিলা গুরুজনে,
মগ্ন সদা সিদ্ধার্থ চিন্তায় !
সকল বালক আসি করতালি দিয়া হাসি,
ধায় সবে খেলিবার তরে ;
সিদ্ধার্থে ডাকিলে তারা, শিশু যেন পথ হারা,
কোথা যায় কিবা চিন্তা করে !
গাত্রে যত অলঙ্কার মণি মুকুতার হার,
না চাহিতে দেয় দীন জনে,
নিষেধ করিলে কেহ ধূলায় লুটায় দেহ,
কান্দে পড়ি না যায় ভবনে !

কিছু দিন গত করি যজ্ঞ সূত্র গলে ধরি,
সিদ্ধার্থ ধর্ম্মেতে দিলা মন ;
নানা শাস্ত্র পাঠ করে সত্য আহরণ তরে,
দলে দলে দ্বিরেফ যেমন।
ভ্রমে সদা উপবনে, কভু হেরে এক মনে,
কেমনে ফুটিছে ফুল কুল ;
গোলাপে কণ্টক হেরি মনে মনে হাস্য করি,
কভু ধরে বিধাতার ভুল !
বিচরণে শ্রান্ত হলে আসিয়া বকুল মূলে,
দূর্ব্বাদলে করয়ে শয়ন ;
ধীর সমীরণ হেরে, মনে মনে চিন্তা করে,
কেবা করে মধুর ব্যজন ?
শাখায় কোকিল গায়, কুমার ভাবিছে হায়,
কেবা গায়, কে শিখায় তারে ?
গীত সুধা বরষিয়া শিতলিতে দগ্ধ হিয়া,
কেন গায়, গায় কার তরে ?
এইরূপ চিন্তা করি ধনজন পরিহরি,
কুমার বেড়ায় উপবনে ;
এক দিন, যায় দিন, ভুবন আলোকহীন,
রাজপুত্র না আসে ভবনে।
ভূপতি চিন্তিত অতি ধেয়ে যায় দ্রুতগতি,
রাজদূত ছোটে চারি ভীতে ;
কেহ কোথা নাহি পায়, রাজা করে হায় হায় !
দ্রুতগতি ধায় উদ্যানেতে।
দেখিলা সেথায় গিয়া ঘন পত্র শাখা দিয়া,
লতামণ্ডপের অভ্যন্তরে,
বান্ধিয়া খেলার ঘর, জোড় করি দুটি কর,
শয়নে কুমার খেলা করে।

খেলা ভাবি রাজা গিয়া নিরবেতে দাঁড়াইয়া,
অনিমেষে নেহালে বদন ;
নিরখিয়া মনোদুঃখে, পাষাণ বাজিল বুকে,
দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলা তখন।
সিদ্ধার্থের আঁখি জল, বহে তিতি গণ্ডস্থল,
ছল ছল নয়নের তারা ;
ঊর্দ্ধ মুখে জোড় করে, যেন সে ডাকিছে কারে,
জ্ঞান হয় যেন জ্ঞান হারা।
দ্রুত হাত দিয়া গাত্রে, ডাকে রাজা রাজপুত্রে,
কান্দি কহে,—উঠরে কুমার,
একি বিপরীত রীতি, শিখ আসি রাজনীতি,
ডাকিতেছে জনক তোমার !
ত্যজি রাজ্য সুখ সব, শৈশবে কি অসম্ভব ?
তোর ভাব ভাবিয়া না পাই !
কি অভাবে এ বিরাগ, কার পরে হ'ল রাগ ?
বল বাছা, কিবা তোর চাই ?
চলরে নয়নমণি, গৃহে গিয়া সব শুনি,
বুক ফাটে তোর শয্যা হেরি ;
কেনরে ভূতলে পড়ি দূর্ব্বাদলে গড়াগড়ি,
সোণার পালঙ্ক পরিহরি !
রাজপুত্রে করে ধরি, প্রবোধিয়া কত করি,
রাজপুরি প্রবেশে নরেশ,
বসাইয়া সিংহাসনে বুঝাইয়া এক মনে,
রাজনীতি কহিলা বিশেষ !
নিশিশেষে নৃপবর, বহির্দ্দেশে দিলা বার,
সভাজনে করি সম্ভাষণ,
ডাকি যত মন্ত্রিবরে পুত্র পরিণয় তরে,
সুধাইলা সবাকার মন ;

অবশেষে ভাবি ধীর, সুপাত্রী করিলা স্থির,
যশোধারা দণ্ডপাণি সুতা,
কন্যা অতি রূপবতী সাক্ষাৎ সে সরস্বতী,
তেঁই স্থির পরিণয় কথা।
সুপণ্ডিত দণ্ডপাণি সিদ্ধার্থের নাম শুনি,
অত্যল্প বয়স জানি তার,
বাল্য পরিণয় তরে অন্তরে সন্দেহ কোরে,
হেরিবারে চলিলা সত্বর।
উতরি হিমাদ্রি দেশে উপনীত রাজবাসে,
রাজপুত্র হেরিলা তথায়,
অপরূপ রূপবান্ নিরখি জুড়ায় প্রাণ,
কন্দর্প সমান জ্ঞান হয়!
বর্দ্ধিষ্ঠ বলিষ্ঠ তনু, দীপ্ত যেন চিত্র ভানু,
স্পর্শে জানু ভুজ জুগ তার,
প্রশস্ত ললাট তটে, আকর্ণ নলিনী ফুটে,
পটে যথা আঁকে চিত্রকর!
মার্ত্তণ্ড মধ্যাহ্ন কালে, উদিলা মুখমণ্ডলে,
সুকর কমলে কিবা শোভা,
সুপ্রশস্ত বক্ষপরে স্বর্ণহার শোভা করে,
প্রশান্ত মূরতি মনোলোভা!
বুধসম সাধুভাষে, সকলে সম্ভাষি তোষে,
পরিতুষ্ট হেরি দণ্ডপাণি।
পরিণয় আয়োজন, আরম্ভিলা সর্ব্বজন,
রাজপুরে তনয়ায় আনি।
দেখি লোকে চমৎকার, তনুরুচি তনয়ার,
বিধাতা গড়িলা কি সুছাঁদে,
নিরখি জনমে ভ্রান্তি কষিত কাঞ্চন কান্তি,
শান্তির চন্দ্রিকা মুখ চাঁদে!

যেন উচ্চ নভস্থলে, নিষ্কলঙ্ক চাঁদ দোলে,
চতুর্দ্দোলে তুলি কুমারীরে ;
সুবর্ণ প্রদীপ-তারা, দ্বিগুণিলা শোভা তারা,
নিলা সবে পুরির মাঝারে।
মহানন্দে হুলুধ্বনি, চৌদিকে পড়িল শুনি,
সবে বলে কুমারের এবে,
ফুরাল বৈরাগ্য যত, দেখেছি ওরূপ কত,
দিন দিন সব দূরে যাবে !
ঊর্দ্ধবাহু রুক্ষ ভাতি, বনবৃক্ষ কুলপতি,
আভরণ দলে পদতলে ;
আবার কোকিল বঁধু, দূর বনে বসি সুধু,
ডাকে যদি কুহু কুহু বলে ;
পরে তরু অলঙ্কার, হেমলতা স্বর্ণহার,
মুকুল মুকুট পরে শিরে ;
ভ্রমরার প্রেমগান, শুনি করে মধুদান,
ডাকে পক্ষী মধুমক্ষিকারে !
সুখসরে পুরবাসী ভাসিতেছে দিবানিশি,
রাজপুত্রবধূ যশোধারা,
সখীসহ অন্তঃপুরে মহাসুখে কাল হরে,
নৃপতির নয়নের তারা।
হল সুখ পরিণয়, ক্রমে দিন গত হয়,
সিদ্ধার্থ সন্তুষ্ট নয় তাহে,
নিত্য বসি নিরজনে চিন্তা করে এক মনে,
অবিশ্রাম অশ্রুধারা বহে !
সুধাইলে কোন জন কহে এই বিবরণ,
এ জীবন ইন্ধন সমান,
জলদে চপলা প্রায়, ঘর্ষণে উৎপত্তি হয়,
করে পুনঃ চকিতে প্রস্থান !

জলবিম্বে ছায়া প্রায়, জগতে পদার্থ চয়,
ভুলায় জীবের মন মত,
এই আছে এই নাই, এই দেখিবারে পাই,
বাদিত্রের ঝঙ্কারের মত!
কোথা হতে আসে যায়, কেহ না উদ্দেশ পায়,
ধায় লোক তাহারি পশ্চাতে,
হারায়ে নয়নতারা, হায় তারা দিক্ হারা,
অন্ধ যথা দেখে দুই হাতে!
না জানি কোথা এমন, নিত্যসুখপ্রস্রবণ,
সত্য যাহা নিখিল সংসারে;
পড়িয়া মায়ার ফাঁদে, নিয়ত পরাণ কাঁদে,
হরি যথা আনায় মাঝারে!
ইথে যদি মুক্তি পাই, কিছু আর নাহি চাই,
যাই চলি বিজন কাননে,
প্রান্তরে পর্ব্বত পাশে, তটিনীর তটে বসে,
নিত্যসুখে স্থির করি মনে!
অন্তর স্বাধীন করি, যদ্যপি ভ্রমিতে পারি,
মুক্তি পদ করি আবিষ্কার;
ভ্রান্ত জীব লক্ষ লক্ষ, তা হলে পাইত মোক্ষ,
মুক্ত হত ত্রিদিবের দ্বার!
ক্রমে ক্রমে যায় দিন, যশোধারা দিন দিন,
শুক্ল পক্ষ বিভাবরী প্রায়,
হসিত যৌবন ভাতি আমরি বিকাশে সতী,
মতিগতি সিদ্ধার্থের পায়!
সভয়ে না কয় কথা, পাছে পেয়ে মন ব্যথা,
পতির বিরাগ হয় মনে!
সাবধানে সদা রয়, সাবধানে কথা কয়,
পাছে যায় ভ্রমিতে উদ্যানে!

সন্তানের সম্ভাবনা, দিনে দিনে গেল জানা,
সবে করে আনাগনা, ক্রমে পূর্ণ মাস ;
তারাকারা যশোধারা এখন আলস্যে ভরা,
উত্থান শকতি হারা, বহে দীর্ঘ শ্বাস !
কালে পুত্র সম্ভবিল দুঃখ রবি অস্তে গেল,
রাজপুরি পূর্ণ হল, আনন্দের রোলে ;
চড়াৎ করিয়া বুক উঠিল, সিদ্ধার্থ মুখ
মলিনিল, বজ্র যেন পশে মহাশৈলে !
উর্ণনাভ ফাঁদ পাতি বাধায় পতঙ্গজাতি
পঙ্কেতে মাতঙ্গ মরে পঙ্কজের বনে ;
বিচারিলা রাজপুত্র, সিহরিয়া উঠে গাত্র,
যেমতি পতত্রী চাহি বাগুরার পানে !
কুমারের জ্ঞান হারা, ভাবিয়া হইলা সারা
শান্তনিলে যশোধারা কহে ধীরে তায়,
"পুত্রমুখ হেরিব না, কে যেন করিছে মানা"
মৃগেন্দ্রের আনা গোনা নিরখি আনায় !
কভু বা আদর করে, প্রিয়ার বদন ধরে,
রাজপুত্র কহে প্রিয়ভাষ,
গৃহে থাকু চন্দ্রাননে, আমি যাই ঘোর বনে,
বন মম সুখের আবাস !
শুনিয়া সিহরে ধনী রাখিয়া যুগলপাণি,
কুমারের চরণযুগলে,
মুখেতে না সরে বাণী কান্দে বালা কথা শুনি,
তিতে অঙ্গ নয়নের জলে ;
ক্রমেতে নিশীথ কালে, শশী যায় অস্তাচলে,
অঙ্গ জ্বলে নিদাঘ জ্বালায়,
অনাবৃত সৌধশিরে স্বাধীন সমীর তরে,
রাজপুত্র বসিলা তথায়,

পাশে পাশে যশোধারা নিম্ন ভূমে জলধারা,
আসি বসে পতি বামদেশে,
চিন্তিত নেহারি নাথে, চরণ পরসি হাতে,
কান্দে কত অর্দ্ধস্ফুট ভাষে।
কতই কান্দিলা সতী, সিদ্ধার্থ সুধীর মতি,
কহে মাত্র মুখে মৃদু হাস,
গৃহে থাক চন্দ্রাননে, আমি যাই ঘোর বনে,
বন মম সুখের আবাস !
শুনিয়া সিহরে ধনী কপালে যুগল পাণি,
হানি বলে, কহ কান্ত মোরে,
কেন হ'ল পরিণয়, কেন হল প্রেমোদয়,
এ প্রলয় কেন অতঃপরে !
আকাশে শশাঙ্ক হেরি, সাগরে অনন্ত বারি,
একেবারে উথলয়ে যথা,
নিরখি শ্রীমুখ তব; সুখ সিন্ধু কারে কব,
অন্তরেতে উচ্ছ্বসিত তথা !
যেমতি সমীর পর্শে লতা পাতা নাচে হর্ষে,
পরশিলে বরাঙ্গ তোমার,
কি আনন্দ হয় মনে, জানি মাত্র মনে মনে,
প্রকাশে কি সাধ্য রসনার !
এত সুখ দিলা বিধি, কেন তবে গুণনিধি,
এ সুখ ত্যজিয়া যাবে বনে !
কহ নাথ, বিবরিয়া, কি বা সুখ বনে গিয়া,
কি বা ধর্ম্ম হবে সে কাননে !
প্রবোধিতে প্রিয়জনে, সিদ্ধার্থ আনন্দ মনে,
প্রিয়ভাষে বুঝায় তখন;
শুন তবে বিম্বাধরে, ছোটে প্রাণ কার তরে,
কার তরে পাগল এমন !

অতল জলধি আর অনন্ত আকাশ,
অবিশ্রান্ত কালস্রোত, পবনের গতি,
কত দূরে হয় রবি শশীর প্রকাশ,
যদিও গণিতে পারে কোন মহামতি,
ইয়ত্তা না পায় কিন্তু মানুষের মন,
প্রেমের কোথায় অন্ত কোথায় সৃজন ?
কবিকল্পনার লক্ষ যোজন অন্তরে,
চিন্তার অনন্ত সীমা অতিক্রম করি,
বহুদূর-বহুদূর 'দূরত্বা'র দূরে,
বিধির সৃষ্টির সীমা-রেখা চিহ্নপরি,
স্বর্গের আনন্দ গিরি-ধবল শিখরে,
দম্পতি প্রণয় সুখ অবস্থিতি করে !
একমাত্র সুপবিত্র সুখ নিরমল,
সেই সুধাকরসম স্বর্গের বিমানে,
দিক দিগন্তর, কোটি কোটি ভূমণ্ডল,
স্বর্ণময় হ'ল যার বিমল কিরণে ;
সেই সুখ মাঝে হ'ল বিধির সৃজন,
অযোনি সম্ভব যিনি ব্রহ্ম সনাতন !
চাই না সে ব্রহ্ম তবে, বিধি নাম যার,
জনমে সহস্র বিধি মর কল্পনায় ;
যে সুখে বিধির জন্ম, জগৎ সংসার
যে সুখ বিধানে বান্ধা গলায় গলায়,
সেই সুখে পাব বলে ছুটে যায় মন,
নাম যার অবিশ্রান্ত প্রেমপ্রস্রবণ !
দেখ তবে বিশালাক্ষি, লক্ষ্মীরূপা তুমি,
অনন্ত স্বর্গীয় সুখ এ মর ধরায়,
আইল খুঁজিয়া কোথা আছি তুমি আমি,
শীতল করিতে শুধু তোমায় আমায় !

আপনি আসিয়া নিজে হয় বিতরিত
হেন মতে এ সংসারে সুখ আছে যত !
এই ত স্বর্গের শোভা সাজান সংসারে,
শুন পুনঃ সুবদনি, দুঃখের কাহিনী,
উত্তাল তরঙ্গসম, পর্ব্বত আকারে,
বিমান বিদীর্ণ করি দিবস রজনী
ছুটিছে প্রবাহ যার তাহার কথায়
শিহরে পরাণ প্রিয়ে কহিনু তোমায় ।
শুন শুন সুলোচনে, সে দুঃখ সলিলে
জীব যত কব কত তাহাদের কথা,
সিংহদ্বার অতিক্রমি যাই অশ্বযানে
নিরখি তাদের দশা পাই মর্ম্মব্যথা !
সে দিন ভ্রমিতে যাই পূর্ব্বদ্বার হ'তে,
দেখিনু স্থবির এক পড়িয়াছে পথে !
শিথিল সকল চর্ম্ম জীর্ণ কলেবর,
অস্থিসার, উঠিবার শক্তি নাহি হয়;
দৃষ্টিহীন অতি দীন ক্ষীণ কণ্ঠস্বর,
থর থর কাঁপে শির ধরি জানুদ্বয় !
দুরন্ত মাঘের হিমে বস্ত্র নাহি গায়,
ছল ছল আঁখি জল, জঠর জ্বালায় !
দেখ দেখি, শশিমুখি, এসুখ ধরায়,
একি কাণ্ড ? এ ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ জীব যত
সকলেরই এই দশা ! যৌবন সময়
বিলম্ব না সয়, নাম উচ্চারণে গত !
দেখিতে দেখিতে যায় (জীবের এ গতি)
কুসুম, সুষমাময়, শুকায় যেমতি !
এই যে নরের গর্ব্ব যৌবন সময়,
এই যে যৌবন সুখ অনুভূত হয়;

ভাবি দেখ চারু নেত্রে সে সুখ এনয়
যে সুখ অনন্ত কাল অন্তরেতে রয় !
নিত্য সুখ তবে প্রিয়ে আছে সুনিশ্চয়,
অস্থায়ী আভাস যার যৌবন সময় !
আর এক দিন শুন, পীনপয়োধরে,
দক্ষিণ দুয়ার হ'তে হইয়া বাহির,
দেখিনু পড়িয়া এক পান্থ পথপরে
থর থর কাঁপে তার দুর্ব্বল শরীর !
ছট ফট করে ভূমে ব্যাধির জ্বালায়,
জল জল করি তার বুক ফেটে যায় !
অসহায় নিরাশ্রয় ঘন বহে শ্বাস,
মূর্ত্তিমান্ মৃত্যু যেন কণ্ঠরোধ করে,
থেকে থেকে মনোভাব করিছে প্রকাশ,
নিরখিতে প্রাণাধিক পুত্র পরিবারে !
"কোথা প্রিয়ে" বলি তার কান্দি উঠে প্রাণ,
''সংসার স্বপন মাত্র'' করে সপ্রমাণ !
পশ্চিম দুয়ারে যাই আর এক দিন
সেবিতে সমীর ধীর, আনন্দিত মনে,
প্রফুল্ল সকল লোক দেখি প্রতিদিন,
সে দিন কাঁদিছে তারা ব্যথা পেয়ে মনে !
এ নগরে এত দুঃখ কভু দেখি নাই,
ভাগ্যদোষে বুঝি আসে, তেঁই ব্যথা পাই !
মৃতদেহ স্কন্ধে করি ভাই বন্ধু যত,
আশায় নিরাশ হয়ে হাহাকার করে,
কেবল নয়নজল বহে অবিরত,
অসার সংসার তারা বুঝে অতঃপরে !
শব কান্ধে সবে কান্দে ! সকলি বিফল !
হরিধ্বনিমাত্র শুনি শেষের সম্বল !

এমন যৌবন যদি জরাগ্রস্ত হ'ল।
হেন দেহ হ'ল যদি ব্যাধির মন্দির!
দেখিতে দেখিতে যদি জীবন ফুরা'ল!
কেমনে ধৈরজ ধরি মন রহে স্থির?
চঞ্চলা চপলা হেরি এই মনে হয়,
জ্যোতির আকর অই মেঘ সুনিশ্চয়!
ছাড়িয়া উত্তর-দ্বার উদ্যানেতে যাই
এক দিন, দেখি এক দরিদ্র সুজন,
করঙ্গ করেতে করি, অন্য কিছু নাই,
শতছিদ্রান্বিতা কন্থা অঙ্গের ভূষণ!
শুনিলাম আসিয়াছে ধনজন ছাড়ি!
মুখে মাত্র হরি নাম ফেরে বাড়ী বাড়ী,
সুধাইয়া সারথিরে শুনি বিবরণ,
ভিক্ষুক তাহার নাম, ভিক্ষামাগি খায়;
মায়া মোহ শোক তাপ দিয়া বিসর্জ্জন,
করিয়াছে একমাত্র ঈশ্বর সহায়!
জগতের সুখে তার নাহি ধায় মন,
লভিবে অনন্ত সুখ করিয়াছে পণ!
যে দিন দেখিনু সেই বিরাগ মূরতি,
বলিব কি, চারু আঁখি, করিয়াছি পণ,
সাক্ষী তুমি বিশালাক্ষি, কহি পুন, সতি,
অনন্ত স্বর্গের দ্বার করি উদ্ঘাটন,
দেখা'ব জগৎ জীবে, দেখা'ব তোমায়,
জীবের অনন্ত সুখ রয়েছে কোথায়!
মুক্তির প্রশস্ত পথ আবিষ্কার করি,
পরিষ্কার করি দিব জগতের তরে;
পাপী তাপী জরাগ্রস্তে নিজহস্তে ধরি,
আনিব মুক্তির পথে কহিনু তোমারে!

দেখা'তে তোমায় প্রিয়ে, ছুটে যায় মন,
অনন্ত শান্তির বারি সুখদ কেমন !
শুনিয়া স্বামীর মুখে স্বর্গের সংবাদ
প্রিয়ংবদা রাজবধূ পতিমুখ পানে
অনিমিষে নিরখিয়া পাশরে বিষাদ,
অপূর্ব্ব প্রেমের ভাতি শোভিল আননে !
অনুপম মুখশোভা প্রফুল্লতা ভরে,
নৃত্য করে পবিত্রতা নেত্র যুগ পরে !
মুছিয়া নয়ননীর কহে যশোধারা,
প্রাণেশ, বাসনা তব হোক ফলবতী,
রোগ শোক পাপে তাপে কাঁপে বসুন্ধরা,
কর নাথ ত্বরা করি অগতির গতি !
কিন্তু যেন থাকে মন, চরণে তোমার
এই ভিক্ষা, হয় যেন দাসীর উদ্ধার !
যদি কান্ত হই আমি ভারতের সতী,
একান্ত চরণে তব থাকে যদি মতি,
দয়ারসাগর যিনি অখিলের পতি,
প্রবাসে সদয় যেন হন তব প্রতি !
গৃহে বসি দিবানিশি এ দাসী তোমার
একান্তে ডাকিবে তাঁরে এবিশ্ব যাঁহার !
নিরবিলা রামা যদি, সিদ্ধার্থ তখন
প্রিয়ার বদন পানে নেহালে কেবল,
ঝটিকার পূর্ব্বে ঠিক প্রকৃতি যেমন,
অধীর স্বভাব এবে হ'ল অচঞ্চল !
কতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তখন,
কি জানি ভাবিয়া মনে, মুছিলা নয়ন।
কহিলা তখন, ধীর জলদ যেমতি
গরজে প্রাবৃট্ কালে "বুঝি এত দিনে

পোহা'ল বিষাদনিশা, ধন্য তুমি, সতি,
সুদিন-আশার উষা কিরণিল মনে ;
গৃহে থাক চন্দ্রাননে হ'য়না নিরাশ,
অচিরে মুক্তির দ্বার করিব প্রকাশ !
"যাই তবে যামিনী যে অবসান প্রায়,
যাই প্রিয়ে, থাক গৃহে, এনিশান্তে তুমি
মম কথা প্রকাশিয়া কহিও পিতায়,
একদা যে কথা তাঁয় কহিয়াছি আমি !
'গৃহে থাক' হেন পাছে কহেন আমায়,
সঙ্কুচিত তাই চিত্ত লইতে বিদায় !
এখনি লইব অশ্ব অশ্বশালা হ'তে,
ছাড়িব পিতার রাজ্য থাকিতে রজনী
সৌধশির হ'তে ক্রমে দেখ রাজপথে,
কেমনে প্রস্থান করি, দেখ নিতম্বিনী ।"
এত বলি দোঁহে দিলা প্রেম আলিঙ্গন,
চলিলা কুমার দ্রুত অশ্বের কারণ !
কোমলমতির প্রাণে ব্যথা যদি পায়,
তেঁই বুঝি ত্যজিলা না স্বর্ণ অলঙ্কার !
বুঝিল না বুঝি সতী, বুঝিল না হায় !
কোথায় চলিলা ঐ প্রাণপতি তার !
নিরবে কহিয়া গেল উদাস নয়ন,
"কেবা কার কে তোমার, নিশার স্বপন !"
লইয়া সুন্দর অশ্ব বিদ্যুতের গতি,
রক্ষক লইয়া সাথে সিংহ দ্বার দিয়া,
রাজপথে বাহিরিলা কুমার সুমতি,
জ্বলিছে সুবর্ণ দীপ দিক উজলিয়া !
দেখিতেছে যশোধারা, নিরব রজনী,
ধীরে ধীরে বাহিরিল নয়নের মণি !

চারিদিক্ অন্ধকার নীরব সকল,
না নড়ে একটি পাতা, গাছ পালা যত
গাঁথা যেন ধরা সঙ্গে, স্থির, অচঞ্চল,
যোগী যত যেন যোগ সাধনেতে রত !
দেখিতেছে যশোধারা ঐ অশ্ব যায়,
ক্রমে দূর ঘোর ঘোর দেখা নাহি যায় !
তখন শুনিছে মাত্র স্থির কর্ণ করি,
ব্যগ্রতা হৃদয় মাঝে হয়েছে উদয় !
চৌদিকে নীরব শুধু দড় বড় করি
ঘোটকের পদধ্বনি দূর পথে হয়।
শির'পরে শোভা করে অনন্ত গগন
আঁধারে ফুটিছে তারা হীরক যেমন !
চৌদিকে আঁধার রাশি আবরে অবনী,
অশ্ব পদধ্বনি আর শুনা নাহি যায় ;
শ্রবণ বিবরে আর পশিছে না শুনি,
হাহাকার করি ধনী পড়িলা তথায় !
চলি গেলা রাজপুত্র দেশ দেশান্তরে,
মূর্চ্ছান্বিতা যশোধারা দূর সৌধশিরে !
ধন্যরে বিধির বিধি ! এ মর ধরায়
ধার্ম্মিকের এই পথ ! ধন্য যশোধারা !
যে জন চলিল ঐ উপেক্ষি তোমায়,
যাহারে ভাবিছ তুমি নয়নের তারা,
কেবল তোমার তরে নহে সে সুজন,
প্রাণ তার কান্দে সর্ব্ব জীবের কারণ !
সখীসনে বহুক্ষণে পাইয়া চেতন,
কান্দে রাজকুলবধূ, প্রভাত রজনী,
কান্দে আজ রাজপুরি সিদ্ধার্থ কারণ,
উঠিলা বিরাগ রাগে ধীরে দিনমণি !

যাও তুমি রাজপুত্র যথেচ্ছা এখন,
যে কান্দে কান্দুক, তব বিমুক্ত বন্ধন !

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মহামূর্খ মহাকবি হ'ল যাঁর প্রসাদে,
উর পূর মন সাধে সুখদে মা মোক্ষদে,
বামনের জ্ঞান নাই, মত্তমদে চাঁদে তাই,
অবাধে অবোধে হেন, বরদে মা জ্ঞানদে
শাক্যের সাধন কথা কহি মাতঃ শুভদে ।
এখন পোহাল নিশি, জাগিল জগৎ,
উপনীত রাজপুত্র বহু দেশান্তরে,
শুনিলা সে হয় কুশি নগরের পথ,
গোরকপুর সে পঞ্চবিংশ ক্রোশান্তরে !
এ স্থলে ভূতলে পদ রাখিলা কুমার,
খসাইয়া ফেলে যত স্বর্ণ অলঙ্কার !
খুলিয়া সুবর্ণ বেশ এক এক করি,
দিলা সব বিলাইয়া অশ্ব রক্ষকেরে ;
কহিলা বিনয়ে তায়, অশ্ব সাথে করি,
ফিরিয়া যাইতে নিয়া আপনার ঘরে !
আপনি প্রফুল্ল মুখে বেশভূষাহীন,
বান্ধিলা কটিতে আঁটি সুন্দর কৌপীন !
নিরাশ্রয়, শ্রেয়ঃ মাত্র অভীষ্ট সাধন,
নিঃসম্বল, বল মাত্র দুর্ব্বলের বল,
একাকী সে রাজপুত্র চলিলা তখন,
যে দিকে নয়ন দেখে বিজন জঙ্গল !
ক্রমে ক্রমে ঘোর বনে করিলা প্রবেশ,

আর কেহ সিদ্ধার্থের না পায় উদ্দেশ !
কান্দে রাজা কুমারের উদ্দেশ না পায়,
বিষাদে আকুল আজ হ'ল রাজপুরি ;
অন্ধকার সে নগর করে হায় হায় !
কান্দে বসি যশোধারা দিবস শর্ব্বরী !
কোথায় সিদ্ধার্থ এবে কে বলিতে পারে,
দিন দিন ডোবে বিশ্ব বিস্মৃতিসাগরে !
একে একে যায় দিন, এক এক করি,
ক্রমে ক্রমে যতলোক ভুলিলা সে কথা ;
বর্ষ পরে হর্ষ হ'ল, সবাই পাশরি,
একাধারে বৃদ্ধি করে মরমের ব্যথা !
পাশরে সবাই, ধন্য জগতের গতি !
কান্দে মাত্র যশোধারা, পতিপ্রাণা সতী !
হইল বৎসর চক্রে কত আবর্ত্তন,
কত রবি শশী তারা উঠিল গগনে,
কত কথা কতজন হ'ল বিস্মরণ,
নূতন আশার বাসা মানস কাননে ;
প্রান্তরে রাখাল দল কথাছলে কয়,
"সিদ্ধার্থের মত বাঘে গিলিবে তোমায় !"
হেথায় বিঘোর বনে প্রবেশিয়া পরে,
মনঃ সুখে পূর্ব্ব মুখে, মহাযোগী বেশ,
চলিলা সিদ্ধার্থ ; মরি বরাঙ্গে না ধরে
অপূর্ব্ব তাপসকুল-সুষমা অশেষ !
বহু দূর গিয়া পরে দেখিলা তথায়
শাক্যবংশ সমুদ্ভূতা ব্রাহ্মণী আশ্রয় !
আছিল আরেক বনে পাতার কুটির।
তথায় রৈবত মুনি সারা দিন রত,
যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, বিশীর্ণ শরীর,

সেখানে সিদ্ধার্থ গিয়া বড় আনন্দিত !
ধর্ম্ম কথা আলাপনে রৈবতের সনে,
বঞ্চিলা কিঞ্চিত কাল একত্রে দুজনে ॥
বৈশালী নগরে গুরু আরাধ কলাম.
তিন শত শিষ্য যার চৌদিকে বেষ্টিত,
মহাজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয়, ভাবি পরিণাম,
কঠোর তপঃ সাগরে নিমগ্ন সতত।
লভিতে দারিদ্র্যরত্ন, জিতেন্দ্রিয় মন,
শিক্ষাহেতু শিষ্যবেশে ফেরে মুনিগণ।
সেখানে সিদ্ধার্থ গিয়া গুরুর চরণে,
বাসনা সুসিদ্ধ হ'তে করিলা প্রকাশ ;
বিস্ময় মানিলা গুরু নেহারি নয়নে
সে বরাঙ্গে স্বর্গোচিত দারিদ্র্য আভাস !
অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ছটা বিমল বদনে
আবরে আবরে যেন অর্দ্ধ আবরণে !
পদতল বিদলিত শ্যাম দূর্ব্বাদল
ধরাতলে চারুশোভা বিকাশে যেমন,
ধূম্রমেঘে ছিন্ন করি চারু বক্ষস্থল
দেখায় যেমতি উচ্চ সুনীল গগন
সে হেন পবিত্র ছটা, গঙ্গাজলী শোভা,
তরঙ্গ তুলিছে অঙ্গে, অতি মনোলোভা !
সেখানে শিক্ষার তরে কিছুকাল গত,
পরমার্থ তত্ত্ব লাগি করিলা বিচার,
শাক্য মনে গুরুবাক্য ঐক্য নহে তত ;
মনোগত সিদ্ধার্থের স্বর্গ আবিষ্কার।
বিমল সন্তোষ মনে হইল না জানি
বেসাধ নগর ছাড়ি বাহিরিলা মুনি।
ছাড়িয়া বৈশালী এবে চলিলা ত্বরায়,

ঋষিশ্রেষ্ঠ চেষ্টামাত্র অভীষ্ট সাধন ;
পশিয়া মগধে আসি ভ্রমিয়া বেড়ায়,
রাজধানী রাজগৃহ করি দরশন।
রহিলা তথায় ঋষি. ভিক্ষা মাগি খায়,
পাণ্ডব পাহাড়ে আসি যামিনী কাটায় !
ভাতিছে যৌবনজ্যোতিঃ পূর্ণ কলেবরে,
তাহে উদাসীন বেশ, আসীন ধরায়,
মদমত্ত করি যথা ভ্রূক্ষেপ না ক'রে,
রাজদত্ত মুক্তামালা, মাটি মাখে গায় !
রাজপুত্র, উদাসীন, বয়সে যৌবন,
ঝঞ্ঝাবাতে বনরাজি বসন্তে যেমন !
নিরখি নগরবাসী মোহিত অন্তর ;
শুনিয়া সিদ্ধার্থ নাম সিদ্ধ হইবারে
চলে বৃদ্ধ ; পরীক্ষিতে ভণ্ড যোগীবর
যায় যুবা ; যুবতীরা পতি পুত্র তরে ;
সন্ন্যাসী দেখিতে শিশু ; নরনারী যত
দিবস শর্ব্বরী ধরি চলে অবিরত !
এতেক শুনিয়া কর্ণে চলিলা তখন
ধরাপতি বিম্বসার, ধার্ম্মিক প্রবর,
পাণ্ডব পাহাড়ে গিয়া করিলা দর্শন
যেমতি সে জন শ্রুতি করিলা প্রচার,
প্রণমিয়া মুনিবরে কহে নরবর,
শিষ্য হয়ে সেবি পদ, বাসনা আমার ॥
হাসিয়া তখন শাক্য করিলা উত্তর,
কি কহিলা ক্ষিতিপতে, অসম্ভব কথা,
আমি হইবারে শিষ্য চেষ্টিনু বিস্তর,
অযোগ্য বলিয়া মনে পাই বড় ব্যথা !
শিষ্যের অযোগ্য যেই তার কাছে পুনঃ,

কহ তুমি ধরাস্বামী শিষ্য হবে কেন ?
তথায় আছিল এক মহর্ষি আশ্রম,
রুদ্রক মহর্ষি নাম রামের তনয় ;
শিক্ষা দেয় শিষ্যগণে, নাহি অন্য কাম,
"মানসে উৎপত্তি পৃথিবী মানসে প্রলয় !"
হেন শাস্ত্র নিয়া নিত্য করিছে বিচার
শত শত শিষ্য তার ঘেরি চারিধার !
নিরখিয়া মহর্ষিরে সিদ্ধার্থের মন
উতলা হইল বড়, মন করি স্থির
রুদ্রকের শিষ্য গিয়া হইলা তখন,
শিখিলা অনেক শাস্ত্র সেখানে সুধীর।
কিছু দিন পরে শাক্য মীমাংসা না পায়
রাজগৃহ ছাড়ি পুনঃ চলিলা ত্বরায় !
দেখিয়া গভীর জ্ঞান যুক্তির নিদান
রুদ্রকের পঞ্চ শিষ্য সিদ্ধার্থের সনে
বাহিরিলা একমনে ক্রমে ছয় জন
রাজগৃহ ছাড়ি চলে পশ্চিম দক্ষিণে ;
মগধের এক অংশ গয়ানাম খ্যাত,
বিম্বসার অধিকার, তাহে উপনীত।
গয়াশীর্ষ গিরি তথা, ব্রহ্মযোনি নাম
খ্যাত যার চরাচরে, তাহার উপর
নিশায় ছজন মিলি করয়ে বিশ্রাম ;
কিছু দিন এই ভাবে যায়, অতঃপর
পুনর্ব্বার সংশয়ের হইল উদয়,
ব্রহ্মযোনি ছাড়ি সবে যায় পুনরায়।
সন্নিকটে বনময় উরুবিল্ল গ্রাম,
প্রকৃতির চারুশোভা করিছে বিকাশ,
তাহে কত যোগী ঋষি জপে ব্রহ্মনাম,

সুবাস বহিছে বনে মৃদুল বাতাস !
যতেক তীর্থিকগণ করি প্রাণপণ
কঠোর তপঃসাধনে সঁপিয়াছে মন।
কেহ করে উপবাস, নিরম্বু পালন
কেহ করে হোম যজ্ঞ কাষ্ঠ আহরণ
কেহ খায় সিদ্ধি গাঁজা সিদ্ধ হবে বলে,
লভে মোক্ষ কেহ দেহ মগ্ন করি জলে !
ফুল জল বিল্বদল নিয়া এক মনে
কত জন নিরখিছে সবিতার পানে।
কেহ পূজে বটবৃক্ষ, কেহ ভাণ্ডি বন,
কেহ খায় ফল মূল, কেহ অনাহারে,
কেহ বসি জপে নাম শ্রীমধুসূদন,
অন্নবিনা শীর্ণ তনু, প্রেম অশ্রুঝরে !
কথা না কহিছে কেহ আছে কত কাল,
কেহ মাত্র ব্যোম ব্যোম, বাজাইছে গাল।
কেহ ঊর্দ্ধ বাহু করি আরাধিছে তাঁয়
এবিশ্ব সংসার যাঁর, না পেলে দর্শন
করিবে না হেঁট মুণ্ড, কিংবা বাহুদ্বয়
করিবে না নত আর, করিয়াছে পণ।
যোগাসনে শূন্যে কেহ বসি অচেতন,
দেখে হয় জড় প্রায় মানুষের মন !
কেহ সাধে জলধরে সোমরস পানে
মল মূত্র মাঝে কেহ অঙ্গে মাখে মাটি ;
কেহ না দৃক্‌পাত করে রমণীর পানে,
কঠিন শৃঙ্খলে আঁটি বান্ধিয়াছে কটী।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ হবে জানি,
কেহ কেহ করে পান অঞ্জলিতে পাণি।
কেহ বা বান্ধিয়া পদ গাছের শাখায়,

আছে সদা অধোমুখে ; রুধিরের ধারা।
ক্ষরিছে নিয়ত মুখে নেত্রে নাসিকায়,
যায় যায় ছুটে তার নয়নের তারা !
এহেন যন্ত্রণা সয়ে ত্যজিবে পরাণ,
অথবা লভিবে মোক্ষ, এই ধ্রুব জ্ঞান।
দেখি উরুবিল্ল গ্রাম সিদ্ধার্থের মন
মোহিল, দেখিলা যত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
করিতে পারিলে হেন কঠোর সাধন
পায় স্বর্গ ; হেন তার হয় অনুমান।
এত ভাবি মনে মনে করিলা নিশ্চয়
সাধনিব মানবের অসাধ্য যা হয়।
এ সব তীর্থিকগণ দেখিনি স্বপনে
শুনেনি শ্রবণে কভু, এ হেন সাধন
সাধিব, না হয় নহে ক্ষুন্ন প্রাণদানে,
ইষ্টলাভে কষ্ট হলে কে করে গণন ?
হেন মানি মহামুনি অতঃপর করে
ষড় বার্ষিক ব্রত ঘোর খ্যাত চরাচরে।
আস্ফানক ধ্যান যারে কহে সর্ব্বলোকে
অসাধ্য সাধন সেই মহা ভয়ঙ্কর।
যে হেন সাধন করে কোন কালে তাকে,
সংসারের মায়া মোহ স্পর্শিবে না আর !
সর্ব্ব চিন্তা পরি হরি, মতি গতি স্থির,
না বহে নিশ্বাস বায়ু বসিলা সুধীর।
আত্মতত্ত্ব মাত্র চিন্তা করে এক মনে,
অন্য জ্ঞানশূন্য, ঠিক বজ্রাহত প্রায়
দেখাযায়, নাহি আর পলক নয়নে,
অতি কষ্টে উপবিষ্ট, অভীষ্ট আশায় !
দেখাতে মমতা কত মানবের মনে,

বসিলা এরূপে এক নিরজন স্থানে।
কত ধরে সহ্যগুণ মানবের কায়া,
কত আছে দেববল, ঘূর্ণে যার বলে
নরকুলে অমরেরা, বিমোহিনী মায়া
কতই কঠিন পাশে বাঁধে ধরাতলে
জীবাত্মারে, দেখিবারে, ডুবে মহাজন
অনন্ত যোগসাগর করিতে মন্থন।
দারুণ মাঘের হিমে গত অষ্ট নিশি
হেনমতে, কষ্টে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়,
না বহে নিশ্বাস বায়ু, জড় বস্তুরাশি
নাহি হয় দরশন, অচেতন প্রায়,
যত শব্দ সব স্তব্ধ, শুনিছে কেবল,
অনাহত শব্দ যেন জ্বলে চিতানল!
নিরখি নয়নে হেন দেহ নির্যাতন
কার না বিদরে হিয়া নিখিল জগতে!
তেত্রিশ দেবতাসহ দেব পুত্রগণ
অনুবেদনায় তেঁই চলিলা কহিতে,
পরলোকে, পুত্র কথা জননীর পাশে,
মায়াজেবী আত্মা যথা বিমান প্রদেশে!
শুনিয়া দেবের মুখে পুত্রের বারতা,
জননী অমনি ধায় অর্দ্ধস্ফুট রব,
শুনি দূরে বৎসমুখে পয়স্বিনী যথা
নয়নেতে নীর, মুখে প্রফুল্লতা ভাব!
অতিক্রমি বহুদেশ উতরিলা পরে,
তনয় যথায় মগ্ন সাধন সাগরে।
নিরব নিশিথ কাল শান্ত নিরমল,
যোগাসনে যোগী করে যোগীন্দ্রের ধ্যান;
একে একে মিলাইয়া স্বর্গ মহীতল

চিন্তাসূত্রে গাঁথে মালা, সূচি দিব্যজ্ঞান।
ডাকি নৈরঞ্জন নদী কুল কুল স্বরে,
নিশিপথে পথিকেরে মধুদান করে।
নাহ'তে মুহূর্ত্ত গত নৈরঞ্জন তটে,
উতরে বিদ্যুৎগতি, সুরগতি এবে.
মায়াদেবী, মরি যথা আঁখির পালটে,
দূর পথে মন রথ উতরে নীরবে।
হেরিলা, সিদ্ধার্থ বসি অর্দ্ধ অচেতন
কীটরাশি অঙ্গে বসি করিছে দংশন।
হেন সংঘটন দেখি অস্ফুট আরাবে
কহে দেবী সিদ্ধার্থের পশিয়া অন্তরে,
কহরে কুমার ভবে কিসের অভাবে,
এ ভাবে যাপিছ দিন ক্লান্ত কলেবরে।
সপ্তদিবসের শিশু তুই যাদুমণি,
তখন ত্যজিল তোরে অভাগা জননী!
ধ্যানচক্ষে একবার দেখ নিরখিয়ে
সিদ্ধার্থ, যদিও মন পরমার্থ ধ্যানে,
জননীরে; হেরি তোরে কহরে কি কয়ে,
মৃতকল্প তুই এবে,—বুঝাই এ প্রাণে!
কি অর্থ বুঝিল তুই পরমার্থধ্যানে
বালক, ত্যজিবি প্রাণ তেঁই অনশনে?
শুনিলা অন্তর মাঝে মায়ের বচন
মহামুনি, মনে জানি মনোভাব তাঁর
উত্তরিলা ধীরে ধীরে, কহ কি কারণ
ব্যথিত অন্তর এবে জননী তোমার?
উড়ে যবে বিহঙ্গিনী অনন্ত বিমানে
ফেরে কি সে সুধাইতে বর্দ্ধিষ্ঠ সন্তানে?
কহ, মাতঃ, জানি তুমি দ্যুলোকবাসিনী

কেন এ ভূলোক মাঝে ? এ মর সন্তানে
দর্শনে কলঙ্ক তব ! এ পাপ মেদিনী
পরিহরি যাও ত্বরা আবাসি যেখানে।
না হলে সাধন শেষ, কহিনু নিশ্চয়,
এ তব তনয় তনু হবে না বিলয় !
যে আনন্দে মন তব নিত্য নিমগন
লভিব তা এ জীবনে করিব সফল
যত শ্রম, নব স্বর্গ করিব সৃজন
ধরায় করিব দূর দুরিত সকল !
কি আর কহিব মাগো সহে না অন্তরে,
মর্ম্ম ভেদী দুঃখ যত জগৎসংসারে !
এতেক শুনিয়া তবে কহিলা তখন
মায়াদেবী, ধন্য তুই সিদ্ধার্থ আমার !
অচিরে হইবে তোর বাসনাপূরণ !
আশীর্ব্বাদ করি তোরে, শুনরে কুমার,
জগৎ বিপথগামী, সাধনে তোমার
যেনরে মঙ্গল পথে ফেরে পুনর্ব্বার !
এত বলি মায়াদেবী হয় অন্তর্দ্ধান,
দৃঢ় ব্রত ব্রতী সদা শাক্য মহামুনি ;
অন্তরে অটল তার অমরতা জ্ঞান,
ক্ষুধার্ত্ত সিদ্ধার্থ এবে মনে অনুমানি
করিলা প্রতিজ্ঞা "যায়, যাক এজীবন
আপন সাধন বলে ত্যজিব অশন !
রহিবারে নিরাহারে প্রথম ভক্ষণ
বদরিকা মাত্র এক, দিবা অবসানে,
আরম্ভিলা ; দিন দিন মৃতের লক্ষণ
দেখা দিলা আসি শেষে শো-শো-শব্দ কাণে।
ক্রমেতে পঞ্জর সার হয় কলেবর,

ক্রমেতে নির্ভর এক তণ্ডুলের পর !
তেয়াগি তণ্ডুল কণা, তিল মাত্র লয়ে
একটি, দিনান্তে পীয়ে একাঞ্জলি পানি ;
হেন মতে অভ্যাসেতে কিছুদিন যেয়ে,
নিরম্বু রহিলা এবে শাক্য মহামুনি।
ঝড়জলংরৌদ্র যত মস্তকের পরে,
কভু বা দারুণ হিমে দেহ বিদ্ধ করে।
না নড়ে একটি কেশ নচ নেত্রপাতা,
হর্ষে মৃগ ঘর্ষে আসি গাত্রে গাত্র তার,
যেন সে বিশীর্ণ তনু পাথরেতে গাঁথা,
কামক্রোধবিষনখে বিদারে না আর !
এ হেন যোগসাধনে ষড় বর্ষ গত,
মনের প্রবৃত্তি যত শাসনে সংযত !
দেখিলা বিচারি তবে আপনার মনে
মহাবল, রিপুদল হীনবল এবে,
আত্মাধীন ! ক্ষীণবল তনু এত দিনে
পোষিলা সামান্যাশনে ; বিচারিয়া তবে,
এত দিন পরে পুনঃ, মন করি স্থির,
ইচ্ছায় আহার এবে করিলা সুধীর !
দেখে যবে পঞ্চ শিষ্য এহেন ঘটন,
ভক্ষণ করিলা শাক্য.—যথেচ্ছা আচার,
দিনান্তে না করে আর ভজন সাধন,
টলিল তাদের মন হেরি ব্যবহার !
সিদ্ধার্থের কাণ্ড যত বালকত্ব জ্ঞানে
ত্যজি তারা পশে কাশি, মঞ্জুকুঞ্জবনে।
ত্যজি গেলা পঞ্চশিষ্য ঘৃণা করি মনে
প্রবেশিলা সবে গিয়া পুণ্য কাশিধাম,
এবে আর নাহি কেহ সিদ্ধার্থের সনে,

মনে বাঞ্ছা ত্যজিবারে উরুবিল্ল গ্রাম !
এবে, এই সুখ স্থান বুদ্ধ গয়া খ্যাত,
বিচিত্র রচনা যার জগতে বিদিত !
এত দিনে শাক্যসিংহ যোগাসন ছাড়ি,
উঠি দাঁড়াইলা পুনঃ মেদিনীর পরে,
সহসা স্তবধ বায়ু কানন আলোড়ি,
ঘূর্ণপাকে ছিড়ি লতা উঠিলা অম্বরে !
ঘর্ষিয়াছে অঙ্গে অঙ্গ কুরঙ্গ সকল
এবে সে উঠিল দেখি নেহালে কেবল !
হয়েছে সাপের বাসা আসনের পাশে ;
উর্দ্ধ অঙ্গে বান্ধি নীড় ছিল বিহঙ্গিনী,
স্কন্ধেতে উলূক অন্ধ লুকা'ত দিবসে,
পদতলে শিরোমণি রাখিত সাপিণী,
উঠিয়া যাইতে এবে নিরখিয়া তায়
সকলে গণিল মনে, ঘটিল প্রলয় !
উঠি এবে ঋষিশ্রেষ্ঠ ভাবিলা অন্তরে
(যথা নর সুপ্তোত্থিত) কে আছে কোথায়
অমনি আসিল আগে মানস মাঝারে
দ্বিপঙ্ক্তি যুবতি যারা যত নিলা তায়।
একদা, আহার দানে অন্তরের সহ,
বাসনা সাধনা শিক্ষা করে অহরহঃ !
ধর্ম্মশীলা কুলবালা অবলা রতন,
সুজাতা সরলা বালা করিত প্রার্থনা
ঈশপাশে বিশালাক্ষী বসি সর্ব্বক্ষণ,
সিদ্ধার্থ সাধনে সিদ্ধ হইবে কামনা।
আনন্দেতে নন্দবালা ইন্দুনিভাননী
দীনদেখি বিতরিত নববস্ত্র আনি।
দেহশীর্ণ, জীর্ণবাস গিয়াছে কোথায় !

পশিবারে লোকালয়ে চাই পরিধান,
ভাবি মনে মনে মুনি চলিলা ত্বরায়
নগরাভিমুখে বস্ত্র করিতে সন্ধান;
সন্ন্যাসী তপস্বী মুনি যেবা যার মনে;
কে যায় উলঙ্গ অঙ্গে অঙ্গনা অঙ্গনে!
দোলাইয়া দীর্ঘ জটা ধীরে চলে মুনি,
ফেলাইয়া দিয়া যেন ব্যাঘ্র চর্ম্মখানি,
শূলপাণি ব্যোমকেশ; যাইতে অদূরে
পাইলেক বস্ত্র এক মৃত কলেবরে।
হেথা বসি দিবানিশি সুজাতা সুন্দরী
পূজা করে মহেশ্বরে দুঃখ পরিহরি।
সে কৃশাঙ্গী কোমলাঙ্গী পীত বাসচ্ছলে,
নিন্দে হাসি রাশি রাশি পলাশের ফুলে,
মালাগলে কিবা দোলে বনফুলে গাঁথা
বিনা ধর্ম্ম নাই কর্ম্ম কহে মর্ম্ম কথা।
দূরি জ্বালা ঝাঁপ দিলা পবিত্রতাজলে,
তুল হয় আঁখি দ্বয় সরসীর ফুলে,
রক্ত চন্দনেতে মাখা চম্পকের কলি,
উমাপায়; তুলনায় চরণ অঙ্গুলি!
কি বিকাশে কেশ পাশে, কান্দে কাদম্বিনী,
ওষ্ঠে বিম্ব, কি নিতম্ব, শুম্ভবিঘাতনী!
মৃগাসনে সদা ধ্যানে থাকে সেই বালা,
সখীশত সুবেষ্টিত, সম শশীকলা!
যোগে জাগে যদি কভু যোগী জনে পায়,
সতত নিরত সতী অতিথিসেবায়!
সাধুজন আগমন বাঞ্ছা বড় চিতে,
সদা বলে সখীদলে পথ নিরখিতে!
নিশাকালে তরুমূলে আছে শাক্যমুনি

আসি বলে কুতূহলে প্রিয়ংবদা জানি ;
সে সংবাদে প্রাণ কাঁদে, সুজাতার মনে
সাধ অতি, ধীরমতি সিদ্ধার্থ সুজনে
স্বভবনে অন্নদানে পরিতুষ্ট করে
সিদ্ধার্থেরে সেবা করে সিদ্ধ হইবারে ;
সে অন্তর নিরন্তর দিব্যজ্ঞান চায়
সাপিণীর কামিনীর শিরোমণি প্রায় !
সুজাতার নাই আর বেশ ভূষা করা
শত সখী কাছে থাকি সজ্জা করে তারা।
ঐ আবার ফুলহার পরিল মালতি
লবঙ্গ দোলায় অঙ্গ মনোরঙ্গে মাতি।
হেরি উষা বেশ ভূষা কুমুদিনী তারা
প্রভাতীরে আঁখি ঠেরে লুকাইল তারা।
কমলিনী বিনোদিনী হাসি হল খুন ;
হীরা মতি লজ্জাবতী মুখ করি চূণ !
চাঁপা উঠে, গন্ধ ছুটে, করিছে আলাপ,
বুঝি হেন, মাখে যেন আতর, গোলাপ।
মল্লিকেরে ফুল্ল হেরে মধবীর হাস,
এল তথা স্বর্ণলতা উড়াইয়া বাস।
কি আনন্দ মাখি গন্ধ কুন্দ করে জাঁক,
যার বাসে ছুটে আসে গুঞ্জরীর ঝাঁক !
খেয়ে গালি কৃষ্ণ কালী কয়না কথা আর,
সেফালিকে মন দুঃখে খোলে অলঙ্কার !
কুঞ্জবনে শুনি কানে বৈতালিক গান,
সুজাতার শারিকার কেমন করে প্রাণ !
অতঃপরে সজ্জা কোরে পূর্ব্বাবাস হতে
কিরণমালা স্বর্ণথালা সাজাইয়া মাথে,
ধীরে ধীরে আলো করে উঠিতেছে ওই,

সখী আসি বলে নিশি প্রভাতিল সই।
লো উত্তরা ওঠ তোরা, বাসরে কি শুয়ে?
মুখের কাছে রোদ লেগেছে, দেখ্‌বি নাত চেয়ে!
উত্তরার চমৎকার লাগে দেখি বেলা,
সসম্ভ্রমে আঁচল টেনে বক্ষ পরে দিলা।
চমকিয়া ব্যাস্থে নিয়া আলু থালু চুল।
ফেলে ঝাড়ি তাড়াতাড়ি কবরীর ফুল।
সুজাতার পূজিবার বেলা হল বলে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে তার পাশে যত সখী চলে।
হেরি পরে উত্তরারে সুজাতা তখন,
কহে ধীরে করিবারে যত আয়োজন।
স্বর্ণথালে সুতণ্ডুলে পরিপূর্ণ করি,
রস ফল, হিমজল, দুগ্ধ ভাণ্ড ভরি
এক স্থানে সযতনে আনি সমুদায়
মৃগাজিনে হৃষ্টমনে বসিলা তথায়,
কহে পরে উত্তরারে মধুর বচন,
সখী গিয়ে আন গৃহে সিদ্ধার্থে সুজন।
আজ্ঞা পেয়ে সখী গিয়ে ককুভের তলে,
নিমন্ত্রণ তত ক্ষণ করে কুতূহলে।
বলে, "মুনি, সে ভগিনী সুজাতার কথা,
পাশরিয়ে বনে গিয়ে ছিলে বল কোথা?
আজ চল বেলা হ'ল সুজাতের বাসে,
পথপানে নিরীক্ষণে আছে বালা বসে।"
এত শুনি শাক্যমুনি করিলা গমন,
ক্ষণ পরে সুজাতারে করে দরশন।
কুতূহলে ভগ্নী ব'লে সম্বোধিলা তায়,
মনোগত ছিল যত কহিলা উভয়।
হৈম থালে সতণ্ডুলে করপদ্মে করি,

মুনিবরে দান করে সুজাতা সুন্দরী ;
এবে শাক্য নাই বাক্য লক্ষি হেমথালা,
কহে পরে মৃদু স্বরে "হের, রাজবালা,
লক্ষপতি যে সুমতি তারি শোভা পায়,
হেন পাত্র, নহে পাত্র তপস্বী নিশ্চয় !
আছে যার হয় তার নিত্য প্রয়োজন,
না থাকিলে কোন কালে চাহে না তা মন।
দেহ তারে বিধি যারে দিয়াছে যেমন,
অন্ধকারে অন্ধ নরে নহে ক্ষুন্ন মন !
দীন জনে ধনদানে অনর্থ ঘটন !
ধনী জানে ধন জন সুখদ কেমন !"
এত শুনি সে কামিনী হেট কৈলা মাথা,
কত ক্ষণে সযতনে ধীরে কহে কথা ;
"হের মুনি, অভাগিনী রমণীর মন,
এই ধর্ম্মে, এই কর্ম্মে, দামিনী যেমন !
সত্যজ্ঞান, ভাগ্যবান্, অবলার মনে
নহে স্থির শুন ধীর, উপদেশ বিনে !
স্বর্ণথালে তেয়াগিলে নাহি কোন ক্ষতি,
সেই মতে গ্রহণেতে দোষ কি সুমতি ?
হেমথালে তৃণদলে তুল্য যার জ্ঞান,
বিসর্জ্জন কি গ্রহণ, সকলি সমান !
হেন পাত্র দিতে পাত্র যোগ্য বট তুমি
কেন বাম গুণধাম কি করিব আমি।"
তুষিবারে অবলারে তাপস তখন
স্বর্ণথালা দিলা বালা করিলা গ্রহণ।
আলাপনে বহু ক্ষনে থালা নিয়া করে,
ধীরে ধীরে গেলা ফিরে নৈরঞ্জন তীরে।
করে নদী নিরবধি কুল কুল গান,

শুনি তায় ছুটি যায় সিদ্ধার্থের প্রাণ।
মেঘবারি নেত্রে হেরি স্নান করিবারে,
ধায় জলে হৈমথালে রাখিয়া উপরে ;
ডুব দিয়া দেখে গিয়া উঠিয়া তখন
কি সুন্দর মনোহর স্থান দরশন।
নদীতীরে শোভা করে অপরূপ মানি,
রত্নাসন হরে মন রক্তরাগমণি।
জিনি শত শতদল নিরমল শোভা
বাল রবিছবি যেন জনমনলোভা।
দল মল দূর্ব্বাদল সুকোমল করে,
বিছাইয়া তাহে নিয়া পাতি যত্ন করে,
সে আসন প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষিছে পাশে,
নিরুপমা দেবীসমা নাগকন্যা বসে।
উড়ি আসি কেশরাশি পড়িছে ধূলায়,
বিনা সূতে মালা গেঁথে পরেছে গলায়,
নাহি রঙ্গ ব্যঙ্গ অঙ্গ উলঙ্গ সকল,
নেত্র দুটি পদ্ম ফুটি মুখ নিরমল।
সুতরল টল মল শিশিরের কণা
যেন দোলে দূর্ব্বাদলে পরশিতে মানা।
কোন নাগিনী শিরোমণি যেন ফেলি গেলা ;
জ্ঞান হয় ভ্রম হয়, নহে নাগবালা।
কাছে এসে মৃদু হাসে দিগঙ্গনাগণ
অচঞ্চলা নাগবালা না কহে বচন।
কত ক্ষণ নিরীক্ষণ করি দুনয়নে,
কহে নারী বিদ্যাধরী সম আলাপনে
হের হের মুনিবর আসনেতে আসি
খাও ফল পিও জল মনসুখে বসি
এত শুনি মহামুনি নারী আবাহন

বসি তায় সমুদায় করিলা ভক্ষণ।
অবশেষে অনায়াসে ফেলি দিলা জলে
স্বর্ণ থালা, যোল কলা অস্ত নভস্থলে!
নিরখিলা নাগবালা মানিলা বিস্ময়,
ক্ষুদ্র নর মুনিবর নহে সুনিশ্চয়।
ভাবি মনে এত ক্ষণে কহিলা বচন •
বোধিসত্ত্ব নাম সত্য শুনেছি যেমন!
নমি আমি ঋষি স্বামী চরণ কমলে,
মম ভিক্ষা কর রক্ষা রাখ পদতলে!
মহামুনি নাম শুনি নাগিনীর মন
বিচলিত; আছ জ্ঞাত, রমণী কেমন!
দূর গিরিশৃঙ্গ'পরি করি আমি বাস,
ফুল ফুটে গন্ধ ছুটে সম বার মাস!
ফুল তুলে নদীকূলে নিত্য আমি আসি,
পূজা করি পার্ব্বতীর দ্বিপ্রহর বসি,
পরে যাই অন্য ঠাঁই নাই অন্য কাম,
গিরি'পরে কি প্রান্তরে তৃপ্ত করি কাম!
মন মত সাধু যত সজ্জন সুমতি,
দেখা পেলে কুতূহলে দান করি রতি।
পাপ ভয় যার হয়, রোগ শোক মায়া,
পর্শে যারে হেরি তারে পরশি না ছায়া,
মহামুনি তুমি জানি বৈরাগ্য মূরতি।
রমণীরে তৃপ্ত করে স্বর্গে কর গতি।
এত শুনি শাক্য মুনি গণিলা প্রমাদ
ভয় হয় পাছে হয় নারী সহ বাদ
সুধাইলা নাগবালা কি নাম তোমার,
জান নাকি হে সুমুখী সাধন আমার,
সর্ব্বনরে বলে যারে মন্দ আচরণ

সিমন্তিনি, কহ শুনি এ আর কেমন
হে ধার্ম্মিকে, কে তোমাকে কহিলা নিশ্চয়
তৃপ্ত করি কাম আর স্বর্গ লাভ হয়।
ষড় বর্ষ নাহি পর্শ করি অন্ন জল
বনে বনে কায় মনে সাধন কেবল
করি পরে এ সংসারে করিয়াছি জয়
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মহাশক্রচয়
ক্ষুদ্র নারী হে সুন্দরী তুমি নাগবালা
কিবা ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম কি জানে অবলা।
ভবতলে, হে সরলে, দেখনি সকল
ইন্দ্রিয়সুখের বৃক্ষে ফলে কিবা ফল।
উত্তরিলা নাগবালা হাসিয়া তখন
নর তুমি তেঁই জানি বিভ্রম এমন।
প্রতি ফুলে মধু তেঁই থাকে ভৃঙ্গ মাতি
বসন্তে কোকিলবধূ যৌবনে যুবতি
বিধাতার এ বিচার অবিচার যদি
বিজ্ঞ বট, হে কপট, তুমি গুণনিধি,
কি কহিব, হে পার্থিব, এ তব যৌবন
এরতন কি কারণ দিলা বিসর্জ্জন।
হের কিবা স্বর্গ শোভা বিকচ কমল
কীট ভয় যার হয় সে জন পাগল।
পরিণয় যার হয় মানুষের রীতি!
কি বিচার, বোঝা ভার, বাছি নিজ জাতি,
তার কথা বলা বৃথা! বন্দী যেই জন
সে জানে কি স্বর্গ সুখ সুখদ কেমন?
কি সিংহ কি কুরঙ্গ গন্ধর্ব্ব সকলে
কি অমর কি অপ্সরী প্রকৃতির কোলে
কি নাগিনী কি যোগিনী সুরবালাগণ

কিবা যক্ষ কিবা রক্ষ লক্ষপতি জন
সমাদরে পরস্পরে সমভাবে তারা
ব্যোমচর ঋষিবর জলচর যারা,
নহে তারা কারাবাসী ; শ্রেণীর শৃঙ্খল,
নীচ উচ্চ নচ বাচ্য পবিত্র সকল !
সেবি মোরা অনন্তের স্বাধীন মলয়,
নিশ্চিন্ত অন্তরে নাহি কৃতান্তের ভয়।
যারে প্রাণ চায় দান করি আলিঙ্গন
গিরি'পরে কি প্রান্তরে সুখদ শয়ন।
অধীনতা বিষলতা স্মরি প্রাণে মরি
বসুধার সভ্যতার ধার নাহি ধারি।
দীনতার অধিকার একদিন তরে
নাহি জানি নাহি শুনি নাগিনী অন্তরে।
স্বাধীনতা গুণে গাঁথা মন বৃত্তি মালা,
যারে দেখি করি সুখী নাহি জানি জ্বালা।
মন দুঃখে যার মুখে বিষাদের রেখা,
প্রাণপণে তার সনে নাহি করি দেখা।
যদি হেরি বিন্দু বারি নয়নে কাহার,
এ জীবনে মুখ পানে নাহি চাহি তার।
বিষণ্ণতা থাকে কোথা জীবনে না জানি,
প্রফুল্লতা হৃদে গাঁথা দিবা নিশিথিনী,
এ অন্তর নিরন্তর স্বর্গ সুখ চায়,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ কি করিবে তায়।
ইচ্ছা যাহা করি তাহা স্বভাব স্বাধীন,
যে স্বভাব সেই ভাব থাকে চিরদিন।
অহঙ্কার নিত্য যার হৃদয়েতে জ্বলে,
কে নাশিবে সে স্বভাবে কৃতান্তে না নিলে।
সিদ্ধ হব স্বর্গে যাব যশোহর পরি

ভাবে যেই মরে সে আপনা পাশরি।
অমরতা পাবে কোথা হের হের ঋষি
তৃপ্ত করে প্রভাতিরে দণ্ড স্বর্গবাসী।
সুমিলনে আলিঙ্গনে জানেন ঈশ্বর,
পাপ নহে শুন ওহে অর্ব্বাচীন নর।
হায় জিনি কাদম্বিনী মার্ত্তণ্ড উদয়
সুকঠিন চিরদিন যেমতি নিশ্চয় ;
হেট মুখে মুনি দেখে কি উপায় করি,
মায়াবিনী এ রমণি নহে নাগনারী !
ভাবি মনে এত ক্ষণে সিদ্ধার্থ তখন,
প্রভাতিরে কহে ধীরে মধুর বচন ;—
জাহ্নবীর স্রোত নীর খরগতি যত,
মীন তত ক্রমাগত হয় উর্দ্ধগত ;—
আমি জানি নিতম্বিনী জগতের কথা,
পদে পদে কি বিপদ বিনা সতর্কতা ;
ধন্য তুমি, মূঢ় আমি ! এ হেন জীবন
পুণ্যবলে চারুশীলে করিছ যাপন,
স্বভাবে সুলভ তব নির্ব্বিকার মন
মিলিবে না নরে বিনা কঠোর সাধন,
কাম আর যদি পারি করিতে শাসন
মিত্র বলে নিয়া কোলে দিব আলিঙ্গন,
জলে গেলে অঙ্গ জ্বলে যার সুকেশিনী,
স্নান তরে কেন তারে প্রবোধিছ শুনি,
মন জানে সুলোচনে না করি প্রকাশ
ধরা পরে নরে করে নরকেতে বাস,
অপবিত্র তব নেত্র কেন কর শুনি
মর্ত্তনরে নেত্রে হেরে স্বর্গ নিবাসিনী,
এ জীবন সমর্পণ করিয়াছি আমি,

উদ্ধারিতে এ জগতে জান নাকি তুমি
আপনাকে তুষ্ট করে তুষ্ট নহে মন
কাঁদে মন অনুক্ষণ জীবের কারণ
কেন আমি মায়াবিনী মায়ার বাগুরা
বান্ধিবারে মূঢ় নরে হও জ্ঞান হারা
যে প্রাণ করিনু দান জগতের তরে •
সহস্র নাগিনী তায় ফিরাতে না পারে
অমর কিন্নর নর নাগিনীতে মিলে
যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি ক্ষম ক্ষমাশীলে
আসিলে সকলে বলে অথবা কৌশলে
ধরাতলে রসাতলে দেয় যদি ফেলে
দিতে পারে কিন্তু মোরে কহ বিম্বাধরে
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি যার কি করিবে তারে
কেন বৃথা বসি হেথা যাও সুলোচনে
পশুবৃত্তি চরিতার্থ কর অন্য স্থানে
ঈষৎ রক্তিম রাগে নয়নযুগল
আবর্ত্তিলা নাগবালা শুনিল সকল
থর থর বিম্বাধর ঈষৎ কাঁপিলা
আকর্ষিয়া মুক্তা সনে প্রভাতি কহিলা
স্বভাবে অভাব যার এ ভব মণ্ডলে
বুঝে বিপরীত হিত উপদেশ দিলে
বসি ঋষি দিবানিশি সহস্র বৎসর
ভাবে যদি নিরবধি জগৎ ঈশ্বর
না পাইলে ভবতলে স্বাধীন অন্তর
সাধন বিফল তার হয় নিরন্তর।
মিলিবে না কৃপাকণা কহিনু নিশ্চয়
নাগিনীরে ক্ষুণ্ণ করে দিলে পরিচয়
তোর কর্ম্ম কোন ধর্ম্ম ? ওরে মূঢ় মতি

অজ্ঞ হয়ে বিজ্ঞ ভাবি ঘৃণ নারি জাতি ?
সহস্র সাধন যদি করিস্ পামর
যদিও হইস্ সিদ্ধ জানিস্ ঈশ্বর,
তোর নামে ভবধামে কলঙ্ক রটিবে ;
নাস্তিক বলিয়া তোঁরে জগৎ ঘুষিবে।
এত বলি গেলা চলি নাগিনী তখন,
যত্নে ধরি, করে করি রতন আসন।
যোগী ঋষি যথা বসি করিতেছে ধ্যান,
অন্বেষণে ফুল্ল মনে করিলা প্রস্থান।
হায় যেন জ্ঞান হেন হ'ল ততক্ষণ,
কমল মুদিল আঁখি,—আন্ধার ভুবন !

তৃতীয় অধ্যায়।

ভাসিল তপন, হাসিল জগৎ,
তুলিয়া ঈষৎ, আন্ধার মুখ।
লুকায়ে কোকিল, বকুল শাখায়,
মুকুল মুখে, দিতেছে কুক।
থল থল জল, কমল কলি,
ঈষৎ নয়ন ঠারে।
ফুল ফুল ফুল, ফুলের বাগান,
শোভিল কুসুম হারে।
নীরদে মাখিয়া কণকের কুচি,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া সোণার ঘর ;
বাড়াইয়া শোভা, নাচে দিগঙ্গনা,
পাপিয়া গাইল মধুর স্বর।
উদয় অচলে চাহিলা মিহির,

তিমির ছাড়িল নয়নপথ ;
এস দেব এস, আর একবার,
বিমানে চালাও রজত রথ।
মন পুষ্পরথে, বিমানের পথে,
টানিছে বাসনা মরালকুল,
সবেগে ছুটিছে, ফুটেছে নেহারি,
নীল নভো-জলে, কমল ফুল।
উর মনোরথে, কহ অংশুমালী,
বিনাশী অজ্ঞান আন্ধাররাশি ;
কার জ্যোতি বলে তুমি জ্যোতির্ম্ময়,
তোমার জ্যোতিতে যেমন শশী।
এত তেজোরাশি বিকাশি ভুবনে
করে করে ধরি রেখেছ ধরা ;
কত তেজ তার, যার করে পরা,
কোটি কোটি কোটি ধরা, এমন ধারা ?
কোথায় সেজন, জান কি তপন,
যার পদতলে, যেন রেণু গুলা,
গড়ায় কেবল, তোমার মতন
কোটি কোটি কোটি, রবির মালা।
তোমার প্রসাদে, জাগিল জগৎ,
নয়ন হেরিল, আন্ধার পথ,
জ্যোতি দান কোরে, অজ্ঞান কুমারে
কহ কোন পথে, চিদানন্দ সৎ।
যার স্থূল দেহ, করিলে কল্পনা,
পরমাণুবৎ, তোমায় দেখি।
আমিও যেমন তুমিও তেমন,
উভয়ে অবাক্, হইয়ে থাকি।
পল অনুপল, —মুহূর্ত্ত যেমন,

অনন্ত কালের, একটি অণু,
অনঙ্গ যেমন, ধূর্জ্জটির চক্ষে,
ধ্যান ভঙ্গে যবে, চাহিলা স্থাণু ;
সিন্দূরের বিন্দু, সুন্দরীর ভালে,
তব পাশে যায়, যেমন দেখা,
সেইরূপ যার নাম উচ্চারণে
সমান তোমার, থাকা না থাকা ;
যার সূক্ষ্ম দেহ, করিলে ভাবনা,
কালের প্রবাহ, পবনকায়া,
ধরিত্রীর ন্যায়, গুরুবোধ হয়,
গিরিসম গুরু, অণুর ছায়া ;
কেমন সে জন, জ্বলন্ত তপন,
জগৎ-লোচন, তোমার বলে,
পার কি দেখাতে, আর্য্য ঋষিগণে,
দেখালে যেমন, গগনতলে ?
কি ধনী দরিদ্রে, পাপী পুণ্যবানে,
কীটাণু কীটেতে সমান দয়া,—
এমন যে জন, বুঝিনু তপন,
তুমিই তাহার দেখাও ছায়া ;
জড় চক্ষু যার, চাহে নিরন্তর,
হেরি বারে সেই জ্যোতির জ্যোতি,
তোমায় হেরিয়ে, সে ধন লভিয়ে,
চরিতার্থ হয় মানবমতি।
তেজঃ পুঞ্জ তুমি, মহাভয়ঙ্কর,
তথাপি অন্তর, কমল মম ;
অজ্ঞানতিমির, বিনাশ মিহির,
বিকাশি হৃদয় কুসুমসম।

ভাসিছে জগৎ-রাশি, অনন্ত আকাশ মাঝে,
প্রবল কাল-প্রবাহে ভাসিয়া চলিল।
কোটি রবি শশী তারা, দিগদিগন্তরে সব,
বালকের ন্যায় কেবা ছড়ায়ে ফেলিল।
অনল-অনিল-ক্ষিতি, সলিলের বাষ্পকণা,
কোথায় নীরবে মিশি, হ'ল বিন্দুপ্রায়,—
তাহাতে গঠিত গাত্র, বায়ুর হিল্লোলে মাত্র,
বাঁচে প্রাণ;—মায়া-বন্ধ বান্ধা দুই পায়;—
এই সে মানবদেহ; আঁটিতে না পারে কেহ,
ভয়ঙ্কর অহঙ্কারে উন্মত্তের মত,
হই-হই-থই-থই,— ধরা পৃষ্ঠে নাচে ওই,
হায়রে, কীটাণু কোটি স্বর্গনিপতিত!
এ জগৎকারাগারে, এহেন প্রমত্ত নরে,
নিরখি যাহার প্রাণ কান্দিয়া উঠিল,
অচৈতন্য জগতেরে, চেতনা দিবার তরে,
অবিশ্রান্ত আঁখি যার অশ্রু বিসর্জ্জিল,
হেন বুদ্ধ দেব-কীর্ত্তি, জগৎ মঙ্গল হেতু,
জগতে মঙ্গলময় তুমি বিভাসিলে,—
আমি অন্ধ জ্ঞান নাই, জ্যোতির্ম্ময় ডাকি তাই,
সবিতৃস্বরূপ বিভো! সবিতৃমণ্ডলে।

বোধিসত্ত্ব ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া,
এত ক্ষণে মনে মনে আপনা বুঝিয়া,
দ্রুত চলে অন্য স্থলে করিতে বিশ্রাম,
হেরে পরে আছে দূরে বোধিমণ্ড নাম,
মনোরম নিরুপম বিরামের স্থান,
বোধিসত্ত্ব করে দ্রুত তথায় প্রস্থান।
আগমনে সেইস্থানে হেরে মহামুনি
আছে এক মহাতরু বোধিবৃক্ষ গুনি।

প্রতিপত্র হেরি নেত্র হয় সুশীতল,
দান করে বহুদূরে শোভা নিরমল।
হেথা এবে শান্তভাবে তরুতলে বসি,
সিদ্ধার্থ অনন্ত মুক্তি ভাবে দিবানিশি।
হেরি স্থান হরে প্রাণ! মন করি স্থির
সাধনায় পুনরায় বসিলা সুধীর।
বসিবারে বাঞ্ছা করে তৃণদল পাতি,
তৃণ আশে চারি পাশে চাহে মহামতি।
নিরখিতে চারি ভিতে শক্র নিজে আসি,
তৃণ কাটি বান্ধি আঁটি অপেক্ষিছে বসি,
সেবিবারে শাক্যবরে শক্র করি মন,
বিছাইয়া দিলা নিয়া তৃণ তত ক্ষণ।
ফুল্ল মনে দূর্ব্বাসনে মহাযোগী বেশে
মহাযোগ সাধনায় মহামুনি বসে।
বসি সুখে, পূর্ব্বমুখে দৃঢ়ব্রতে ব্রতী
মনে মনে এ প্রতিজ্ঞা করে মহামতি,
যদি হয় অঙ্গক্ষয় বসিয়া হেথায়
হোক তাই ক্ষতি নাই, নাহি তাহে ভয়।
অস্থি চর্ম্ম মেদ মাস মেদিনীতে লয়,
ছোটে যদি প্রাণ বায়ু শ্বাস বন্ধ হয়,
শক্তির অস্তিত্ব বিনা প্রলয় ঘটিবে,
সিদ্ধার্থ সুসিদ্ধি বিনা কভু না উঠিবে।
অনন্ত মুক্তির দ্বার হইলে প্রকাশ,
শান্তির সাগর আছে করিব বিশ্বাস;
নতুবা কেশাগ্র হ'তে চরণ অঙ্গুলি,
এই স্থানে মন প্রাণে দিব জলাঞ্জলি।
অস্তিত্বের সত্য যদি বুঝা নাহি যায়,
নাস্তিকতামহাব্যোমে পশিব নিশ্চয়।

হেন মতে সাধনেতে জীবন অর্পণ,
করে শুনি মহামুনি, স্বর্গ দূতগণ,
চারিভিতে আচম্বিতে পুষ্পবৃষ্টি করে,
নন্দন মন্দার গন্ধ আমোদে অম্বরে।
ঝাঁকে ঝাঁকে নিলকণ্ঠ সহসা উড়িল,
মনোরঙ্গে শাক্য অঙ্গে আসিয়া পড়িল।
আচম্বিতে নৃত্য করে বামনেত্র পাতা,
শুভগণি হর্ষে ভাসে দণ্ডপাণিসুতা।
একাসনে এক মনে শাক্য করে ধ্যান ;
জগতে মহাত্মা যত লভিবারে জ্ঞান,
সবে আসে শাক্যপাশে, করে আরাধনা
ফুল জলে বিল্বদলে, নাহি শুনে মানা।
কেহ পীয়ে পদামৃত, কেহ মাথে মাটি,
রোগশোকশূন্য হবে জানিয়াছে খাঁটি।
সুরঙ্গে মৃদঙ্গ সহ কেহ করে গান,
শাক্যনামে সে সঙ্গীত হরে মন প্রাণ।
কত সাধু আসি শুধু নিরখে বয়ান,
স্তূপকৃত ভস্মাবৃত ইন্ধনসমান।
কেহ করে পদ সেবা শীরে ঢালে জল,
শ্রীমুখ দর্শনে ভাবে মহাতীর্থ ফল।
উচ্চরবে করে সবে শাক্যের কীর্তন,
বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ নাম প্রকাশ তখন।
হেন মতে সাধনেতে দিন হয় গত,
নৃত্যপরা বিম্বাধরা অপ্সরারা যত,
ভাঙ্গিতে মুনির ধ্যান, হ'য়ে জ্ঞান হারা,
কলকণ্ঠে তুলি তান করে গান তারা।
নন্দন কাননে বসি কন্দর্প আপনি,
করিছেন রণসজ্জা, সাজে অনীকিনী।

গেল দিন এল তারাপরা নিশি,
পোহাল আবার সর্ব্বরী।
জাগিলেন উষা, জগৎ গৃহিণী,
কোলে বাল ভানু, হাসিছে॥
লতা কোলে দোলে, কুসুমের শিশু,
হাসি হাসি মুখ নিরখি।
বনদেবী পোষা, সমীর শাবক,
পাখা তুলি এল, খেলিতে॥
ধারিত্রী শিহরে, চমকিয়া অসি,
হুঙ্কারে কামের, সেনানী।
কাঁপে থর থর, চমকে অম্বর,
যেমতি জীমূত, মন্দ্রেতে॥
শাল তাল দারু, বিশাল তরুর
উরসে আন্ধারি, শীরবে,
আস্তে গিয়া যথা, অস্তের ভাস্কর,
ব্যস্তে স্বর্ণঢালে, সুকরে;
তথা বীরজায়া বীর ভর্ত্তাকুলে
সাজাইছে আজ, আনন্দে,
রঙ্গে বীর অঙ্গে বর্ম্ম চর্ম্ম বান্ধি,
স্বর্ণ চূড়া দিয়া মুকুটে।
কায়া পার্শ্বে জায়া, ঝুলাইয়া দিয়া,
স্বর্ণকোষে অসি, দেখিলা,
রসাল কায়ায়, সুবর্ণ লতায়,
কেমন দেখায়, কাননে।
রাজপথে আর যাতায়াত ভার,
মার মার মার, ধ্বনিছে।
হাতে হাতে হাতে, কুসুম সজ্জায়,
উলঙ্গ কৃপাণ, চমকে॥

ভড় বড়ি ঘোড়া হেসিছে ভীষণ,
চিবায়িছে মুখ, লালায়ে ;
করীন্দ্র গর্জ্জন, গিরীন্দ্র গহ্বরে
মৃগেন্দ্র হুঙ্কার, যেমতি ॥
জনস্রোত মাঝে, শান্তি রক্ষকেরা
ভয়ঙ্কর গোল, তুলিছে ;
সেতু বন্ধে হেরি তোল পাড় যথা,
তরঙ্গের রঙ্গ, সাগরে ।
বাজে জয় ঢক্কা রণ ডঙ্কা ঘোর,
নিঃশঙ্ক হৃদয়, নাচিছে ।
তড় বড়ি কাড়া বাড়াইছে রোল,
ঝড় সহ বর্ষে, বরষা ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা, আলেখ্যে যাদের
লক্ষ পতি ত্রাস, পশিছে ;
রক্ষচমূসম, বক্ষ প্রসারিয়া
ঐক্য বাক্য চক্ষু, চরণে ।
উলঙ্গ সঙ্গীন, উত্থিত কৃপাণ,
শিরে স্বর্ণ শিখা, হেলিয়া ;
নন্দনকাননে, কণ্টকের বনে
কুসুম কেশর, ফুটিল ।
রাজসভাতলে মূর্ত্তিমান্ আজ,
কামরাজ্যবল, উদিত ।
অপূর্ব্ব সে সভা, বিচিত্র গঠন,
খচিত কুসুম, কাঞ্চনে ॥
স্বকর সুষমা ফুলকুলেশ্বরী
অকাতরে যথা, বিতরি,
কতই সাজায়, দিবাকর দীপ্ত
স্বর্ণ শির ঊর্ম্মিনিকরে ;

রাজরাজেশ্বরী, কামের কামিনী,
মহিষীকুলের গরিমা ;
স্বচ্ছ সভাতলে রূপরাশি দোলে,
স্বকরে সাজায়, বাহিনী।
সুরবালা সমা অনুপমা রূপে,
শত সহচরী নিকটে।
রণ সভাতলে মহিষী হৃদয়,
তরঙ্গে নলিনী, নাচিছে।
প্রদ্যুম্নের বহ্নিরাগ বস্ত্র পরিধান ;
করে সৈনিকের কুসুমকৃপাণ।
দিব্যরথে আবির্ভূত সে মীনকেতন,
ফুলবাণে যারে হানে করে অচেতন।
মনোহর পঞ্চশর, পুষ্পধনু গাঁথা ;
মুখে মাত্র হাসি রাশি, নাহি কোন কথা।
হেরি দূরে সিদ্ধার্থেরে মনোমত বাণ,
বাছি যত মনমথ করিছে সন্ধান।
ধ্যানপথে নিরখিতে হেরে ঋষিবর,
উপনীত আসি মার করিতে সমর।
ধীরগতি রতিপতি, মর্ম্মরিছে পাতা,
পুষ্পরথে চারি ভিতে দোলে স্বর্ণলতা।
অগ্রসরি শম্বরারি শাক্য পানে ধায়,
নিরখিয়া কাঁপে হিয়া, উপজিল ভয়।
মার মার শব্দে মার ফুল শর মারে,
অবশাঙ্গ শাক্যসিংহ কাঁপিতেছে ডরে।
পালাইতে চায় মুনি ছট ফট প্রাণে,
সম্বরিতে শম্বরারি পিছে ধরি টানে।
মহা ঋষি ভাবে বসি, উপায় না পারি,
সহসা মানসে আসি হইল উদয়,

অব্যর্থ মহাস্ত্র সেই যতনেতে ছিল।
জ্ঞানের ত্রিশূল ভীম এবে মনে প'ল।
মহাবলে সেই অস্ত্র পূরিলা সন্ধান
স্মরশরে একেবারে করে খান খান।
ভাঙ্গি প'ল ফুলধনু কন্দর্প তখন
ঊর্দ্ধশ্বাসে কোন দেশে করে পলায়ন।
অনঙ্গ লুকায় অঙ্গ ভঙ্গ দিয়া রণে,
শাক্যের অন্তর সরে, শান্তিবারি অতঃপরে,
উপজিল, নিবারিল, দুরন্ত পবনে।
মনসিজ বুঝি নিজ হীন বলে, চলে
দ্রুতগতি যেই স্থানে, প্রিয়া বসি ফুল্ল মনে,
নন্দন আনন্দ বনে, মন্দারের মূলে।
ফুলময়ী কাম প্রিয়া, মন্দারের তলে গিয়া
অঞ্চলে প্রসূন নিয়া মালা গাঁথে বসি ;
দেখি পরে সহচরী, দুই জন আহা মরি,
দুই পাশ আলো করি, বসিয়াছে আসি।
সকাতরে কাম গিয়া, মহাহবে বিবরিয়া,
মন্দারের ছায়া নিয়া, জুড়াইল প্রাণ ;
হেরি রতি পারিজাতে, গাঁথি মালা, নিয়া হাতে,
ব্যঙ্গ করি প্রাণনাথে, মালা দিলা দান।
দন্তে টিপি বিম্বাধরে, কহে রতি আঁখি ঠারে ;
বিমোহিতে যোগীবরে, কে পারে সুন্দর ?
যেও নাহে প্রাণসখা, শঙ্করেতে গেছে দেখা
অবলা কপালে লেখা, তব অত্যাচার।
তিষ্ঠ তবে মনোমথ, জান শক্তি ভাল মত,
যে বলে বেন্ধেছি নাথ, মদন রাজায় ;
নরকুলে মর্ত্তবাসী, দুদিন হয়েছে ঋষি।
নারী মাত্রে মরে হাসি, তোমার কথায়।

চলিলাম আমি এই, দেখিব কেমন সেই,
তোমারে জিনেছে যেই বৈরাগ্যের বলে ;
একটি ত্রিশূল হেরি, শঙ্কিত হে সম্বরারি,
সহস্র ত্রিশূল নারী সহে বক্ষঃস্থলে।
পদ বিদলিতা লতা, থাকে পড়ি যথা তথা,
সহ্য করি কত ব্যথা, পাইলে সময়,
বল বা কৌশল করে, মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করে,
আলিঙ্গিয়ে তরুবরে, এ কথা নিশ্চয়।
বৃক্ষপাশে বৃক্ষ গেলে, ঘর্ষণে আগুন জ্বলে,
না জানে সে কোন কালে প্রেমের সন্ধান ;
হৃদয় আরশি করি, পুরুষে ভুলায় নারী,
স্ববলে হৃদয়ে ধরি, মোহে মন প্রাণ।
আমি রতি নাম ধরি, আছে দুই অনুচরী,
আসক্তি প্রবৃত্তি, মরি ! চল সখি তোরা,
কেমন তপস্বী সেই, প্রাণনাথে জিনে যেই
রতি কি জীবিত নেই, ভাবে সন্যাসীরা ?
এত বলি কামপ্রিয়া, অনুচরী সঙ্গে নিয়া,
উপনীত হয় গিয়া, বোধিসত্ত্ব পাশে,
বোধিবৃক্ষ ছায়াতলে, গিয়া সবে কুতূহলে,
সিদ্ধার্থেরে হেরি বলে, মধুমাখা ভাসে ;
কেও হে, সাধকবর ! হ'য়ে মর্ত্তে মর নর,
কেমনে হে পঞ্চশর, জিনিয়াছ রণে ?
অবলা বুঝিতে নারে, আসি রণ দেহ তারে,
কন্দর্পে জিনিতে পারে, কে আছে ভুবনে !
ফিরিয়া উত্তর দিকে, সিদ্ধার্থ রতিরে দেখে,
বিশ্ববিমোহিনী যাকে, সর্ব্বজন বলে ;
কি কব রূপের কথা, যেন সে কনকলতা ;
চমকে চপলা যথা মেঘমালাগলে।

নিরখিয়া মহামুনি, আবার প্রমাদ গণি,
সুধাইল বল শুনি, বল কামপ্রিয়া,
নিষ্কাম তপস্বী জনে, কেবা আছে এ ভুবনে,
ভুলাইবে প্রলোভনে, মোহ প্রদানিয়া ?
আসক্তি প্রবৃত্তি সনে, শুনি রতি এত ক্ষণে,
খুলি দিয়া মন প্রাণে, ধরিলা সঙ্গীত,
কলকণ্ঠে আহা মরি, বিমান বিদীর্ণ করি,
উঠে জনমুগ্ধকারি অঙ্গনার গীত।
নিরবিলা রামাগণ, নিরব হল গগন,
বিমোহিল জনমন, মধুর সঙ্গীতে ;
তখন উতারি পাশে, কহে রতি মধুভাষে,
দোলে বেণী পৃষ্ঠদেশে, আঁখি ভঙ্গিমাতে।
রমণী হে গুণনিধি, বিরলে বসিয়া বিধি,
স্থজিলেন নিরবধি, করিয়া যতন ;
জগতে নরকবাসী, কি সংসারী, কি তপস্বী,
দূরিতে দুরিতরাশি, নারীর স্থজন।
নরকাগ্নি কুণ্ড হ'তে, ত্রিদশ আলয়পথে,
নারকী নরের যেতে কামিনী সোপান,
গ্রহ তারা নভঃস্থলে, যে শক্তির বলে চলে,
সে শক্তির আজ্ঞা বলে, যৌবন বিধান।
যদি থাকে পবিত্রতা, যুবতি যৌবনে গাঁথা,
সাক্ষী জগতের পিতা, শুদ্ধ মন যার,
দেখুক যে আঁখি ধরে, শুদ্ধমনা কামিনীরে,
পারে কিনা পারে নরে, করিতে উদ্ধার।
দেখ ওহে প্রিয়তম, স্ফটিক হৃদয় মম,
স্বর্গের দর্পণ সম, কলঙ্কের রেখা,
কেমন তা নাহি জানে, বিমানে বিহঙ্গগণে,
লক্ষ বার বিচরণে, নাহি থাকে লেখা।

এ করে কদম্বফুল, কর্ণে দোলে কুন্দ দুল,
চুম্বিছে কবরী চুল অলিমালি নীরে ;
আমি ওহে মহাঋষি, পুরুষেরে ভালবাসি,
তেঁই এ কাননে আসি, সাধি সন্যাসীরে।
ত্রিদিবনিবাসী যারা, আমায় নেহারি তারা,
সমাদরে নিরধারা, করে সুযতন,
কেমন তপস্বী তুমি, বুঝিতে না পারি আমি,
ছি ছি তব ঋষিস্বামী, অপবিত্র মন !
এতেক শুনিয়া পরে, সিদ্ধার্থ সুধীর স্বরে,
উত্তরিলা কামিনীরে, স্থির মন করি,
পুরুষের যে কি ধর্ম্ম, বাঞ্ছে তারা কোন কর্ম্ম,
বুঝিবে কি তার মর্ম্ম, কোমলাঙ্গী নারী !
শুন ওহে কামাঙ্গনা, মম মনে যে বাসনা,
অঙ্গনা নহে কামনা, কহিনু তোমায় ;
জগতের পাপরাশি, বিনাশিতে দিবানিশি,
বৃক্ষমূলে আছি বসি, মুক্তি প্রার্থনায়।
মনুষ্যমানসবলে, জগৎ চলে না চলে,
ভাবিব বসি বিরলে, করিয়াছি মন ;
অঙ্গুলি, নির্দ্দেশ করি, পাপী তাপী নরনারী,
চালাতে পারি না পারি, দেখিব কেমন ?
করতলন্যস্ত এই, আমলক দেখ যেই,
মুক্তির বিধান হেন, করিব সুলভ ;
লক্ষ লক্ষ জীবকুল, পাথারে না পেয়ে কুল,
আসিবে হয়ে আকুল, যখনেতে সব,
শিরে সিঞ্চি শান্তিজল, প্রদানি স্বর্গীয় বল,
খাওয়াইব মুক্তি ফল, জুড়াইব প্রাণ,
কেন তুমি ঘরে ঘরে, পশুবৃত্তি তৃপ্তি তরে
জ্বালাতন কর নরে, বিনাশি কল্যাণ।

জগতের মুক্তিজ্ঞান, আমিই করিব দান ;
চাহ যদি রে কল্যাণ, দূর বিলাসিনি ;
অথবা অভিসম্পাতে, সাধ যদি ভস্ম হতে,
আমার নয়নপথে, চাহরে কামিনী ।
সহসা কামিনী কুল, হইলা যেন আকুল,
শুকায়ে কবরি ফুল, পড়িল ভূতলে ।
যেন অনলের শিখা, চতুর্দ্দিকে যায় দেখা,
কি জানি কপালে লেখা, ভাবিলা সকলে ।
ঝর্ঝরিল পাতাকুল, শাখা ছাড়ে পাখিকুল,
কামিনী মাথার চুল, এলায়ে পড়িল ;
কাঁপে যেন বসুমতী, সভয়ে পলায় রতি,
যুবক যুবতী মতি, ক্ষণ শান্তি পেল ।
শান্ত মনে বোধিসত্ত্ব, ভাবে বসি মুক্তিতত্ত্ব
চিন্তা করি পরমার্থ, শূন্য বাহ্যজ্ঞান,
গভীর যোগসাগরে, ধ্যানপথে ধীরে ধীরে
নিমগন একেবারে, চাহি পরিত্রাণ ।
দেখিতে দেখিতে, এবে, রক্তিম তপন ডোবে,
কুলায়ে পশিল সবে, বিহঙ্গমগণ ;
যে যার আলয়ে গেল, বিশ্বপুরি নিরবিল,
জগতে বিদায় নিল, এবে সর্ব্বজন,
কেবল সে বৃক্ষতলে, বসিয়া জগৎকোলে,
শাক্যসিংহ কুতূহলে, করে নিরীক্ষণ ।
আদি অন্ত পৃথিবীরে, হেরি তন্ন তন্ন করে,
উঠিয়া বিমান'পরে, নিরখে গগন ।
গরাসিল বসুধারে, অমানিশি অন্ধকারে,
নিদ্রাদেবী ক্রোড়ে এবে, সুপ্ত জীব যত ;
সিদ্ধার্থ সিদ্ধির তরে, ক্রমে মন স্থির করে,
ক্রমে ক্রমে ধরিত্রীরে, হইলা বিস্মৃত ।

রজনী প্রহরগত, চিন্তার বিষয় যত,
উষার আভার মত, আভাসিল মনে,
ক্রমে এক পুণ্য জ্যোতি, নিশার্দ্ধে সিদ্ধার্থ প্রতি
আলোকিল, সিদ্ধমতি হেরিলা নয়নে।
তৃতীয় প্রহর যায়, দিনার্দ্ধ মার্ত্তণ্ড প্রায়,
মহা জ্ঞানের উদয়, হৃদয় আকাশে;
ক্রমে যত নিশি শেষ, সিদ্ধার্থ উন্মত্তবেশ,
ঈষৎ লোহিত লেশ, গগনে প্রকাশে।
মাতঙ্গ প্রমত্ত মদে, যেমন, নয়ন মুদে
মহর্ষি হেরিছে হৃদে, কত কি হইল!—
চিরনিমীলিত আঁখি, সহসা যেন কি দেখি,
(কবি তার জানিবে কি!) অমনি মেলিল।
আচম্বিতে সেই দৃষ্টি, যেই নিরখিল সৃষ্টি,
স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি, হইলা অমনি;
দেবকন্যা সবে মিলি, দিলা সবে হুলাহুলি
অর্পিলা কুসুমাঞ্জলি, বনদেবী আনি।
শিরে লয়ে পাপ ভরা, সহসা কাঁপিল ধরা,
ক্ষণকাল জ্ঞানহারা, হল সর্ব্বজন;
ধীরে দেব দিনপতি, অনতিপ্রখরজ্যোতি,
বিকাশি বিমান গতি উদিলা তখন।
স্রোতস্বতী বহে ধীরে, মহাপাপী থর থরে,
কাঁপিল যেন কিস্বরে, করে হায় হায়!
পাথরেতে ঘর্ম্মছুটে, দাম্ভিকের বল টুটে,
সহসা দাঁড়াল উঠে মহাযোগী চয়।
আচম্বিতে যশোধারা, হয় যেন জ্ঞানহারা!
সাথে সাথে সখী যারা, নেহারে তখন,
যশোধারা বাম আঁখি নৃত্য করে থাকি থাকি,
দেখি বলে যত সখী—সখি, সুলক্ষণ।

নাচিল কুরঙ্গবনে, হাসে শিশু ফুল্ল মনে,
গাইল বিহঙ্গগণে বিটপীর শাখে।
আঁখি মেলি শাক্যমুনি, স্বর্গের সুচিত্র খানি,
বসুধা উপরে আনি, রাখিলা সম্মুখে।
দিগ্বিজয় করিবারে, মানচিত্রখানি পরে,
অনিমেষ নেত্রে হেরে, শাক্যসিংহ বসি ;
কিবা করে কোথা যায়, মানচিত্রে দেখি লয়,
সেই স্থানে সমুদয়, স্থির করে ঋষি।
ক্রমে এই সমাচার, সর্ব্বত্র হল প্রচার
হেরিবারে বাঞ্ছা যার, সেই জন ধায়,
সিদ্ধার্থ সুসিদ্ধ হল, পরিত্রাণ প্রচারিল,—
হৃদিসরে জ্ঞানশক্তি, মুক্তিমুক্তা তায়।
অমরা অপ্সরা নারী, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধরী,
দেবতা গন্ধর্ব্ব মরি, সকলেতে আসি,
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ বসি অর্চ্চনায়,
ফুল জল ঢালে পায়, প্রেম নিরে ভাসি।
কেহ বলে শাক্যমুনি, কারো মুখে বুদ্ধ শুনি,
গৌতম নামের ধ্বনি, শুনি শত মুখে,
সুসিদ্ধ সিদ্ধার্থ স্থলে, বোধিসত্ত্ব কেহ বলে,
শত নাম কালে কালে, সবে গায় সুখে।
এবে দেব প্রকাশিলা, বাড়িতে লাগিল বেলা,
মুক্তিতত্ত্ব, এই বেলা শুন সর্ব্বজন,
অবিদ্যা, সংস্কার হতে ; জ্ঞান জন্মে সংস্কারেতে ;
নাম, রূপ জ্ঞান হতে ; হয় নির্ব্বাচন।
নাম রূপ হতে হয়, ষড় আয়তনচয়,
ষড় আয়তন হয়, স্পর্শের কারণ।
প্রবোধ বেদনা আর, স্পর্শ ই কারণ তার,
বেদনাই বাসনায়, করে উৎপাদন।

উৎপত্তি বাসনা হতে, সৎভাব উৎপত্তিতে,
জন্মে জন্ম সৎ ভাবেতে, খণ্ডান না যায় ;
জরামৃত্যু গুরুভার, জন্মই কারণ তার,
এ দুঃখ মোচনে আর, নাহি অন্যোপায় !
যত দুঃখ ভুঞ্জে লোকে, অবিদ্যা সংস্কার থেকে
সব ঘটে, ঘট নষ্ট মৃত্তিকার দোষে ;
মহাজ্ঞান সুপ্রকাশে, মানবের চিদাকাশে,
অবিদ্যা আন্ধার রাশি, বিনাশে নিমেষে,
মহাজ্ঞান যোগপথে, সাধনে পারিলে যেতে,
অদ্বিতীয় একবিন্দু মহাবল নাম,
পরশনে হয় সুপ্তি, সাধারণে বলে মুক্তি,
একাগ্রতা নাম ভক্তি, যাহে পূর্ণকাম।
ছাড়িয়া অজ্ঞান পথে, বিন্দু হতে নির্ব্বিন্দুতে,
সাধনে উত্তারি যেতে সক্ষম যে জন,
হুতাশনে ঢালি জল, নির্ব্বাণ পেয়েছে ফল,
পুনর্জ্জন্ম পরকাল, কোরেছে খণ্ডন।
আত্মবোধ নিয়া কথা, উৎপত্তি বিলয় তথা,
উৎপত্তি সহজ জ্ঞান, বিলয় কঠিন,
ভাঙ্গিয়া সাকারাকারে, পশিবারে নিরাকারে,
যে দিন পারিবে নরে, অমর সে দিন।
এইরূপে নানা কথা ; প্রকাশিলা বুদ্ধ তথা,
সেই স্থলে গত বসি, সপ্ত দিবানিশি ;
অষ্টমে উষার সনে, গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণে,
গন্ধজলে বৃক্ষমূলে, স্নাত করে আসি।
দেবপুত্র গুণধাম, সামন্ত কুসুম নাম,
শুধাইয়া কি সাধন সাধনিলা মুনি,
কহে বুদ্ধ শুদ্ধাচারে, প্রীত্যাহারব্যূহ যারে
বলে যত যোগী ঋষি মহাজ্ঞান জানি।

হেন মতে নানা কথা, বসিয়া প্রকাশি তথা,
সর্ব্বলোকে সন্তোষিয়া, পর সপ্ত দিন,
বুদ্ধদেব নির্ব্বিকারে, সতত ভ্রমণ করে,
এবে নিরীক্ষণ করে, যেন জ্ঞানহীন।
তৃতীয় সপ্তাহ পেয়ে, অনিমিখে নিরখিয়ে
রহে বোধিমণ্ড পানে, অবিচল দেহে;
পূরব সাগর, ধরে, পশ্চিম সাগর পারে
সীমান্তেতে চিন্তা করে, চতুর্থ সপ্তাহে।
পঞ্চম সপ্তাহে উঠি, যোগীন্দ্র চলিলা হাঁটি
হেরে দূরে পরিপাটি, বাটী সুশোভন,
মুচিলিন্দ নাম শুনি, নাগরাজ রাজধানী,
রাশি রাশি দীপ্তমণি, যেন দরশন।
সহসা নাশিতে সৃষ্টি, মূষলে বহিল বৃষ্টি,
চারি ভিতে অন্ধদৃষ্টি, ঘন আড়ম্বরে।
কড় কড় করি বেগে, বিজোরি ঝুরিছে মেঘে,
বিপক্ষে বিতাক লাগে ভ্রান্ত পান্থবরে।
সেখানে তিষ্ঠিয়া মুনি, ন্যগ্রোধ পাদপ শুনি,
বঞ্চিলা সপ্তাহ ষষ্ঠ, সেই তরুতলে।
সপ্তমে আনন্দ ভুঞ্জে, ক্ষীরিকা তরু কুঞ্জে,
বঞ্চে নিশি তারায়ণ বিটপীর মূলে।
ত্রপুষ, ভল্লিক নাম, সাধুদ্বয় গুণধাম,
পূর্ণ করি মনস্কাম, দক্ষিণ সাগরে,
সাজায়ে সহস্র যান, স্থল পথে আগুয়ান,
ধনধান্য পূর্ণ করি, ফিরিতেছে ঘরে।
যান স্কন্ধে দ্রুত ধায়, সবল বলদ দ্বয়,
অমল ধবল কায়, শিব ষণ্ড সম,
অবিশ্রাম পরিশ্রমে, বিশ্রামে না কোন ক্রমে,
পথে না দাঁড়ায় ভ্রমে ভ্রমে নাহি ভ্রম।

নামেতে সুজাত কীর্ত্তি, দুটি বৃষ সদা স্ফূর্ত্তি,
চালাইছে রুদ্র মূর্ত্তি, সুদুরন্ত চাষা,
তর্জ্জনিছে, কি কহিব! না জানে যা মনোভব,
মাঝে মাঝে অভিনব, প্রকাশিছে ভাষা।
হের পুনঃ কি বিরাজে, অনুপম বৃষরাজে
মহাগুণ, নিজ কাযে ব্যাজ নাহি তায়,
কিন্তু বিপদের স্থানে, কিংবা শুভকার্য্য জেনে
দাঁড়াইবে উর্দ্ধকাণে চিত্রার্পিত প্রায়।
পাথরের মূর্ত্তি গাঁথা, এ হেন দাঁড়ায় যথা,
তব ধরি আর বৃথা, সহস্র তাড়না!
না সাধিলে মনোগত, অশনি সম্পাতে শত,
না নড়িবে ক্রমাগত, হেন আছে জানা।
এবেতে চলিতে পথে, সাধুদ্বয় যায় সাথে,
যেন বা কি নিরখিতে বৃষভ চমকি,
দাঁড়াইলা আচম্বিতে, চমকিলা সাধুচিতে,
পান্থ যথা প্রান্তরেতে, উর্দ্ধফণ দেখি।
প্রমাদ মানিয়া মনে, ডাকি অনুচরগণে,
সদাগর তত ক্ষণে, করিলা আদেশ,
দেখরে প্রহরীবর্গ, জল স্থল শূন্যমার্গ,
থাকে যদি শত্রু দুর্গ, কররে নিঃশেষ;
অথবা কি পাপাচার, কিংবা হয় অবিচার,
যদি মন্দ ব্যবহার, হয় কোন স্থানে,
শীঘ্র দেহরে সংবাদ, করি তার প্রতিবাদ,
ঘুচাইব সে বিষাদ, বৃষে হর্ষ দানে।
ছোটে যত, শত শত, যমদূত, কায়,
ঘাটে মাঠে, তটে বাটে, নাহি পায় কায়।
বনে বনে, জনে জনে, কায়মনে পশি,
প্রাণপণে, সুসন্ধানে, অদর্শনে আসি

ভাবে বসি, কেহ অসি, নিষ্কোষিয়া ধায়
মুখে বলে, অরিদলে, দেখা পেলে হয়!
গিরিগুহা, পায় যাহা, দেখে তাহা ভালে,
না পাইলে, সবে বলে, আছে কিবা ভালে!
তরু'পরে, সরোবরে; নদীতীরে ফেরে,
হেরে যারে, মারে ধরে, ফেলে তারে ফেরে!
শব্দ যথা, ধায় তথা, গুল্ম লতা পাতা পাতা,
একে একে, দেখে দেখে, করে পাতা;
ঝরে পত্র, ঘোরে নেত্র, কাঁপে গাত্র রাগে;
উড়ে পাখী, তা নিরখি, আঁখি রক্ত রাগে।
খাল বিল, জল ঝিল, তিল তিল করি
খানা গর্ত্ত করে তত্ত্ব, যেন মত্ত করী!
সর্ব্বস্থানে, জনে জনে, প্রাণপণে হেরি,
আসি শেষে, বলে হেসে, জনেক প্রহরি,

দেখলাম—

এক গাছের তলায়, হেরে হাসি পায়,
লম্বা জটায় ঝুটি,
বলা অনুচিত, তার শবোচিত,
মুদিত নয়ন দুটি।
দেবকি দানব, নয় সে মানব
নিরব হয়ে বসে,
দেখলে জ্ঞান হয়, বুঝিবা গাঁজায়,
দম দিয়েছে কসে।
তার, আসে পাশে, বসে বসে,
হাসে দেবের কুল,
পায়ের তলে, সবাই মিলে,
দিচ্ছে ঢেলে ফুল।

যেমন, বন্‌বাগানে, মৃগ সন্ধানে,
ছোটে রাজার পাল,
তেমনি করে, ঘেরেছে তারে,
দিয়ে বেড়া জাল।
পোড়ে ফাঁফরে, বুঝি বা মরে,
চল সত্বরে সবে;
যত দুষ্ট, করলে নষ্ট,
বৃষ তুষ্ট তবে।
শুনি, সদাগর, চমৎকার, যোগীবর জানি;
চলে, সবে মিলে, মুখে বলে, দেখা পেলে মানি,
দেখে, তরুতলে, দেবদলে দৈব বলে বলী,
বসি, মহামুনি; ধনী মানী করি কৃতাঞ্জলি।
হয়ে, জ্ঞানহারা, নেত্রে ধারা, যথা নীরধারা,
ক্ষুদ্র, কি মহৎ, জনস্রোত, বহে নিরধারা।
কেহ, মাথে ধূলি, কৃতাঞ্জলি, ফুল ডালি শিরে,
দেয়, হুলাহুলি, করতালি, নৃত্য করে ধীরে।
কেহ, নাচে বাজায়, কেহবা গায় বুদ্ধদেবের নাম,
যেন সে, গাছের তলা, ধর্ম্মমেলা, পুণ্য কাশিধাম।
যথা, অবিরল কোলাহল বিশ্বেশ্বর ঘরে,
আছে, বৃক্ষ কোথা, সে জনতা, প্রান্তরে না ধরে।
হেরি, সদাগর, অগ্রসর হয় ধীরে ধীরে,
লয়ে, মধু চিনি, মহামুনি, সম্মুখেতে ধরে।
নাই, ভিক্ষাপাত্র, বৃক্ষপত্রে, নিলা মধু চিনি,
ইথে, বৈশ্রবণ, বিরূপাক্ষ, সাধুদ্বয় জানি,
দিলা, বুদ্ধকরে, সুপ্রস্তরে, সুনির্ম্মিত কায়,
দুটি, মনোহর, ভিক্ষাধার, চারু শোভাময়।
ভিক্ষাপাত্র আছে করে, কভু না যাচিঞা, করে
মহাযোগী এবে ফিরে. গহেতে আইল.

কপিলবস্তুর লোক, হেরি পাশরিল শোক,
সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধের পিসি, দীক্ষিত হইল।
করে লোক যোগ শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্ম্মে হয় দীক্ষা
যুবাদলে গৃহে রক্ষা, করা হল ভার,
যে পথেতে বুদ্ধ যায়, গৃহ ছাড়ি লোক ধায়,
পিতা মাতা ভাই বন্ধু করে হাহাকার।
ক্রমে দেশ দেশান্তরে, বুদ্ধদেব ফিরে ফিরে
স্বধর্ম্ম প্রচার করে, শতকোটি লোকে
শিখিলা বুদ্ধের যোগ, গেল সব দুঃখ ভোগ,
বৌদ্ধ ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হল, ক্রমে সর্ব্বলোকে।
লক্ষ শিষ্য সাথে সাথে, ভ্রমে বুদ্ধ পথে পথে,
বৃক্ষমূলে দূর্ব্বাদলে, সুখে করে বাস,
এক দিন ব্রহ্মদেশে, বয়স অশীতি বর্ষে
বো বৃক্ষের মূলে বসে, ঘনবহে শ্বাস ;
বুদ্ধদেব শেষ কথা প্রকাশিলা বসি তথা,
হইল বুদ্ধের যোগে, পবিত্র সে স্থান,
রাখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি, ধন্য সেই দেব মূর্ত্তি
অনন্ত যোগসাগরে, পাইল নির্ব্বাণ।

বৌদ্ধ উপদেশ।

গত জীবনের কার্য্যানুসারে মনুষ্য ইহ জীবনে সুখ দুঃখ ভোগ করে; এবং ইহ জীবনের কার্য্যানুসারে ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ দুঃখ ভোগ করিবে।

যে ব্যক্তি আপনি আপনার আদর্শ ও আশ্রয়, অন্য আশ্রমের প্রত্যাশা করে না, সেই ব্যক্তিই বিমল আনন্দ সম্ভোগ করে।

সর্ব্বদা বিষণ্ণতাকে দূর করিয়া নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে চেষ্টা করিবে।

মৃত্যুর পরে প্রাণিগণ তাহাদের দোষগুণানুসারে নীচ ও উচ্চ অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে।

যত্ন কর, ক্লেশ শূন্য হইবে।

বৌদ্ধ সন্যাসীরা যাচ্ঞা করিবেন না, অযাচিত দানে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

বুদ্ধদেব বলিদান নিবারণের জন্য নিজে যূপকাষ্ঠে পতিত হইয়াছিলেন। আপনার জীবন দান করিবে, তথাপি জীবের জীবন গ্রহণ করিবে না।

সমস্তই মৃত্যুর অধীন, অতএব, অবিরত সাধন কর।

বৌদ্ধধর্ম্মে এই দশটি মহাপাপ বলিয়া জানিবে;—জীবহত্যা, চুরী, পরদার, মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, গালি দেওয়া, অনেক কথা বলা, লোভ করা, ঈর্ষ্যা ও সংশয়বাদ। এই দশটি হইতে সতত সাবধান থাকিবে।

যেখানে সত্য সেইখানেই আনন্দ। সর্ব্বদা সত্য পথ অবলম্বন কর।

যত দিন পিপাসা ও বাসনা থাকিবে তত দিন নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হইবে না।

পুনর্জ্জন্মের জন্যই মৃত্যু হয়।

যিনি হীনবীর্য্য না হইয়া নিয়ম ও উপদেশ দৃঢ়রূপে পালন করেন, তিনি জন্মরহিত হইয়া দুঃখাতীত হন।

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, তিনি কালেই মনুষ্য আপন কর্ম্মানুসারে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক কুকর্ম্মেরই শাস্তি আছে; আচার্য্য কিংবা পরমেশ্বর কেহই কর্ম্মফল নিবারণ করিতে পারেন না।

আপনাদিগের আচরণ ব্যতীত, কল্পিত দেবতা পূজায় নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয় না। পরিশ্রমের সহিত নির্ব্বাণের উপায় চেষ্টা কর। ইহা সর্ব্ব সাধারণের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত।

আমার উপদেশের প্রতি মনোযোগ কর। সংসারের সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ইহা পরিবর্ত্তনশীল নহে।

আত্মত্যাগ ও অন্যের জীবনোপায় সংস্থান করাই নির্ব্বাণপ্রাপ্তির উপায়।

সংসারের সকল স্থানেই মৃত্যু আছে। জগতের কোন স্থানেই মৃত্যু হস্ত হইতে বাঁচিবার উপায় নাই। দেবতারাও কিছুকাল সুখভোগ করেন বটে, কিন্তু সে সুখেরও শেষ আছে; তাঁহারাও মৃত্যুর অধীন।

যখন জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চয়, তখন আধ্যাত্মিক যোগে মগ্ন থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য; কারণ তদ্দ্বারা জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

সদসৎ কার্য্যের যে খাঁটি ফল তাহাই কর্ম্ম এবং তাহাই প্রকৃত মনুষ্য।

যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, আমরা তাহার ফল মাত্র।

বুদ্ধের দশোপদেশ এইঃ—জীবহত্যা মহাপাপ; যাহা দান করা হয় নাই, তাহা গ্রহণ করা উচিত নহে; মিথ্যাবলা উচিত নহে; মাদক সেবন উচিত নহে; পরদার হইতে বিরত হও; রাত্রিতে অকালীন কোন বস্তু ভক্ষণ করিওনা; পুষ্পমালা পরিধান ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিও না; ভূতলে মাদুর বিস্তার করিয়া শয়ন করিবে; গীত বাদ্য করিবে না বা শুনিবে না; স্বর্ণ রৌপ্য ব্যবহার করিবে না।

স্ত্রী গৃহকর্ম্ম সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিবেন; বন্ধুবান্ধব স্বজন অতিথি হইলে তাঁহাদের সেবা করিবেন ও পরিমিত ব্যয়ী ও পতিব্রতা হইয়া দক্ষতা ও পরিশ্রমের সহিত সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

স্বামী স্ত্রীর প্রতি সদয় আচরণ ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন, বস্ত্রালঙ্কার দান করিবেন, অন্যে যাহাতে স্ত্রীকে সম্মান করে, তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন, ও কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না।

সৎকার্য্যে সুখের উৎপত্তি ও অসৎ কার্য্যে দুঃখের উৎপত্তি, ইহ জীবনে এই দুইটি বিষয় সতত নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

উদ্যোগী, চিন্তাশীল ও ধার্ম্মিক হও; আপনার হৃদয়ের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখ।

এই সংসার দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ। চিকিৎসকের স্বর্গীয় ঔষধি প্রদানের ন্যায় আমি ইহাতে মুক্তি প্রদান করিতেছি।

ধর্ম্মের আলোচনার সহিত বিনয়ী হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

জগতে কাহারও জন্য রোদন বা দুঃখ করা উচিত নহে; কারণ কিছুই চিরস্থায়ী নহে। যাহার জন্ম আছে তাহাই বিলয়শীল।

ধর্ম্ম কি? সুখের মূল কি? অস্তিত্বের শেষ কি?—সম্পূর্ণরূপে রিপু-দমন ও সর্ব্বজীবে সম দয়া।

এক সময়ে সিংহলে প্রচলিত "বৃহৎ বাহক" হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের নাস্তিকতাবাদ শুনা যায়; কিন্তু পাটলিপুত্রের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা অশোকের "ক্ষুদ্রবাহকের" শীর্ষস্থানে লিখিত আছে "পরমেশ্বরকে স্বীকার কর ও বিশ্বাস কর।"

জ্ঞান নির্ব্বিন্দু হইতে নির্ব্বিন্দুতে মিশিয়াছে।

'অবিদ্যা' হইতে 'সংখ্যা', 'সংখ্যা' হইতে 'জ্ঞান', 'জ্ঞান' হইতে 'লালসা', 'লালসা' হইতে 'বাসনা' 'বাসনা' হইতে 'সত্ত্বা', 'সত্ত্বা' হইতে 'জন্ম' 'জন্ম' হইতে জরা মৃত্যু রোগ শোক ইত্যাদি দুঃখের উৎপত্তি। কারণ বুঝিতে পারিলে আর মোহ থাকে না। অবিদ্যা কি প্রকারে দুঃখ প্রদান করে, এক বার বুঝিলে কাম প্রলোভন দূর হইয়া যায়।

কুপ্রবৃত্তি ও অজ্ঞানতা বিনাশ করিয়া মনে পবিত্রতা ও বিমল-আনন্দ সাধনের নাম নির্ব্বাণ, অস্তিত্ব বিলোপের নাম নির্ব্বাণ নহে।

সহস্র বার যে জন সহস্র যোদ্ধাকে রণে পরাজয় করিয়াছেন তাঁহার অপেক্ষা যিনি আপনাকে জয় করিয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

কর্ম্মকার দস্তার ভাগ বাছিয়া ফেলিয়া যেমন বিশুদ্ধ রৌপ্য বাহির করে. জ্ঞানী মনুষ্যেরা সেইরূপ পাপগুলি বাছিয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ করেন।

মনই মূল, মন হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়। যদি কেহ পবিত্র উন্নত মনে কার্য্য করেন, ছায়ার ন্যায় বিমল আনন্দ তাহার সঙ্গে ভ্রমণ করিবে।

কেহই পাপকে তাচ্ছল্য করিও না এবং বলিও না যে 'পাপ আর আমার নিকটে আসিবে না।' যেমন এক এক ফোটা জল পড়িয়া জলপাত্র পরিপূর্ণ হইয়া যায় সেইরূপ একটু একটু করিয়াই নির্ব্বোধেরা পাপে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

কর্ম্মই সর্ব্বস্ব।

আকাশের গায়ে থু থু ফেলা আর সজ্জনকে নিন্দা করা দুইটি কার্য্যই সমান। আকাশে থু থু ফেলিলে যেমন আপন অঙ্গে পড়ে ও বাতাসের সম্মুখে অপরের গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিলে যেমন ঐ ধূলা আপন গাত্রেই পতিত হয়, সেইরূপ সজ্জনের প্রতি মন্দ বাক্য ব্যবহার করিলে আত্ম পরিচয় দিয়া আপনিই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ধার্ম্মিক ব্যক্তির ক্ষতি কোন প্রকারেই করা যাইতে পারে না।

অতলস্পর্শ সমুদ্রে কত জল বা কত জীব আছে তাহার যেরূপ উত্তর দেওয়া যায় না, সেইরূপ কেহই নির্ব্বাণের আকার প্রকার ও বর্ণাদি বর্ণন করিতে পারেন না। এক জন যোগী সমুদ্রের পরিমাপ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তিনি কিংবা কোন দেবতাও নির্ব্বাণের আকার প্রকার প্রকাশ করিতে পারেন না।

নির্ব্বাণ অর্হৎ অর্থাৎ সাধু বৌদ্ধদিগের বাসস্থান।

পাহাড়ের উপর বীজ পতিত হইলে যেমন চারা বর্দ্ধিত হয় না, সেইরূপ নির্ব্বাণের মধ্যে দুঃখ কোন ক্রমেই অঙ্কুরিত হইতে পারে না।

মৃত্যুর পরে কর্ম্মানুসারে বিকার প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ কিংবা পশু কিংবা মনুষ্য ইত্যাদিরূপে যে অবস্থান্তরে অবস্থিতি তাহার নাম পুনর্জন্ম।

এই মুহূর্ত্তে যাহা করিলাম, শুনিলাম ও বলিলাম তাহার সহিত পরমুহূর্ত্তের কার্য্যের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

কি আকাশে, কি সমুদ্রগর্ভে কি পর্ব্বতোপরে কোন স্থানে গিয়াই কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি তাহার কুকর্ম্মের ফল এড়াইতে পারিবে না।

কর্দ্দমশূন্য নির্দ্দোষ পদ্মফুলের সহিত নির্ব্বাণের কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে

পারে, যে বারি অঙ্গ পবিত্র করে, ক্লেশ নাশ করে ও তৃষ্ণা দূর করে, তাহার সহিত নির্ব্বাণের একরূপ তুলনা হইতে পারে।

নির্ব্বাণ কুপ্রবৃত্তি ও অজ্ঞানতাসংহারক সুপবিত্র আনন্দপ্রদ, তাহা কেবল অন্তরের মধ্যেই অনুভব করা যায়।

যে বাসনাকে শাসন করিতে পারে না, যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত নহে, যে পরিমিতাহার জানে না, যে অলস ও যাহার আত্মশাসন নাই সে ব্যক্তি শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় সহসাই প্রলোভনের বাত্যায় নিপতিত হইয়া থাকে।

সমস্ত লোককে জয় করা অপেক্ষা আপনাকে জয় করাই কঠিন। আত্মজয়ীকে দেবতা গন্ধর্ব্ব কিংবা মার কেহই আর তাহাকে পরাজয় করিতে পারে না।

স্বর্গ ও নরক কোন পৃথক স্থানে নাই, ইহা নিরন্তর অন্তরের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে। আপন হৃদয় অনুভব করিয়া দেখ তুমি স্বর্গে কি নরকে বাস করিতেছ।

নির্ব্বাণ গুপ্ত থাকিবার বস্তু নহে এবং ইহার বিস্তারেরও সীমা নাই। ইহা আত্মার রোগনাশক ঔষধ এবং ঐন্দ্রজালিক রত্নের ন্যায়, যে যাহা চায় সে তাহাই পায়।

যদি কেহ নীচঅন্তঃকরণে কার্য্য করেন তাহা হইলে যান যানবাহক বলদের পশ্চাতে যেমন যানের চক্র ঘুরিতে থাকে সেইরূপ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে দুঃখ ভ্রমণ করিবে।

দুগ্ধের স্বভাব যেমন অল্পেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, কুকর্ম্মের স্বভাব সেরূপ শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয় না।

শারীরিক নিয়ম যেমন লঙ্ঘন করা যায় না, আধ্যাত্মিক নিয়মাবলিও তদ্রূপ লঙ্ঘন করা যায় না।

যে সকল বৌদ্ধ সাধুগণ নির্ব্বাণের পথে ভ্রমণ করেন, তাঁহারাই নির্ব্বাণ বুঝিতে পারিয়াছেন। বাতাসকে কি কেহ দেখিতে পায় ও কেহ কি বলিতে পারে যে বাতাস এত বড়, কি এই বর্ণের, কি এই আকারের? ঠিক নির্ব্বাণও সেইরূপ।

যে ব্যক্তি নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রযুক্ত তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করে, তুমি

প্রেমদানে তাহার প্রতিশোধ করিবে। যত মন্দ ব্যবহার সে করিবে ততই সৎ ব্যবহার তুমি করিবে। তোমার সৎকর্ম্মের সৌরভ তোমার নিকট যাইবে ও তাহার কুব্যবহারের মন্দ ফল তাহার নিকট যাইবে। ডাকে যেমন শব্দ থাকে ও বস্তুতে যেমন ছায়া থাকে সেইরূপ মন্দ ঘটনা অন্যায়াচরণকারীর নিকট সততই রহিয়াছে।

যে ঘরের মট্‌কায় খড় নাই সে ঘরে যেমন জল পড়িয়া ভাসিয়া যায়, সেইরূপ যে মনে আত্মচিন্তা নাই সে মনের মধ্যে রিপুস্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মপথে প্রথম পদার্পণের যে পুরস্কার তাহা জগতের সাম্রাজ্য, স্বর্গারোহণ ও সর্ব্বশক্তিমান্ হওয়া অপেক্ষাও অধিক।

বিলাসিতা ও বাসনা, জলে কর্দ্দমের ন্যায়, অন্তঃকরণ পঙ্কিল করিয়া রাখে। তজ্জন্য আমরা অন্তরস্থ বিমল বিচারজ্ঞান বুঝিতে পারি না। অগ্নিসংযোগে জল গরম করিবার কালে যেমন সেই পাত্রে নিরীক্ষণ করিলে কেহ তন্মধ্যে আপন ছায়া দেখিতে পায় না সেইরূপ অন্তরস্থ তিনটি রিপু এবং পঞ্চ অন্ধকার কিছুতেই উচ্চ বিচারজ্ঞান অনুভব করিতে দেয় না।

চিন্তাশূন্যতাই মৃত্যুর পথ। আত্মচিন্তাবিহীন ব্যক্তি মরিয়াই রহিয়াছে। ভস্মের নিম্নে যেমন অগ্নি থাকে, সেইরূপ নির্ব্বোধদিগের পশ্চাতে কুকর্ম্ম অবস্থিতি করে।

নির্ব্বাণ দুষ্প্রাপ্য রক্তচন্দনের ন্যায়। ইহার সৌরভ অতুলনীয়। জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। নির্ব্বাণ ত্রিজগৎ মধ্যে সর্ব্বোচ্চ মহামেরুসদৃশ, ইহার চূড়া অস্পর্শীয়।

যাহা কিছু আমরা চিন্তা করি "আমরা" তাহারই ফলস্বরূপ, আমাদিগের চিন্তার উপরই সমুদায় নির্ভর করে, আমাদিগের চিন্তানুসারেই আমাদিগের যাহা কিছু সমুদায় গঠিত।

নির্ব্বাণ উৎপন্ন হইয়াছে কেহ বলিতে পারেন না, উৎপন্ন হয় নাই তাহাও কেহ বলিতে পারেন না। ইহা পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এখনও আছে ও চিরকাল থাকিবে এবং এই নির্ব্বাণ চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভূত হইতে পারে না।

নাস্তিক ভাগবত।

জগতের সৃজনকর্ত্তা, ঈশ্বরের, কিন্তু ঈশ্বরের সৃজনকর্ত্তা কে? যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহার সৃজনকর্ত্তা কে? এরূপে দেখিলে দেখা যায় যে মূলে এক জন অবশ্যই আপনিই হইয়াছেন। তবে তিনি যদি আপনিই হইতে পারেন, তবে বল না কেন যে সর্ব্বশুদ্ধ জগতই আপনি হইয়াছে, ইহার আর কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তা নাই।

ক্রমবিকাশ, নৈতিক ঈশ্বরবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, প্রভৃতি বহু মত নাস্তিকতার ছায়ায় উৎপন্ন হইয়াছে।

খ্রীষ্টভাগবত।

ভারতে বৌদ্ধবিপ্লবের কয়েক শত বৎসর পরে, ইউরোপে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ইহার মূল। তুরস্ক দেশস্থ যুড়িয়ার মধ্যবর্ত্তী বেথ্‌লিহেম্‌ নগরে যোসেফ্‌ পত্নী অসংস্কারবতী মেরির গর্ভে পবিত্র আত্মার আর্বির্ভাবে তাঁহার জন্ম হয়। পূর্ব্বদেশস্থ কয়েক জন জ্ঞানী ব্যক্তি তদ্দেশে আগমন করিয়া তাঁহাকে যিহুদীয়দিগের রাজা বলিয়া প্রকাশ করাতে তত্রস্থ অধিপতি হেরড্‌ তাঁহার প্রাণ নাশ করিতে চেষ্টা করায় পবিত্রাত্মার আদেশানুশারে যোসেফ্‌ পত্নী ও পুত্রকে লইয়া মিসরদেশে পলায়ন করিলেন, কিন্তু সেস্থানেও অধিক কাল বাস করিতে না পারিয়া নানাস্থান ভ্রমণ করত অবশেষে গালীল প্রদেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে উষ্ট্রলোমজাত বস্ত্র পরিহিত যন্‌ নামক এক জন ধর্ম্ম প্রচারক গালীল দেশের প্রান্তরে আসিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন 'ভ্রাতৃগণ! মনঃপরিবর্ত্তবন কর, স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট হইষাছে।' তাঁহার প্রচারে মুগ্ধ হইয়া বহুতর দেশের অধিবাসিবৃন্দ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া আপনানাপন পাপ স্বীকার করত যর্ডন নদীর জল দ্বারা অবগাহিত হইতে লাগিল। তাঁহাদ্বারা অবগাহিত হইবার মানসে যীশু গালীল হইতে তৎসকাশে আগমন করত উক্ত প্রকারে অবগাহিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে ঈশ্বরের আত্মা কপোতের ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে তাঁহার মস্তকোপরি অবতরণ করিল এবং শুনিতে পাইলেন, 'ইনি আমার পুত্র, ইহাঁতেই আমার পরম সন্তোষ' এই বলিয়া স্বর্গ হইতে এক বাণী হইল। কিন্তু যে প্রকার লোকই হউন না কেন ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিতে হইলেই কোন না কোন পরীক্ষা আবশ্যক। যীশুও এই নিয়ম পালন করিবার নিমিত্ত পরীক্ষিত হইবার জন্য আত্মা কর্ত্তৃক একটি প্রান্তরে নীত হইয়া তথায় চল্লিশ দিবস অনাহারে যাপন করিলে তাঁহার নিকট এক জন পরীক্ষক আসিয়া বলিল যে এ স্থানে

আহারীয় সংগ্রহ করিবার কোন প্রকারই উপায় নাই, তবে যদি তুমি প্রকৃতই ঈশ্বরের পুত্র হও তাহা হইলে আজ্ঞা দ্বারা এই প্রস্তরখণ্ডসমূহকে আহারীয় দ্রব্য কর, কিন্তু যীশু উত্তর করিলেন যে মনুষ্যগণ পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন ব্যতীত কেবল পার্থিব আহারীয় ভক্ষণে কখনই জীবন ধারণে সক্ষম হয় না। পরে যীশু শয়তান কর্ত্তৃক কোন একটি মন্দিরের উচ্চতম চূড়ায় নীত হইলে সে তাঁহাকে বলিল যে, যখন তোমার স্বর্গস্থ পিতা দূতগণ দ্বারা সর্ব্বদাই তোমাকে রক্ষা করিতেছেন এবং যখন তোমার চরণে প্রস্তরাঘাতও হইবে না, তখন এস্থান হইতে নিম্নে পতিত হও. কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন যে ইহা তোমার মনে করা উচিত যে আপন প্রভু পরমেশ্বরের পরীক্ষা লওয়া কখনই উচিত নহে। পরে শয়তান তাঁহাকে পুনরায় একটি পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শিখরোপরি আনয়ন করত জগতের সমস্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া বলিল যে যদি তুমি আমাকে ভজনা কর, আমি এতৎ সমুদায়ই তোমাকে অর্পণ করিব, তাহাতে যীশু তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে দূর হও, কারণ তুমি জান যে আপন প্রভু পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহারও ভজনা অথবা সেবা করা উচিত নহে। উপরোক্ত জ্ঞানপূর্ণ বাক্য সমূহ শ্রবণ করিয়া শয়তান তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিল এবং স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল। কিন্তু তাহার কিছুকাল পরেই যনের কারাবাস সংবাদ শুনিয়া তিনি গালীলে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর গালীল দেশে গমন করিয়া যীশু তথাকার ধর্ম্মমন্দিরে ও রাজ্য মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রচার এবং তেজঃপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বহুতর লোক তাঁহার শরণাগত হইল। কিন্তু তিনি ভয়ানক জনতা দর্শন করিয়া সশিষ্য কোন একটি পর্ব্বতোপরি আরোহণ করত তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, 'ভ্রাতৃগণ, দেখ এই অসংখ্য মানবসমাকুল জগতে সকলেই পরিত্রাণ পাইবে না। ইহাদিগের মধ্যে দীনাত্মা ব্যক্তিগণ স্বর্গরাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইবে, শোকার্ত্ত ব্যক্তিগণ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবে, বিনয়ী ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইবে, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ তৃপ্ত হইবে, দয়ালু ব্যক্তিগণ দয়া প্রাপ্ত হইবে, শুদ্ধাত্মাগণ ঈশ্বরের

দর্শন লাভ করিবে, শান্তিস্থাপয়িতা ব্যক্তিগণ তাঁহার সন্তান বলিয়া পরি-গণিত হইবে, এবং যাহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত নিন্দা ও তাড়না সহ্য করিয়াও অবিচলিতচিত্তে ধর্ম্মপালনে রত থাকে, তাহারা স্বর্গরাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইবে। যখন আমার শরণাগত বলিয়া লোক তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করিবে তখন, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রফুল্লিতান্তঃকরণে আনন্দ-ধ্বনি করিতে থাকিবে, কারণ তাহা হইলে স্বর্গেও হর্ষ ও আনন্দ প্রাপ্ত হইবে। তোমাদিগের পূর্ব্বগত আচার্য্যগণও পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিয়া এক্ষণে আনন্দধামে অনন্ত আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

লবণ যেরূপ কোন খাদ্য দ্রব্যকে সুস্বাদু করিবার উপকরণ, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরাও সেইরূপ জগৎকে প্রেমময় করিবার উপকরণ, কিন্তু সংসারের লবণরাশির লবণত্ব তিরোহিত হইলে তাহা যেমন কোন কার্য্যেরই হয় না, তেমনি তোমাদিগের অন্তঃকরণও প্রেমরসশূন্য হইলে তোমরাও কোন কার্য্যের হইবে না, এবং তোমাদিগের দ্বারা সংসারেরও কোন উপকার সাধিত হইবে না। হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ। পর্ব্ব-তোপরি স্থাপিত নগর যে রূপ গুপ্ত থাকিতে পারে না, সেইরূপ যাহারা উচ্চ ভূমিতে সমারূঢ় জগতে তাহারা কখনই গুপ্ত থাকিতে পারেন না। লোকে প্রদীপ জ্বালিয়া দীপাধারের উপর স্থাপন করিলে তাহা যেমন সমস্ত গৃহকে আলোকিত করে, তোমরাও সেইরূপ জগতের সমক্ষে তো-মাদিগের জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করত সকলকে তোমাদিগের সৎক্রিয়া-সমূহ দেখাও এবং সকলে তোমাদিগের স্বর্গস্থ পিতার প্রশংসা করুক। আর তোমরা এরূপ মনে করিও না যে আমি ব্যবস্থা গ্রন্থ অথবা আচার্য্য-দিগের শাস্ত্র লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই কিন্তু সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। 'তুমি নরহত্যা করিও না, কারণ তাহা হইলে বিচার স্থানে দণ্ডিত হইবে' বলিয়া যে একটি প্রাচীন উপদেশ ছিল তাহা তোমরা সকলেই শুনিয়াছ, কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে হত্যা করা দূরে থাকুক যদি কেহ অকারণে আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, তাহা হইলেও সে বিচারস্থানে দণ্ডযোগ্য হইবে, যদি কেহ ক্রোধের সহিত আপন ভ্রাতাকে নির্ব্বোধ বলে, তাহা হইলে সে মহাসভাতে দণ্ডার্হ

হইবে, যদি কেহ মূঢ় বলে তবে সে নরকাগ্নিতে পতিত হইবে। এমন কি যদি যজ্ঞবেদীর সম্মুখে যজ্ঞোপকরণ উৎসর্গ করিবার সময়ও তোমাদিগের স্মরণ হয় যে 'এখনও অমুকের সহিত বিরোধভঞ্জন হয় নাই' তবে অগ্রে গিয়া তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন কর, পরে আসিয়া উপকরণ উৎসর্গ করিবে। যত দিন সংসারে বাস করিবে তত দিন কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না, কারণ যদি কেহ তোমাকে বিচারকর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করে এবং বিচারকর্ত্তা তোমাকে প্রহরীর নিকট প্রদান করেন, তাহা হইলে তুমি কারাগারে আবদ্ধ হইবে এবং আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে যত দিবস তাহার সহিত শেষ বিবাদ ভঞ্জন না করিবে তত দিন তথা হইতে মুক্তি পাইবে না।

'তুমি পরদার করিও না' বলিয়া যে প্রাচীন একটি উপদেশ ছিল, তাহা তোমরা সকলেই শ্রবণ করিয়াছ, কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে তাহা হইলে তখনই সে মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল, অতএব তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি উক্ত কার্য্যের প্রতিপোষক হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ কর, কারণ নরকস্থ হইয়া সর্ব্বশরীর নাশ করা অপেক্ষা এক অঙ্গের নাশ করা বিধেয়। 'তুমি মিথ্যা দিব্য করিও না, কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আপন দিব্য সমুদায় পালন করিও' এই যে একটি প্রাচীন উপদেশ ছিল, তাহা তোমরা সকলেই জ্ঞাত আছ, কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে কি স্বর্গ কি মর্ত্ত লইয়া কোন দিব্যই করিও না, কারণ স্বর্গ ঈশ্বরের আসন এবং মর্ত্ত তাঁহার পাদপীঠ, এবং এমন কি মস্তকের দিব্যও করিও না, কারণ তাহার একটি কেশ শুক্ল কিংবা কৃষ্ণবর্ণ করা তোমার সাধ্যাতীত। তবে কথোপকথনে কেবল 'হাঁ' এবং 'না' মাত্র ব্যবহার করিবে, কারণ এতদতিরিক্ত সমুদায়ই মন্দ হইতে উৎপন্ন। 'চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, এবং দন্তের পরিশোধে দন্ত' এই যে একটি উপদেশ ছিল, তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ, কিন্তু আমি বলিতেছি যে তোমরা কাহারও হিংসাবৃত্তির প্রতি-রোধ করিও না, বরং কেহ তোমার দক্ষিণ অঙ্গে আঘাত করিলে বাম অঙ্গও

তাহাকে ফিরাইয়া দাও, যদি কেহ বিবাদ করিয়া তোমার উত্তরীয় লইতে চাহে তবে তাহাকে পরিধেয় বস্ত্রও দান কর এবং যদি কেহ এক ক্রোশ গমন করিবার নিমিত্ত তোমাকে অনুরোধ করে তবে তাহার সহিত দুই ক্রোশ গমন কর। যদি কেহ তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে তবে তাহা পূরণ কর এবং ধার লইতে চাহিলে তাহা হইতে পরাঙ্‌মুখ হইও না। 'আপন প্রতিবাসীকে প্রেম কর. এবং শত্রুকে হিংসা কর' বলিয়া যে প্রাচীন একটি উপদেশ ছিল, তাহা তোমরা অবগত আছ, কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে তোমরা আপন আপন শত্রুকেও প্রেম করিবে; যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে তাহাদিগের মঙ্গলকামনা করিলে এবং যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, তাহাদিগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবে; কারণ তাঁহার নিকট শত্রু মিত্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই সমান। যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে কেবল তাহাদিগকেই প্রেম করিয়া অন্য সকলকে ঘৃণা করিলে হিংসাবৃত্তির নিবৃত্তি কিরূপে হইল? অতএব তোমাদিগের স্বর্গস্থ পিতা যেরূপ নির্ব্বিকার তোমরাও সেইরূপ নির্ব্বিকার হও।

সাবধান, যশোলিপ্সু হইয়া সাধারণের সমক্ষে আপনাদিগের ধর্ম্ম কার্য্য করিও না, কারণ তাহা হইলে তোমাদিগের স্বর্গস্থ পিতার নিকট পুরস্কার পাইবে না। অতএব দান করিবার সময়ে প্রশংসেচ্ছু কপটদিগের ন্যায় ভজনালয়ে অথবা রাজপথে দান করিও না, কারণ আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, কপটীরা নিশ্চয়ই আপনাদিগের কার্য্যানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তোমরা দান করিবার সময়ে এমত গোপন ভাবে কার্য্য সমাধা করিবে যে, তোমার দক্ষিণ হস্তের কার্য্য বাম হস্তকে জানিতে দিবে না, কারণ গোপনে দান করিলে স্বর্গস্থ পিতার নিকট প্রকাশ্যরূপে ফল প্রাপ্ত হইবে। তোমরা কপট ব্যক্তিগণের ন্যায় ভজনালয়ে অথবা পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিও না, কারণ তাহারা তদনুযায়ী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তোমরা প্রার্থনাকালে অন্তঃপুরস্থ কোন গৃহে প্রবেশ করত দ্বার রুদ্ধ করিয়া একান্তঃকরণে পিতার নিকট হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিবে, এবং তাহাতে তিনি প্রকাশ্যরূপে তোমাদিগকে ফল প্রদান করি-

বেন। আর প্রার্থনাকালে তোমরা দেবপূজকদিগের ন্যায় বাক্যের বৃথা পুনরুক্তি করিও না, কারণ তাহারা মনে করে যে অধিক বাক্যব্যয় করিলেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে; কিন্তু তোমরা কখনও সেরূপ মনে করিও না, কারণ হৃদয়দ্বার মুক্ত করিবার পূর্ব্বেই অন্তর্যামী পরম পিতা তোমাদিগের প্রয়োজন অবগত হইয়াছেন, অতএব তোমরা নিম্নলিখিতরূপে প্রার্থনা করিবেঃ—"হে আমাদিগের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক। দীননাথ এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর। আনন্দধামেও তোমার ইচ্ছা যেরূপ সংসাধিত হয় এই পৃথিবীতেও সেইরূপ হউক। হে প্রভো, অদ্য আমাদিগকে আমাদিগের প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রদান কর, এবং আমরা যেরূপ আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করি, তুমিও তদ্রূপ আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা কর। পরীক্ষায় পতিত হওয়ার উপযোগী কোন কার্য্যে আমাদিগের মতি প্রদান করিও না; কিন্তু হে নাথ, আমাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিও।" তোমরাও, হে শিষ্যগণ, যদি অন্যের অপরাধ ক্ষমা কর তাহা হইলে তোমাদিগের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিবেন; কিন্তু তোমরা তাহা না করিলে তিনিও তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। তোমরা উপবাসকালে কপট ব্যক্তিগণের ন্যায় বিষন্ন বদন হইও না, কারণ তাহারা সকলকে আপনাদিগের উপবাস জানাইবার নিমিত্ত মুখ মলিন করে, কিন্তু আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি যে, তাহারা কার্য্যোপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তোমরা যখন উপবাস করিবে তখন তৈল দ্বারা মস্তক পরিষ্কার করত মুখ প্রক্ষালন করিয়া গুপ্ত ঈশ্বরের নিকট হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত কর, তাহা হইলে তিনি প্রকাশ্যরূপে তাহার ফল প্রদান করিবেন। তোমরা আপনাদিগের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করিও না, কারণ এ স্থানে কীট ও ময়লা ইত্যাদিতে ক্ষয় করিতে পারে, এবং দস্যুতেও অপহরণ করিতে পারে, কিন্তু কীট, ময়লা ও দস্যুশূন্য আনন্দধামে ধন সঞ্চয় করিলে তাহা কোন প্রকারে ক্ষয় অথবা অপহৃত হয় না। যে স্থানে ধন, তোমাদিগের মনও সেই স্থানে থাকিবে। চক্ষু শরীরের প্রদীপ স্বরূপ, অতএব তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীরও দীপ্তিময় হইবে; কিন্তু তোমার চক্ষু যদি কুটিল

হয়, তবে সমস্ত শরীরও অন্ধকারময় হইবে। অতএব তোমার আন্তরিক জ্যোতি যদি অন্ধকারাভিভূত হয়, তাহা হইলে সে অন্ধকার কি ভয়ানক! সংসারে কোন ব্যক্তিই দুই কর্ত্তার দাস হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে এক জনের প্রতি আসক্ত হইয়া অন্যের অবহেলা করিবে, অতএব তোমরাও সেইরূপ ঈশ্বর এবং অর্থ এতদুভয়ের দাস হইতে পার না।

আর তোমরা কি ভোজন অথবা পান করিব বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, এবং কি পরিধান করিব বলিয়া শরীরের বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। খাদ্য এবং পরিধেয় হইতে কি প্রাণ এবং শরীর শ্রেষ্ঠ নহে? আকাশ-বিহারী পক্ষিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহারা বপন করে না, কর্ত্তন করে না, কিংবা গোলাগৃহেও সঞ্চয় করে না, কিন্তু সেই কৃপাসিন্ধুই তাহাদিগকে আহার প্রদান করেন। তোমরা কি তাহাদিগের অপেক্ষা সংসারের অধিক-তর উপকারী জীব নহ? তোমাদিগের মধ্যে কে চেষ্টা করিয়া আপন শরীরকে এক হস্ত বৃদ্ধি করিতে পার? তোমরা বস্ত্রের নিমিত্ত কেন চিন্তিত হও? দেখ স্থলপদ্মসমূহ বিনা চেষ্টায় কেমন বর্দ্ধিত হয়। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে মহাপুরুষ সলোমনও তাঁহার সমস্ত প্রতাপে উহাদিগের একটি পুষ্পের ন্যায় পরিচ্ছন্ন হইতে পারেন নাই। কিন্তু হে অবিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বর যদি ক্ষেত্রস্থ তৃণসমূহকে এতাদৃশ বিভূষিত করেন, তাহা হইলে তোমাদিগকে কি তদপেক্ষা উত্তমরূপে ভূষিত করিবেন না? অতএব 'কি আহার করিব, কি পান করিব বা কি পরিধান করিব' ইহা বলিয়া কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণ এ সমুদায় বিষয়ে সচেষ্ট। বস্তুতঃ তোমাদিগের স্বর্গস্থ পিতা অবগত আছেন যে এ সমস্ত দ্রব্য তোমাদিগের আবশ্যক আছে, কিন্তু প্রথমে ধর্ম্ম ও স্বর্গরাজ্য আবির্ভাবের চেষ্টা কর, পরে তৎসমুদায়ই তোমরা প্রাপ্ত হইবে। অতএব কল্যকার দিবসের নিমিত্ত চিন্তিত হইও না, কারণ 'কল্যই' আপনার জন্য আপনি চিন্তা করিবে, প্রত্যেক 'দিবসের' নিজ কষ্টই তাহার জন্য যথেষ্ট। অন্য লোকের বিচার না করিলে তোমরাও বিচারাধীনে আনীত হইবে না, কারণ যেরূপ নিয়মে তোমরা পরের বিচার করিবে,

তোমাদিগের বিচারও সেইরূপে হইবে, এবং তোমরা যে পরিমাণে ওজন করিবে তোমাদিগের নিমিত্তেও সেই পরিমাণে ওজন করা হইবে। আর তোমাদিগের চক্ষুস্থিত কড়ি কাষ্ঠের বিষয় বিবেচনা না করিয়া ভ্রাতৃগণের চক্ষুঃপতিত তৃণোত্তোলনে কেন যত্নবান্ হইতেছ? নিজের চক্ষে কড়ি কাষ্ঠ থাকিতে কিরূপে ভ্রাতাদিগকে বলিতে পার 'থাক, আমি তোমাদিগের চক্ষের তৃণসমূহ বাহির করিতেছি?' হে কপট ব্যক্তিগণ, অগ্রে আপনাদিগের চক্ষুস্থিত কড়িকাষ্ঠসমূহ বাহির কর, পরে ভ্রাতৃগণের চক্ষের তৃণ সকল বাহির করিতে চেষ্টা করিও। তোমরা কুক্কুরদিগকে পবিত্র বস্তু দান করিওনা, অথবা বরাহগণের সম্মুখে মুক্তাসমূহ নিক্ষেপ করিও না, কারণ তাহারা উক্ত বস্তু সকল পদদলিত করিয়া তোমাদিগকেও আঘাত করিতে পারে।

প্রার্থনা কর আবশ্যকীয় বস্তু প্রাপ্ত হইবে, অন্বেষণ কর, অন্বেষিত বস্তু দেখিতে পাইবে, আঘাত কর তোমাদিগের নিমিত্ত দ্বার মুক্ত হইবে; কারণ যে কেহ প্রার্থনা করে সে প্রাপ্ত হয়, যে অন্বেষণ করে সে দেখিতে পায়, এবং যে আঘাত করে তাহার নিমিত্ত দ্বার মুক্ত হয়। তোমাদিগের মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে আপনার পুত্র রুটি চাহিলে সে প্রস্তর দেয় অথবা মৎস্য চাহিলে তাহাকে সর্প দেয়? অতএব তোমরা যখন মন্দ হইয়াও আপন আপন সন্তানগণকে উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তখন নিশ্চয়ই তোমাদিগের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদিগকে অকাতরে উত্তম দ্রব্য সকল দান করিবেন। লোকের নিকট হইতে তোমারা যেরূপ ব্যবহার ইচ্ছা কর তোমরাও তাহাদিগের সহিত সেইরূপ ব্যবহার কর, কারণ ইহা ব্যবস্থা এবং আচার্য্যদিগের শাস্ত্রসম্মত। তোমরা সংকীর্ণ দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে, কারণ বিনাশে পতিত হওয়ার দ্বার প্রশস্ত এবং পথ পরিসর এবং অনেকে তাহা দিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে কিন্তু জীবনে প্রবেশ করিবার পথ অর্থাৎ ধর্ম্মের পথ সংকীর্ণ ও দুর্গম এবং অল্প লোক তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হয়। বাহিরে মেষ কিন্তু ভিতরে ব্যাঘ্ররূপী ভাববাদী ব্যক্তিগণ হইতে সাবধান হও, অর্থাৎ বাহিরে সরল ও ভিতরে ক্রূর ব্যক্তিগণের সহিত বাস করিবে না। ব্যবহারেই তোমরা তাহাদিগকে

জানিতে পারিবে। মনুষ্যগণ কি কণ্টক বৃক্ষ হইতে দ্রাক্ষা এবং শিয়াল কাঁটা বৃক্ষ হইতে ডুম্বর ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে? সংসারের সমুদায় উত্তম বৃক্ষে সুফল এবং সমুদায় মন্দ বৃক্ষে কুফল ফলিয়া থাকে। সুবৃক্ষে কুফল এবং কুবৃক্ষে সুফল কখনই ফলিতে পারে না। প্রত্যেক কুবৃক্ষকেই কাটিয়া অগ্নিসাৎ করা হইয়া থাকে এবং তোমরাও ফল দ্বারা তাহাদিগকে জানিতে পার। যাহারা আমাকে প্রভু প্রভু বলিয়া ডাকে তাহারা সকলেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না, কিন্তু যাহারা আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে তাহারাই তথায় প্রবেশ লাভ করিবে। সেই দিবস অনেকে আমার নিকট আসিয়া বলিবে, হে প্রভো, আমরা কি আপনার নামে দৈববাণী প্রচার করি নাই? আপনকার নামে শয়তান-দিগকে দূর করি নাই? অথবা আপনকার নামে অসাধারণ ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করি নাই? কিন্তু আমি তখন স্পষ্টরূপে বলিব যে, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি না, হে অধর্ম্মচারীগণ, আমার নিকট হইতে দূর হও। অতএব যে কেহ আমার এই সমস্ত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা পালন করে সে অত্যন্ত বিবেচনার সহিত প্রস্তরোপরি গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং শত বৃষ্টি পাতে ও বন্যাতে অথবা প্রচণ্ড বায়ুতেও তাহা ভূপ-তিত হয় না; কারণ পাষাণোপরি তাহার ভিত্তি স্থাপিত। আর যাহারা আমার এই সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য না করে তাহারা নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণের ন্যায় বালুকারাশির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং যাই বৃষ্টি, বন্যা অথবা বায়ু আসিল, অমনি তাহা ভূমিসাৎ হইল। যীশু এই সমস্ত বাক্য সমাপ্ত করিলে সমাগত ব্যক্তিগণ তাঁহার উপদেশে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; কারণ শাস্ত্রাধ্যাপকদিগের ন্যায় উপদেশ না দিয়া তিনি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন।

অনন্তর তিনি পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলে বহুতরলোক তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল, এবং তিনি তন্মধ্য হইতে এক কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য করিলেন। পরে বহুবিধ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য করি-লেন। শেষে চতুর্দ্দিকে মাহালোকারণ্য দর্শন করিয়া তিনি সকলকে সমুদ্র পারে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার একজন শিষ্য বলিল, হে

প্রভো, অগ্রে আমার পিতার সমাধি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতে অনু-মতি প্রদান করুন; কিন্তু যীশু উত্তর করিলেন, আমার পশ্চাদ্গমন কর এবং মৃত ব্যক্তিদিগকেই আপন আপন সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করিতে দাও। পরে তিনি সশিষ্যে নৌকারোহণ করিলে প্রচণ্ড বায়ু উত্থিত হওয়াতে তরঙ্গাভিঘাতে নৌকা বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। কিন্তু যীশু সে সময়ে নিদ্রাগত ছিলেন এবং শিষ্যদিগের গোলযোগে সুপ্তোত্থিত হইয়া আজ্ঞা দ্বারা বাত্যা এবং তরঙ্গ নিবারণ করিলেন। অনন্তর তিনি নৌকারোহণে নিজ নগরে আগমন করিলে কয়েক ব্যক্তি এক জন পক্ষাঘাত রোগীকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিল। তিনি তাহাকে বলিলেন গাত্রোত্থান কর, তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হইল। পৃথিবীতে পাপ মোচন করিতে মনুষ্য পুত্রেরও ক্ষমতা আছে, ইহা সকলকে জানাইবার নিমিত্ত তিনি বাক্য দ্বারাই উক্ত রোগীকে আরোগ্য করিলেন। পরে সে স্থান হইতে যাইতে যাইতে কর গ্রহণ স্থানে উপবিষ্ট ম্যাথিউ নামক এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া একটি গৃহ মধ্যে ভোজন করিতে বসিলে বহুতর করগ্রাহক ও পাপী লোক আসিয়া তাঁহার এবং শিষ্যগণের সহিত একত্র উপবেশন করিল দেখিয়া ফ্যারাশীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিল, তোমাদিগের গুরু কি নিমিত্ত করগ্রাহক ও পাপী ব্যক্তিগণের সহিত একত্র ভোজন করিতেছেন? কিন্তু যীশু উত্তর করিলেন, সুস্থ লোকদিগের চিকিৎসককে কোনই প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িত ব্যক্তিগণ চিকিৎসক অভাবে প্রাণ-ত্যাগ করে। অতএব তোমরা নিম্নলিখিত বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে শিক্ষা কর, "আমি বলিদান ভাল বাসি না। দয়াই আমার প্রিয়," কারণ আমি ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিতে আসি নাই, কিন্তু মনঃপরিবর্ত্ত-নার্থে পাপীদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছি। অনন্তর যনের শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বলিল যে সর্ব্ব সময়েই আমরা এবং ফ্যারি-শীয়েরা উপবাস করি, কিন্তু আপনকার শিষ্যগণ কখনও উপবাস করে না, ইহার কারণ কি? তখন যীশু উত্তর করিলেন যে, কন্যার বর যাবৎ সখীগণের নিকট অবস্থিতি করে তাবৎ তাহাদিগের বিলাপ করিবার কোনই কারণ থাকে না। কিন্তু সময়ক্রমে বর স্থানান্তরে নীত হইলে তাহারাই

বিলাপ করে। পুরাতন বস্ত্রে কেহ নূতন কাপড়ে তালী লাগায় না, কারণ সেই তালীতেই কাপড় ছিঁড়িয়া যায় এবং আরও অধিক ছিদ্র হয়।

এই সময়ে যীশু নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করত তাহাদিগের সমাজগৃহে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বহুসংখ্যক রোগীকে আরোগ্য করিতে লাগিলেন। তিনি সমাগত অরক্ষক মেষের ন্যায় ব্যাকুল এবং অবসন্ন লোকদিগের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন এবং আপন শিষ্যদিগকে বলিলেন, কর্ত্তনীয় শস্য প্রচুর কিন্তু কার্য্যকারী লোক অল্প, অতএব নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্যকারী লোকদিগকে প্রেরণার্থে ক্ষেত্রস্বামীর নিটক প্রার্থনা কর। তদনন্তর তিনি তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যকে আহ্বান করিয়া অশুচি আত্মাগণকে দূর করিবার এবং সর্ব্বব্যাধি শান্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন। এই দ্বাদশ শিষ্যকে যীশু নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিয়া প্রেরণ করিলেন, তোমরা ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের পথানুসরণ করিও না এবং সেমারিটন্‌-দিগেরও কোন নগরে প্রবেশ করিও না, কিন্তু ইস্রায়েল বংশীয় হারাণ মেষগণের অর্থাৎ ধর্ম্ম ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট গমন করত এই কথা প্রচার কর যে, হে ভ্রাতৃগণ, স্বর্গরাজ্য তোমাদিগের নিকট হইল। পরে তোমরা রোগীদিগকে সুস্থ কর, কুষ্ঠীদিগকে শুচি কর, মৃতদিগকে জীবিত কর এবং ভূতদিগকে দূর কর। তোমরা বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইয়াছ, বিনা মূল্যেই বিতরণ কর। তোমরা আপনাদিগের কটিবন্ধে স্বর্ণ রৌপ্য অথবা তাম্র ইত্যাদি কিছুই গ্রহণ করিও না এবং ভ্রমণের নিমিত্ত ঝুলি, দুইটী অঙ্গরাখা কিংবা পাদুকা অথবা যষ্টি ইত্যাদি প্রস্তুত করিও না, কারণ কার্য্যকারী ব্যক্তিগণ স্বর্গস্থ পিতার নিকট হইতে আপন আপন ভরণ পোষণ প্রাপ্ত হইবে। তোমরা যে নগরে অথবা গ্রামে প্রবেশ করিবে, তথাকার যোগ্য পাত্রানুসন্ধান করিয়া প্রস্থান সময় পর্য্যন্ত তৎসকাশে অবস্থিতি করিবে এবং তদীয় গৃহে প্রবেশকালীন তাঁহার নিকট নত হইবে। যে ব্যক্তি তোমাদিগকে গ্রাহ্য না করে কিংবা তোমাদিগের উপদেশ শ্রবণ না করে তাহার বাটী কিংবা নগর হইতে প্রস্থান করিয়া আপনাদিগের পদ পরিষ্কার কর। আমার নিমিত্ত তোমরা রাজা এবং ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের নিকট

প্রমাণার্থে আনীত হইবে। কিন্তু এই প্রকারে সমর্পিত হইলে, কিরূপে কি বলিব বলিয়া তোমরা কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না, কারণ তোমাদিগের বক্তব্য তদ্দণ্ডেই তোমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে উদিত হইবে, কারণ তোমারা বক্তা নহ, তোমাদিগের অন্তরস্থ স্বর্গীয় পিতার আত্মাই বক্তা। ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে মৃত্যুর নিমিত্ত সমর্পণ করিবে, এবং সন্তানগণ আপন আপন মাতাপিতার বিপক্ষে উত্থিত হইয়া তাহাদিগকে বধ করাইবে, এবং আমার নামপ্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণাস্পদ হইবে, কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে সেই পরিত্রাণ পাইবে। আমি অন্ধকারে থাকিয়া তোমাদিগকে যাহা বলি, তোমরা তাহা আলোতে প্রকাশ করিবে, এবং চুপে চুপে যাহা বলা হয়, তাহা গৃহচূড়ায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিও। যাহারা শরীরকে বধ করে কিন্তু আত্মাকে বধ করে না তাহাদিগকে ভয় করিও না, যিনি আত্মা ও শরীর উভয়কেই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিবে। দুইটি চটক পক্ষী কি এক পয়সাতে বিক্রয় হয় না? তথাচ তোমাদিগের পিতার অনুমতি বিনা এক-টিও ভূমিতে পতিত হয় না। তোমাদিগের মস্তকের কেশ রাশিরও সংখ্যা করা রহিয়াছে, অতএব ভয় করিও না, কারণ তোমরা অনেক চটক পক্ষী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। অতএব যে কেহ মনুষ্যদিগের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার নিকট তাহাকে স্বীকার করিব, কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদিগের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার নিকট তাহাকে অস্বীকার করিব। আমি সংসারে একতা প্রদান করিতে আসিয়াছি এমত মনে করিও না, আমি একতা দিতে আসি নাই কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি, কারণ আমি পিতার সহিত পুত্রের এবং মাতার সহিত কন্যার এবং শ্বশ্রূর সহিত পুত্র বধূর বিরোধ জন্মাইতে আসিয়াছি। তাহা হইলে আপন আপন পরিজনই মনুষ্যের শত্রু হইবে। যে কেহ আপন পিতা অথবা মাতাকে আমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসে সে আমার যোগ্য নহে এবং যে কেহ আপন পুত্র অথবা কন্যাকে আমা হইতে অধিক ভালবাসে সেও আমার যোগ্য নহে। যে কেহ আপন প্রাণ উদ্ধার করে সে তাহা হারাইবে এবং যে

কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায় সে তাহা উদ্ধার করিবে। যে কেহ তোমাদিগকে গ্রাহ্য করে, সে আমাকে গ্রাহ্য করে এবং যে কেহ আমাকে গ্রাহ্য করে সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রাহ্য করে, যে কেহ ভাববাদী জানিয়াও তাহাকে গ্রাহ্য করে সে ভাববাদীদিগের পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে এবং যে কেহ ধার্ম্মিক বলিয়া ধার্ম্মিককে গ্রাহ্য করে সে ধার্ম্মিকের পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে এবং যে কেহ এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন এক জনকে শিষ্য বলিয়া পানার্থে এক ঘটী শীতল জল দান করে, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি সেও কোন ক্রমে আপন পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইবে না। আমার পিতা কর্ত্তৃক সমুদায়ই আমাকে সমর্পিত হইয়াছে, এবং পিতা ব্যতীত আর কেহ পুত্রের তত্ত্ব জানে না এবং পুত্র ভিন্নও আর কেহ পিতার তত্ত্ব জানে না; কেবল পুত্র যাহার নিকট তাহা প্রকাশ করিতে মানস করেন, সেও তাহা জানে। হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত ব্যক্তিগণ, তোমরা আমার নিকট আগমন কর, আমি তোমাদিগের শ্রান্তি দূর করিয়া শান্তি প্রদান করিব। যীশু সমাগত লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিবার মানসে বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান আছেন দেখিয়া এক জন যীশুকে বলিল যে আপনকার মাতা ও ভ্রাতৃগণ আপনার সহিত আলাপ করিবার মানসে বাহিরে অবস্থিতি করিতেছেন। যীশু উত্তর করিলেন যে, আমার মাতা কে? আমার ভ্রাতৃগণই বা কে? পরে আপন শিষ্যদিগের প্রতি হস্ত বিস্তার করিয়া কহিলেন যে, এই আমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ; বস্তুতঃ যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে সেই আমার ভ্রাতা, ভগিনী ও মাতা।

ঐ দিবস যীশু গৃহ হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রকূলে উপবেশন করিলে তাঁহার নিকট বহুলোকের সমাগম হইল; জনতা দর্শন করিয়া তিনি একখানি নৌকারোহণ করিলেন, এবং অন্য লোক সকল তীরে দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন যে, দেখ, এক জন কৃষক ময়দানে বীজ বপন করিতে গমন করিল, কিন্তু বপনের সময়ে কতক বীজ পথপার্শ্বে পতিত হইল, এবং পক্ষিগণ তাহা ভক্ষণ করিল; কতক বীজ অল্প মৃত্তিকাযুক্ত পাষাণময় স্থানে পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইল বটে, কিন্তু

সূর্য্যোদয় হইলে দগ্ধ হইল, এবং মূল নিম্নে প্রবেশ না করাতে শুষ্ক হইয়া গেল; কতক বীজ কণ্টকময় স্থানে পতিত হওয়াতে কণ্টকবৃক্ষ সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহা আচ্ছাদন করিল এবং কতক বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে পতিত হওয়াতে তাহার মধ্যে কতক শত গুণ, কতক ষষ্টি গুণ ও কতক ত্রিশ গুণ ফল প্রদান করিল। যাহার কর্ণ থাকে সে শ্রবণ করুক। পরে শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে আপনি দৃষ্টান্ত কথা দ্বারা কি নিমিত্ত তাহাদিগের নিকট প্রসঙ্গ করিতেছেন? তিনি বলিলেন স্বর্গ-রাজ্যের নিগূঢ় বিষয়ের জ্ঞান তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে কিন্তু তাহা-দিগকে দত্ত হয় নাই। কারণ, যাহার আছে তাহাকে দান করিলে তাহার বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে তাহাও তাহার নিকট হইতে নীত হইবে, তজ্জন্যই আমি তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত কথা বলি, কারণ তাহারা দেখিয়াও দেখে না, এবং শুনিয়াও শুনে না এবং বুঝিতে পারে না। ইযাইয়া কথিত "তোমরা শ্রবণ করিবা কিন্তু বুঝিতে পারিবে না, চক্ষুতে দেখিবা কিন্তু জানিতে পারিবে না। পাছে তাহারা চক্ষুতে দর্শন করিয়া, কর্ণে শ্রবণ করিয়া এবং হৃদয়ে বুঝিয়া মন ফিরাইলে আমি তাহা-দিগকে সুস্থ করি, এই নিমিত্ত তাহাদের হৃদয় স্থূল হইয়াছে, শ্রবণ করিতে করিতে কর্ণ গুরু হইয়াছে ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে" এই বাক্য পূর্ণ হই-তেছে। কিন্তু তোমাদিগের চক্ষু ও কর্ণ ধন্য কারণ তাহারা দর্শন ও শ্রবণ করে। বস্তুতঃ আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ তাহা বহুসংখ্যক আচার্য্য ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণও দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াও দেখিতে পাইল না এবং তোমরা যাহা যাহা শুনিতেছ তাহা তাহারা শুনিতে পাইল না। এক্ষণে তোমরা উক্ত কৃষকের দৃষ্টান্তের তাৎ-পর্য্য শ্রবণ কর। যখন কেহ স্বর্গ রাজ্যের কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারে না, তখন পাপাত্মা আসিয়া তাহার হৃদয়ে যাহা বপন করা হইয়াছিল তাহা হরণ করিয়া লয়। সেই ব্যক্তির অন্তরে বীজ পথপার্শ্বে পতিত হইয়াছিল। যাহার অন্তরে বীজ পাষাণময় ভূমিতে পতিত হয় সে বাক্য শুনিবামাত্র আনন্দে গ্রহণ করে বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে মূল না বসাতে সে অল্প কাল মাত্র স্থির থাকে এবং তজ্জন্য ক্লেশ অথবা তাড়না ঘটিলেই সে তৎক্ষণাৎ

বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়; আর যাহার অন্তরে বীজ কণ্টকের মধ্যে পতিত হয়, সে ব্যক্তি বাক্য শ্রবণ করে বটে, কিন্তু সংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া ঐ বাক্যকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া সে কিছুমাত্র ফল প্রাপ্ত হয় না; আর যাহার অন্তরে বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে পতিত হয় সে ব্যক্তি বাক্য শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারে এবং তাহাতে কতকগুলি শত গুণ কতক গুলি ষষ্টি গুণ ও কতকগুলি ত্রিশ গুণ ফল প্রদান করে।

ঐ সময়ে হেরড্ রাজা যীশুর সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া আপনার ভৃত্যগণকে বলিলেন যে বোধ হয় এ ব্যক্তি যন্ অবগাহক, সে মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে উঠিয়াছে বলিয়া তাহা দ্বারা আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল প্রকাশ পাই-তেছে। পূর্ব্বে হেরড্ আপন ভ্রাতা ফিলিপের পত্নী হেরডিয়াসের নিমিত্ত যনকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন কারণ যন্ তাঁহাকে বলিতেন যে হেরডিয়াস্‌কে রাখা তোমার যুক্তিসংগত নহে। কিন্তু রাজার তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও লোকসমূহের ভয়ে তিনি তাহা পূরণ করিতে পারেন নাই কারণ সকলে যনকে আচার্য্য বলিয়া মান্য করিত। এক দিবস হেরডের জন্মদিন-উৎসবে হেরোডিয়ার কন্যা সভা-স্থলে আগমন করত নৃত্য করিয়া হেরডের প্রীতি জন্মাইলে তিনি তাহাকে বলিলেন যে, তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে আমি তাহাই তোমাকে অর্পণ করিব। পরে উক্ত কন্যা তাহার মাতার উপদেশানুসারে যন্ অবগাহকের মস্তক থালার উপরে দেখিতে ইচ্ছা করিল। রাজা প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের ও সভাগত লোকদিগের ভয়ে তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কারাগৃহে লোক প্রেরণ করত তাঁহার মস্তক ছেদন করাইয়া তাহাকে দান করিল এবং সে তাহা তাহার মাতার নিকট লইয়া গেল। পরে যনের শিষ্যগণ দেহটি লইয়া সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করিল এবং যীশুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিল। যীশু তচ্ছ্রবণে নৌকাযোগে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গোপনে নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন কিন্তু লোকসমূহ তাহা শুনিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়া স্থলপথে তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল। যীশু মহালোকারণ্য দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, এবং তাহাদিগের মধ্য হইতে পীড়িত ব্যক্তিগণকে সুস্থ করিলেন। সন্ধ্যা

সমাগত হইলে তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিল যে এ নির্জন স্থান এবং বেলাও অবসান অতএব আপনাদিগের নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে সমাগত লোকদিগকে বিদায় করুন। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন যে, উহাদিগের যাওয়া অনাবশ্যক তোমরাই উহাদিগকে আহার প্রদান কর। শিষ্যেরা বলিল যে আমাদিগের নিকট কেবল পাঁচ খানি রুটি ও দুইটী মৎস্য ব্যতীত আর কিছুই নাই। তিনি কহিলেন তাহাই আমার নিকট আনয়ন কর। পরে সমাগত লোকদিগকে ভূমিতে বসিতে বলিয়া তিনি রুটিও ও মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করত দয়াময়ের ধন্যবাদ করিলেন এবং রুটি ও মৎস্য খণ্ড খণ্ড করিয়া শিষ্যদিগকে দিলেন এবং শিষ্যেরা সকলকে প্রদান করিল। তাহাতে স্ত্রী ও বালক বাদে ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র পুরুষ পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিল এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্বাদশ ডালা উঠাইয়া লইল।

অনন্তর যীশু শিষ্যদিগকে নৌকারোহণে তাঁহার সমাগত লোকদিগকে বিদায় করিবার পূর্ব্বে পর পারে গমন করিতে আদেশ করিলেন। পরে তিনি লোকসমূহকে বিদায় করিয়া নির্জনে প্রার্থনা করিবার মানসে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন এবং সন্ধ্যা হইলেও তিনি তথায় একাকী থাকিলেন। ইতি মধ্যে সম্মুখবাতাসপ্রযুক্ত সমুদ্রমধ্যস্থলে তরঙ্গাভি-ঘাতে নৌকাখানি অত্যন্ত দুলিতেছিল। পরে রাত্রি চতুর্থ প্রহরে সমুদ্রের উপর দিয়া পদব্রজে গমন করত যীশু তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। শিষ্যেরা তাঁহাকে সমুদ্রোপরি সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া ভূতযোনি বিবে-চনা করত অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু যীশু তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া বলিলেন, সাহস কর এ আমি, ভয় করিও না। তাহাতে পিটার তাঁহাকে বলিল, প্রভো আপনি যদি যীশু হয়েন তাহা হইলে আমাকেও জলের উপর হাটিয়া আপনার নিকট গমন করিতে আজ্ঞা করুন। পরে যীশু তাঁহাকে আইস বলিলে তিনি নৌকা হইতে নামিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন কিন্তু প্রচণ্ড বায়ুভরে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন উচ্চৈঃ-স্বরে বলিলেন, প্রভো, আমাকে রক্ষা করুন। যীশু তৎক্ষণাৎ হস্ত বিস্তার

পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া বলিলেন হে অল্পবিশ্বাসী, কিনিমিত্ত সন্দেহ করিলে? অনন্তর তাঁহারা নৌকারোহণ করিলে বায়ু নিবৃত্ত হইল। তখন নৌকাস্থ সকলে আসিয়া তাঁহাকে ভজনা করত বলিল, সত্য, আপনি ঈশ্বরের পুত্র। যিরূশালেম হইতে আগত শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফ্যারিশীয় লোক সকল যীশুর নিকট আগমন করিয়া বলিল, তোমার শিষ্যগণ কি নিমিত্ত আহার সময়ে হস্ত প্রক্ষালন না করিয়া প্রাচীন ব্যক্তিগণের পরম্পরাগত বিধি লঙ্ঘন করিতেছে? তিনি উত্তর করিলেন, মুখের ভিতরে যাহা প্রবেশ করে তাহা মনুষ্যকে অশুচি করে না, কিন্তু যাহা মুখ হইতে বাহির হয় তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে। তখন তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া বলিল, এই কথা শ্রবণে ফ্যারিশীয় ব্যক্তিগণ ধর্ম্মে বাধা প্রাপ্ত হইল তাহা কি অবগত আছেন? কিন্তু যীশু উত্তর করিলেন, আমার স্বর্গস্থ পিতা যে সকল চারা রোপণ করেন নাই তাহা উপ্ড়ান হইবে। উহাদিগকে থাকিতে দাও, কারণ উহারা অন্ধলোকদিগের অন্ধ পথপ্রদর্শক, এবং যদি অন্ধলোক অন্ধকে পথ দেখায় তবে উভয়েই গর্ত্তে পড়িবে। তখন পিটার বলিলেন, প্রভো, বাক্যটি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিউন। যীশু বলিলেন, তোমরাও কি অদ্যাবধি অবোধ আছ? এখনও কি ইহা বুঝিতে পার না যে মুখের ভিতরে যাহা প্রবেশ করে তাহা উদরে পতিত হইয়া বহির্দ্দেশে নিঃসারিত হয়, আর মুখ হইতে যাহা বাহির হয় তাহা অন্তঃকরণ হইতে নির্গত হয় আর তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে। কারণ অন্তঃকরণ হইতে কুবিতর্ক, নরহত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, মিথ্যা সাক্ষ্য, ঈশ্বরের নিন্দা প্রভৃতি নির্গত হয় এবং মনুষ্যকে অশুচি করে কিন্তু অধৌত হস্তে আহার করিলে মনুষ্য অশুচি হয় না।

পরে যীশু সিসেরিয় ফিলিপী অঞ্চলে আগমন করিয়া আপন শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার সম্বন্ধে লোকে কি প্রকাশ করে? তাহারা বলিল যে, কেহ কেহ আপনাকে যন অবহাগক বলে, কেহ কেহ এলিয়া বলে, কেহ কেহ যিরিমিয়া বলে এবং কেহ কেহ আপনাকে আচার্য্যদিগের কোন এক ব্যক্তি বলে। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা আমাকে কি বল? আমি কে? সাইমন্ পিটার উত্তর করিল যে,

আপনি চৈতন্যময় ঈশ্বরের পুত্র অভিষিক্ত ত্রাণ কর্ত্তা। যীশু প্রত্যুত্তর করিলেন, হে যোনাসুত সাইমন্, ধন্য তুমি, কারণ স্থূলদেহ এ কথা তোমার নিকট প্রকাশ করে নাই কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমার নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমিই তোমাকে বলিতেছি, তুমি পিটার (প্রস্তর) এবং এই পাষাণের উপর আমি আপন ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিব এবং পরলোকের দ্বারিগণের পরাক্রমও তাহার কিছুই করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে স্বর্গের চাবি সকল প্রদান করিব এবং তুমি পৃথিবীতে যাহা বদ্ধ করিবা স্বর্গেও তাহা বদ্ধ হইবে এবং পৃথিবীতে যাহা মুক্ত করিবা স্বর্গেও তাহা মুক্ত হইবে। পরে তিনি শিষ্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে আমি যে অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।

পরে তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন যে, আমাকে যেরুশালেমে গমন করিয়া প্রাচীন ব্যক্তিগণ, প্রধান যাজক ও শাস্ত্রাধ্যাপকগণের নিকট অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করণানন্তর হত হইতে হইবে এবং তৃতীয় দিবসে সমাধি স্থান হইতে উত্থাপিত হইতে হইবে। তৎশ্রবণে পিটার তাঁহাকে এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া বলিল, প্রভো, ঈশ্বরানুগ্রহে তাহা আপনকার কখনও ঘটিবে না। যীশু তদভিমুখে দৃষ্টিপাত করত বলিলেন, রে শয়তান, আমার নিকট হইতে দূর হ, তুই আমার বিঘ্নস্বরূপ হইতেছিস্ কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকিয়া মনুষ্যাভিপ্রায় সম্পূর্ণ হইবে তুই তাহাই চিন্তা করিতেছিস্। পরে তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন যে যদি কেহ আমার পশ্চাদ্গামী হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপানার কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করত আপন ক্রুশ্ উত্তোলন করিয়া আমার অনুবর্ত্তী হউক। কারণ যে ব্যক্তি আপন প্রাণ রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করে সে তাহা হারাইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায় সে তাহা প্রাপ্ত হইবে। বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদায় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায় তবে তাহাতে তাহার কি ফল দর্শিবে? অথবা মনুষ্য আপন প্রাণের মূল্যস্বরূপ কি দান করিতে পারে? কারণ মনুষ্য-পুত্র আপন দূতগণের সহিত অনন্ত প্রতাপে আবির্ভূত হইয়া প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়ানুযায়ী ফল প্রদান করিবেন। আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে এই স্থানে দণ্ডায়মান লোকদিগের মধ্যে এমন

কয়েক ব্যক্তি আছে যাহারা মনুষ্যপুত্রকে আপন রাজ্যে আগমন করিতে না দেখিলে মৃত্যুর আস্বাদ প্রাপ্ত হইবে না। তাহার ছয় দিবস পরে পিটার, যেমস্‌ এবং তদীয় ভ্রাতা যন্‌কে সঙ্গে লইয়া যীশু জনশূন্য এক উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। পরে তাহাদিগের সাক্ষাতে রূপান্তর গ্রহণ করিলে তাঁহার বদন হইতে সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল এবং পরিচ্ছদ শুক্লবর্ণ ধারণ করিল, এবং কিছু ক্ষণ পরে মোজেস্‌ এবং এলিয়ার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তিনি তাহাদিগের নিকট আগমন করিলে, পিটার তাঁহাকে বলিল, প্রভো, আমাদিগের এই স্থানে থাকাই উপযুক্ত, অতএব যদি আপনার অভিমত হয় তাহা হইলে আমরা আপনাদিগের তিন জনের নিমিত্ত তিনটি কুটীর নির্ম্মাণ করি। তাহার এই কথা বলিবার সময়ে আকাশে ঘন কৃষ্ণবর্ণ একখানি মেঘ উদয় হইয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছাদন করিল এবং তন্মধ্য হইতে "ইনি আমার পুত্র" ইহাঁতেই আমার পরম সন্তোষ, ইহাঁর বাক্যে অবধান কর" এই বাণী হইলে শিষ্যগণ ভয়ে অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল এবং যীশু তাহাদিগের নিকট আসিয়া তাহাদিগের গাত্রস্পর্শ করত বলিলেন, উঠ, ভয় করিও না। তখন তাহারা চক্ষু উন্মীলন করিয়া যীশু ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অনন্তর পর্ব্বত হইতে অবতরণ সময়ে যীশু তাহাদিগকে বলিলেন যে, মৃত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনুষ্য পুত্রের উত্থান পর্য্যন্ত তোমরা এই ঘটনা কাহার নিকট প্রকাশ করিও না।

তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আগমন করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, স্বর্গরাজ্যমধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? যীশু একটী অল্পবয়স্ক বালককে তাহাদিগের মধ্য স্থলে আনয়ন করিয়া বলিলেন যে, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে তোমরা এই বালকসদৃশ না হইলে কোন মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না। অতএব যে ব্যক্তি আপনাকে এই ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় নম্র করে, সেই স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যে ব্যক্তি আমার নামে ইহার ন্যায় একটি বালককে গ্রাহ্য করে সে আমাকে গ্রাহ্য করে এবং যে ব্যক্তি আমার বিশ্বাসকারী ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণের এক জনেরও বিঘ্ন জন্মায় জগতে সে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে। অতএব তোমার হস্ত কিংবা

চরণ যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায় তবে তাহা কাটিয়া দূরে নিক্ষেপ কর, কারণ দুই হস্ত কিংবা দুই চরণ লইয়া অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা খঞ্জ কিংবা নুলা হইয়া জীবন ধারণ করা বিধেয়। অতএব সাবধান এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিও না, কারণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে স্বর্গে তাহাদিগের দূতগণ নিত্য আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন। বস্তুতঃ যাহা বিপথগামী ছিল তাহার পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত মনুষ্য পুত্রের আগমন হইয়াছে। যদি তোমার ভ্রাতা, তোমার নিকট কোন অপরাধ করে তবে প্রথমে তুমি নির্জ্জনে তাহাকে তাহার দোষ বুঝাইয়া দাও, যদি তোমার উপদেশানুসারে কার্য্য করে তাহা হইলে তুমি তোমার ভ্রাতাকে লাভ করিলে। যদি তোমার উপদেশ অগ্রাহ্য করে তবে আর দুই এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগের সাক্ষাতে যাবতীয় কথা নিষ্পন্ন কর, যদি তাহা অগ্রাহ্য করে তবে সমাজমধ্যে ব্যক্ত কর এবং যদি সমাজের কথাও অগ্রাহ্য করে তাহা হইলে সে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহকের ন্যায় গণ্য হইবে। আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমারা পৃথিবীতে যাহা বদ্ধ করিবা স্বর্গেও তাহা বদ্ধ হইবে এবং পৃথিবীতে যাহা মুক্ত করিবা স্বর্গেও তাহা মুক্ত হইবে। পৃথিবীতে তোমাদিগের দুই জন যদি আপনাদিগের প্রার্থনীয় কোন বিষয়ে এক মত হয় তাহা হইলে আমার স্বর্গস্থ পিতার দ্বারা তাহাদিগের জন্য সম্পন্ন হইবে, কারণ যে স্থানে দুই কি তিন ব্যক্তি আমার নামে সমাগত হয়, আমিও সেই স্থানে তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হই। তখন পিটার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো, আমার ভ্রাতা আমার নিকট অপরাধ করিলে আমি কত বার তাহাকে ক্ষমা করিব? কি সাত বার পর্য্যন্ত? যীশু বলিলেন কেবল সাতবার নহে, সত্তর গুণ সাত বার পর্য্যন্ত। তোমরা যদি অন্তঃকরণের সহিত আপনাপন ভ্রাতাকে ক্ষমা না কর তবে আমার স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবেন।

কোন দিন এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আগমন করত জিজ্ঞাসা করিল, হে সদ্‌গুরো, অনন্ত জীবন লাভ করিবার নিমিত্তে আমার কি কি সৎকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য? যীশু বলিলেন আমাকে "সৎ" বলিয়া কেন জিজ্ঞাসা কর?

সৎ এক মাত্র আছেন। কিন্তু তুমি যদি সেই জীবনে প্রবেশ করিতে বাঞ্ছা কর, তবে আজ্ঞা সমস্ত পালন কর, সে বলিল কোন্ কোন্ আজ্ঞা? যীশু উত্তর করিলেন "নরহত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিও না, পিতা মাতাকে মান্য করিও এবং আপন প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য প্রেম করিও।" সেই যুবা বলিল, প্রভো, বাল্য-কালাবধি এ সমস্ত পালন করিয়াছি এখন আমার কি ত্রুটি আছে? যীশু বলিলেন, যদি সিদ্ধ হইতে বাসনা কর, তবে আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে, পরে আসিয়া আমার অনুগামী হও। তচ্ছ্রবণে উক্ত যুবা বিষণ্ণ মনে তথা হইতে প্রস্থান করিল, কারণ তাহার বহুসংখ্যক অর্থ ছিল।

যীশু আপন শিষ্যগণকে বলিলেন যে, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে ধনী লোকের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। এমন কি ধনী লোকের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা অপেক্ষা সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমন সহজ। শিষ্যগণ ইহা শ্রবণে অতিশয় চমৎকৃত হইয়া বলিল তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন যে তাহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে কিন্তু ঈশ্বরের সকলি সাধ্য। তখন পিটার তাঁহাকে বলিলেন যে প্রভো, আমরা ত সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আপনকার অনুবর্ত্তী হইয়াছি; আমরা কি পাইব? যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার অনুগামী হওয়াতে যখন নূতন সৃষ্টির সময়ে মনুষ্য পুত্র আপন তেজোময় সিংহাসনে উপবেশন করিবেন তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনোপরি উপবেশন করত ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে। যে আমার নিমিত্ত ভ্রাতা কি ভগিনী, পিতা কি মাতা, স্ত্রী কি সন্তান, ক্ষেত্র কি বাটী পরিত্যাগ করে, সে তাহার শত গুণ প্রাপ্ত হইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। কিন্তু এক্ষণে যাহারা প্রথমে আছে, তাহার অনেক লোক পশ্চাতে গমন করিবে এবং এক্ষণে যাহারা পশ্চাতে আছে তাহারাও অনেক লোক প্রথমে আগমন করিবে। সংসারে যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করিবেন আনন্দ ভবনে আনন্দময়ের নিকটেও তিনি সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, কাহারও প্রতি অবিচার হইবে না। পরে তথা হইতে

যেরূশালেমে গমন করিবার সময়ে যীশু শিষ্যগণের নিকটে তাঁহার ভবিষ্যৎ মৃত্যু সম্বন্ধীয় বাণী প্রচার করিলেন।

অনন্তর ফ্যারিশীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বাক্য ফাঁদে ফেলিবার মানসে হেরড্ রাজার লোকদিগের সহিত আপনাদিগের শিষ্যগণ দ্বারা ইহা বলিয়া পাঠাইল, গুরো, আমরা জানি আপনি সত্য এবং সত্যরূপে ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন করাইতেছেন, কাহারও বিষয়ে ভীরু নহেন, কারণ আপনি মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না। অতএব আমাদিগকে বলুন যে রাজাধিরাজ সিজারকে কর দেওয়া কর্ত্তব্য কি না? যীশু তাহাদিগের খলতা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, হে কপট ব্যক্তিগণ, কি নিমিত্ত আমায় পরীক্ষা করিতেছ? কর দানের মুদ্রা আমাকে দেখাও। পরে তাহারা একটী মুদ্রা আনয়ন করিলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ মূর্ত্তি ও নাম কোন্ ব্যক্তির? তাহারা বলিল সিজারের। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে যাহা সিজারের তাহা সিজারকে দাও এবং যাহা ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে দাও। তচ্ছ্রবণে তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। পরে তিনি স্যাডিউসীয় ব্যক্তিগণকেও নানা প্রকার উপদেশ দানে নিরুত্তর করিলেন এবং তচ্ছ্রবণে ফ্যারিশীয় ব্যক্তিগণও একত্র হইল। অনন্তর এক জন ব্যবস্থাপক তাঁহার পরীক্ষা লইবার মানসে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, গুরো, ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ? যীশু তাহাকে বলিলেন, "তুমি আপন অন্তঃকরণ, প্রাণ, ও চিত্ত দ্বারা আপন প্রভু ঈশ্বরকে প্রেম কর" এই প্রথম ও মহৎ আজ্ঞা এবং দ্বিতীয়টিও ইহার তুল্য, যথা "তুমি আপন প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য প্রেম কর।" এই দুই আজ্ঞার উপরেই সমস্ত ব্যবহার ও ভাববাদী গ্রন্থের মূল স্থাপিত রহিয়াছে। অনন্তর ফ্যারিশীয়গণ একত্রীভূত হইলে যীশু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমাদিগের কি রূপ বোধ হয়, তিনি কাহার সন্তান। তাহারা উত্তর করিল ডেভিডের। তিনি বলিলেন, তবে ডেভিড্ কি প্রকারে পবিত্রাত্মার আবির্ভাবে তাঁহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করেন? যদি ডেভিড্ তাঁহাকে প্রভু বলেন তবে তিনি তাঁহার সন্তান কিরূপে? তখন কেহই তাহার উত্তর দিতে পারিল না এবং সেই দিবসাবধি তাঁহাকে কোন কথা

জিজ্ঞাসা করিতেও কাহার সাহস হইল না। পরে যীশু সমাগত লোক-দিগকে ও শিষ্যগণকে বলিলেন শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফ্যারিশীয় ব্যক্তিগণ মোজে-সের ন্যায় বিচার করিতেছে অতএব তোমরা তাহাদিগের আজ্ঞা পালন করিও কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যের ন্যায় কার্য্য করিও না। কারণ তাহারা কেবল মুখে বলে কিন্তু কার্য্যে পরিণত করে না। তাহারা মনুষ্যদিগের স্কন্ধে গুরু ভার অর্পণ করে কিন্তু নিজে এক অঙ্গুলি দিয়াও তাহা সরাইতে সম্মত হয় না, কেবল লোক দেখান সমস্ত কার্য্য করে এবং লোকের নিকট গুরু বলিয়া সম্মানিত হইতে ভালবাসে কিন্তু তোমরা কাহারও গুরু হইও না, কারণ খ্রীষ্টই তোমাদিগের এক গুরু এবং তোমরা সকলে পরস্পর ভ্রাতা। পৃথিবীতে কাহাকেও পিতা বলিয়া সম্বোধন করিও না কারণ সেই স্বর্গবাসী আনন্দময়ই এক পিতা। তোমরা আচার্য্য নামে অভিহিত হইও না কারণ খ্রীষ্টই তোমাদিগের এক আচার্য্য। তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ সে তোমাদিগের পরিচারক হইবে, যে ব্যক্তি আপনাকে উচ্চ করে তাহাকে নীচ করা যাইবে এবং যে ব্যক্তি আপনাকে নীচ করে তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।

মন্দির হইতে বহির্গমন কালে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে মন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে আগমন করিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি এ সমস্ত দর্শন কর না? আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি এস্থানের এক প্রস্তরও অন্য প্রস্তরের উপর থাকিবে না। সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে। পরে তিনি অলিভ্ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলে শিষ্যগণ নির্জ্জনে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ দিবস এই সমস্ত ঘটনা হইবে? এবং আগমনের ও যুগান্তেরই বা চিহ্ন কি তাহা আমাদিগেকে বলুন। যীশু উত্তর করিলেন, সাবধান, কাহারও প্রলোভনে পতিত হইও না কারণ অনেকে আমার নাম ধরিয়া আগমন করিবে এবং আমি খ্রীষ্ট, আমি খ্রীষ্ট, বলিয়া অনেক লোকের ভ্রান্তি জন্মাইবে। আরও তোমরা সংগ্রাম ও যুদ্ধের আড়ম্বর শ্রবণ করিয়াও তাহাতে ব্যাকুল হইও না, কারণ তখনও পরিণাম উপস্থিত হইবে না। পরে জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উত্থিত হইবে এবং

স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভূমিকম্প হইবে, কিন্তু এ সকলও দুঃখের উপক্রম মাত্র। সময়ে লোকেরা তোমাদিগকে শত্রু হস্তে নিক্ষেপ করাইয়া বধ করাইবে এবং আমার নামপ্রযুক্ত তোমরা সর্ব্বজাতীয় লোকের ঘৃণাস্পদ হইবে। পরস্পর দ্বেষ হিংসাদি চলিতে থাকিবে। এই সময়ে বহুসংখ্যক কপট ভাববাদী উঠিয়া অনেক লোককে প্রলোভিত করিবে, অধর্ম্মের আধিক্য হইয়া লোকদিগের প্রেম শীতল করিবে কিন্তু যে ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে সেই পরিত্রাণ পাইবে। সর্ব্বজাতীয় লোককে সাক্ষী করিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমস্ত জগতে প্রচার করা যাইবে এবং তদনন্তর পরিণাম আসিবে।

যদি কেহ তোমাদিগকে এরূপ বলে যে খ্রীষ্ট এই স্থানে অথবা ঐ স্থানে রহিয়াছেন তবে তাহাতে তোমরা প্রত্যয় করিও না, কারণ বহুতর কপট খ্রীষ্ট ও ভাববাদী উঠিয়া এরূপ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ করিবে যে, যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহাতে ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিগণেরও ভ্রান্তি জন্মাইবে। আমি পূর্ব্বেই তোমাদিগকে জানাইলাম, অতএব তিনি প্রান্তরে আছেন শুনিয়া কেহ বাহিরে গমন করিও না, কিংবা তিনি অন্তরাগারে আছেন শুনিয়াও তাহা বিশ্বাস করিও না। বিদ্যুৎ যেরূপ পূর্ব্বদিক্ হইতে নির্গত হইবামাত্র পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়, মনুষ্য পুত্রের আগমনও সেইরূপ হইবে। তাৎকালিক ক্লেশের অব্যবহিত পরে সূর্য্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র নিজ জ্যোৎস্না দান করিবে না, আকাশ হইতে নক্ষত্র পতন হইবে এবং স্বর্গের বাহিনী সমূহ বিচলিত হইবে, তদনন্তর আকাশ মধ্যে মনুষ্য পুত্রের অবির্ভাবের চিহ্ন দেখিয়া যাবতীয় মনুষ্য বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে স্বর্গীয় মেঘরথারূঢ় মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রম ও মহাপ্রতাপের সহিত অবতরণ করিতে দেখিবে। তখন তিনি তুরীবাদ্যের সহিত আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন এবং তাহারা আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার মনোনীত লোকদিগকে আনয়ন করত একত্র করিবে। তোমরা ডুম্বুর বৃক্ষকে পত্র নির্গত করিতে দেখিলেই যেমন জানিতে পার যে গ্রীষ্মকাল সন্নিকট, তদ্রূপ ঐ সমস্ত ঘটনা দেখিলেই জানিও যে

তিনি সন্নিকট, এমন কি দ্বারে উপস্থিত। আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, এই কালের লোকদিগের লয় হইবার পূর্ব্বেই সে সমস্ত ঘটিবে। যদিও গগনের ও পৃথিবীর লয় হয় তত্রাচ কখনই আমার বাক্যের লোপ হইবে না।

মনুষ্যপুত্র পবিত্র দূত সমুদায়কে সঙ্গে করিয়া আপন তেজোময় সিংহাসনে উপবেশন করতঃ যাবতীয় জাতিকে সম্মুখে একত্র করিয়া তাহাদিগের মধ্য হইতে ধার্ম্মিক লোকদিগকে আপনার দক্ষিণ দিকে এবং পাপীদিগকে বাম দিকে বসাইবেন। পরে জগদধিপতি দক্ষিণদিক্‌স্থ লোকদিগকে স্বর্গে ও বামদিকের লোকদিগকে জ্বলন্ত অগ্নিময় নরকে প্রেরণ করিবেন। এই সমস্ত প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইলে যীশু বলিলেন যে, আর দুই দিবস পরে নিস্তার পর্ব্ব উপস্থিত হইবে এবং তাহাতে মনুষ্যপুত্র ক্রুশোপরি আরোহিত হইবার নিমিত্ত শত্রু হস্তে সমর্পিত হইবেন। এই সময়ে প্রধান যাজক ও শাস্ত্রাধ্যাপকগণ এবং প্রাচীনবর্গ কায়াফা নামক সর্ব্ব প্রধান যাজকের বাটীতে সমবেত হইয়া যীশুর বধোপায় মন্ত্রণা করিল, কিন্তু প্রজাদিগের মধ্যে কলহ হওয়ার আশঙ্কায় পর্ব্ব সময়ে কার্য্য সমাধা করিতে বিরত হইল। বেথানি নামক গ্রামে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত সাইমনের গৃহে যীশুর অবস্থিতি সময়ে এক দিবস এক জন স্ত্রীলোক স্বচ্ছ শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে বহুমূল্য সুগন্ধি তৈল লইয়া আহার করিবার সময়ে তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিল। তদ্দর্শনে তাঁহার শিষ্যগণ বিরক্ত হইয়া বলিল কেন এরূপ অপব্যয় করিলে। ইহা বিক্রয় করিলে তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক দরিদ্রদিগকে সাহায্য করা যাইত। তচ্ছ্রবণে যীশু বলিলেন কেন, সেত সৎকার্য্যই করিয়াছে? কারণ দরিদ্র ব্যক্তিগণ তোমাদিগের সহিত সতত থাকে কিন্তু আমি সতত থাকি না। বস্তুতঃ আমার দেহোপরি এই সুগন্ধি তৈল ঢালিয়া দেওয়াতে সে আমার সমাধির উপযোগী কার্য্য করিল। আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে সংসারের মধ্যে যে কোন স্থানে এই সুসমাচার প্রচারিত হইবে সেই স্থানেই উহার স্মরণার্থ এই কার্য্যের কথাও প্রকাশ করিতে হইবে। এই সময়ে তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে ইস্কায়ারিয়ট্‌ নিবাসী যুডাস্‌ নামক এক ব্যক্তি প্রধান যাজকদিগের নিকট

হইতে ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া যীশুকে ধৃত করিবার সুযোগান্বেষণ করিতেছিল।

অনন্তর নিস্তার পর্ব্বের প্রথম দিবসে শিষ্যগণ যীশুর নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল আপনার নিমিত্ত কোথায় নিস্তার পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিব? তিনি বলিলেন তোমরা নগরে অমুক ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া বল যে, গুরু কহিতেছেন আমার কাল সন্নিকট, আমি শিষ্যগণের সহিত তোমার গৃহে নিস্তার পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিব। পরে শিষ্যগণ যীশুর আদেশানুসারে কার্য্য করিয়া নিস্তার পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিল। সন্ধ্যা হইলে তিনি দ্বাদশ শিষ্যের সহিত ভোজে বসিলেন এবং বলিলেন তোমাদিগের মধ্যে এক জন আমাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিবে। তখন সকলেই অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহাকে বলিতে লাগিল প্রভো, সে কি আমি? পরে যখন যুডাস্ বলিল গুরো, সে কি আমি? তিনি বলিলেন তাহাত তুমিই প্রকাশ করিলে। ভোজন সময়ে যীশু রুটি লইয়া আশীর্ব্বাদ করত ভঙ্গ করিলেন এবং শিষ্যদিগকে দিয়া বলিলেন, ভোজন কর, ইহা আমার শরীর; এবং পান পাত্র লইয়া ধন্যবাদ করত তাহাদিগকে দিয়া বলিলেন পান কর, ইহা আমার রক্ত, ইহাতে সকলেরই পাপমোচন হইবে। পরে তাঁহারা স্তোত্র সমাপন করিয়া আলিভ্ পর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, অদ্য রাত্রে আমি তোমাদিগের বিঘ্নস্বরূপ হইব, কারণ লেখা আছে "আমি পালরক্ষককে আঘাত করিব এবং পালস্থ মেষগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে।" কিন্তু আমার পুনরুত্থান হইলে পর আমি তোমাদিগের অগ্রে গালীলে গমন করিব। পিটার বলিলেন, আপনি সকলের বিঘ্নস্বরূপ হইলেও আমি আপনাতে বিঘ্ন পাইব না। কিন্তু যীশু তাহাকে বলিলেন যে, আমি সত্য করিয়া তোমাকে বলিতেছি যে এই রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই (মোরগ ডাকের পূর্ব্বেই) তুমি তিন-বার আমাকে অস্বীকার করিবা। পিটার এবং সকল শিষ্যগণ বলিলেন যে, যদি আপনার সহিত মরিতেও হয় তথাপি কোন ক্রমে আপনাকে অস্বীকার করিব না। পরে যীশু প্রার্থনা করিয়া আসিয়া শিষ্যদিগের নিকট আগমন করত তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি নিতান্তই নিশ্চিন্ত

হইয়া বিশ্রাম করিবা? দেখ সময় উপস্থিত, মনুষ্যপুত্র পাপীদিগের হস্তে সমর্পিত হইতেছেন। উঠ এখনই প্রস্থান করি, ঐ দেখ যে ব্যক্তি আমাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে সে নিকটস্থ।' এই সময়ে দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে যুডাস্ নামক এক জন শিষ্য প্রধান যাজক এবং প্রাচীনবর্গ প্রেরিত অসি ও যষ্টিধারি বহুসংখ্যক লোককে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। উক্ত শিষ্যের সহিত তাহাদিগের এরূপ স্থির ছিল যে সে যাহাকে আলিঙ্গন করিবে তাহারা তাহাকেই আবদ্ধ করিবে। যুডাস্ এই কথাক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া 'গুরোপ্রণাম' এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবামাত্র সকলে তাঁহাকে ধরিল। এই সময়ে যীশুর সঙ্গিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি হস্ত বিস্তার করিয়া অসি নিস্কোষ করত সর্ব্ব প্রধান যাজকের এক জন দাসকে আঘাত করিয়া তাহার এক কর্ণ ছেদন করিল। তখন যীশু তাহাকে বলিলেন, তোমার হস্তস্থিত অসি পুনরায় যথাস্থানে রক্ষা কর কারণ যে সমস্ত লোক অসি ধারণ করে তাহারা অসি দ্বারা বিনষ্ট হইবে। যদি আমার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমি এখনই আমার স্বর্গস্থপিতার নিকট নিবেদন করিবামাত্র তিনি দ্বাদশ বাহিনী অপেক্ষা অধিক স্বর্গীয় দূত আমার নিকট প্রেরণ করিবেন ইহা কি তোমার অসম্ভব বোধ হয়? কিন্তু তাহা করিলে 'এরূপ ঘটনা আবশ্যক' এই শাস্ত্রোক্তি কিরূপে সিদ্ধ হয়?

সর্ব্বপ্রধান যাজক বলিলেন, আমি তোমাকে চৈতন্যময় ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি তুমি স্পষ্ট করিয়া বল, তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট? তখন যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই ত তাহা বলিলে, কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ইহার পরে তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমী ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘারূঢ় হইয়া আগমন করিতে দেখিবা। তখন সর্ব্বপ্রধান যাজক আপন পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া বলিলেন, এ ব্যক্তি ঈশ্বরের নিন্দা করিল, আর সাক্ষীতে আমাদিগের কি প্রয়োজন? দেখ তোমরা এইক্ষণে ইহার মুখে ঈশ্বরনিন্দা শ্রবণ করিলে অতএব তোমাদিগের বিবেচনায় কি করা কর্ত্তব্য? তাহারা সকলে বলিল এব্যক্তি অবশ্য প্রাণদণ্ডের যোগ্য। অনন্তর কতকগুলি লোক তাঁহার মুখে থুথু

দিল এবং মুষ্ট্যাঘাত করিল এবং আর কতকগুলি তাঁহাকে প্রহার করিয়া বলিল, রে খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আমাদিগকে বল্ কে তোকে প্রহার করিল? ইতি মধ্যে এক দাসী বহিঃস্থ প্রাঙ্গণোপবিষ্ট পিটরের নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমিও গালীল্ দেশস্থ যীশুর সহিত ছিলে? কিন্তু পিটর সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না। পরে যখন পিটর বহির্দ্বারের নিকট গমন করিলেন তখন আর এক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া সে স্থানের লোক-দিগকে বলিল, এ ব্যক্তি ত সেই নেজারেথ দেশীয় যীশুর সহিত ছিল। কিন্তু তিনি দিব্য করিয়া পুনরায় অস্বীকার করত বলিলেন যে, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না। তাহার কিছু ক্ষণ পরে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণ পিটরের নিকট আগমন করিয়া বলিল তোমার ভাষাই পরিচয় দিতেছে যে তুমিও তাহাদিগের এক ব্যক্তি। তখন তিনি শপথ করিয়া বলিলেন যে, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না এবং তৎক্ষণাৎই এদিকে মোরগ ডাকিয়া উঠিল শুনিয়া যীশু কথিত 'রাত্রি প্রভাত হইবার (মোরগ ডাকিবার) পূর্ব্বেই তুমি আমাকে তিন বার অস্বীকার করিবা' এই বাক্য স্মরণ হওয়াতে তিনি বহির্ভাগে গমন করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অতঃপর প্রভাত হইলে প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গ একত্র সমবেত হইয়া যীশুর বধোপায় স্থির করত তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রোমিয় বিচার-পতি পাইলেটের হস্তে সমর্পণ করিল। তখন তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া তাঁহাকে শত্রু হস্তে সমর্পণকারী যুডাস্ অনুতাপ করত প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গের নিকট ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, এই নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে শত্রু হস্তগত করাতে আমি মহাপাপ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা বলিল, তাহাতে আমাদিগের কি? তুমিই তাহা বিবেচনা কর। তখন তিনি ঐ মুদ্রা সকল মন্দির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করত গলদেশে রজ্জু সংলগ্ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে প্রধান যাজকগণ সেই সকল মুদ্রা লইয়া বলিল, ইহা ভাণ্ডারে রাখা কর্ত্তব্য নহে কারণ ইহা রক্তের মূল্য। অবশেষে মন্ত্রণা দ্বারা স্থির করিয়া বিদেশীয় ব্যক্তিগণের সমাধি কার্য্য নির্ব্বাহার্থ তদ্দ্বারা কুম্ভকারের ক্ষেত্র

ক্রয় করিল এবং তজ্জন্য অদ্যাপিও সেই ক্ষেত্রকে রক্তক্ষেত্র বলে। যীশু দেশাধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি য়িহুদীয়দিগের রাজা? যীশু তাহাকে বলিলেন, তুমিই ত তাহা প্রকাশ করিলে? কিন্তু প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গ তাঁহার উপরে দোষারোপ করিলে তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না। তাহাতে পাইলেট তাঁহাকে বলিলেন, ইহারা তোমার বিরুদ্ধে কত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে তাহা কি তুমি শুনিতেছ না? তথাপিও যীশু তাহার এক কথারও উত্তর করিলেন না দেখিয়া বিচারপতি অত্যন্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন? তাঁহার একটী রীতি ছিল যে সেই পর্ব্বে তিনি জনসমূহের অনুরোধে তাহাদের বাঞ্ছিত এক জন অপরাধীকে মুক্ত করিতেন। সেই সময়ে বারব্বা নামে তাহাদিগের এক জন প্রসিদ্ধ অপরাধী ছিল। পরে লোকসমূহ একত্র সমবেত হইলে পাইলেট তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমার নিকট কাহার মুক্তি প্রার্থনা কর? বারব্বার অথবা খ্রীষ্ট নামে বিখ্যাত যীশুর? তাঁহার এরূপ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই যে, সকলে যীশুকে ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়াছিল তাহা তিনি জানিয়াছিলেন এবং ভাবিলেন যদি ইহাতে সকলে তাঁহার মুক্তি প্রার্থনা করে। পরে তিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রতি কিছুই করিও না কারণ তাঁহার নিমিত্ত অদ্য স্বপ্নে আমি অত্যন্ত কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু প্রধান যাজকগণ এবং প্রাচীন-বর্গ বারব্বার মুক্তি ও যীশুর বধ প্রার্থনা করিতে সমাগত লোকদিগকে পরামর্শ প্রদান করিল। পরে বিচারপতি তাহাদিগের মত জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বারব্বার মুক্তি প্রার্থনা করিল। পাইলেট আপনার চেষ্টা বিফল দেখিয়া হস্তে জল গ্রহণ করত লোকারণ্যের সাক্ষাতে হস্ত প্রক্ষালন করত বলিলেন, এই ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রাণনাশে আমি নির্দ্দোষী। তচ্ছ্রবণে বিচারপতি তাহাদিগের ইচ্ছামত বারব্বাকে মুক্ত করিলেন এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশারোহণার্থ সমর্পণ করিলেন। পরে পাইলেটের সৈন্য-গণ যীশুকে রাজবাটীর অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকটে সমুদায় সৈন্য দল একত্র করিল। পরে তাঁহার নিজ বস্ত্র উন্মোচন করত তাঁহাকে এক-

খানি লোহিত বর্ণ রাজ বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহার মস্তকে একটি কণ্টকের মুকুট এবং হস্তে এক গাছি নল প্রদান করিল এবং তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া 'হে যিহূদীরাজ নমস্কার' বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। পরে সকলে তাঁহার গাত্রে থুথু নিক্ষেপ করিতে করিতে সেই নল দ্বারা তাঁহার মস্তকে প্রহার করিতে লাগিল। পরে উক্ত বস্ত্র উন্মোচন করত পুনরায় তাঁহার নিজবস্ত্র পরিধান করাইয়া ক্রুশে আরোপণ করিতে লইয়া গেল। পরে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে আরোপণ করিয়া তাঁহার পরিচ্ছদ আপনারা বিভাগ করিয়া লইল এবং সেই স্থানে উপবেশন করিয়া তাঁহার প্রহরীর কার্য্য সমাধা করিল এবং তাঁহার মস্তকোপরি 'এই যিহূদীদিগের রাজা যীশু' এই কথা লিখিয়া লাগাইয়া দিল তখন যীশু অশ্রুপূর্ণ লোচনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন "হে পিতঃ, এই সকল লোককে তুমি ক্ষমা কর; কারণ তাহারা যে কি করিতেছে, তাহার কিছুই জানিতেছে না।" তৎকালে তাঁহার বাম ও দক্ষিণ দিকে দুইজন দস্যু তাঁহার সহিত ক্রুশে আরোপিত হইল। পরে যীশু উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরকে ডাকিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎক্ষণাৎ মহাপ্রলয় কালের ন্যায় প্রাসাদ ও শৈল প্রভৃতি দ্বিখণ্ড হইল, ভূমিকম্প হইতে লাগিল, সমাধিসমূহ উন্মুক্ত হইলে তন্মধ্য হইতে বহু সংখ্যক পবিত্র লোকের সুপ্ত দেহ জাগরিত হইয়া জেরুশালেমে গমন করিল। ধরণী পৃষ্ঠে এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ঘটনা দৃষ্টে যীশুর প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত শতপতিও তাহার সঙ্গীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল সত্য সত্যই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। পরে সন্ধ্যা হইলে এরিমাথিয়া নগরনিবাসী যোসেফ্ নামক যীশুর এক জন ধনী শিষ্য তথায় গমন করত পাইলেটের আজ্ঞানুসারে যীশুর দেহ লইয়া একখানি পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত শৈলোপরি নির্ম্মিত তাহার একটি নূতন সমাধি মধ্যে রাখিয়া প্রস্তর দ্বারা তাহার দ্বার বন্ধ করিল। পাইলেট যাজকদিগকে বলিলেন, তোমাদিগের প্রহরীবর্গের দ্বারা যথাসাধ্য ঐ সমাধি স্থান রক্ষা করাও? পরে সকলে সমাধিস্থানে গমন করত উপরিস্থ প্রস্তরখণ্ডে মুদ্রাঙ্ক দিয়া প্রহরিগণ সহ তাহা রক্ষা করিতে লাগিল। পরে বিশ্রাম বারের অবসানানন্তর রাত্রি প্রভাত ও সপ্তাহের প্রথম দিবসের আরম্ভ হইলে মেরি

ম্যাগ্‌ডেলিন্‌ ও অন্যান্য মেরি নাম্নী স্ত্রীলোকগণ তাঁহার সমাধি দর্শন করিতে গেল। কিন্তু তৎকালে ভয়ানক ভূমিকম্প হইতে২প্রভুর দূত স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া তথায় উপস্থিত হওনানন্তর উক্ত প্রস্তরখণ্ড অপনয়ন করত তদুপরি উপবেশন করিলেন। তাঁহার বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতি এবং বরফের ন্যায় শুভ্র বস্ত্র দর্শনে প্রহরিগণ ভীত হইয়া মৃতবৎ হইল। কিন্তু উক্ত দূত সেই স্ত্রীলোকদিগকে বলিলেন, তোমাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, কারণ আমি জানি তোমরা ক্রুশারোপিত যীশুর অন্বেষণ করিতেছ। কিন্তু তিনি এ স্থানে নাই, কারণ তাঁহার বাক্যানুযায়ী তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। আইস প্রভুর শয়ন স্থান দর্শন কর এবং শীঘ্র তাঁহার শিষ্যগণের নিকট গমন করত তাহাদিগকে বল, তিনি মৃত ব্যক্তি-গণের মধ্য হইতে উঠিলেন এবং তোমাদিগের অগ্রে গালীলে যাইতেছেন, সেই স্থানে তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবা। তাহারা তৎবাক্য শ্রবণে ভয় ও মহানন্দ বশতঃ শীঘ্র সমাধি স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে সংবাদ দিতে যাইতেছে ইতিমধ্যে যীশু তাহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন তোমাদিগের মঙ্গল হউক; তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা তাঁহার চরণ ধরিয়া ভজনা করিল এবং তিনি তাহাদিগকে বলিলেন কিছু শঙ্কা করিও না, শীঘ্র গমন করিয়া আমার ভ্রাতাদিগকে সংবাদ দিয়া গালীলে যাইতে বল, তথায় তাহারা আমার দর্শন পাইবে।

ইতিমধ্যে উক্ত প্রহরিগণের কেহ কেহ নগরে উপস্থিত হইয়া প্রধান যাজকদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তখন তাহারা প্রাচীনবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত সেনাগণকে প্রচুর অর্থ দান করত বলিল, 'তোমরা প্রচার কর যে আমাদিগের নিদ্রাগত অবস্থায় তাহার শিষ্যগণ আসিয়া রাত্রিকালে তাহাকে চুরি করিয়াছে।' আমরা যদি বিচারপতির সাক্ষাতে এই কথা শুনিতে পাই তাহা হইলে আমরাই তাঁহাকে বুঝাইয়া তোমা-দিগের আশঙ্কা দূর করিব। তখন তাহারা মুদ্রা লইয়া উক্ত শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিল। তাহাতে অদ্যাপি য়িহুদীদিগের মধ্যে এই জনরব ব্যাপিয়া রহিয়াছে। পরে একাদশ শিষ্য গালীলে গমন করত যীশুর নিরূপিত পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া ভজনা করিল এবং কেহ কেহ সন্দেহও

করিল। তখন যীশু তাহাদিগের নিকট আসিয়া কথোপকথন করত বলিলেন, স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা যাইয়া যাবতীয় জাতিকে শিষ্য কর, পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে অবগাহিত কর এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি তাহা সকলি পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও। আমি যুগান্ত পর্য্যন্ত তোমাদিগের সহিত রহিলাম। স্বস্তি!

ডেভিডের ধর্ম্মগীত।

যে ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শে না থাকিয়া এবং পাপীদিগের পরামর্শে না চলিয়া কেবল একমাত্র পরমেশ্বরের শাস্ত্রে আনন্দ করে ও দিবারাত্রি তাঁহার শাস্ত্র ধ্যান করে সেই ধন্য। হে পরমেশ্বর, অনেক লোকে বলে যে তোমা হইতে লোকের বৈরী ও বিপক্ষের নাশ হইবে না কিন্তু হে প্রভো, তুমিই জগতের রক্ষাকর্ত্তা ও উন্নতিবিধাতা। নাথ, গাত্রোত্থান করিয়া সকলের পরিত্রাণ কর।

হে জনগণ, তোমরা আর কত কাল অনর্থক ক্রিয়াসমূহের বশীভূত হইয়া মিথ্যা চেষ্টা করিবে? ইহা তোমাদিগের বিশেষরূপে জানা উচিত যে পরমেশ্বর তাঁহার নিমিত্ত সজ্জনকেই মনোনীত করেন। আমি যখন প্রার্থনা করি পরমেশ্বর তখন তাহা শ্রবণ করেন। হে পরমেশ্বর, কেন তুমি দূরে অবস্থিতি কর? দুর্দ্দশার সময় কেন লুক্কায়িত থাক? দুঃখী ব্যক্তিগণ দুষ্টদিগের গর্ব্বিত বাক্যে দগ্ধ হয় এবং তাহাদিগের কল্পিত ছলনায় পতিত হইয়া অধিকতর দুঃখভোগ করে, প্রভো, দয়া প্রকাশ কর, দরিদ্রদিগকে চরণে আশ্রয় দান কর। নাথ, তুমি পিতৃহীনের পিতা ও দরিদ্রের আশ্রয়।

হে ঈশ্বর, আর কত কাল আমাকে বিস্মৃত থাকিবে? কত কাল আমা হইতে আপন বদন লুক্কায়িত রাখিবে? আর কত কাল বিষণ্ণান্তঃকরণে তোমাকে মনে মনে চিন্তা করিব? মর্ত্তভূমে তোমার ভক্ত মাত্রেই আমার আদরণীয় ও সন্তোষের পাত্র। তোমার নামে মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। হে ঈশ্বর, আকাশ তোমার মহিমা বর্ণন করিতেছে এবং গগন-

মণ্ডল তোমার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য কৌশল প্রকাশ করিতেছে। যদিও তাহাদিগের কোন প্রকার ভাষা, বাক্য অথবা স্বর নাই তথাচ সর্ব্বদেশ হইতে তাহাদিগের স্বর শুনা যায় এবং তাহাদিগের বক্তৃতায় সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইতেছে। হে ঈশ্বর, আমাকে সত্য পথে লইয়া যাও এবং অধর্ম্মে আমাকে রত করিও না। পৃথিবীতে তোমার অস্তিত্ব দর্শন করিতে শক্তি প্রদান কর। প্রভো আমার দেহ মন পরিষ্কার কর। নাথ, ধন্য ধন্য তুমি তোমার আজ্ঞায় দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, বৎসর ইত্যাদি কালের প্রবাহ চলিতেছে, জীবন স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, গ্রহ নক্ষত্র ছুটাছুটি করিতেছে এবং ব্রহ্মাণ্ড ঘূর্ণিত হইতেছে।

হে পুণ্যাত্মা সকল তোমরা তাঁহার নাম গান কর ও তাঁহার পবিত্রতা স্মরণ করিয়া প্রশংসা কর, এবং সকলে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করত আনন্দ করিতে থাক। তিনি তোমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা, পরিত্রাতা ও আশ্রয় দাতা। তাঁহার নিকট আশ্রয় লইলে তোমাদিগের কোন প্রকার বিপদ হইবে না। অতএব আপনাপন পাপ স্বীকার করত সকলে তাঁহার শ্রীচরণে শরণ লও এবং সর্ব্বদা তাঁহাতে মনোনিবেশ কর। তিনি দুঃখীদিগের দুঃখ মোচন করিয়া শান্তি প্রদান করেন। তিনি মহান্ এবং তাঁহার ক্ষমতা অসীম। সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে, জলে, জঙ্গলে, পাহাড়ে যিনি যেখানে যে অবস্থায় থাকেন সেখানেই তাঁহার গুণগান করিবেন। যাহার বাক্‌শক্তি আছে তাহারই ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করা উচিত। "

মহম্মদীয় ভাগবত।



অবদুল্লার ঔরসে এমিনার গর্ভে মহম্মদের জন্ম হয়। অবদুল্লা যখন বিদেশে মৃত্যুমুখে পতিত হন গৃহে মহম্মদ তখন গর্ভস্থ। মক্কার পূর্ব্ব-ভাগস্থ আবু কোরি পর্ব্বতমালার পাদদেশে বিধবা এমিনার পর্ণকুটির। ভুবনবিখ্যাত মহাবীর মহম্মদ ৫৭০ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে এমিনার এই পর্ণকুটীরে ভূমিষ্ঠ হয়েন। আবদুল্লার পিতা অতি বৃদ্ধ, আবদুল মুতালিব্ সদ্যোজাত পৌত্রকে লইয়া উপাসনাগৃহে গমন করিলেন এবং বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া "এই শিশু মহম্মদ নামে খ্যাত হইবে" এই বলিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে মহম্মদ অল্পকাল মধ্যেই প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইবার নিমিত্ত মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া প্রতিপালিকা হালিমার সহিত দূরে অপর পার্ব্বত্যদেশে বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে মহম্মদ বিশুদ্ধ আরব কথা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বাদশবর্ষবয়ক্রম কালে মহম্মদ স্বদেশ ছাড়িয়া উত্তরাভিমুখে বিদেশ ভ্রমণে যাত্রা করেন। দেশ বিদেশের নব নব ভাব দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় দিন দিন নূতন নূতন উৎসাহের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই প্রথম ভ্রমণ কালে এক দিন মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্যের উত্তাপে মহম্মদ অতীব তাপিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমাতে স্বর্গীয় দূত আসিয়া ছায়া দানে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। ২০ বৎসর পরে মহম্মদ মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এবং পুনরায় হালিমার নিকট গমন করিয়া রোগাক্রান্ত হওয়াতে আবার ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চমবর্ষ মাতৃক্রোড়ে অতিবাহিত করেন। পর বৎসর তিনি মদিনায় গমন করিয়া তাঁহার পিতার সমাধিস্থান দর্শন করেন। মাতার মৃত্যুর পর মহম্মদ মক্কায় আসিয়া আবদুল মুতালিবের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। আবদুল মুতালিব অতিবিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রধান লোক ছিলেন। তিনি পৌত্র মহম্মদকে সতত ধর্ম্মালোচনার মধ্যে রাখিতেন, সুতরাং দিন দিন দেখিয়া শুনিয়া মহম্মদের ধর্ম্মোৎসাহ অতীব প্রবল হইয়া উঠিল। এই সময়ে তিনি মক্কার দক্ষিণ প্রাঙ্গণে

গিরি উপত্যকায় মেষ পাল চরাইতেন এবং এই সময়েই তিনি শক্র সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরে খাদিজাকে বিবাহ করিয়া তিনি তাহার অর্থে বিশেষ ধনশালী হয়েন। তাঁহাপেক্ষা খাদিজার বয়ক্রম অধিক ছিল। খাদিজার গর্ভে মহম্মদের কাশিম ও আবদুল্লা নামে দুই পুত্র ও ছিনাব, রোকিয়া, অমকোলথম্ ও ফতিমা নামে চারি কন্যা হয়। • খাদিজার পতিভক্তি অতুলনীয় ছিল। মহম্মদ এক মাত্র খদিজার নিকটেই সর্ব্বপ্রকার মনোভাব প্রকাশ করিয়া সুখী হইতেন। যখন সকলেই তাঁহাকে প্রতারক বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল তখন পতিরতা খাদিজাই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন।

যদিও মহম্মদ এখনও ব্যবসায়ীদিগের সহিত সতত অবস্থিতি করিতেন ও দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেন তথাপি ধর্ম্মচিন্তাই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়াছিল। পতিরতা খাদিজাকে সঙ্গে লইয়া তিনি সর্ব্বদাই সুরম্য হীরা পর্ব্বতের গহ্বরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে গমন করিতেন। এই সময়ে খাদিজার স্বামীর উপাসনা কালে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা বিকৃত ভাব ও অমানুষিক অবস্থা দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেন। তৎপ্রদেশে খৃষ্টানদিগের মেরির পূজা দেখিয়াও অন্যান্য স্থানে পুত্তলিকার পূজা দর্শন করিয়া বীর মহম্মদ, পুত্তলিকা ঈশ্বরের স্থানীয় হইতে পারে না, এই বিশ্বাসে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এক সময়ে তিনি মানসিক চিন্তায় এত দূর ক্লেশানুভব করিয়াছিলেন যে খবির পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে গিয়াছিলেন, এমন সময়ে দৈববাণী হওয়াতে তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন। "ঈশ্বরের অব্যবহিত পরেই মহম্মদ" এই বিশ্বাস যখন সমস্ত লোকের অন্তঃকরণে জাগরিত হইয়াছিল, তখনও ধর্ম্মবীর মহম্মদ নম্রতা, বিনয় ও সদাচারের সহিত সামান্য ভাবে বাস করিয়া সামান্য অশন বসনেই পরিতুষ্ট ছিলেন। তিনি লোকের দ্বারা এতদূর উৎপীড়িত হইয়াছিলেন যে তাহার অনেক আত্মীয় ও শিষ্যগণের সমুদ্র পারে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে একদা তিনি হীরা পর্ব্বত গুহায় অবস্থিতি করিতেছেন এইরূপ সময়ে বহু দূরে এক নৈসর্গিক মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ঐ মূর্ত্তি ক্রমে

নিকটবর্ত্তী হইয়া একখানি লিখিত বস্ত্রখণ্ড মহম্মদকে পাঠ করিতে দিলেন। মহম্মদ তাহা পাঠ করিতে পারিলেন না। তৎপরে ঐ স্বর্গীয় মূর্ত্তি তাঁহার নিকট উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "যিনি সমস্ত বস্তু সৃজন করিয়াছেন, যিনি লেখনী সৃজন করিয়াছেন ও অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান করেন তাঁহারই নামে ইহা পাঠ কর।" স্বর্গীয় বার্ত্তা এই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার মনোমধ্যে অঙ্কিত হইয়া রহিল। কিন্তু পুনরায় তদ্বিষয়ে মহম্মদের সন্দেহ উপস্থিত হইলে আর এক দিন স্বর্গীয়বাণী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল "ও মহম্মদ, তুমি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রেরিত" যে মুহূর্ত্তে এই সংবাদ উপস্থিত হইল মহম্মদ উন্মাদের ন্যায় ইহা প্রাণাধিকা খাদিজার নিকট প্রকাশ করিতে ছুটিয়া চলিলেন। পুনরায় আর এক বার তিনি স্বর্গীয়বাণী শ্রবণ করেন "হে মহম্মদ, গাত্রোত্থান কর, নীচ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আপন বস্ত্র পরিষ্কার ও পবিত্র কর, ঈশ্বরের নাম প্রচার কর।" তাহার পরেই তিনি মক্কার দৃঢ় সংস্থাপিত পৌত্তলিকতায় আঘাত করিয়া শত্রুজালে পরিবেষ্টিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যেরা শত্রুগণ কর্ত্তৃক কখনও আহত, কখনও শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কখনও কারাগারে নীত হইতে লাগিল। ক্রমে মহম্মদ প্রচার কার্য্যের পঞ্চম বর্ষ অন্তে স্বীয় শরীরে শত্রুকর্ত্তৃক নানা বিধ পীড়ন সহ্য করিতে লাগিলেনে। শিষ্যদিগকে শত্রুপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে দেশ পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। এই সময়ে একাদশ ব্যক্তি স্বদেশ ছাড়িয়া আবিসিনিয়া দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্রমে তথাকার বহুতর লোক মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইল।

মহম্মদ যখন শত্রুগণ কর্ত্তৃক ভয়ানকরূপে প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন তখন হামজা ও ওমার নামে দুই প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি সিংহ বিক্রমে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহম্মদের ৪৭ বৎসর বয়ক্রম কালে তাঁহার প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণী খাদিজার মৃত্যু হয়। মৃত্যু কালে মহম্মদ সসম্মানে খাদিজার নাম সম্পূর্ণা নারীগণের নামের মধ্যে লিখিয়াছিলেন। ধর্ম্মজ্ঞানে সম্পূর্ণা নারী ৪ জন মাত্র ছিলেন, ফারার স্ত্রী আমিয়া, যীশু খ্রীষ্টের মাতা মেরি, খাদিজা ও মহম্মদের কন্যা আলির স্ত্রী ফাতিমা। খাদিজার মৃত্যুর

পরে যদিও তিনি ছোয়াদা ও আয়েসার পাণিগ্রহণ করিয়া একটু স্থির হইয়াছিলেন, কিন্তু শত্রুগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। ৫০ বৎসর বয়ক্রম কালে তিনি চারিদিকে হতাশ হইয়া বিষয়চিন্তায় ব্যথিত হইয়াছিলেন, আর যে কিছু করিতে পারিবেন এরূপ আশাও ছিল না। কিছু দিন যায়, মহম্মদ কোন উপায়ই পাইতেছেন না, সহসা ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্যের পুনরুদয় হইল। মহম্মদ পুনরায় মদিনায় আসিয়া অচিরাৎ বহু শিষ্যে পরিবৃত হইলেন। নানা যুদ্ধে, বহু আয়াসে ও বহু ক্লেশের পর মহম্মদ দিন দিন ক্লান্ত হইতে লাগিলেন। চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া তিনি শান্তি হারাইয়াছিলেন। ৬২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন, রাত্রিতে নিদ্রা হইত না, সমস্ত রাত্রি কেবল প্রার্থনা করিতেন। ৭।৮ দিবস প্রবল জ্বরের পরে এক দিন উপাসনালয়ে সকলের সহিত মিলিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন ও পরে পত্নী আয়েসার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে এক দিন আয়েসার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ধর্ম্মবীর মহম্মদ শয়ন করিয়া আছেন, নীরবে চক্ষে ধারা বহিতেছে, আয়েসা নানাবিধ প্রকারে সেবা করিতেছেন, ইতিমধ্যে তিনি করুণ স্বরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল ক্ষণে ক্ষণে "স্বর্গ অনন্ত!" "ক্ষমা ক্ষমা!" "পুন্যাত্মারা স্বর্গে বাস করেন!" ইত্যাদি বলিয়া উঠিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে প্রশান্ত নয়নযুগল স্থির হইয়া আসিল, মহাবীর মহম্মদ ধূলার সংসার পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত ধামে প্রস্থান করিলেন।

মহম্মদের উপদেশ।

আপনার যাহাতে ক্ষতি সাধারণ মনুষ্য তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছে। কেবল ধার্ম্মিকেরাই মাত্র বিশ্বাসী অন্তঃকরণে ন্যায় পথে থাকিয়া সত্যের সাক্ষ্য দান করেন ও পরস্পর দৃঢ়ব্রতে ব্রতী হয়েন।

মনুষ্য দ্বারা নির্ম্মিত কোন পদার্থই ঈশ্বরের স্থানীয় হইতে পারে না।

দয়াময় তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, স্বর্গ, মর্ত্ত, তন্মধ্যাস্থত এবং তদবস্থিত সমুদায়ই তাঁহাতে রহিয়াছে।

অবিশ্বাসীদিগের প্রতি অস্ত্র ধারণের অনুমতি আছে, কারণ বিশ্বাসিগণ "ঈশ্বর আমাদিগের" প্রভু এই কথা মাত্র বলায় অবিশ্বাসীরা তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল।

মনুষ্য আপন গুণের দ্বারা কখন স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না, একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাতেই স্বর্গলাভ হইবে।

যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, কোরাণ তাঁহাকেই জানাইবে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কেহই কিছু জানিতে পারিবেন না।

সুপথ ও কুপথ নামে দুইটি মহাপথ আছে। প্রথম পথে গমন করা গিরি আরোহণের ন্যায় দুঃসাধ্য। শেষ পথ অতি সহজ।

যে মূঢ় অর্থরাশি সঞ্চিত করিতে থাকে এবং অর্থেই তাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকে তাহার আর দুঃখের অন্ত নাই। অর্থ-সঞ্চয় করা মহাপাপ। সেই ব্যক্তি অলহোতমে অর্থাৎ পাপীর দণ্ডের নিমিত্ত পরমেশ্বর যে নরকাগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছেন তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে।

পাপিগণ অনন্ত দুঃখে নিপতিত হইবে, পুণ্যাত্মারা অনন্ত স্বর্গ ভোগ করিবেন।

শেষ বিচার দিনে পরমেশ্বর মনুষ্যের কর্ম্মানুরূপ পুরস্কার বা দণ্ড বিধান করিবেন। যদি কেহ সৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন, ঈশ্বর আপন সম্মুখে তাহাকে তাহার পুরস্কার দান করিবেন এবং যাহারা কুকর্ম্ম করিয়াছে তাহারা নরকাগ্নিতে পতিত হইয়া দগ্ধ হইবে।

প্রত্যেক মনুষ্যের ভাগ্য আমরা তাহার গলদেশে বান্ধিয়া দিয়াছি।

ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই। মহম্মদই ঈশ্বরের প্রেরিত ব্যক্তি।

না জানি কখন ঈশ্বরের কঠোর শাস্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই সময়ে তাঁহার নিকট হইতে যে বিধি প্রেরিত হইয়াছে তাহা পালন কর।

ঈশ্বর ইচ্ছানুসারে কখন এক জনকে ভ্রমে পতিত করেন, কখন এক জনকে সুপথ দেখাইয়া দেন।

যাঁহাদের সৎকর্ম্ম অধিক তাঁহারা আনন্দ জীবন লাভ করিবেন।

যখন আকাশ ফাঁক হইয়া যাইবে, নক্ষত্রগণ চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে, সমস্ত সমুদ্রজল মিলিত হইবে, যখন সমাধিস্থান সকল মৃত্তিকা গহ্বর হইতে ঊর্দ্ধ মুখে উত্থিত হইবে, তখন প্রতি আত্মা গণিতে পারিবে সে কি বা করিয়াছে কি বা বিস্মৃত হইয়াছে। রে নির্ব্বোধ মনুষ্য, যিনি তোরে সৃজন করিয়াছেন, যিনি তোর যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়াছেন, সেই অনন্ত দয়াসাগর পরমেশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কিসে তোরে প্রলোভিত করিয়াছে?

আমরা অসন্তুষ্ট হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকে কোরাণ প্রদান করি নাই, কিন্তু যিনি ঈশ্বরকে ভয় করেন তাঁহার পরামর্শের জন্যই ঈশ্বর কর্তৃক ইহা প্রদত্ত হইয়াছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কখনও প্রাণবিয়োগ হইবে না।

ঈশ্বরের পুত্র হয় নাই। ঈশ্বরের সহিত অন্য কোন ঈশ্বরও অবস্থিতি করেন না। সকলে বলে ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছে। হে ঈশ্বর, তুমি এ ভ্রম দূর কর।

পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় দিকেই ঈশ্বরের অধিকার, যে দিকেই প্রার্থনা করিতে ফিরিবে সেই দিকেই তিনি দেখিতেছেন।

তোমরা শেষ বিচারকে মিথ্যা ভাবিতেছ, কিন্তু ঈশ্বরের আদরণীয় যে সকল স্বর্গীয় দূতগণ চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন তাঁহারা তোমাদিগের সদসৎ সমস্ত কার্য্যই জানিয়া লিখিয়া রাখিতেছেন। ধার্ম্মিকেরা নিশ্চয়ই আনন্দধামে অবস্থিতি করিবেন, দুষ্টেরা নিশ্চয়ই বিচার দিনে নরকে নিপতিত হইয়া দগ্ধ হইবে, আর কখনও উঠিতে পারিবে না। সেই দিনে কোন আত্মাই কোন আত্মার সহায়তা করিতে পারিবে না, সেই দিবস ঈশ্বরের মহাশাসন প্রকাশ পাইবে।

বিচার দণ্ড শুনিয়া কেহ বলিবে, হায় হায়! ঈশ্বরের প্রতি আমার যে কর্তব্য তাহা আমি তাচ্ছল্য করিয়াছিলাম! অথবা বলিবে যদি ঈশ্বর আমাকে আজ্ঞা করিতেন তাহা হইলে আমি ধার্ম্মিক হইতাম। অথবা বলিবে যদি আমি আর এক বার জগতে ফিরিয়া যাইতে পারিতাম তাহা হইলে ধার্ম্মিক হইতাম। কিন্তু ঈশ্বর বলিবেন আমি ইতি পূর্ব্বেই ইঙ্গিতে

তোমাকে সকল বলিয়াছিলাম কিন্তু তুমি কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া অবিশ্বাসীদিগের দলে মিশিয়া গেলে।

অনুপম কৃপাময়, বিধাতা, বিচারকর্ত্তা, রাজরাজেশ্বর পরমেশ্বরের গুণ-কীর্ত্তন হউক। তাঁহাকেই আমরা ডাকি, তাঁহারই নিকট মাত্র আমরা সকল ভিক্ষা জানাই। হে ঈশ্বর, তোমার দয়াপ্রাপ্ত মহাপুরুষেরা যে পথে বিচরণ করেন আমাদিগকে সেই পথে লইয়া যাও, বিপথ হইতে রক্ষা কর।

জ্যোতির্ম্ময় দিবাভাগে ও অন্ধকার রজনীতে তোমার সৃজনকর্ত্তা প্রভু তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিয়া যান নাই, কিংবা তোমাকে ঘৃণাও করেন নাই। নিশ্চয়ই বর্ত্তমান জীবন অপেক্ষা তোমার ভবিষ্যৎ জীবন উৎকৃষ্ট হইবে এবং ঈশ্বরের নিকট সন্তোষকর পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। তুমি কি ঈশ্বরের ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় নিপতিত ছিলে না? তিনিই কি তোমাকে লালন পালন করেন নাই এবং তিনিই কি তোমাকে ভ্রমের অন্ধকারে পতিত দেখিয়া আলোকময় সত্যপথে লইয়া যান নাই?

যাহা কিছু নিন্দনীয় ও যাহা কিছু পাপ আছে তাহা হইতে রক্ষা করিবে কে? অবিশ্রান্ত প্রার্থনা।

কেহ বলে ঈশ্বরের কন্যা হইয়াছে। ঈশ্বরের নিকট ইহা কোন কথাই নহে। মক্কাবাসীরা মিথ্যা কল্পনা করিয়া বলে ঈশ্বর সন্তানোৎ-পাদন করিয়াছেন বাস্তবিক তাহারা মিথ্যাবাদী।

দুঃখে বিপদে অর্থেতেই বাঁচাইবে এই মূর্খতা যে মূঢ়েরা বিশ্বাস করিয়া ধন সঞ্চয় করে তাহাদের মূর্খতা ও পাপের সীমা নাই।

তোমরা কি চিন্তা কর? যে সকল প্রতিমূর্ত্তি তোমরা পূজা কর, ঈশ্বর ব্যতীত পৃথিবীর কোন অংশ তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে দেখাও?

ইহা নিশ্চয় জানিবে যে ঈশ্বরের নিকট উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করার কোন আবশ্যক নাই কারণ যাহা অত্যন্ত গোপনীয় তাহার সমস্তই তিনি অবগত আছেন।

বিচার দিন অস্বীকার করিবার আর কি কারণ আছে? পরমেশ্বর কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বান্ বিচারকর্ত্তা নহেন?

"তোমরা বল, ঈশ্বর একই ঈশ্বর, অনন্তকাল স্থায়ী। তিনি জন্ম দান করেন না, স্বয়ংও জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার ন্যায় কেহই নাই।" এই উপদেশ এতই মূল্যবান যে ইহা সমস্ত কোরাণের তিন অংশের একাংশের সহিত সমান বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

বন্দীকে মুক্ত কর, মাতৃপিতৃহীন শিশুকে রক্ষা কর, পীড়িতের শুশ্রূষা কর, দরিদ্রে দান কর ও সম্পূর্ণরূপে পৌত্তলিকতা ত্যাগ কর।

শেষ বিচার দিনে আমরা পথভ্রষ্ট পতঙ্গের ন্যায় হইব। বায়ুবিতাড়িত ছিন্ন ভিন্ন তূলার ন্যায় পর্ব্বত মালা উড়িয়া যাইবে।

কোরাণের যে বাক্য আমরা উঠাইয়া দিব, জানিও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা তদনুরূপ আর একটি বাক্য আমরা আনিয়া দিব। তোমরা কি জান না যে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও তিনি কোন বাক্য উঠাইতেও পারেন ও কোন বাক্য বসাইতেও পারেন।

যাহারা মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত ধন সংগ্রহে ও সন্তান উৎপাদনে প্রমত্ত থাকে, সেই নির্ব্বোধগণ যখন নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে তখনই তাহাদের দুর্ব্বুদ্ধি বুঝিতে পারিবে।

সকলেই বল "রে অবিশ্বাসীরা তোরা যাহার পূজা করিস আমরা তাহা কখনই পূজা করিব না, আর আমরা যাহা পূজা করি তোরাও তাহা পূজা করিবি না।"

ঈশ্বর অর্চনায় ক্রমাগত সুদৃঢ় থাকিতে হইলে বাস্তবিক অধিক রাত্রিতে উঠিয়া উপাসনা করাই বিশেষ ফলদায়ক, কারণ দিবসে লোকের অনেক কার্য্য।

ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস কর, তিন জন ঈশ্বর বলিও না, সে কথা মন হইতে দূর কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে। ঈশ্বর একই ঈশ্বর।

কোন কোন বিশেষ ধার্ম্মিক মুসলমান সমস্ত দিনে একবারও প্রার্থনা করেন না, কেহ বা দুই এক বার করিয়া থাকেন।

যাহারা টাকার সুদ বা লাভ অন্যায়রূপে গ্রহণ করে তাহারা নরকাগ্নিতে পতিত হইবে।

আমি যেই হই পরমেশ্বর উপাসনা রক্ষার জন্য ও যত দিন বাঁচিব দান করিবার জন্য আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন।

সূর্য্যাস্ত কালে প্রার্থনা কর এবং প্রভাত কালে প্রার্থনা কর। প্রভাতের প্রার্থনা স্বর্গীয় দেবগণ দর্শন করেন।

এমন এক সময় আসিবে যখন অবিশ্বাসীরা বলিবে "হায় আমরা কেন মুসলমান হইলাম না ?"

ভজনার জন্য মক্কায় যে মন্দির হইয়াছে তাহাই শ্রেষ্ঠ অতএব সকলেই মক্কাভিমুখী হও। যেখানেই থাক মক্কার দিকে দৃষ্টিপাত কর।

স্ত্রীলোকেরা রাত্রিতেই উপাসনা করিবে।

দেবতারা বলিলেন মেরি, ঈশ্বর বাস্তবিক তোমাকে সুসংবাদ পাঠাইয়াছেন, ঈশ্বরের বাক্য ফলিবে। তোমার সন্তানের নাম হইবে মেরি পুত্র যীশু খ্রীষ্ট। কিন্তু মেরি বলিলেন, হে প্রভো, আমি পুত্র লাভ করিব কিরূপে। আমি কোন পুরুষকে কখনও জানি না। একটী বৃক্ষের নিকটে মেরির প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। সকলে মেরিকে অপবাদ দেওয়ায় মেরি সদ্যোজাত শিশুকে তাহার উত্তর দিতে বলিলেন। শিশু যীশু বলিলেন, 'আমি ঈশ্বরের দাস' তিনি আমাকে ধর্ম্মপুস্তক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।' এই সেই যীশু খ্রীষ্ট, মেরির পুত্র, সত্য বাক্য, যাহার সম্বন্ধে লোকে সন্দেহ করে। ঈশ্বরের পুত্র হইবে ঈশ্বর তাহা ইচ্ছা করেন না। ঈশ্বর তাহা না করুন।

পথে, ঘাটে, মাঠে, গৃহে, কার্য্যালয়ে যেখানেই থাক এক পার্শ্বে বস্ত্র পাতিয়া পাদুকা খুলিয়া মক্কাভিমুখী হইয়া যথাসময়ে উপাসনা সম্পন্ন করিবে।

আমরা যদি অবিশ্বাসীদের মস্তকের উপর একটি স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দেই, তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে "আমাদিগের চক্ষু কেবল ঝলসিত হইতেছে।"

ন্যায্য বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধি কর। পরমেশ্বর বায়ু প্রেরণ করিয়াছেন তোমরা সমুদ্র যাত্রা করিয়া বাণিজ্য দ্বারা অর্থ বৃদ্ধি কর, ঈশ্বরের ধন্যবাদ দাও।

যত দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম এক ঈশ্বরে অর্পিত না হয় তত দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত পৌত্তলিকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। ধর্ম্ম যুদ্ধে যাহারা প্রাণত্যাগ করিবে নিশ্চয়ই তাহাদের পুরস্কার আছে। তাহারা স্বর্গলাভ করিবে সন্দেহ নাই।

যে ব্যক্তি ধনী তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করা ও যে বক্তি ব্যস্ত হইয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছে এবং বাস্তবিক ঈশ্বরকে ভয় করে তাহার প্রতি অবহেলা প্রকাশ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, দ্বিপ্রহরে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রির প্রথম ভাগে এই পাঁচ বার উপাসনা করিবে।

৯৯টী মালা গাথিয়া হস্তে রাখিবে ও "ঈশ্বর মহান, ঈশ্বর ধন্য" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে।

য়ীহুদীরা বলে, আমরা যথার্থই মেরির পুত্র যীশু খৃষ্টকে হত্যা করিয়াছি। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে মারে নাই কিংবা ক্রুশে বধ করে নাই, যীশুর ন্যায় অন্য এক জনকে বধ করা হয়। ঈশ্বর যীশুকে আপনার নিকটে লইয়াছিলেন। ঈশ্বর জ্ঞানপূর্ণ ও মহাশক্তিমান্।

প্রার্থনা ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ।

শেষ বিচারদিনে পাপীরা আশ্রয় অন্বেষণ করিবে এবং স্ত্রী পুত্র ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া পরিত্রাণ চাহিবে কিন্তু পাইবে না।

অঙ্গশুদ্ধিই প্রার্থানা দ্বার খুলবার চাবি। যখন শরীর অপবিত্র বোধ করিবে তখন হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া শুদ্ধ হইয়া প্রার্থনা করিবে।

যে পূজা ঈশ্বরকে দেওয়া উচিত তাহা কখনই যীশুকে দেওয়া উচিত নহে।

প্রার্থনাই স্বর্গদ্বার খুলিবার চাবি।

মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্মকে ইস্‌লাম বা মুসলমান ধর্ম্ম বলে। ইস্‌লাম অর্থে "ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ।"

যাহা প্রকাশিত হইল, সকলের আগে তুমি অস্বীকার করিও না, অল্পের লোভে পতিত হইয়া আমার বাক্য নষ্ট করিও না, ভ্রমের দ্বারা কখন সত্য আবরণ করিও না, এবং জানিয়া শুনিয়া কখন সত্য গোপন করিও না।

সকলে বিশ্বাস করুক আর না করুক যাহারা বিশেষ বিচার করিতে সক্ষম তাহারা কোরাণ বিশ্বাস করিয়াছে ও ইহাতে তাহাদের আপন ধর্ম্ম পুস্তকেরই পুনরায় দৃঢ়তা সংস্থাপন জানিয়া আনন্দিত হইয়াছে।

ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকাশিত সুস্পষ্ট প্রমাণ ও উপদেশ যাহারা গোপন করে, ঈশ্বর তাহাদিগকে অভিসম্পাত করেন (পাপীরাও তাহাদিগকে অভিসম্পাত করে) কেবল যাহারা অনুতাপ করে ও সত্য প্রকাশ করে, তাহারাই রক্ষা পায়, কারণ তাহাদিগকে ঈশ্বর ক্ষমা করেন, ঈশ্বর দয়া ও ক্ষমাতে পূর্ণ।

যাহারা আপন হাতে লিখিয়া বলে "ইহা ঈশ্বরের লেখা" এবং তদ্দ্বারা কিছু উপায় করে তাহাদিগকে ধিক্! তাহাদের লেখাতেও ধিক্, তাহাদের উপায়েও ধিক্।

সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিবে ও ধর্ম্মের এই পাঁচটী কার্য্য করিবে :—বিশ্বাস মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, হস্তপদাদি ধৌত করণানন্তর প্রার্থনা করিবে, উপবাস করিবে, দরিদ্রে দান করিবে ও তীর্থ ভ্রমণ করিবে।

ঈশ্বর বলিয়াছেন,—হে মহম্মদ, বিপক্ষের সহিত বিবাদ করিও না কিন্তু দুষ্ট লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আর সকলের সহিত সদ্ব্যবহার কর এবং বল যে "আমাদের নিকট ঈশ্বর কর্তৃক যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা বিশ্বাস করি এবং তোমাদিগের নিকট ঈশ্বর যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমরা বিশ্বাস করি এবং তোমাদের ঈশ্বর ও আমাদের ঈশ্বর একই জন এবং তাঁহারই উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করি।

ঈশ্বরের নিকট হইতে যে সত্য লাভ করিয়াছে তাহা যে গোপন করে তাহার ন্যায় মিথ্যাবাদী পাপী আর কে আছে? সেই পাপ ঈশ্বরের নিকট গোপন থাকে না।

পাপী কেবল স্বকৃত পাপের জন্যই দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, অন্যের পাপের জন্য সে দায়ী হইবে না।

যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর প্রেরিত কোন ব্যক্তি আসিয়া সুপবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ না করিবেন এবং পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া না দিবেন তাবৎ অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিকগণ বিচলিত হইবে না। যাহাদিগকে ধর্ম্ম শাস্ত্র দেওয়া হইয়াছে তাহারা ভিন্ন মতাবলম্বী হয় নাই। তাহারা ঈশ্বরের পূজা করিবে, প্রার্থনা

করিবে এবং ভিক্ষা দান করিবে এতদ্ভিন্ন তাহাদিগকে আর কিছুই বলা হয় নাই এবং ইহাই যথার্থ বিশ্বাস।

ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে স্বর্গীয় দূত গেব্রিল পূর্ব্ব ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া তোমার হৃদয়ের উপর কোরাণ প্রকাশিত করিয়াছে। এই আজ্ঞা বিশ্বাসী· দিগের উপর শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই।

কোন কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে "বিছ্‌মিল্লা হির্‌রাহমন্ নির্ রহিম্" অর্থাৎ "দয়াময় কৃপালু পরমেশ্বরের নামে" এই কথা উচ্চারণ করিবে।

এই কোরাণে কোন সন্দেহের কথাই নাই। নিরাকার ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস আছে, যাহারা নিত্য প্রার্থনা করিয়া থাকে ও যাহা পাইয়াছে তাহা হইতেই যাহারা ব্যয় করিয়া থাকে, এবং হে মহম্মদ তোমার নিকট যাহা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তোমার পূর্ব্বেও যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যাহাদের বিশ্বাস আছে ও যাহাদের পরলোকে বিশ্বাস আছে, কোরাণ সেই সকল ধার্ম্মিকগণেরই সম্বল।

ঈশ্বর যাহাকে ন্যায়পথে চালাইবেন সেই ব্যক্তিই ন্যায়পথে চলিবে, তিনি যাহাকে বিপথে লইবেন কেহই তাহাকে ন্যায়পথে রক্ষা করিতে পারিবে না।

তোমরা কি ধর্ম্মপুস্তকের কতকাংশ মান আর কতকাংশ মান না? তোমাদের মধ্যে যে এইরূপ করে, তাহার লাভের মধ্যে এই যে সে ইহ-লোকে ঘৃণিত ও শেষবিচার দিনে নরকে পতিত হইবে।

বিচার দিনে সৃষ্টিকর্ত্তার জ্যোতিতে সমস্ত সৃষ্টি জ্যোতির্ম্ময় হইবে, হিসাব পুস্তক বাহির হইবে এং কর্ম্মানুসারে প্রতি পুণ্যাত্মাই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, অবিশ্বাসী নরকে বিতাড়িত হইবে এবং যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করিয়া কার্য্য করিয়াছে তাহারা স্বর্গাভিমুখে পরিচালিত হইবে।

ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি, ঈশ্বর তাঁহার নিকট যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেই বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাসিগণ ঈশ্বরে, তাঁহার দূতগণে, তাঁহার পুস্তকে ও তাঁহার প্রেরিত ব্যক্তিতে বিশ্বাস করেন। আমরা তাঁহার প্রেরিত সকলকেই সমান দেখি।

শাস্ত্র পাইয়াও যাহারা শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করে না তাহারা পৃষ্ঠে পুস্তক

বোঝাই গর্দ্দভের ন্যায়। ঈশ্বরের ইঙ্গিত যাহারা অগ্রাহ্য করে তাহাদের ভাগ্য অতি মন্দ। মিথ্যাবাদীদিগকে ঈশ্বর পথ প্রদর্শন করেন না।

ঈশ্বরকে ভয় কর, জানিও স্বর্গ মর্ত্ত সকলই তাঁহার অধিকার।

উপাসনার জিকির সাধন করিবে অর্থাৎ নানাপ্রকারে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবে। জিকির অতি ধীরে ধীরে, কখন বা অতি উচ্চৈঃস্বরে সাধন করিতে হয়। ঈশ্বরের একটি নাম উচ্চারণ করিয়া নিশ্বাসবায়ু গ্রহণ করিবে আর একটি নামে নির্গত করিবে। এইরূপে শত শত বার উচ্চারণ করিবে। জিকিরে শরীর সবল, আভ্যন্তরিক যন্ত্র সতেজ হয়। ইহাতে দীর্ঘায়ু হইবে এবং বিশ্বাস গাঢ় ও কুপ্রবৃত্তি ও মনশ্চাঞ্চল্য দূর হইবে।

হে বিশ্বাসিগণ, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং যাহা তিনি আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন ও যাহা তিনি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস করি, ইহাতেই কি তোরা শত্রু হইয়াছিস্?

সকল মনুষ্য সমান নহে। ইহার মধ্যে এক জাতি যথার্থ ন্যায়বান্ আছে। তাহারা ঈশ্বরের আদেশ নিশিযোগে পাঠ করে, এবং তাঁহার পূজা করিয়া প্রণত হয়, তাহারা ঈশ্বরে ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে, এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সতত তৎপর। ইহারাই ধার্ম্মিক মনুষ্য।

কোরাণ পাঠের সময় মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিবে ও নিস্তব্ধ থাকিবে, তাহা হইলে ঈশ্বরের করুণা লাভ করিতে পারিবে। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় নম্রতা ও সম্মানের সহিত আত্মাতে ঈশ্বরবিষয় চিন্তা করিবে। যাহা বলিবে অনতিউচ্চস্বরে বলিবে। অমনোযোগীদিগের নিকট বসিবে না।

ঈশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, যাহারা তাহা গোপন করে ও অন্নের জন্য নষ্ট করে, তাহারা অগ্নি ভক্ষণ করিবে এবং বিচার দিনে ঈশ্বরবাক্য শুনিতে পাইবে না ও শুদ্ধও হইতে পারিবে না। তাহারা যার পর নাই ক্লেশ পাইবে। তাহারা আজ্ঞা না মানিয়া ভ্রমে পড়িয়াছে এবং ক্ষমা না পাইয়া শাস্তি লাভ করিয়াছে। হায়! হায়! কিরূপে তাহারা অগ্নি সহ্য করিবে? ঈশ্বর সত্য শাস্ত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা লইয়া যাহারা বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে তাহাদেরই এই দশা।

এক দল লোক তোমাদিগকে সুপথ ছাড়িয়া বিপথে লইতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহারা কাহাকেও বিপথে লইতে পারিবে না, কেবল আপনাদিগকেই বিপথগামী করিবে, কিন্তু তাহারা কিছুই জানিতে পারিবে না। রে অবিশ্বাসীগণ, প্রমাণ পাইয়াও কেন তোরা ঈশ্বরের সৃষ্টি অগ্রাহ্য করিতেছিস্, জানিয়া শুনিয়াও কেন তোরা সত্যকে মিথ্যার আবরণে আবৃত করিতেছিস্?

রাত্রিতে গাত্রোত্থান কর, অর্দ্ধ রাত্রি বা তদপেক্ষা কিছু কম বাদ দাও অথবা আরও কিছু সময় বৃদ্ধি করিয়া লও এবং সুস্পষ্টরূপে কোরাণ পাঠ কর। বাস্তবিক প্রগাঢ় উপাসনার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য প্রথম রাত্রিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়।

যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করে, এবং ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত ব্যক্তিতে বিভিন্নতা মনে করে এবং বলে যে আমরা একাংশ স্বীকার করি ও অপরাংশ অগ্রাহ্য করি, এবং যাহারা ঐ উভয় অংশের মধ্য পথ অনুসন্ধান করে, তাহারা বাস্তবিকই অধার্ম্মিক এবং সেই অবিশ্বাসীদিগের জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তি স্থির রহিয়াছে। আর যাহারা ঈশ্বরে ও তৎপ্রেরিত ব্যক্তিতে বিশ্বাস করে, এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন বিভিন্নতা মনে করে না তাহারা নিশ্চয়ই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

অবিশ্বাসীরা যদি বিশ্বাস করে ও ঈশ্বরকে ভয় করে আমরা তাহাদের পাপ দূর করিব ও আনন্দ উদ্যানে লইয়া যাইব এবং যাহা তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যদি তাহারা মানে তাহা হইলে তাহারা ঊর্দ্ধ ও নিম্ন উভয় দিক হইতে লাভ প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইবে। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মস্বভাবও আছে। কিন্তু অনেকেই দুষ্ট কর্ম্মান্বিত।

যদি বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে, ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গ সুখ প্রদান করিবেন এই বলিয়া ঈশ্বর তাহাদের আত্মা ও ধন সমুদায়ই ক্রয় করিয়াছেন। তাহারা যুদ্ধে হত করুক বা হত হউক, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কখন খণ্ডন হইবে না।

মনুষ্যকে ভয় করিও না, ঈশ্বরকে ভয় কর।

নানকীয় ভাগবত।

শ্রীচৈতন্যের দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে লাহোরের পশ্চিমে তালবণ্ডী গ্রামে কার্ত্তিক পূর্ণিমার রজনীতে কালুর ঔরসে মাতা তৃপ্তার গর্ভে নানকের জন্ম হয়। নানকের জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর নাম নানকী। চারি পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই নানকের লক্ষণ দর্শনে সকলেই জানিয়াছিল যে নানক অসামান্য লোক হইবে। স্রোতস্বতী বিপাশা তটে এক দিন ব্রাহ্মণগণ তর্পণ করিতেছেন দেখিয়া নানকও হস্ত দিয়া তটে জল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণগণ কারণ জিজ্ঞাসা করায় নানক বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ, আপনারা ও কি করিতেছেন? তাঁহারা বলিলেন, আমরা পরলোকবাসী পিতৃগণকে জল দিতেছি। ইহা শুনিয়া বালক নানক বলিয়া উঠিলেন আমার বাটীতে শাক বুনিয়াছি, আমিও ঐ জমিতে জল দিতেছি। ব্রাহ্মণেরা বালকের বিচক্ষণতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

নানক উপবীত ধারণ কালে পুরোহিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয় এই সূত্র ধারণ করিলে কি হয়? ইহা ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি কুকার্য্যে রত থাকে, এই সূত্রে কি তাহাকে নরক হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? অতএব দয়া কার্পাসের সন্তোষ সূত্রে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ গ্রন্থি দিয়া সত্যদণ্ডী ধারণ করুন, তাহাতেই মহাপাপ হইতে উদ্ধার পাইবেন।" নানকের পিতা মাতা তাঁহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া নিরতই ক্ষুব্ধ ও ভয়ঙ্কর ক্রোধান্বিত ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার পিতা ক্রোধান্বিত হইয়া নানককে ভয়ঙ্কর প্রহার করিয়াছিলেন, কিন্তু যাবতীয় লোকে বলিত দেখ কালু তোমার পুত্র সামান্য লোক নহে, কিন্তু কালুর কিছুতেই কর্ণপাত ছিল না। কিছু দিন পিতার গো মহিষ চারণের পর ধর্ম্মচিন্তাই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িল। তিনি এক বস্ত্রে উন্মাদের ন্যায় কেবল শয্যাশায়ীই থাকিতেন। কিছু দিনান্তে পিতার আদেশে তিনি ব্যবসা করিতে যান এবং পথিমধ্যে সমস্ত টাকা খরচ করিয়া সাধুসেবা করত গৃহে প্রত্যাগমন

করেন। তদনন্তর ক্রোধান্ধ কালু মহামতি পুত্রকে মারিয়া ধরিয়া বাটী হইতে দূর করিয়া দেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নানক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভগ্নী নানকীর গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিমতী নানকী সকলই বুঝিতে পারিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা নানকের চরণসেবায় নিযুক্ত হইলেন। তত্রস্থ নবাব অর্থ দিয়া নানককে একখানি মুদিখানা করিয়া দেন।

একদিন নানক ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হন ও দুই তিন দিন নিরুদ্দেশ থাকেন, কিন্তু দুই তিন দিন পরে তিনি উপস্থিত হইয়া দোকানের যাবতীয় জিনিষ পত্র দীন দুঃখী অন্ধদিগকে অকাতরে দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দোকান বিতরণ করিয়া দেন। ইহাই নানকের মুদিখানা লুট বলিয়া প্রসিদ্ধ। নবাব জিজ্ঞাসা করায় নানক দোকানের হিসাব পত্র দৃষ্টি করিতে বলেন। নবাব হিসাব করিয়া দেখিলেন যে তাহার নিকট নানকের এখন ও অংশ মত অনেক অর্থ পাওনা রহিয়াছে।

নানক সুলখনা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রথম কালে পত্নীর সহিত তাঁহার সদ্ভাব হয় নাই। পরে নানকীর যত্নে শিক্ষিতা সুলখনা দিন দিন নানকের অতীব প্রিয়া হইয়া উঠিলেন। নানকের দুই পুত্র হয়; শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস।

পরে নানক শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভাই বালা, ভগীরথ, মনসুখ ও মর্দানা প্রভৃতি অনেক লোক তাঁহার পরম ভক্ত হইয়া উঠিলেন।

ক্রোড়িয়া নামে একটি পরম ভক্ত একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া নানকের সমস্ত খরচ পত্র চালাইবেন ও নানকের নামে একটি নগর স্থাপন করিবেন, একান্ত ইচ্ছা করিয়া গুরু নানকের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। নানক পরে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হন ও পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র সকলকেই আনিয়া ঐ সুন্দর গৃহে বাস করিতে লাগিলেন এবং ঈশ্বরের নামে ঐ নগরের নাম রাখিলেন কর্ত্তারপুর। এই সময় হইতে তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার ঐশ্বরিক ভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন ও নানক সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইলেন।

পিতা মাতাকে সুখী করিয়া গুরু নানক ক্রোড়িয়াকে বলিলেন, দেখ ভাই, সমস্ত পৃথিবীই যখন আমার কর্ম্মক্ষেত্র তখন তোমার এই সামান্য জমী নিয়া আমি কি করিব? আমি চলিলাম। এই বলিয়া তিনি ধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হন। চৈতন্যের ন্যায় হরিভক্তি প্রচারেই তিনি অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি পূর্ব্বকালে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, কোন ধর্ম্মের প্রতিই তাঁহার দ্বেষ ছিল না। তিনি প্রকৃত মুসলমানের সহিত নমাজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং যোগভক্তি একেশ্বরবাদ অবলম্বন করেন। অনেক সময়ই সমাধি অবস্থাতে অবস্থিতি করিতেন। একমাত্র নিরাকার হরিই জগতের গতি, ইহাই তাঁহার প্রচারের বিষয় ছিল। পবিত্র ভাবে সংসার রক্ষা করিয়াই ধর্ম্ম সাধন হইবে, ইহাই তিনি বলিতেন, একারণে মৃত্যুকালে শিখদিগের নেতা হইবার জন্য উদাসীন ভাবাবলম্বী পুত্র শ্রীচাঁদ আসিয়া প্রার্থনা করায় গুরু নানক বলিয়াছিলেন, তুমি উদাসীন, তোমার কর্ম্ম নহে। শ্রীচাঁদ একটি উদাসীন সম্প্রদায়ের নেতা হইলেন। প্রিয় শিষ্য লেহনার উপর শিখদিগের নেতৃত্ব ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মবীর শ্রীগুরু নানক আনন্দধামে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার দুই একটি উপদেশ এইরূপ।

নানককে কেহ ভূত, কেহ উন্মাদ, কেহ বা মানুষ বলে, কিন্তু নানক হরি বিনা কিছুই জানে না। হরিভক্তিতেই উন্মাদ। যিনি হরি ভক্তিতে মত্ত, সর্ব্বত্র একাকার দেখেন ও যিনি আপনাকে মন্দ দেখিয়া আর সমস্ত লোককেই ভাল জানেন, তিনিই যথার্থ পাগল হইয়াছেন।

হে চিকিৎসক, অগ্রে রোগ নির্ণয় কর; যাহাতে সমস্ত দুঃখ দূর হয়, সেইরূপ ঔষধ চাই।

আমার জীবন একটি কাঁচা নগর। বালকস্বভাব অজ্ঞান মন তাহার রাজা হইয়াছেন। ষড়রিপুর সহিত ঐ রাজার বন্ধুতা ঘটিয়াছে।

প্রেমই মধুর ব্যঞ্জন, ইন্দ্রিয় দমনই অন্ন, ধ্যানই লবণ; এইরূপে যাঁহার ভোজন হয় তিনিই শ্রেষ্ঠ।

গগনরূপ থালে রবি চন্দ্র দীপ ও তারাগুলি মুক্তা হইয়াছে। সৌরভ-

ময় মলয়ানিল ধূপ হইয়াছে, ও পবন চামর ব্যজন করিতেছে, বনরাজি পুষ্প যোগাইতেছে, অনাহত শব্দ ভেরী বাজিতেছে, হে ভবতারণ হরি, সমস্ত বিশ্ব এইরূপে তোমার আরতি করিতেছে।

প্রভু আজ্ঞা করেন, তবে হয়; বলদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। করযোড়ে জানাও, প্রার্থনা কর, সকলই পাইবে।

সত্য সংযম ও হরিনাম জপ কর, এমন অবস্থা আছে যেখানে আর পাপ নাই।

ছয় আশ্রম, ছয় গুরু, ছয় উপদেশ আছে; ধর্ম্মপথ অনেক, কিন্তু ঈশ্বর একই। যে ঘরে হরিনাম কীর্ত্তন হয় সেই ঘরই শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। যেমন দণ্ড তিথি বার পক্ষ বৎসর লইয়া এক কাল হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত ধর্ম্ম-পথ লইয়া এক ঈশ্বর অবস্থিতি করিতেছেন।

নিরাকার হরি নানককে এই মন্ত্র জপ করিতে বলিয়াছিলেন "১ ওঁ, সত্য, তিনিই কর্ত্তা, ভয়হীন, শক্রহীন, জন্মহীন, স্বয়ম্ভু, নিত্য, গুরু প্রসাদী" অর্থাৎ গুরু প্রসাদে তাঁহাকে লাভ করা যায়। শিখেরা এখন এই মন্ত্র জপ করেন।

শাস্ত্র কথা শ্রবণই ব্যবসা। সত্য গুলিই সামগ্রী, পুণ্যই পাথেয়, নিরাকার দেশ বাণিজ্যস্থান। এই ব্যবসায়ের লাভের কথা ভাবিয়া আমার আনন্দের সীমা নাই।

জীবনই শস্যক্ষেত্র, মনই কৃষক, সৎকর্ম্মই হল, সন্তোষ মৈ, অনুরাগই জল সেচন, হরিনামই বীজ।

হরিনাম স্মরণ কর, তিনি তোমাদের প্রতিদিনের আহার দিতেছেন।



চৈতন্য ভাগবত।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে মহামহা বৈষ্ণবগণের অবস্থিতি ছিল, কিন্তু চৈতন্যদেব প্রেম ও ভক্তি প্রজ্বলিত করিয়া সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মকে অত্যুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেরূপ প্রেম ভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহা অলৌকিক, সাধারণ মানব মনে তাহা ধারণা করাও দুঃসাধ্য। একারণ তৎকালেও এক্ষণেও বহুলোকে তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মান্য করেন। চৈতন্যদেবের শেষ জীবনে ভাব ও ভক্তি এতই প্রবল হইয়াছিল যে তিনি সতত কেবল হাহাকার করিতেন ও প্রিয় শিষ্যগণের গলদেশ ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেন, কভু বা হরি হরি বলিয়া খর্জ্জুর বৃক্ষকে আলিঙ্গন দান করিতেন। একদা সমস্ত রাত্রি হরিনাম জপে বিহ্বল হইয়া ছুটিয়া গিয়াছেন, বহির্দ্বারে অসাড় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছেন, পরে শিষ্যবর্গ উচ্চ হরিধ্বনি করিতেছে শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা লাভ করত চটক পর্ব্বতাভিমুখে দৌড়িয়া গেলেন এবং পুনর্ব্বার বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কম্পিত কলেবরে বিকৃত স্বর করিতে করিতে অচেতন হইয়া পড়িলেন। তৎপরে অনেক শুশ্রূষার পর সংজ্ঞা লাভ হইল। মহাভাবের এতাদৃশ অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ জগতের মধ্যে, একমাত্র চৈতন্যদেবেই লক্ষিত হইয়াছে। তথাপি তিনি বলিয়াছেন "বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ। তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ।"

এক দিন টোটা পর্ব্বতে পূর্ণিমা নিশিতে আনন্দ করিতে করিতে চৈতন্যদেব সাগরবক্ষ দর্শন করিয়া একবারে ছুটিয়া গিয়া জলে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। পরে এক ধীবরের জালে উত্থিত হইলে বহু সন্ধানে সকলে গিয়া নানা যত্ন ও হরি ধ্বনি করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। এই রূপ মহাভাবের আবেশে তাঁহার মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত ও শরীর দিন দিন অবসন্ন হইতে লাগিল। শেষাবস্থায় তিনি বলিয়া যান যে কলিতে নাম সংকীর্ত্ত-

সেই সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে, এবং নিজকৃত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে 'হে ভগবান্, লোকের ইচ্ছা অনুসারে তুমি বহুবিধ নাম ধারণ করিয়াছ, যাহার যেমন ইচ্ছা সে সেই নাম উচ্চারণ করিয়া প্রীত হইয়া থাকে; তোমার এমন দয়া, তথাপি দুর্ভাগ্য বশতঃ সে নামে আমার অনুরাগ হইল না। আমি ধন জন কি মধুর কবিতা কিছুই চাই না, জন্মে জন্মে যেন তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। তোমার নাম করিয়া কবে আমার নয়নে অশ্রুধারা বহিবে ও কণ্ঠরোধ হইয়া গদগদ বাক্যে কবে আমার হৃদয় বিমল আনন্দে পূর্ণ হইবে।' এইরূপে বহুখেদ করিয়া হরি বিরহে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া গেল, পরে এক দিন যে কোথায় ছুটিয়া গেলেন আর তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না; হয়ত কোন জলরাশিতেই ঝাঁপ দিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে মহাভাবের অলৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চৈতন্যদেব লীলা সংবরণ করেন।

বৈষ্ণবতত্ত্বনিরূপণ।

মানব মনের তিন অবস্থা, সুপ্ত, জাগ্রৎ ও বিকৃত।

কর্ত্তব্য বোধের অন্তর্গত যে ভক্তি তাহা বৈধি ভক্তি। আর রাগ একটি স্বাভাবিক বৃত্তি বা রুচি। এই রাগবশতঃ যে ভক্তি তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। মনুষ্যের রাগানুগাভক্তি অতি বিরল। সুবিমল বিধিও রাগের বিপরীত নহে, বরং তাহার সহায়তাকারী।

বৈধি ভক্তিতে ঈশ্বরজ্ঞান বর্ত্তমান কিন্তু রাগানুগা ভক্তিতে ঈশ্বরজ্ঞান থাকে না।

ভক্তি ভোগবাসনাশূন্য, জড়ত্ব হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তির অর্থ।

জ্ঞান তিন অংশে বিভক্ত;—জিজ্ঞাসা, সংগ্রহ ও আস্বাদন।

রস দ্বিবিধ;—জড়রস ও নিত্যরস।

উপাসনাতেই রসের অবস্থিতি।

কাম ও প্রেমে প্রভেদ নাই, কেবল বিষয়ভেদ। ব্রজগোপীগণ অর্থাৎ বিশুদ্ধ জীবকুলের ভগবানই একমাত্র বিষয়, সুতরাং ব্রজে কাম ও প্রেমের প্রভেদ নাই।

ভক্তির অর্থ অতি গভীর। মুক্তি শুদ্ধ আকাশ, ভক্তি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-ময় আকাশ—সোণায় সোহাগা।

রস কেবল আস্বাদন করা যায়। একমাত্র চেতনাই উহার আস্বাদক।

রস অর্থে আনন্দ; সেই আনন্দ দুই প্রকার;—জড়ানন্দ ও চিদানন্দ। চিৎ রস অর্থে শুদ্ধ আনন্দ, আর জড়রস অর্থে সাংসারিক সুখ দুঃখমাত্র।

জগতে জীবই আনন্দের আধার। জীব জড়বস্তু নহে, কিন্তু চিন্ময় ও আনন্দময়। আনন্দই তাহার ধর্ম্ম।

যে যে কর্ম্মে ভগবানের নাম স্মরণ থাকে তাহাই বিধি। যে যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ভগবানের নাম স্মরণ রাখা যায় না তাহাই নিষিদ্ধ। ইহাই বিশেষরূপে স্থির রাখিবে।

নাস্তিক, একমাত্র নৈতিক ও বিড়ালতপস্বী প্রভৃতির সঙ্গ গ্রহণ; কুশিষ্য ও কুবন্ধু গ্রহণ, বৈষ্ণব সম্ভাষণে বা সদ্ব্যবহারে ত্রুটি করা ও আলস্য করা, শোকমুগ্ধতা, কুসংস্কার রক্ষা, পরনিন্দা করা, জীবহিংসা করা, কলহ করা, পরস্ত্রী বাসনা করা, সেবায় অযত্ন করা, কি অপবিত্রতা করা কি অহঙ্কার করা, হরিনামের মহিমা একমাত্র প্রশংসা ভিন্ন কিছুই নহে এরূপ ধারণা করা, হরিনামের অপব্যবহার করা, কোন না কোন শ্রেষ্ঠ বিষয়ের সহিত হরিনামের তুলনা করা, ভগবানের নিন্দায় অনুমোদন করা বা শ্রবণ করা—এই গুলি ধর্ম্মজগতের সর্ব্বনাশকারী অপরাধ বলিয়া সতত স্মরণ রাখিবে।

স্বর্গীয় আনন্দ সম্ভোগ করা জগতে জীব ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই।

প্রথমে সাধনভক্তি, পরে ভাবভক্তি, পরে প্রেমভক্তি। ভাবেরই আর এক নাম রতি, কিন্তু তাহা কেবল চিন্ময় অবস্থাতেই হইয়া থাকে।

কৃষ্ণকৃপাতেই রতির উৎপত্তি, কিন্তু তাহা শিক্ষা দেওয়া কঠিন। সাধু-সঙ্গেই রতি পুষ্ট হয়। স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক, বিবর্ণতা ইত্যাদি রতির লক্ষণ।

রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত রস উর্দ্ধগামী। রতি নিম্নগতি প্রাপ্ত হইলে রস জড়ীয় মোহরূপে বিকৃত হইয়া পড়ে।

ভক্তি আপনিই উৎপন্ন হয়। তাহা অহৈতুকী, স্বয়ংই প্রেমাভিমুখী। যেখানে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা আছে, ভক্তি সেখানে বিদায় গ্রহণ করে।

পরমানন্দ বা চিৎ রস বিকৃত হইয়া দম্পতিপ্রণয়, অপত্যস্নেহ, সখ্য, আনুগত্য ও ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে।

রতি এই কয়েক প্রকার;—ভাগবতী রতি, ছায়ারতি, জড়রতি ও কপট রতি। ভাগবতী রতির কিঞ্চিৎ উদয় হইলে ছায়ারতি বলে। আর মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত ও প্রণয়ীর যে লক্ষণ তাহা জড় রতির লক্ষণ। সংকীর্ত্তনে লোককে দেখাইবার জন্য যে ধূল্যবলুণ্ঠন ও ভ্রষ্টানারীর স্বামিদর্শনে যে পুলক তাহাই কপট রতির লক্ষণ জানিবে।

ঈশ্বর ভজনা উৎপত্তি হয় কোথা হইতে?—ভয়, আশা, কর্ত্তব্য বুদ্ধি ও রাগ হইতে।

ভগবানে ভক্তি দুই প্রকার;—ক্রমোন্নতি ভক্তি ও আকস্মিকী ভক্তি। কৃষ্ণইচ্ছাই এই আকস্মিকী ভক্তি উদয়ের কারণ, ইহার কোন যুক্তি নাই, ইহার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না, কিন্তু কদাচিৎ উদয় হইয়া থাকে। আর ক্রমোন্নতি চেষ্টা দ্বারা সাধন হইয়া থাকে।

রতিরূপ পরমাণুসমষ্টিতে প্রেমরূপ জগৎ সৃজন হয়।

জড়বদ্ধ হইয়া বিমল আনন্দ স্থানে স্থানে দূষিত ও বিকৃত হইয়া নিরানন্দে পরিণত হইয়াছে। বিমলানন্দই বিকৃত হইয়া সাংসারিক সুখ দুঃখে পরিণত।

সেবায় প্রীতিসঞ্চার, রসিকগণের সহিত মধুর ভাগবতের রসাস্বাদ, সাধুসঙ্গ, নামসংকীর্ত্তন,—ইহার যাহাতে যখন যাহার রুচি থাকে সে তখন তাহারই আলোচনা করিবে। তৎকালে অন্য অঙ্গের প্রতিও দ্বেষ করিবে না।

ভক্তির উন্নতিসাধনই কৃষ্ণভক্তের সর্ব্বস্ব।

ভক্তির মধ্যেই মুক্তি আছে। একমাত্র ভুক্তিমুক্তিবাসনা যথার্থ ভক্তির বিরোধী।

রাগজনিত উপাসনাই শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণ প্রেম সাধনের দুই উপায়;—বিধিমার্গ ও রাগমার্গ। বিধি দুই

প্রকার, মুখ্য ও গৌণ। যে বিধির সহিত ভগবানের সাক্ষাৎসম্বন্ধ তাহা মুখ্য, আর জীবিত থাকিয়া কৃষ্ণ উপাসনা করিতে হইবে এই জন্য কৃষ্ণোপাসনাকার্য্যের সহায়তাকারী দেহযাত্রা নির্ব্বাহাদির যে প্রকারান্তর কার্য্যবিধি তাহা গৌণ। গৌণবিধি শারীরিক, মানসিক, সাধারণ ও পারলৌকিক, এই কয়েক প্রকার।

রতির-সমাগমে হৃদয়ের বিধিবন্ধন খসিয়া যায়।

অবিকৃত অবস্থায় জীবের ধর্ম্মই আনন্দ, প্রীতি ও রতি। জড়বদ্ধ হইয়া দেহীর ধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে। একমাত্র ধর্ম্মালোচনা দ্বারাই দেহীর ধর্ম্ম বিশুদ্ধ হইতে থাকে।

ভাব বা রতি গাঢ় হইলে প্রেম হয়। হৃদয়ের আর্দ্রতা প্রেমের চিহ্ন।

পুরুষোত্তম ভগবানে যে শুদ্ধা ভক্তি তাহাকে অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তি বলে।

ভক্তির নিকটে মোক্ষ নিতান্ত হেয়। ভক্তির দ্বারা ভগবানকে আকর্ষণ করিয়া নিকটস্থ করা যায়। ভক্তির সুদুর্ল্লভা, মোক্ষ লঘুতাকৃৎ, শুভদা, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী, ক্লেশঘ্নী ইত্যাদি নাম হইয়াছে।

কায়মনোবাক্যে ভগবানের অনুগত হওয়াই ভক্তি।

ভক্তির তিনটি ভাব আছে সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি ও প্রেম ভক্তি। সাধন ভক্তি দুই প্রকার বৈধি ও রাগানুগা। ইহা চৌষট্টি অঙ্গে বিভক্ত; মন্ত্র গ্রহণ, গুরুসেবা, গুরুপদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, সাধু অনুসরণ, ভোগ বাসনা ত্যাগ, কিঞ্চিৎ জীবনোপায়, তীর্থবাস, অশ্বত্থাদির সম্মান, ও উপবাস এই দশটির অনুষ্ঠানে ভক্তি হয়। কার্য্যাড়ম্বর বর্জ্জন, বহু গ্রন্থ অভ্যাস চেষ্টা ত্যাগ, শিষ্যবৃদ্ধিত্যাগ, অভক্তের সঙ্গ ত্যাগ, লাভালাভে সমভাব, শোক মোহত্যাগ, দেবতা বিশেষে অবজ্ঞা ত্যাগ, কাহারও উদ্বেগের কারণ না হওয়া, ভগবান্ ও ভক্তের নিন্দা শ্রবণে অসহ্যতা, দেবতার নিকট অপরাধ না করা, এই কয়েকটিও ভক্তির অঙ্গ। আর নাম গান, কীর্ত্তন, জপ, নিবেদন পূজা, সেবা, নৃত্য, চিহ্ন ধারণ ইত্যাদির সহিত ভক্তির চৌষট্টি অঙ্গ হইয়াছে।

প্রেম দ্বিবিধ:—বিধিমার্গ প্রেম ও কেবল প্রেম বা রাগাশ্রিত প্রেম।

প্রেমাপেক্ষা উচ্চ কিছুই নাই; প্রেমের নিকট মোক্ষ, চন্দ্রের নিকট খদ্যোতিকার ন্যায়। প্রেমিকের জীবন জড়ত্বহীন কৃষ্ণময়।

তত্ত্বজ্ঞান না পাওয়াতেই মনুষ্য চিদ্‌ বিমুখ হইয়াছে। ইহাই সকল দুঃখের কারণ। চিদভিমুখ হওয়াই ধর্ম্ম ও উপাসনার উদ্দেশ্য। ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হয়। জ্ঞান ভক্তি হইতেই কৃষ্ণ দর্শন হইয়া থাকে।

শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ ভাবানুসারে রতিও পাঁচ প্রকার :—শান্তি রতি, দাস্য রতি, সখ্য রতি, বাৎসল্য রতি ও মধুর রতি। ইহাই মুখ্য রতি, ইহা হইতে সাত প্রকার গৌণ রতি উৎপন্ন হয় :—হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, সুখ, ক্রোধ, ভয়, জুগপ্সা বা বীভৎস রতি।

উপাসনার পূর্ণ বিকাশ হইলে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর এই পঞ্চ ভাব দৃষ্ট হয়; সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব অতি দুর্ল্লভ।

বিশ্বাস ভক্তিলতার বীজ স্বরূপ। শ্রদ্ধা, ভজন, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব পথে প্রেমের উদয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি পূজা পৌত্তলিকতা নহে। বাস্তবিক পুত্তলিকার পূজা করা পাপ।

রতি অভাবে রসাধিকার হয় না। রস আস্বাদন করা যায় কিন্তু বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। রস আস্বাদনে পুষ্ট ও মিষ্ট হয়।

যেখানে আস্বাদন জ্ঞানে কুণ্ঠতা নাই তাহার নাম বৈকুণ্ঠ।

সাধু সঙ্গেই রতি পুষ্ট হয়।

জড় জ্ঞানই বিঘ্ন, যখন কোন বিঘ্ন নাই তখনই জীব সিদ্ধ।

মনুষ্যকে পূজা করা যায় কিন্তু মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করা মহাপ্রভুর বিশেষ নিষেধ।

ঈশ্বরের নাম গুণকীর্ত্তন, স্মরণ ও সেবা, পূজা বন্দনা, দাস্য ও সখ্য ভাব এবং আত্মনিবেদন, এই নব লক্ষণাক্রান্ত ভক্তিকে সাধন ভক্তি বলে।

ভাব সাধন প্রেমোদয়ের পূর্ব্বেই উদয় হয়। ভাবোদয় হইলেই বিষয়-বিরাগ ও নানাবিধ প্রকারে ভগবানের সেবায় রুচি উদয় হইতে থাকে।

ভাবের পরেই প্রেমোদয়। এক, কৃষ্ণের মাহাত্ম্যজ্ঞানে প্রেমোদয়

হয়, আর তাঁহার মাধুর্য্যজ্ঞানে প্রেমোদয় হয়। রাগানুগা ভক্তিতেই মাধুর্য্যপ্রেম ঘটিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, কৃষ্ ধাতু নক্ প্রত্যয় করিয়া 'কৃষ্ণ' শব্দ হইয়াছে; কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ, যিনি জগৎকে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন তিনিই 'কৃষ্ণ'। কেহ কেহ বলেন কৃষ্ ধাতু ভূ(সত্তা)বাচক, ণ নির্বৃতি বাচক, এই দুইটি যাঁহাতে মিলিত হইয়াছে তিনিই 'কৃষ্ণ'।

ভক্তিময় অর্চ্চনাতে একাকী ভগবানের পূজা হয় না। গোপ গোপিনী, সনক সনন্দ প্রভৃতি ভক্ত ও প্রেমিকাগণেরও তৎসঙ্গে আরাধনা করা হইয়া থাকে। ভক্তগণের চিন্তা ও আরাধনা করিতে করিতে তন্ময় হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে 'এইরূপে সত্যনিষ্ঠ হরিও তাঁহার অনুরক্তা অবলাগণ ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া শরৎ কালের কাব্য রস সেবনে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী যাপন করিলেন।' পুনরায় আছে যে 'ব্রজবধুগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা যে জন শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করেন তিনি ভগবানে পরমাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগ কামকে অচিরাৎ পরিত্যাগ করেন।' সুতরাং কৃষ্ণ লীলার মধ্যে ইন্দ্রিয়াসক্তি আদৌ ছিল না।

যখন ভগবান্‌কে প্রভু জ্ঞান হয় তখন দাস্য রতি বলে। আর ভগবানে প্রণয় স্থাপন হইলে সখ্য ভাব বলে।

ইন্দ্রিয়ে অরুচি, সম্ভ্রমে অরুচি, কুতর্কে অরুচি, নামগানে রুচি, কৃষ্ণ কথায় রুচি ও দীনতাকে অঙ্গভূষণজ্ঞান ইত্যাদি, ভাবুকের পরিচয়। ভাবোদয়ে জ্ঞানের রসাস্বাদন অংশ ভিন্ন অন্য অংশের আলোচনা করিয়া যায়।

অন্তঃশুদ্ধি, বহিঃশুদ্ধি, পথ, ঘাট বন পরিষ্কার ও তীর্থ যাত্রাই পবিত্রতা মধ্যে প্রধান।

হিংসা, নিষ্ঠুরতা, গুরু অবহেলা, মতিভ্রম, মিথ্যাবাক্য, কুটিলতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি কার্য্য পাপ কার্য্য মধ্যে প্রধান।

মর্কট ও কপট বৈরাগী হইতে সাবধান হইবে।

আচ্ছাদিত চেতন, সঙ্কুচিত চেতন, মুকুলিত চেতন, বিকচিত চেতন ইত্যাদিতে বদ্ধ জীবকুল বিভক্ত।

বিলুণ্ঠন, হুঙ্কার, জৃম্ভন, শরীরসঙ্কোচন, নৃত্যগীত, দ্রুত শ্বাস, অট্টহাস, লোকলজ্জাত্যাগ প্রভৃতি রসানুভাব; অর্থাৎ ইহার কোন লক্ষণ দৃষ্টে রসের অবস্থিতি বুঝা যায়।

ভক্তি তিন প্রকারঃ—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা। সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলে। ভক্তির সহিত জ্ঞানাদি যোগ হইলে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলে। আর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবানের অনুগত হইলে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলে। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই চায় না, আর কিছুমাত্র প্রত্যাশা নাই, এই কারণে ইহাকে নির্গুণা, নিষ্কামা, কেবলা আত্যন্তিকী ও অকিঞ্চনা ভক্তি বলে।

মানুষ, তির্য্যক্, ঋষি ও দেবগণেতে ভগবান্ অল্পাধিকরূপে আছেন, এই হেতু যাঁহাতে যত দূর ভগবানের জ্ঞান প্রকাশিত তিনি তত দূর পূজার যোগ্য। যাঁহার নিকটে যে পরিমাণে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি সেই পরিমাণে ঈশ্বরের প্রকাশ স্থল, এই কারণে তাঁহাকে পূজা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বৈধি ভক্তি দুর্ব্বল, অনুরাগা ভক্তিই প্রবল ও শ্রেষ্ঠ।

রসতত্ত্ব কেবল আস্বাদনেই বুঝা যায় তদ্ভিন্ন বুঝান কঠিন। যাঁহারা জড়রসপিপাসু তাঁহারা পরম রসের আস্বাদন পান না। অতি গোপনীয় রসতত্ত্ব রসজ্ঞ বৈষ্ণবের নিকটেই জ্ঞাত হওয়া যায়।

প্রথমে বিশ্বাস, পরে সাধুসঙ্গ, পরে অর্চ্চনা, পরে বিঘ্ননিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, পরে রুচি, পরে ভাব পরে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। প্রেমাগমে সাংসারিক সুখ দুঃখ একেবারে দূর হইয়া যায়।

এক মাত্র শুদ্ধ, ভগবানের ভজনা কর কিন্তু অন্যের অন্যরূপ সাধনপ্রণালীর নিন্দা করিও না। বাহ্যিক পৃথক্ ভাব দেখিয়া তর্ক করিও না।

ঈশ্বরবোধ বিপথগামী হইয়া ব্রহ্মবোধে উপনীত হয়। একমাত্র জ্ঞান বিপথগামী। যুক্তি জ্ঞানের পত্তনভূমি, কিন্তু যুক্তি জড়াবলম্বন ছাড়িতে পারে না। জীবের বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তি গুলির জ্যোতি যুক্তিপথ বহু দূরে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে। অতএব প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাসের জ্যোতি, জ্ঞানাতীত পথকেও আলোকিত করিয়াছে। জ্ঞান-

সর্ব্বস্ব অহংকারীরা সেই সর্ব্বজনমনোব্যাপী স্বাভাবিক জ্যোতিকে কৃত্রিম ও অমূলক কল্পনা বলিয়া স্থির করিয়াছে। তাহাও যে একটি সত্য বিজ্ঞান তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

মহোৎসব মধ্যে পূজা মহোৎসব, সাংসারিক মহোৎসব ও আনন্দ মহোৎসবই প্রধান।

বিশুদ্ধ প্রেমই যথার্থ ধর্ম্ম। কৃষ্ণ প্রেমই সুবিমল। অবস্থা বিশেষে প্রেমের নামই ভক্তি।

প্রথমে বিষয় জ্ঞান, পরে নীতিজ্ঞান, পরে ঈশ্বর জ্ঞান, তৎপরে নির্ম্মল জ্ঞানানন্দ উদয় হইয়া থাকে।

ভাগবতাদি ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণ, শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, তীর্থ দর্শন, শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ, ভক্তালিঙ্গন, ফুল চন্দন ধূপ ইত্যাদি বিস্তার, নৃত্য, কৃষ্ণচিহ্নধারণ, গঙ্গা-স্নান, কৃষ্ণ নাম জপ, শ্রীরূপ ধ্যান, সকল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবানের শরণ গ্রহণ, গুরু সন্নিধানে প্রশ্ন, স্বার্থত্যাগ, ভগবানকে সখাজ্ঞান, মহোৎসব কালে উৎসব সাধন, বৈষ্ণববৃদ্ধি চেষ্টা ও ভগবানের নাম প্রচার ইত্যাদি কার্য্যের দ্বারা আত্মভক্তির চর্চ্চা করিবেক।

সন্ধিনী চিদ্-দেহ উৎপাদন করে, সম্বিৎ ইচ্ছা উৎপাদন করে ও হ্লাদিনী আনন্দ উৎপাদন করে।

সুবিচার, শাস্ত্রসম্মান, তীর্থ, বৈরাগ্য, দয়া, ক্ষমা, সত্য কথন ইত্যাদি ন্যায় ব্যবহারের মধ্যে প্রধান।

চৈতন্যের স্বরূপ, চৈতন্যের শক্তি ও চৈতন্যের কার্য্য বিশেষ অনুভূত হইলে বিশুদ্ধ চৈতন্যানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

কোন বৈষ্ণব বৈষ্ণব ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ মনে করেন,কিন্তু নিজে বৈষ্ণব নহেন। কেহ বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করেন কিন্তু যথার্থ বৈষ্ণব নহেন, আর কেহ বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলই বৈষ্ণবের ন্যায় কিন্তু বাস্তবিক বৈষ্ণব হইতে পারেন নাই;—এ সকলেই বৈষ্ণবপক্ষীয় বটে। এক মাত্র ভক্ত সঙ্গেই রসালাপ করিবে, অন্যের সহিত করিবে না।

মানবজীবনে এই কয়েক প্রকার ভাব আছে, ভক্তভাব, আস্তিক ভাব, নৈতিক ভাব আর নীতি শূন্য ভাব।

হরিনাম শ্রবণ মাত্রেই পাপ দূর হইয়া শরীর পবিত্র বোধ হয়, যেখানে কোন বিষম অপরাধ হেতু তাহা না হয়, সেস্থানে বারংবার কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে থাকিবেক। ক্রমে শরীরের পবিত্রতা সম্পাদিত হইবে। মন যখন ভগবানে একনিষ্ঠ হয় তখন সকলই সহজ হইয়া উঠে, আর কিছুরই আশঙ্কা থাকে না।

পতির প্রতি সাধ্বী স্ত্রীর ঐকান্তিক প্রীতির ন্যায় কৃষ্ণেতে ভক্তের যে প্রীতি তাহাকে মধুর রস বলে।

কৃষ্ণধামে ঐশ্বর্য্য বোধ নাই, সবই মাধুর্য্যময়।

জড়শক্তির স্থিতি চিরস্থায়ী নহে। তাহা কৃষ্ণ কৃপায় দূর হইয়া যায়।

ভাগবতে নারদ বলিতেছেন—'আমি আচার্য্যগণের নিকট যেরূপে ধ্যান করিতে উপদেশ পাইয়াছিলাম সেই রূপেই ধ্যান করিয়াছিলাম তাহাতেই শেষে হরি আসিয়া হৃদয়ে উদয় হইলেন।' অতএব সাধারণের পক্ষে গুরূপদেশ নিতান্ত আবশ্যক।

অন্তরেন্দ্রিয় বশীভূত করার নাম শম, আর বাহেন্দ্রিয় বশীভূত করার নাম দম। দুঃখাদি সহ্য করিতে অভ্যাস করার নাম তিতিক্ষা। সমস্ত নশ্বর বস্তুকে অনিত্য জ্ঞান করার নাম বৈরাগ্য।

শম, দম, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য উদয়ে ভিক্ষুকদিগের আশ্রমে অধিকার হয়।

তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য বৈষ্ণবসন্ন্যাসীদিগের প্রধান ধর্ম্ম।

শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন ও নিবৃত্তি ইত্যাদির দ্বারা যখন ভাগবতী রতির উদয় হয় তখন বিরক্তি নামে একটি ধর্ম্ম বৈষ্ণ হৃদয়ে উদয় হইয়া থাকে। তখন বৈষ্ণব কৌপীনাদি ধারণ ও ভিক্ষা দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইহাই বৈষ্ণবদিগের ভেক্। এইরূপ ভেক দুই প্রকার—ভাবজনিত বিরক্তি লাভ করিয়া কোন সাধুর নিকট ভেক গ্রহণ অথবা স্বয়ংই ঐরূপ ভাবে বিচরণ।

নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাই গুণ; আর তদ্বিপরীত আচরণই দোষ।

যে পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ করিতে অক্ষম সে পর্য্যন্ত কামনা ও তাহার শেষ

ফল দুঃখজনক ও মন্দ জানিয়া ভগবান্‌কে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা কর। ইহাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের লক্ষণ।

যখন ভেকধারণ করিয়া বিচরণ করিবে তখন আশ্রম সকল পরিত্যাগ করিয়া সকল বিধির অতীত যে পরমহংস বৈষ্ণব আশ্রম তাহাতেই বিচরণ করিবে।

সকলে কৃষ্ণ ভজনা কর ও কৃষ্ণনাম প্রচার কর,—ইহাই মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের উপদেশ।

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র, যাগ,—ইহাই পঞ্চসংস্কার ও ঐকান্তিকী ভক্তির হেতু। তপ্ত লৌহ দ্বারা শিষ্যের শরীরে শঙ্খ, চক্রাদি চিহ্ন বা চন্দন দ্বারা হরিনামাদি মুদ্রা অঙ্কিত করাকে তাপ বলে। হরিমন্দির হরিপদাকৃতি প্রভৃতি ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রের ব্যবস্থা আছে। গুরুদত্ত হরিনামই তৃতীয় সংস্কার, গুরুদত্ত মন্ত্রই চতুর্থ সংস্কার। প্রাপ্ত মন্ত্রে শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনাদির নাম যাগ। তাপ কেবল দেহ সম্বন্ধে নহে কিন্তু দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। সংসারে বিরক্ত হইয়া ভগবানে অনুরক্ত হওয়ার নাম তাপ ও পুণ্ড্র।

জীবের পক্ষে সদ্‌গুরু অন্বেষণই কর্ত্তব্য।

রাধিকাদি গোপাঙ্গনাগণ যে ভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন তাহাই মাধুর্য্যভাব। ইহা সকল ভাবের প্রধান। চৈতন্যদেব এই ভাবেই প্রমত্ত হইয়াছিলেন।

বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।

জ্ঞান ও প্রেম মূলে চিন্ময়, একই তত্ত্ব।

জলের ধর্ম্ম শীতলতা, অগ্নির ধর্ম্ম উত্তাপ, পশুর ধর্ম্ম হিংসা আর শুদ্ধ জীবের ধর্ম্ম শুদ্ধ প্রেম।

ভগবানের প্রকাশ তিন প্রকার,—শুদ্ধ সবিশেষ প্রকাশ, ব্রহ্ম বা নির্ব্বিশেষ প্রকাশ, আর ঈশ্বর পরমাত্মা বা প্রপঞ্চে তটস্থবৎ অর্থাৎ সম্বন্ধ গত প্রকাশ।

সংসাররূপ সর্প যাহাকে দংশন করিয়াছে তাহার আর অন্য ঔষধ নাই। বৈষ্ণব মন্ত্র কৃষ্ণ নামই জপ করিতে করিতে মনুষ্য পরিত্রাণ পাইবে।

ত্রেতা ও দ্বাপরে ধ্যান, যজন, ও যজ্ঞ দ্বারা ব্রহ্মলাভ হইয়াছিল; কলিতে নাম সংকীর্ত্তন দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়।

'হরি' এই দুইটী অক্ষর যাহার জিহ্বাগ্রে সতত বর্ত্তমান তাহার আর কুরুক্ষেত্র, কাশী ইত্যাদি তীর্থে প্রয়োজন কি ?

শ্রদ্ধার সহিত পূজিত সুপ্রসন্ন ভগবান্ যাহা করেন, মাতা, পিতা ও বন্ধু কেহই তাহা করিতে পারেন না।

বহু শাস্ত্রালোচনা করিয়া, বহু দিন হইতে বারংবার বিচার করিয়া, এই একমাত্র সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে নিত্য নারায়ণের ধ্যান কর।

বহুবিধ পাপ করিলেও হরি স্মরণের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত আর নাই।

যে ব্যক্তি মুহূর্ত্তকাল নারায়ণের ধ্যান করে সেই মুক্ত হয়, যে ব্যক্তি নিয়ত হরিপরায়ণ তাহার ত কথাই নাই।

ধ্যানেতে যেমন পাপ শোধন হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। হরি নামরূপ অগ্নিই পুনর্জন্মরূপ পাপকে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

গৃহ মধ্যে বদ্ধ অগ্নি যেমন মন্দ মন্দ বাতাস পাইয়া সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলে সেইরূপ চিত্তস্থিত বিষ্ণু যোগীদিগের অন্তরস্থ সমুদায় পাপ দগ্ধ করিয়া থাকেন।

যে জিহ্বা হরির স্তুতিগান করে, যে চিত্ত তাঁহাতেই অর্পিত, যে হৃদয় কেবল তাঁহারই পূজা করে তাহাই কেবল শ্লাঘনীয়।

সাধু ব্যক্তি যে কিছু কর্ম্ম করুন সমুদায়ই বিষ্ণুতে অর্পণ করেন কোন কর্ম্মেই নিজে লিপ্ত হয়েন না।

প্রজার আশ্রয় রাজা, বালকের আশ্রয় পিতা, মর্ত্তবাসীর আশ্রয় ধর্ম্ম, আর সর্ব্বসাধারণের হরিই একমাত্র আশ্রয়।

বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণমাত্রে আত্মীয় স্বজন সহিত উদ্ধারের উপায় হয়। যিনি বিষ্ণু-মন্ত্র গ্রহণ করেন তাঁহার সংস্পর্শে স্থান তীর্থসম হয় ও তাঁহার পদরেণুতে বসুধা পবিত্রা হন। যে মূঢ় বৈষ্ণবকে দুঃখ দেয় সে শ্রীকৃষ্ণের পীড়নকারী, পদে পদে তাহার বিঘ্ন। বিষ্ণুমন্ত্র উপাসনা করিলে হৃদয় গ্রন্থি ছেদন হইয়া সমুদায় সন্দেহ দূর হয় ও সকল পাপ মোচন হয়। অগ্নিতে যেমন শুষ্ক তৃণ ভস্মীভূত হয় সেইরূপ বিষ্ণুতেজে বৈষ্ণবের সকল দগ্ধ হইয়া যায়। ..

বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই তাহার জীবন শুদ্ধ হয় এবং সর্প যেমন গরুড়কে দেখিয়া পলায়ন করে সেইরূপ যম তাহাকে দেখিয়া ভীত হন। বিষ্ণুই বৈষ্ণবের প্রাণ, ও বৈষ্ণবই বিষ্ণুর প্রাণস্বরূপ,—এরূপ বৈষ্ণবের যে হিংসা করে সে বিষ্ণুরই হিংসা করিয়া থাকে।

ইহ সংসারে সকলেরই কর্ম্মানুসারে ফল লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু সিদ্ধ ধান্যে যেমন অঙ্কুর হয় না সেইরূপ বৈষ্ণবে কদাচ কর্ম্ম ফল ঘটিতে পারে না। সেই ভক্তবৎসল কৃপা করিয়া ভক্তের কর্ম্মফল পূর্ব্বেই সংহার করিয়া থাকেন।

যদিও বিষ্ণু সকলের ঈশ্বর ও পরিপালক তথাপি তিনি দিবানিশি ভক্তের অধীন।

সকল কামনা ত্যাগ করিয়া, সংকল্প বর্জ্জিত হইয়া ইষ্টভক্তিসাধনই বৈষ্ণবাচার। কর্ম্মক্ষেত্রের যে সকল শুভাশুভ কর্ম্মফল বেদাদিতে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বৈষ্ণবের সে সকল ফল ফলে না।

বহ্নি, সূর্য্য ও ব্রাহ্মণাপেক্ষাও বৈষ্ণব সতত মহাতেজস্বী এবং বিষ্ণুচক্র দ্বারা সতত রক্ষিত হইয়া প্রমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করেন। তেজস্বী বৈষ্ণবের নিজ কর্ম্মের কখন বিচারও নাই ফলাফলও নাই।

অন্ন ব্রহ্ম, রস বিষ্ণু এবং আহার ও পান তাঁহার সাধন করা, এরূপ জানিয়া যিনি পান ভোজন করেন তাঁহাতে অন্নদোষ লিপ্ত হয় না।

যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট, জিতেন্দ্রিয়, শান্তচিত্ত ও পরনিন্দা-বর্জ্জিত, হরিপদাশ্রিত, শত্রুহীন, সদয়, অহঙ্কারশূন্য, নিরপেক্ষ ও বীত-রাগ যে মুনি তিনিই সাধু।

সাধ্বী স্ত্রী যেমন পতি ভিন্ন অন্যকে জানেন না সেইরূপ যাঁহার চিত্ত বিষ্ণু ভিন্ন অন্য কিছুতেই ধাবিত না হয় তিনিই বৈষ্ণব।

যে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করে, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করে ও কৃষ্ণোপাসনা করে সেই লোকই দাসশব্দবাচ্য।

বিষ্ণুর স্থান যে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ও সন্ধ্যায় দীপালোক প্রদান করে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। জীর্ণ বিষ্ণুমন্দিরের যে

পুনঃসংস্কার করিয়া নানা শোভায় শোভিত করে, ভীরু ব্যক্তিকে যে অভয় প্রদান করে, অজ্ঞানকে যে বিদ্যা দান করে, ক্ষুধাতুর ও তৃষ্ণাতুরকে যে অন্নজল দান করে, রোগীর শয্যায় বসিয়া যে শুশ্রূষা করে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।

প্রকৃত বৈষ্ণবের সমুদায়ই গুণ, দোষের লেশমাত্রও নাই। অতএব ক্রিয়াযোগের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণুর আরাধনা কর, সকল দিকেই মঙ্গল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রকৃতি পুরুষ অভিন্ন, তবে লীলাহেতু দুই হইয়াছে।—'জলেতে যেমন মীন, রসকেলী রাত্রি দিন, দোন তনু নহে ভিন্, নিত্যলীলা অকারণ।'

যাহা শুদ্ধ চিৎ বা পূর্ণ চেতনা তাহাই পুরুষ। আর যাহা চিৎ আধার তাহাই প্রকৃতি। পুরুষ নিষ্কাম ও ক্রিয়াশূন্য। প্রকৃতি পূর্ণ চেতনার পূর্ণ সহবাসে নির্ম্মলা পরা প্রকৃতি নাম ধারণ করিয়া আনন্দ ভোগ করে, কিন্তু পূর্ণচেতনা নির্ব্বিকার থাকে।

যে ধামে নির্ম্মলা পরা প্রকৃতি পূর্ণচৈতন্যের সহবাসে নিত্য রাসোৎসবে আনন্দ সম্ভোগ করে তাহাই তুরীয় ধাম বা বৃন্দাবন ধাম।

আনন্দলহরীর ঘাত প্রতিঘাতে প্রকৃতির অংশমাত্র স্খলিত হয়, ও এই আনন্দধাম হইতে পৃথক হইয়া ম্লান হইতে থাকে এবং সৃষ্টি ব্যাপার আরম্ভ করে। ঐ স্খলিত অংশ শুদ্ধ চেতনা হইতে বিমুখ হইলেই 'মায়ার' আরম্ভ হয়।

এই মায়া প্রকৃতির দুই ভাব, চিৎসঙ্গসম্ভোগ চিদ্‌বিমুখতা।

পরা প্রকৃতি অপেক্ষা মায়ার চিৎ সঙ্গে বিহার কিছু মলিনভাবাপন্ন। চিৎ অঙ্গ হইতে প্রথম স্খলিত এই মায়া প্রকৃতির যে স্থান, সেই স্থানের নাম গোলকধাম।

চিৎসঙ্গসম্ভোগে আনন্দলহরীর ঘাত প্রতিঘাতে মায়া প্রকৃতির এক অংশ গোলোক হইতে স্খলিত হইয়া চিদ্‌বিমুখতা প্রাপ্ত হয় ও মায়া অপেক্ষা অধিক মলিন হইয়া 'অবিদ্যা' নাম প্রাপ্ত হয়। পরা প্রকৃতির এই দ্বিতীয় বার পতন হইল। ইহাও চিৎসঙ্গ সম্ভোগ করে ও পরে ইহার

একাংশ বিমুখ হইয়া স্খলিত হয় এবং 'তন্মাত্রা আকাশ' সৃজন করে। এই তৃতীয় বার পতন।

'আকাশ' হইতে ঠিক ঐরূপে চতুর্থ পতনে 'বায়ু,' বায়ু হইতে পঞ্চম পতনে 'তেজ,' তেজ হইতে ষষ্ঠ পতনে 'জল', ও 'জল' হইতে সপ্তম পতনে 'ক্ষিতি' উৎপন্ন হয়।

মায়া 'কর্তৃক এই পঞ্চভূত হইতে অষ্টম বিকারে বিশ্ব সংসার সৃষ্ট হইয়াছে। এই অষ্টম বিকারই চিদ্‌বিস্মরণের চরম অবস্থা।

এই বিকার হইতে যথাকালে প্রকৃতি আবার চিৎ অভিমুখে ধাবিত হইবে ও পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধমুখে ঐ পথে উঠিতে উঠিতে নির্ম্মলা পরা প্রকৃতিতে বিলীন হইবে; পরা প্রকৃতি পূর্ণচেতনায় পূর্ণানন্দ সম্ভোগ করিবে।

অষ্ট বিকাররূপ অষ্ট সখী আপন আপন কৃষ্ণ হৃদয়ে লইয়া শ্রীরাধাকে বেষ্টন করিয়া রাসচক্রে নৃত্য করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ পরম ধামের শুদ্ধ চেতন। শ্রীরাধা তাঁহার পরা প্রকৃতি।

অষ্ট প্রকৃতি অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া অনন্ত কৃষ্ণ লইয়া মহারাসে নৃত্য করিতে করিতে অনন্ত লীলা আরম্ভ করিয়াছে।

যখনই শ্রীকৃষ্ণ লীলাধাম ত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিতেছেন, তখনই সখীগণ সহ প্রেমময়ী রাধিকা 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' করিতে করিতে পাগলিনীর ন্যায় তুচ্ছ সংসারে পদাঘাত করিয়া স্বধামাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

যৌবনের মাধুর্য্যরসই হৃদয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ।

বৈকুণ্ঠ-প্রেমে সঙ্কোচ নাই। প্রভাষখণ্ডে শ্রীরাধিকার ও কৃষ্ণের প্রেমেই প্রেমের অসঙ্কোচ ভাব ও পূর্ণতা প্রকাশ হইয়াছে।

যখনই প্রেম বিশেষ অবস্থায় বিষয়বিশেষে অবস্থিতি করে তখনই পরিমিত হয়। পরিমিত প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে অভিমান বিচরণ করে। আরাধনাশক্তিরূপ রাধিকা বা সাধক তাই বিরহের বিশেষ বিশেষ অবস্থা স্মরণ করিয়া 'আমার কি অবস্থা করিলে! কাল রূপ আর দেখিব না!' ইত্যাদি বাক্যে অভিমান প্রকাশ করেন।

রাগানুগ প্রেম ভক্তি কোন বিধি নিয়মের অধীন নয়, স্বাধীনা। তাই

শ্রীমতীকে কুলটা, ব্যভিচারিণী হইতে হইয়াছে। শ্রীমতী কুলটা না হইলে প্রেমের সৌন্দর্য্যের শতাংশের একাংশও থাকিত না। যত ক্ষণ শ্রীমতী কুলত্যাগিনী নহেন, তত ক্ষণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ; তাঁহার কুলত্যাগেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম ভাগবত উপনিষৎ।

ব্রহ্মবাদিরা বলেন, যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয় কালে যাঁহার প্রতিগমন ও যাঁহাতে প্রবেশ করে তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয় কালে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে প্রতিগমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে। মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কোন ব্যক্তি হইতেই ভয় প্রাপ্ত হন না। ধীর ব্যক্তিগণ পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষশোক হইতে মুক্ত হয়েন। প্রণব ধনুস্বরূপ, জীবাত্মা শরস্বরূপ এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্যস্বরূপ; প্রমাদশূন্য হইয়া সেই প্রণবধনুর অবলম্বনে জীবাত্মারূপ শর দ্বারা ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে হইবে এবং যেরূপ শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইবে। কঙ্করশূন্য, তপ্ত বালুকাবর্জ্জিত, সমান ও শুচি দেশে; উত্তম জল ও শব্দ এবং আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে; প্রতিবাদীর অনভিমুখে এবং সুন্দরবায়ুসেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিতে হইবে। প্রার্থনা ব্যতীত অন্যোপায়ে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হয় না। অজ্ঞাননিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট গমন করত জ্ঞান লাভ না করিলে তৎসম্বন্ধে কিছুই অবগত হওয়া যায় না।

বিজ্ঞান যাঁহার সারথী, ও মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসার পার হইয়া পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হন। পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

পিতৃতুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাসবর্গ আপন ছায়ার স্বরূপ, এই জন্য এই সকলের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে। শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে বুদ্ধি মধ্যে দুই ব্যক্তি প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন (জীবাত্মা) স্বকৃত কর্ম্ম-ফল ভোগ করেন এবং আর এক জন (পরমাত্মা) সেই ফল প্রদান করেন। ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞগণ তাঁহাদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর ভিন্ন করিয়া প্রকাশ করেন।

যৌবন কালেই ধর্ম্মশীল হইবে, কারণ কখন মৃত্যু হইবে, কেহই জানে না। আপনার যশ ও পৌরুষ এবং গুপ্তকথা ও পরোপকারার্থে নিজকৃত কর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রকাশ করিবেন না।

ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে, উপকার দ্বারা অপ-কারীকে এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে। যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যকে লোষ্টবৎ, ও সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম করেন, তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তি মোহময় বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকলের সংযমে যত্ন করিবেন।

পরলোকে সহায়ের নিমিত্ত পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র, জ্ঞাতি বন্ধু, কেহই থাকে না কেবল ধর্ম্মই থাকেন। মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয় এবং একাকীই স্বীয় পুণ্যের অথবা দুষ্কৃতির ফল ভোগ করে। বান্ধবেরা মৃত শরীরকে কাষ্ঠলোষ্টবৎ ভূমিতলে পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন, কিন্তু ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন। অতএব আপনার সহায়ার্থ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্মের সহায়তায় জীব দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ।

এই বিশাল বিশ্বই ব্রহ্ম মন্দির, সুবিমল অন্তঃকরণই তীর্থ, সত্যই নিত্য শাস্ত্র, বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল, প্রীতিই পরম সাধন, স্বার্থত্যাগই বৈরাগ্য; ইহাই ব্রাহ্মেরা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বিশেষ কথা এই যে, নির্লিপ্ত থাকিয়া সংসার পালন ও ধর্ম্ম সাধন করিবে; বিশ্বাসচক্ষে অতি পরিষ্কার

ভাবে ঈশ্বরকে দেখা যায়; তাঁহাকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করা যায়, তাঁহার আজ্ঞা প্রাণের মধ্যে শ্রবণ করা যায়; সাধুজীবনে ভগবান্ প্রকাশিত হন এবং সাধুগণকেই জীবের মুক্তির সহায় করিয়া দেন; যুগে যুগে তিনি ধর্ম্মের নবভাব ও উজ্জ্বলতা প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন, বিশ্বাসচক্ষে অরূপ রূপ দর্শন চাই; দর্শন ব্যতীত যথার্থরূপ ভক্তির উদয় হয় না। পরোপকারে অহঙ্কার বর্দ্ধিত হয় এজন্য ইহা নিষিদ্ধ, পরসেবা করাই বিধি, পরসেবায় আত্মার পরিত্রাণ হয়। বস্তু ও নাম একত্র জড়িত এজন্য নামের তুল্য কিছুই নাই; নামের দ্বারাই বস্তু লাভ হয়; জীবে দয়া ও নামে রুচি ইহাই প্রধান। সত্যং শিবং সুন্দরং এই তিন সুস্পষ্ট পদার্থে যে অত্যন্ত অনুরাগ তাহারই নাম ভক্তি। এই তিনটিই ভক্তির বীজ মন্ত্র। সত্যস্বরূপের সাধনই কার্য্য, 'তুমি আছ' এই মন্ত্র বারংবার জপ করিবে। ঈশ্বরের প্রতিদিনের কৃপা মনে করিবে ও লিখিয়া লিখিয়া ঈশ্বরে ভালবাসা সঞ্চার করিবে। স্মরণের প্রেম হেতুমূলক কিন্তু দর্শনমাত্রে যে প্রেম তাহা অহৈতুক; এক বিন্দু প্রেমাশ্রু মুক্তামালা হইতেও মূল্যবান্। সাধনের জন্য বিশেষরূপে ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্ত স্থির করিবে। সাধনকালে স্থান, আসন, শরীর, মন সুস্থির করিতে হইবে। স্থান আসন নির্দ্দিষ্ট ও শরীর অচঞ্চল রাখিলে সহজে মন স্থির হয়। সংসারের সুবন্দোবস্ত অগ্রে করিবে, নতুবা সাধনে বিঘ্ন ঘটিবে। নিরাকার ব্রহ্ম সাকার দেবতা অপেক্ষাও উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ। কখনও কোন মূর্ত্তি পূজা করিবে না; নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা, প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তনে মত্ততা ও ভক্তির প্রবলতা যথেষ্ট হইয়া থাকে। আত্মা অমর; ভগবান্ কখনও মানব দেহ ধারণ করেন না, কিন্তু তাঁহার দেবভাব অল্লাধিক পরিমাণে মনুষ্যেতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনুতাপই পাপের প্রায়ঃশ্চিত্ত; আত্মা ও জগৎ হইতে যে সহজ জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাই ধর্ম্মশাস্ত্র। ভগবানে শান্তি লাভ করার নামই স্বর্গভোগ। ভগবানের গুণের আরাধনা, তাঁহার 'সৎ' ভাব ধ্যান, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা, এই চারি প্রকারে অর্চ্চনা করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত আছে এবং অদ্য সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ নহে, আদি কাল হইতে বর্ত্তমান।

পাপ পুণ্য ভক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রেমে দগ্ধ না হইলে প্রমত্ততা হয় না। ব্যাকুলতার পরে ভক্তির সঞ্চার হয়। যখন কিছুই ভাল লাগে না তখনই ভক্তির সূত্রপাত হয়; ভক্তি পরিস্ফুট হইলে সমস্তই মিষ্ট বোধ হয়। ভক্তির উদয়ে বিনয়, দীনতা ও দয়া আপনি আসিয়া পড়ে। 'শিবং' এই সাধন গাঢ় হইলে 'সুন্দরং' আপনি উদয় হয়। সজন মত্ততা অপেক্ষা নির্জ্জন মত্ততাই প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ। ভগবানের কৃপায় আপনিই ভক্তির উদয় হয় কিন্তু সাধন দ্বারা সতত তাহার প্রতীক্ষা করিবে। ভগবানের সাধারণ দয়া ও বিশেষ দয়া আছে। এক ব্রহ্মের উপাসনা ও সেবা করা, স্বাস্থ্যরক্ষা জ্ঞানলাভ ও চিত্ত শুদ্ধি; কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, প্রতিজ্ঞা পালন, সত্য কথন, স্বজনে প্রীতি, সকলকেই ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় দর্শন ও পশু পক্ষীর প্রতি দয়া এই গুলি বিশেষ কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মগণ এইরূপে প্রার্থনা করেন :—

হে বিনীতবৎসল, দয়াময় পরমেশ্বর, আমরা সকল নর নারী তোমার চরণে আসিয়া একত্র হইলাম, কৃপাসিন্ধু, দয়া করিয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। সংসারের পাপ তাপ হইতে ক্ষণকালের জন্য আসিয়া তোমার উপাসনার জন্য সকলে মিলিত হইলাম, শান্তিদাতা, আমাদের পাপ দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি প্রদান কর। দিবসের মধ্যে কত বার তোমাকে ভুলিয়া কত পাপ চিন্তা করিয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি চির শান্তি, হৃদয়ের ধন, জীবনসর্ব্বস্ব, তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া প্রাণ মন সুশীতল করি। হে জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ দেবতা তোমার জ্বলন্ত তেজ চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করিয়াছে, সমস্ত পৃথিবী তোমার আলোকে স্বর্ণময় হইয়াছে, বিভো, আমদের নিকট প্রকাশিত হও। গতিনাথ, তুমি অনায়াসে অগতির গতি দিতে পার, দীনবন্ধু, আমরা অতি দীন দুঃখী তোমার চরণে পড়িয়া কান্দিতেছি, আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর কর। তুমি প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, অন্তরের অন্তর, আত্মার আত্মা, হৃদয়ের শোণিত, তুমি অন্ধের যষ্টি, অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায়, কাঙ্গালের ধন, ঠাকুর, দয়া করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার কর। তোমা ভিন্ন গতি নাই, তোমা ভিন্ন গতি নাই, তোমা ভিন্ন গতি নাই। হে অগতির গতি, মোহ অন্ধকারে মগ্ন হইয়া তোমাকে ভুলিয়া-

ছিলাম, পিতা, আমাদিগকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত কর। হে প্রাণের ঈশ্বর, পৃথিবীতে ত আর তোমার মত বন্ধু কাহাকেও পাইলাম না, তুমি ইহকাল পরকালের দেবতা, জীবনে মরণে তুমিই একমাত্র সহায়। তুমি অনাদি অনন্ত অপার অগম্য, ক্ষুদ্র মানুষ তোমার মহিমা কি বুঝিবে? কোথায় মানুষ কীটাণুকীট, বালুকার ন্যায় ধূলিতে পতিত, আর তুমি রাজরাজেশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জগৎ তোমার পদতলে ঘুরিতেছে, মাগো বিশ্বজননী, সন্তান বলিয়া আমাদের প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত কর। আর যত দিন থাকিব, মা তোমায় ভুলিব না, আর তোমাকে ছাড়িয়া সংসারের পাপকূপে মগ্ন হইব না, তোমার ক্রোড়ে মাথা দিয়া চির দিন পড়িয়া থাকিব, আর কোথাও যাইব না। হে কৃপাসিন্ধু দীন শরণ, গুরুদেব, তুমি আমাদের আত্মার রক্ষক, তুমিই একমাত্র প্রেম-স্বরূপ শান্তিদাতা। হে অরূপী রূপবান্ হরি, ভক্তজনসহায়, মুক্তিদাতা, হে সুপ্রসন্ন হৃদয়রঞ্জন অধমতারণ দীনবন্ধু, আর কি বলিব, দয়া করিয়া তোমার দাস দাসীগণের ক্ষুদ্র হৃদয় দিন দিন পবিত্র কর, অস্থির মধ্যে যে সমস্ত পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা হইতে মুক্ত কর। হে পূর্ণানন্দ সুখময় অন্তরাত্মা প্রাণদাতা পরমেশ্বর, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য। সংসারের সমুদায় কোলাহল ছাড়িয়া তোমার ক্রোড়ে বসিয়া, বিশ্বময়ী জননী, সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলাম, এমন মা নিকটে থাকিতে আমরা মাতৃহীনের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করি। ভুবনেশ্বরী, একবার প্রসন্নমুখে আমাদের দিকে চাও, আমরা কৃতার্থ হইয়া যাই। আমাদের ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল স্বহস্তে মুখে তুলিয়া দিতেছ, যখন যাহা প্রয়োজন আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ, মা তোমার শ্রীমুখের দিকে তাকাইলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। বিশ্বময় পুণ্যময় সখা হৃদয়বন্ধু, আর সংসারের বৃথা মোহপাশে বদ্ধ হইব না, কেবল তোমাতেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া থাকিব। নাথ, কৃপা করিয়া আশীর্বাদ কর যেন চিরদিন আমরা তোমার শ্রীপাদপদ্মে তাপিত মস্তক রাখিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারি।

পরম পিতা পরমেশ্বর, আমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া

যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও, দয়াময় তোমার যে অপার করুণা তাহার দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

শান্তিঃ; শান্তিঃ; শান্তিঃ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এইরূপ;—

যত দিন অহঙ্কারের গন্ধ পাইবে তত দিন দেবভাবের উদয় হইবে না।

যদি প্রেম রাজ্য চাও, অহঙ্কারকে বিদায় দাও।

ধর্ম্মজীবনে গাম্ভীর্য্য চাই।

যোগই প্রাণ, বিয়োগই মৃত্যু।

কোন অবস্থাতেই দেহকে পাপশূন্য মনে করিও না।

গুণ থাকিলেই দেবত্ব লাভ হয় না, সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পারিলেই দেবত্ব লাভ করা যায়।

বিবেকের কথা গুরু মন্ত্র, যত্নের সহিত তাহা রক্ষা কর। অনুমান প্রিয় হইয়া 'বোধ হয়' 'যদি' ইত্যাদি সন্দেহের শব্দ ব্যবহার করিও না।

স্বর্গলাভ ও দেবত্বলাভ একই কথা।

হয় উন্নতি, নয় অবনতি। জীবন কখনও এক ভাবে থাকে না।

স্বর্গের লক্ষণ কি? এক প্রাণ, আত্মা।

কি উপাসনা কি সাধুতা, কি বিনয়, ইহার একটিরও সাধন শেষ করিতে পারা যায় না।

যেখানে দেখিবে বিষাদের রেখা, সেখানে জানিবে স্বর্গের পবিত্রতা আইসে নাই।

যদি অভীষ্ট লাভ করিতে ও নির্ভয় হইতে চাও, অবিশ্রান্ত উপাসনা কর।

ঈশ্বর যদি বিনাশ করেন তথাপি তাঁহার প্রতি নির্ভর কর। পিতা কল্যাণের জন্যই পুত্রের পীড়ন করেন। সংসারের যে দিকে দুঃখ বিপদ ঈশ্বরের সে দিক শাসনবিভাগ।

'অহং' জ্ঞানকে যখনই দেখিবে, তখন জানিবে তাহাতে আত্মার জীবন একেবারে বিনষ্ট করিয়াছে।

শরীরে যেমন চক্ষু, আত্মাতে সেইরূপ বিশ্বাস। চক্ষুহীন দেহ আর বিশ্বাসহীন আত্মা সমান।

'পারিব' বলিলে নৈসর্গিক বল হৃদয়ে প্রবেশ করে। 'পারিব না' বলিবা মাত্রেই দুর্ব্বলতা পিশাচী চতুর্গুণ বলে হৃদয়কে জখম করিয়া দেয়।

শত্রুকে কি দিব? ক্ষমা।

অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর, কোন অভাবই থাকিবে না।

রিপু দমন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক।

এই জীবনে যদি স্বর্গের আভাস না পাও, তবে কোথায়ও যে স্বর্গ আছে, তাহার বিশ্বাস কি? আত্মার মধ্যে যদি স্বর্গ না থাকে তবে আর তাহা কোথায়ও নাই।

নয়ন নিমীলিত করিলে ব্রহ্মরূপ যেমন দেখা যায়, নয়ন উন্মীলিত করিলেও সেইরূপ দেখা যাইবে।

অগ্রে পশুজীবন, পরে মনুষ্যজীবন, তৎপরে দেবজীবন; অতএব সর্ব্বাগ্রে পশুজীবন পরিত্যাগ কর।

আমাদের অনেক কথা বুদ্ধিগত, হৃদয়গত নহে। অতএব হৃদয়গত কথাই ব্যবহার করিবে।

পাপী ও অজ্ঞানীর প্রতিও ভগবানের দয়া অল্প নহে।

পরের জন্য জীবন দাও, নবজীবন পাইবে।

সকল জাতির পদতলে বসিয়া যিনি সত্য শিক্ষা করেন তিনিই ব্রাহ্ম।

ঈশ্বরে রাজভক্তি প্রদান কর; চতুর্দ্দিকে তাঁহার রাজদণ্ড নিরীক্ষণ কর।

একের দুঃখে দশের দুঃখ, একের সুখে দশের সুখ। ভ্রমজ্ঞানে একাকী স্বতন্ত্র হইতে চাহিও না।

ভক্ত কি চান? তিনি দর্শন ভিন্ন কিছুই চান না।

শরীরের ন্যায় আত্মাও ব্যাধিমন্দির: শারীরিক রোগে লোক অস্থির হয়, আত্মার ব্যাধিতে কেহই দৃক্‌পাত করে না, কিন্তু শারীরিক ব্যাধি অপেক্ষা আত্মার ব্যাধি সহস্র গুণ ভয়ঙ্কর।

যদি ব্যাকুলতা থাকে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া অতীব সহজ।

ধার্ম্মিকেরা পূর্ণ পুরস্কার পাইবেন। পাপের দণ্ড অখণ্ডনীয়। পাপী কোথায় পলায়ন করিবে?

পরের যথার্থ মঙ্গল চেষ্টা কর, কিন্তু আপনার যথার্থ মঙ্গল সাধনেও বিস্মৃত হইও না।

স্বেচ্ছাচারিতার অনেক বিঘ্ন, অনেক দুঃখ। ভগবানের অধীনতা ও নিয়মপাশে বদ্ধ হও।

ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার অতি সূক্ষ্ম, উন্নত মস্তকে প্রবেশ নিষেধ।

নিস্বার্থ প্রীতি সাধন কর।

এক মাত্র ভগবান্‌কে ডাক, তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হইবেন। কাহাকেও মধ্যবর্ত্তী মানিও না; কিন্তু সাধু মহাত্মাগণের সহায়তা গ্রহণ কর।

যাঁহার পদতলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ও চন্দ্র সূর্য্য রক্ষা পায় তিনি অধম চণ্ডালকেও ক্রোড়ে করিয়া থাকেন্; ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অতল স্পর্শ সাগরের ন্যায় গভীর, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ হইতেও উচ্চ; নিশীথকাল অপেক্ষাও গম্ভীর।

ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জনের নিমিত্ত অবস্থা ও সময়ের উপর নির্ভর করা উচিত নহে।

ঈশ্বরারাধনার নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগ উভয়ই চাই, কারণ ব্রহ্ম-জ্ঞান না থাকিলে ব্রহ্মানুরাগের লোপ হয় এবং ব্রহ্মানুরাগ না থাকিলে ব্রহ্ম-জ্ঞানের লোপ হয়।

জ্ঞান ও প্রেম ধর্ম্মের জনক ও জননীস্বরূপ।

ঈশ্বরকে অবগত হইলেই ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়।

বিশ্বকার্য্যের আলোচনাতেই ব্রহ্মজ্ঞান উজ্জ্বল হয়।

অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যাও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়াছেন তিনি কিছুতেই বিচলিত হয়েন না।

যে বক্তি ঈশ্বরকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করেন তিনিই ব্রহ্মবিৎ।

ঈশ্বরের সমীপে গমন করাই জীবাত্মার একমাত্র উদ্দেশ্য।

কোন ধর্ম্ম গ্রন্থে না থাকিলেও অথবা কোন ব্রহ্মবাদী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট

না হইলেও নির্ম্মুক্তভাবে জ্ঞান দ্বারা যাহা গৃহীত হয়, ইচ্ছা দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয় এবং যদ্দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি হয় তাহাই ধর্ম্ম।

যখন সংসারের সমস্ত জীবকে সমভাবে দেখিবে, কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা থাকিবে না তখনই প্রীতির প্রশস্ততা হইবে।

কেবল মাত্র ঈশ্বর আছেন বলিলে চলিবে না, তোমার রসনার অস্তিত্ব যেরূপ সহজে অনুভব করিতে পার, সেইরূপ সহজে হৃদয়ে বাহিরে তাঁহাকে অনুভব করিতে হইবে।

জগতে যাহা কিছু সত্য তহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত।

ঈশ্বরের প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা।

ঈশ্বরজ্ঞান সমস্ত কুপ্রবৃত্তি ও প্রলোভনকে চূর্ণ করে।

কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে যেরূপ অগ্নি উৎপত্তি হয় সেইরূপ জ্ঞান সংঘর্ষণ প্রাপ্ত মাত্রই সত্যকে উৎপন্ন করে।

সংসারিক সমস্ত কার্য্যের মধ্যে সর্ব্বসময়ে তদতিরিক্ত এক পুরুষের সত্তা অনুভব করিতে হইবে।

আত্মার সৃষ্টির সঙ্গেই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগের বীজ তাহাতে নিহিত হইয়াছে।

জ্ঞান দ্বারা যেরূপ সত্য গৃহীত হয় সেইরূপ অনুরাগ যোগে মঙ্গল ভাবের উদয় হয়।

সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতিই শ্রদ্ধাবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

যত্ন ব্যতীত ঈশ্বরকে দেখা যায় না।

যে ব্যক্তি আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া প্রকাশ করে সে কখনই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী নহে।

স্বাধীনতা হইতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়।

জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতে হইবে তাহাতে অন্য কিছুরই সাহায্য আবশ্যক করে না।

বিশ্বাসের পরিচালনা না করিলে তাহা ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

জ্ঞান ও প্রেম ব্যতীত ধর্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না এবং এতদুভয় ব্যতীত মুক্তির অন্য উপায় নাই।

যে উপায় দ্বারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায় তাহারই নাম ব্রহ্মজ্ঞান।

জ্ঞান দ্বারা স্বর্গের দ্বার মুক্ত হয় ও প্রেম তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা প্রদান করে।



কৈশোর ভাগবত।

নববিধান।

নববিধানের নূতন কি ? নিরাকার মুখ কথা কহিতেছে স্পষ্ট শুনা যায় ইহাই নূতন। নিরাকার ঈশ্বরকে স্পর্শ করা যায় ইহাই নূতন। তাঁহাকে দেখা যায়, তাঁহার কথা শুনা যায়, তাঁহাকে স্পর্শ করা যায়, নববিধানে এই সকল অতি সহজ জ্ঞান, সামান্য কথা সকলেই জানে। ইহাই নববিধানের নূতন সত্য। ঈশ্বরের নিরাকার চিঠি পাওয়া যায়, তাঁর নিজের হাতের লেখা, ইহাই নববিধানের নূতন সত্য। মাটির গড়া প্রতিমা অপেক্ষা নিরাকারা দেবীকে অধিক স্পষ্টরূপে দেখা যায়, নববিধানের ইহাই নূতন সত্য। অভিধান ও সমুদায় শাস্ত্রের মসীলিখিত কথা অপেক্ষা নিরাকারা বিশ্বজননীর কথা অতি স্পষ্ট ও সহজে বুঝিতে পারা যায়, ইহাই নববিধানের নূতন সত্য। যদি বুদ্ধির আলোক প্রজ্বলিত করিয়া দাও, বিশ্বময়ীকে দেখিতে পাইবে না। যদি পার্থিব আলোক নির্ব্বাণ করিয়া দিতে পার, অন্ধকারে হীরকের ন্যায় মার জ্যোতি প্রকাশ হইতে থাকিবে।

নববিধানের উপদেশ।

ঈশ্বর অনন্ত প্রেম। ঈশা মুষা গৌরাঙ্গ শাক্য সকলেই ঈশ্বরের প্রিয়, সকলকেই প্রাণের ভিতর সযত্নে স্থাপন কর।

বিশ্বমাতা আপনি আসিয়া বান্ধা দিবেন, সকলে প্রেমের দড়ি প্রস্তুত করিয়া রাখ।

নদ নদী, ফল ফুল, বন জঙ্গল, ইত্যাদিতে বিশ্বময়ীকে দেখা চাই। চারিদিকে ব্রহ্মজ্যোতি ঝক্ ঝক্ করিবে। একটি সরিষার মধ্যে যখন আনন্দময়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে তখনই জীবন ধন্য হইবে।

ঘর দ্বার পরিষ্কার রাখ। চাউলে হরি, ডাউলে হরি, শয্যায় হরি, সকল দেয়ালে হরি থাকিবেন, যেন লোকে দেখিলেই চিনিতে পারে এই বাটীতে এই পরিবারে হরিনাম হইয়া থাকে।

যদি বিশ্বাসের বল থাকে মহাশত্রুও ফুঁ দিলে সোলার মত উড়িয়া যায়।

যাহারা শয়তানের সহিত যোগ দিয়া বিশ্বময়ীর নিন্দা করে তাহারা শত্রু, তাহাদের কথায় কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান কর।

প্রেমে পুণ্যে একত্র হয়ে একটি দুধে আল্‌তা রং হয়, সেই রং ভগবদ্ভক্তের মুখে দেখা যায়।

দূরদেশে ঈশ্বর খুঁজিতে যাওয়া নিতান্ত ঠকা। আপনার ছোট ছোট ঘর গুলির একএকটিকে এক একটি তীর্থ স্থান কর।

ঘর দ্বার যদি পরিষ্কার না থাকে, বিছানা আহার ব্যবহার যদি শুদ্ধ ও পরিষ্কার না কর, পরমেশ্বর কখনও তাহা ক্ষমা করিবেন না।

কামানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিশ্বাসের বল দেখাও।

যোগপ্রধান আর্য্য ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, চণ্ডাল জীবন হইতে সাবধান হও।

খঞ্জ খঞ্জকে চালাইতে পারে না, মানুষ মানুষকে উদ্ধার করিতে পারে না। ভগবান্ ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

যেখানে বিশ্বাসের বল সেইখানেই দুর্জ্জয় সাহস ও সিংহের ন্যায় বিক্রম।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য ঋষিগণ আমাদিগকে এক অমূল্য সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, যোগসম্পত্তি। যখন আমাদের নিতান্ত দুরবস্থা হয় তখনও আমরা যোগধনে ধনী।

তৃষ্ণার জল, বিছানার একটি ছোট চাদর, একটি কোমল বালিস, ইহাতে যে ঈশ্বরের অনন্ত দয়া না দেখে তার আর ব্রহ্ম দর্শন ঘটিল না।

মাতালের ন্যায় ব্রহ্মপ্রেমে দিবানিশি বেহুঁস হইয়া থাক।

সমুদায় পরিবার ভগবানের হইবে, একাকী ভগবদ্ভক্ত হইলে হইবে না।

ঋষিগণ আমাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের সহিত বিশেষ আলাপ রাখ। ঋষিদের কাছেই থাক, ঋষিদের স্কন্ধে হস্ত দিয়া ভাই ভাই বলিয়া সম্বোধন কর।

ব্রহ্মকৃপা ব্যতীত লক্ষ লক্ষ উপদেশে কিছুই কার্য্য হয় না। গৈরিক বসন পরিধান করিলে অস্থির মধ্যে যে পাপ তাকি যায়?

বল থাকিলে তাহা কখনই লুক্কায়িত থাকে না, বজ্রধ্বনিতে প্রকাশিত হয়। গৌরাঙ্গের দল সিংহের দল ছিল। মহম্মদের কথায় কথায় অগ্নি নির্গত হইত।

ঋষিরা পূর্ব্বে যোগ যোগ বলিয়া আনন্দ করিতেন, এখন লোকে টাকা টাকা সংসার সংসার বলিয়া কান্দিতেছে। ভারতবর্ষ যেমন তেমন দেশ নহে, এখানে যাহা ইচ্ছা তাই বলিবার বা করিবার যো নাই। ঋষিগণ তাহার চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন। যোগই ভারতের অমূল্য ধন, এমন রত্ন হারাইও না।

একটি ধূলি কণাকে যে স্বর্ণরেণু জ্ঞান করে সেই কৃতার্থ হইয়াছে।

লোকের জন্য প্রার্থনা করাই সহস্র উপদেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বাগ্রে রিপু দমন করা আবশ্যক।

সৌভাগ্য ক্রমে ঋষিদিগের দেশে জন্মিয়াছ ঋষিজীবন লাভ কর। সমস্ত পৃথিবী ঋষিদিগের স্থান দর্শন করিতে ব্যাকুল।

ব্রহ্মনামের সহিত অগ্নি ছুটিতে থাকিবে, নতুবা জানিবে, ব্রহ্মনাম হইতেছে না, ভূত প্রেতের নাম হইতেছে।

উপাসনা গিল্টি সোণা নহে।

ধর্ম্মরাজ্যে ঘুঁস খোর অনেক আছে। রিপুর কাছে, সংসারের কাছে ঘুঁস খায়। নববিধান তাহাদিগকে দূর করিয়া দেয়।

নববিধানে স্বর্গ হাতে হাতে। ধারে কারবার চলে না। যেমন ডাকা তেমনি উত্তর। স্বর্গ পরলোকে নহে, ইহলোকে। নববিধানের সাধনা তপস্যা করা নহে, ইহার সাধন কেবল আনন্দ।

সমুদ্র তীরে যত বালী মনের পাপ তদপেক্ষা অধিক। আশাই জীবন, নিরাশাই মৃত্যু।

লোকে ভগবান্‌কে পৌনে ষোল আনা দিতে চায়, কিন্তু ষোল আনা কেহ দিতে চাহে না।

নববিধানবাদীরা মার মন যোগাইতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। তাই বুঝিয়া নববিধান রাজ্যে প্রবেশ কর।

এমন দিন আসিতেছে যখন আর মনুষ্যের দুঃখ থাকিবে না।

যোগসমুদ্রে আমি ডুবেছি, মা ডুবেছেন, জীব ডুবেছেন। নববিধানে এই তিনে এক, একে তিন।

ঠেসে ঠুসে, কষ্টেশ্রেষ্ঠে, যোগ করে পৃথিবীর লোকে। নববিধানের যোগ আহার বিহারের ন্যায় অতি সহজ।

ঈশ্বরের সঙ্গে চোখে চোখে তাকাও।

শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, নানক, খ্রীষ্ট যোগী ঋষিগণের সমস্ত নববিধানের বক্ষের ভিতর বসিয়া আছেন। নববিধানবাদীরা পৃথিবীর লোকের কথা শুনেন না, তাঁহারা কীটের কথায় কর্ণপাত করিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, পৃথিবীর ভাবনা ভাবেন না, কেবল উপরের দিকেই চাহিয়া আছেন। গৌরাঙ্গ শাক্যের কথা শুনেন।

বৈকুণ্ঠ ধামে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যাও। কেঁদে কেটে যেতে চায় পৃথিবীর লোকে।

নববিধানবাদীদের মায়ের কাছে একটু ওজোর চলে না। ওজোর করিলেই খুনী আসামীর যে দণ্ড তাহা পাইতে হয়।

কিসে ভাল হইবে আর ভাবিও না। মার মুখ দর্শনেই সুখী হও।

এমন এক স্থান আছে যেখানে বসিলে রোগ শোক পলায়ন করে।

ভগবান্ বড় সুশ্রী যে বলিবে সে নববিধানবাদী। নববিধানের পিতার দ্বারে মধ্যাহ্ন সূর্য্য, মাতার দ্বারে পূর্ণ চন্দ্র। মার কাছে কাঙ্গাল গরিব সবাই যায়।

নববিধানে মা বলিয়াছেন, "যে সুখের জগতে আনন্দে না থাকিবে সে পাপী।"

ঐ দেখ জগতে সুপ্রভাত হইল। আকাশ হইতে এক নূতন রাজ্য বাহির হইতেছে, স্বর্গের দেবতারা আসিতেছেন, পরীরা নামিতেছেন, আর্য্য ঋষিরা ফিরিতেছেন।

জল স্থল, বায়ু পাহাড়, পৃথিবী স্বর্গ, ঈশ্বর সাধনা, তন্ত্র মন্ত্র, বেদ, বাইবেল্, কোরাণ, নববিধানে সব নূতন। পিতা, মাতা, পুত্র, পরিবার, স্বজন, বন্ধু, সমুদায় নূতন। যার সমুদায় নূতন সেই নববিধানে স্থান পাইয়াছে, নতুবা যার পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র, ঘর বাড়ি, মাঠ ঘাট, পুরাতন রহিয়াছে সে নববিধানে স্থান পাইবে না।

নববিধানবাদীরা বলেন "মানুষ গুলো কে? ওত ফুঁদিলে উড়ে যায়? রাজা বল প্রজাই বল, ওত সব বিজ বিজ কচ্ছে পোকা। তারা কে, যে তাদের কথা শুন্‌তে হবে? আমরা শুনি মার কথা। আমরা জলে ডুব্‌তে পারি, আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, পিটিয়ে দোরস্ত করিতে পারি, বিষ খেয়ে হজম করতে পারি—যত গোঁয়ারতুমি কায আছে, আমরা তার না পারি কি? মার আজ্ঞা, আমাদের কায। যেমন আজ্ঞা তেমনি কায। রাজা, বাদশা, সভ্য ভব্য যেই বল, মানুষগুলতো ঝোপ। বাঁশ খুঁটীর মত নরক গৃহের পেলা। বিবেক জাগরিত হইয়া কি ঝোপের কাছে পরামর্শ লয়?

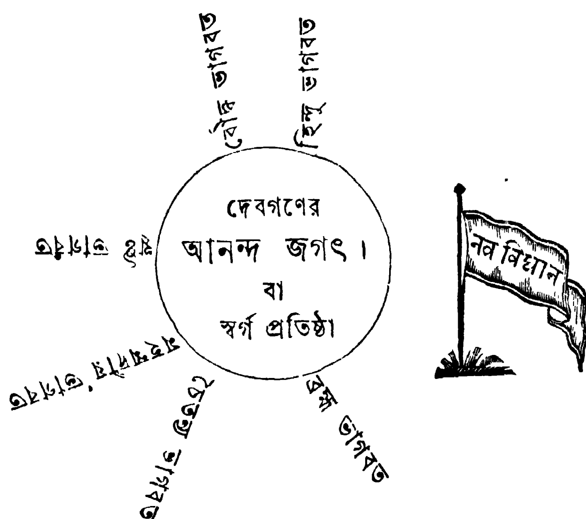
ধর্ম্মে গোঁড়ামি চাই। যেখানে ভালবাসা সেইখানেই গোঁড়ামি। যাহা প্রেমশূন্য তাহাতে গোঁড়ামি না থাকিতে পারে। গোঁড়ামিই প্রেমের পরিচয়।

নববিধান বলেন;—মানুষ বিষয় বিশেষে আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিতে পান। মানুষ যে পরিমাণে যোগমগ্ন হইবে, সেই পরিমাণে

অভ্রান্ত হইবে। যে আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়াই স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কথায় কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবে।

নববিধানে বৈরাগ্যও যাহা, সংসারও তাহা। সংসারেরও যে পথ, সন্ন্যাসেরও সেই পথ। যোগের পথে ভক্তি, ভক্তির পথে যোগ।

নববিধান সুধু জাতিভেদ উঠান নাই, সমস্ত ভেদ উঠাইয়াছেন।



“ভ্রম। ভ্রম! দুঃখ নাই। জ্ঞানেতেই মুক্তি ভাই।” দ্বিবার্ত্তা ইহার প্রমাণ, যথা.—ভগবদ্গীতা—সাংখ্য যোগ।

নত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥

আমরা সকলেই যেমন পূর্ব্বে ছিলাম এবং এখনও আছি,' সেইরূপ পরেতেও আমরা সকলেই থাকিব অতএব শোক প্রকাশ করা উচিত নহে।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং তিতিক্ষস্ব ভারত॥

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধই শীতোষ্ণ বোধ ও সুখদুঃখ বোধের

কারণ। সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন হয়, কখন বা বিনষ্ট হয়, ইহা অনিত্য। অতএব ইহা সহ্য কর।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।

যাঁহার নিকট সুখ দুঃখ উভয়ই তুল্য, সেই ব্যক্তিই মোক্ষ লাভের যোগ্য, দুঃখ সহ্য করায় কিছুই ক্ষতি নাই।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

ভূত সকল জন্মের পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, মধ্যকালে জন্মিয়া ক্ষণকাল ব্যক্ত হইয়াছে, মৃত্যুর পরেও অব্যক্ত অবস্থা, তবে ইহার জন্য শোক দুঃখ কি?

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

যাঁহার মন দুঃখেতে অনুদ্বিগ্ন এবং সুখেতে স্পৃহা শূন্য, এবং যাঁহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ কিছুই নাই সেই মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

সংন্যাস যোগ।

নাদত্তে কস্যচিৎপাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং॥
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ॥

বিভু কাহারও পাপ পুণ্য গ্রহণ করেন না; অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানালোক আবৃত থাকে বলিয়াই লোকে মুগ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে পূর্ণ ব্রহ্ম আদিত্যের ন্যায় প্রকাশিত হন। পণ্ডিতগণ বিদ্যা বিনয় ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হস্তী, গো ও কুক্কুরে তুল্যরূপ দর্শন করেন। এইরূপ সাম্যে যাহাদিগের মন অবস্থিত, তাঁহারাই ইহ জগতে স্বর্গপ্রতিষ্ঠা করিয়া, সংসার জয় করিয়া থাকেন।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে যিনি কাম ক্রোধের দংশন সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী।

মনুষ্যেরা ভগবানকেই সর্ব্বভূতের মহেশ্বর ও যজ্ঞতপস্যাদির ভোক্তা ও সকল লোকের সুহৃৎ জানিয়া চির শান্তি লাভ করেন।

ধ্যান যোগ।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
তং বিদ্যা দ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্নচেতসা॥

যে অবস্থাতে চিত্ত স্থির হইয়া শুদ্ধ ভাবে আত্মদর্শনে তৃপ্ত হয়, আত্মতত্ত্ব হইতে আর ভ্রষ্ট হয় না এবং অতীন্দ্রিয় নিরতিশয় সুখানুভব করে, যে অবস্থাতে অন্য লাভকে আর অধিক লাভ বলিয়া মনে হয় না, ও গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হইতে হয় না, সেই অবস্থার নাম যোগ। সে অবস্থায় দুঃখের লেশও থাকে না, এই রূপ জ্ঞাত হইয়া যোগাভ্যাস করিবে।

মোক্ষ যোগ।

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥

এক্ষণে বল, তুমি কি একান্ত মনে এই সংবাদ শ্রবণ করিলে? তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি এখনও বিনষ্ট হয় নাই?

আত্মতত্ত্ব।

"দূরদেশং গতে পুত্রে জীবত্যেবাত্র তৎপিতা।
বিপ্রলম্ভকবাক্যেন মৃতং মত্বা প্ররোদিতি॥
মৃতেঽপি তস্মিন্ বার্ত্তায়ামশ্রুতায়াং ন রোদিতি।
অতঃ সর্ব্বস্য জীবস্য বন্ধকৃন্মানসং জগৎ॥"

পুত্র দূরদেশে সুস্থ শরীরে আনন্দে আছেন, কোন মিথ্যাবাদী আসিয়া বাটীতে তাহার পিতাকে বলিল "তোমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া পিতা নিশ্চয়ই রোদন করেন; আবার দূরদেশে পুত্রের যথার্থই মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু না জানিয়া, গৃহে পিতা আনন্দে হাস্য করিতেছেন, এরূপ ঘটিয়া থাকে। অতএব দেখ মনোময় জগৎই মনুষ্যের সংসারবন্ধনের কারণ।

"মায়াময়ত্বং ভোগ্যস্য বুদ্ধাস্থামুপসংহরন্।
ভুঞ্জানোপি ন সঙ্কল্পং কুরুতে ব্যসনং কুতঃ॥
স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশমচিন্ত্যরচনাত্মকং।
দৃষ্টনষ্টং জগৎ পশ্যন্ কথং তত্রানুরজ্যতি॥"

জ্ঞানিগণ ভোগ্যবস্তুর ঐন্দ্রজালিকত্ব জানিয়া উপেক্ষা করিয়া অনাসক্ত চিত্তে তাহা ভোগ করেন; তাহাতে তাঁহাদের দুঃখের সম্ভাবনা কি? লোকে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া রোদন করে, আবার জাগিয়াও কি কেহ তজ্জন্য রোদন করে?

"কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনঃ।
তৃপ্যন্নেবং স্বমনসা মন্যতেঽসৌ নিরন্তরং॥
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং নিত্যং স্বাত্মানমঞ্জসা বেদ্মি।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টং॥
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষ্যেঽদ্য।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং স্বস্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্বাপি॥

ধন্যোহং ধন্যোহং কর্ত্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ।
ধন্যোহং ধন্যোহং প্রাপ্তব্যং সর্ব্বমদ্য সম্পন্নং ॥
ধন্যোহং ধন্যোহং তৃপ্তের্ম্মে কোপমা ভবেল্লোকে।
ধন্যোহং ধন্যোহং ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥
অহো পুণ্যমহোপুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ং।
অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তেরহো বয়মহো বয়ং ॥
অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুরহো গুরুঃ।
অহোজ্ঞানমহোজ্ঞানমহোসুখমহো সুখং ॥"

জ্ঞানীরা কৃতার্থ হইয়া বারংবার কেবল এই আলোচনা করেন যে, আমি নিত্য আত্মাকে জানিয়া ধন্য হইয়াছি! আমার সম্মুখে ব্রহ্মানন্দ সুপ্রকাশিত, অতএব আমি ধন্য! আমার অজ্ঞান অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়াছে, আমি ধন্য হইয়াছি! আমি সর্ব্বদুঃখের অতীত, অতএব আমি ধন্য! আমার সংসারে সকল প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই! অতএব আমি ধন্য! আমার প্রীতির উপমা নাই, আমিই ধন্য! আমিই ধন্য! আমার ধন্যবাদের সীমা নাই! আমার এই প্রীতি বৃক্ষে কি আশ্চর্য্য পুণ্য ফলই ফলিয়াছে! আমার এই পুণ্য পরমাশ্চর্য্য! আমিও পরমাশ্চর্য্য! ধন্য ধন্য আমি! ধন্য শাস্ত্র! ধন্য গুরু! ধন্য জ্ঞান! ধন্য সুখ আমি প্রাপ্ত হইলাম!!

"অনাত্মবুদ্ধিশৈথিল্যং ফলং ধ্যানাদ্দিনে দিনে।
পশ্যন্নপি ন চেৎ ধ্যায়েৎ কোহপরস্মাৎ পশুর্ব্বদ ॥
দেহাভিমানং বিধ্বস্য ধ্যানাদাত্মানমদ্বয়ং।
পশ্যন্ মর্ত্ত্যোহ মৃতোভূত্বা হ্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥"

ধ্যান দ্বারা আত্মজ্ঞান ক্রমেই স্পষ্ট হইতে থাকে। এইরূপ প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াও যে ব্যক্তি ধ্যান না করে, তাহার অপেক্ষা পশু আর জগতে কে আছে? দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া ধ্যান দ্বারা অদ্বয় আত্মা প্রত্যক্ষ করতঃ জীব অমরতা লাভ করেন, ও ইহ জীবনেই ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া থাকেন।

"সদ্রূপমারুণিঃপ্রাহ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম বহ্বৃচাঃ।
সনৎকুমার আনন্দমেব মন্যত্র গম্যতাং ॥"

আরুণি বলেন, ব্রহ্ম একমাত্র সৎ, ঋগ্বেদীরা বলেন, ব্রহ্ম একমাত্র জ্ঞান, আর সনৎকুমার বলেন, ব্রহ্ম একমাত্র, আনন্দ।

"মাতাপিত্রোর্ব্বধঃ স্তেয়ং ভ্রূণহত্যান্যদীদৃশং।
ন মুক্তিং নাশয়েৎ পাপং মুখকান্তির্ন নশ্যতি॥
যুব রূপী চ বিদ্যাবান্নীরোগোদৃঢ়চিত্তবান্।
সৈন্যোপেতঃ সর্ব্বপৃথ্বীং বিত্তপূর্ণাং প্রপালয়ন॥
সর্ব্বৈর্ম্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নস্তৃপ্তভূমিপঃ।
যমানন্দমবাপ্নোতি ব্রহ্মবিচ্চ তমশ্নুতে॥
শুনা বান্তে পায়সে নো কামস্তদ্বদ্বিবেকিনঃ॥
গন্ধর্ব্বানন্দমাশাস্তি রাজ্ঞো নাস্তি বিবেকিনঃ॥"

জগতে এমন কোন পাপ নাই যাহাতে যোগীর বদনকান্তি বিনষ্ট করিতে পারে। রূপবান্, যুবা, নীরোগী ও বিদ্বান্ ব্যক্তি কিংবা সসাগরা ধরার অধীশ্বর যে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী তাহা অবিশ্রান্ত ভোগ করিতে থাকেন। পরমান্নভোজী কুক্কুরের বমী যেমন কেহ ভোজন করিতে চাহে না, সেই রূপ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী সাংসারিক সুখ-ভোগ আর কখনই উপভোগ করিতে চাহেন না। রাজাদিগের অন্য কোন অভাব না থাকিলেও গন্ধর্ব্বানন্দে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বিবেকবান্ তত্ত্বজ্ঞানী আর তাহাও ইচ্ছা করেন না; সুতরাং আত্মতত্ত্বজ্ঞানীর আনন্দ রাজসুখ অপেক্ষাও অধিক।

বৌদ্ধ ভাগবত।

যিনি হীনবীর্য্য না হইয়া নিয়ম ও উপদেশ দৃঢ়রূপে পালন করেন তিনি জন্মরহিত হইয়া দুঃখাতীত হন।

জগতে কাহারও জন্য রোদন বা দুঃখ করা উচিত নহে, কারণ কিছুই চিরস্থায়ী নহে। যাহার জন্ম আছে তাহাই বিলয়শীল।

কুপ্রবৃত্তি ও অজ্ঞানতা দূর করিয়া মনে পবিত্রতা ও বিমল আনন্দ সাধনের নাম নির্ব্বাণ।

মনই মূল, মন হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়। যদি কেহ পবিত্র উন্নত মনে কার্য্য করেন, ছায়ার ন্যায় বিমল আনন্দ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিবে।

মহম্মদীয় ভাগবত।

যাঁহাদিগের সৎকর্ম্ম অধিক তাঁহারা আনন্দ জীবন লাভ করিবেন।

প্রার্থনাই স্বর্গদ্বার খুলিবার চাবি।

ধার্ম্মিকেরা চিরদিন আনন্দোদ্যানে ভ্রমণ করিবে এই তাহাদিগের পুরস্কার।

অবিশ্বাসীরা যদি বিশ্বাস করে ও ঈশ্বরকে ভয় করে আমরা তাহাদের পাপ দূর করিব ও আনন্দ উদ্যানে লইয়া যাইব।

যদি বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে, ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গসুখ প্রদান করিবেন, এই বলিয়া তিনি তাহাদিগের আত্মা ও ধন সমুদায়ই ক্রয় করিয়াছেন।

খ্রীষ্ট ভাগবত।

ভ্রাতৃগণ! মনঃ পরিবর্ত্তন কর স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইয়াছে।

দীননাথ! এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর।

তোমাদিগের স্বর্গস্থ পিতা অবগত আছেন যে এ সমস্ত দ্রব্য তোমাদিগের আবশ্যক আছে, কিন্তু প্রথমে ধর্ম্ম ও স্বর্গরাজ্য আবির্ভাবের চেষ্টা কর পরে তৎ সমুদায়ই তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

যীশু তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যকে এই বলিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে "তোমরা ইস্রায়েল বংশীয় ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট গমন করত এই কথা প্রচার করিবা যে হে ভ্রাতৃগণ! স্বর্গরাজ্য তোমাদিগের নিকট হইল।"

পরন্তু জন্ অবগাহকের সময় হইতে যত্নশীল ব্যক্তিগণ যত্ন দ্বারা স্বর্গরাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইতেছে।

জ্ঞান তাহার ক্রিয়া দ্বারাই অনিন্দনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

চৈতন্য ভাগবত।

জগতে জীবই আনন্দের আধার। জীব জড়বস্তু নহে, ইহা চিন্ময় ও আনন্দময়, আনন্দই তাহার ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম জগতে শোক মুগ্ধতা নিষিদ্ধ।

স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করা জগতে জীব ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই।

বিমল আনন্দই বিকৃত হইয়া সাংসারিক সুখ দুঃখে পরিণত।

ব্রাহ্ম ভাগবত।

আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়কালেও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিগমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

ধীর ব্যক্তিগণ পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

মূর্খেরা অসন্তোষপরায়ণ হয় এবং পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করেন। বিষয়তৃষ্ণার অন্ত নাই। সন্তোষই পরম সুখ।

গুণ থাকিলেই দেবত্ব লাভ হয় না, সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পারিলেই দেবত্ব লাভ হয়।

স্বর্গলাভ ও দেবত্ব একই কথা।

স্বর্গের লক্ষণ কি, এক প্রাণ ও এক আত্মা।

এই জীবনে যদি স্বর্গের আভাস না পাও তবে কোথাও যে স্বর্গ আছে তাহার বিশ্বাস কি?

যদি ব্যাকুলতা থাকে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া অতীব সহজ।

জ্ঞান দ্বারা স্বর্গদ্বার মুক্ত হয় ও প্রেম তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা প্রদান করে।

নববিধান।

নববিধানে স্বর্গ হাতে হাতে। ধারে কারবার চলে না। যেমন ডাকা তেমনই উত্তর। স্বর্গ পরলোকে নহে ইহলোকে। নববিধানের সাধনা তপস্যা করা নহে, ইহার সাধনা কেবল আনন্দ।

এমন দিন আসিতেছে, যখন আর মনুষ্যের দুঃখ থাকিবে না।

নববিধানে মা বলিয়াছেন "যে সুখের জগতে আনন্দে না থাকিবে সে পাপী।"

ঐ দেখ জগতে সুপ্রভাত হইল। আকাশ হইতে এক নূতন রাজ্য বাহির হইতে স্বর্গের দেবতারা আসিতেছেন, পরীরা নামিতেছেন, আর্য্য ঋষিরা ফিরিতেছেন।

আনন্দজগতের কয়েকটী কথা।

ঈশ্বর সাকার নিরাকার, প্রকৃতি ও পুরুষ, চেতন ও অচেতন, জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়, সবল ও নিষ্কল এবং শান্ত ও অনন্ত।

ভ্রমের অস্তিত্ব আছে।

দিনের মধ্যে আট ঘণ্টা, অন্ততঃ দুই ঘণ্টা মনোনিবেশ পূর্ব্বক যোগে বসিবে।

এক ক্রমে তিন ঘণ্টা স্থিরচিত্তে বসিয়া থাকিতে পারিলে কিছু কিছু প্রকাশ হইবে।

কীট পতঙ্গ ইত্যাদিকেও হৃদয়ের অস্থির ন্যায় বিবেচনা করিবে।

আনন্দজগতের দেবগণের প্রত্যেক অঙ্গ আপনার অঙ্গের ন্যায় বিবেচনা করিবে।

আনন্দ জগতে 'তোমার আমার' করিলে চলিবে না, এখানে 'তোমার যা, তাও আমার' 'আমারে যা, তাও তোমার।'

জলে, স্থলে, পাহাড়ে, জঙ্গলে, গাছে, আহারে, বিহারে, শয়নে পূর্ণানন্দ প্রত্যক্ষ দেখিতে হইবে।

উপাসনা বনে ভাল না ঘরে ভাল? দুইই বড় ভাল। কেবল আপনার ঐকান্তিক বিবেকবাণীর গতি দেখিয়া কার্য্য কর।

বৈষ্ণবের নিকট যাও শিক্ষা কর, দেখিবে সে অনন্ত রত্নখনি। প্রকৃত মুসলমানের নিকট কোরাণ শিক্ষা কর, দেখিবে সে অমৃতের অতল সাগর। যথার্থ খৃষ্টানের নিকট বাইবেল অভ্যাস কর, দেখিবে উহার মধ্যে কি অমূল্য ধন নিহিত আছে। অথবা কাহারও নিকট যাইও না, নিজেই বিচার, ধ্যান ও উপাসনা আরম্ভ কর, দেখিবে তাহারও শেষে আশাতীত রত্ন লাভ করিবে। আপনার ঐকান্তিক ইচ্ছার গতি বুঝিয়া একটা কিছু কর, একটা কিছু করা চাই, নিশ্চয়ই অমৃত ফল পাইবে। চারিদিকে অমৃত ফল ছড়ান, যে দিকে যাইবে সেই দিকেই পাইবে। এক একদিকে এক এক প্রকার কিন্তু সকলই অমৃত ফল। চির সঙ্গী সন্দেহই মনুষ্যের আপদ মস্তক ব্যাপিয়া আছে। সন্দেহই ঐ সকল পথের কণ্টক।

গাড়ি যুড়ী চেন ঘড়ি অট্টালিকা বাড়ি উপভোগ করিতে যিনি উচ্চ ধর্ম্ম সাধন করেন তিনিই কি শ্রেষ্ঠ? তিনিই শ্রেষ্ঠ।

ঘর বাড়ি পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভাসাইয়া দিয়া কৌপীন ধারণ করিয়া এক ঝোপে কি বাগানে পড়িয়া যিনি ধর্ম্ম সাধনে জীবন কাটাইয়া গেলেন তিনিই কি শ্রেষ্ঠ?—তিনিই শ্রেষ্ঠ।

আনন্দবসন ধারণ কর।

প্রত্যহ মনোনিবেশ পূর্ব্বক আনন্দবেদ শ্রবণ করিবে ও শ্রবণ করাইবে।

আনন্দবেদ কি? জগৎবেদ। আনন্দবেদ কি? আত্মতত্ত্বের সম্যক আলোচনা। যে তিলার্দ্ধ পরিমাণেও ঐ কার্য্য করে, সে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, আনন্দবেদই পাঠ করে।

কেহ বলিতে পারেন না যে আনন্দবেদ পাঠে এই নির্দ্দিষ্ট জ্ঞান হইবে। ইহার কিয়দংশ আলোচনা করিতে করিতে সাংখ্য, মিল নাস্তিক হইয়াছেন, খৃষ্ট, চৈতন্য প্রেমিক হইয়াছেন। হইবেনই ত। শঙ্করাচার্য্য নাস্তিকত্ব দূর করিয়াছেন। আনন্দবেদজ্ঞ দেবগণ বলেন, "করিবেনই ত।" ঋষিরা

মাংসাহার নিষেধ করিয়াছেন, "করিবেনই ত।" যিশু আবশ্যক বোধে মাংসাহারে অনুমতি দিয়াছেন, "দিবেনই ত"। আর্য্য ঋষিদের মতে সাধনের জন্য বনে যাইতে হয়;—"হয় ই ত"। ব্রাহ্মদিগের মতে বনে যাইতে হয় না; "হয় ই না ত।" আনন্দ জগতের এই কথা।

দেশকাল পাত্র, জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য ও সাধন প্রণালী অনুসারে ইহাও হয়, উহাও হয়; অর্থাৎ ইহাতেও উন্নতির পথ, উহাতেও উন্নতির পথ। ইহার সকলের শেষেই উন্নতি, আনন্দ ফল।

কোন ধর্ম্মের লোক, অন্য ধর্ম্মের লোকের নিকট ভীত নহে কিন্তু সকলেই নাস্তিকতার নামে ভীত। আনন্দ জগদ্বাসী দেবগণ "নাস্তিক্-কেও" প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। অগ্নি ও জলে সমন্বয় হইয়াছে।

খৃষ্ট বড়, কি মহম্মদ বড়, কি আর্য্য ঋষি বড় এরূপ ছোট বড়র দ্বন্দ্ব ও দ্বেষ দেখিয়া আনন্দ জগতের দেবগণ হাস্য করেন। সর্ষপকণা অপেক্ষা হিমাচল চূড়ার মহিমা কি অধিক? না। উভয়ে একই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সর্ষপ কণারও অনন্ত মহিমা, হিমালয়েরও অনন্ত মহিমা। কাহারও শেষ নাই। সুতরাং এই সকলের দ্বেষাদি দেখিয়া দেবগণ হাস্য করিবেন না কেন?—"অসতীব হসত্যেব স্বামিনং পুত্র-বৎসলং।"

ভ্রম, ভ্রম, দুঃখ নাই। জ্ঞানেতেই মুক্তি ভাই।" এই দ্বিবার্ত্তা। উহার অন্তর্গত নূতন নূতন কি কি আছে? দেবগণের আনন্দ জগৎ বা স্বর্গ প্রতিষ্ঠা" জগতে এই "প্রতিষ্ঠা" নূতন। ধর্ম্ম সমন্বয় নূতন। তত্ত্বজ্ঞানী নাস্তিক ভ্রাতা ভগ্নী, মহাযোগী পরম ধার্ম্মিক নাম লইয়া আনন্দ জগতে সম্পূর্ণ নূতন।

সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থাতেই উচ্চ ধর্ম্ম সাধন হইতে পারে। মনুষ্য বৃথা দেশ কাল অবস্থার আপত্তি করে। এই নূতন। মহাপাপীও স্বর্গে যাইবে।

তুমি আমি, চিরদিন দুটী কথা। তুমি আমি, একই কথা, আনন্দ জগতে নূতন কথা।

জগৎ কর্ত্তাকে বিশ্বাসেও পাওয়া যায়, যুক্তিতেও পাওয়া যায়, এবং তিনি বিশ্বাস যুক্তি অভাবেও স্বয়ং প্রকাশিত হন। এই নূতন।

যে বারংবার বলে ঈশ্বর নাই, সে বারংবার বলে ঈশ্বর আছেন। স্বর্গের সংবাদ আসিয়াছে যে সেখানে এক ধর্ম্ম শুদ্ধ আনন্দ, এবং আদেশ আসিয়াছে যে পৃথিবীতে তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আনন্দ জগদ্‌বাসী দেবগণ সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছেন।

সংসারে সমস্তই আগে নূতন, পরে পুরাতন হয়। আনন্দ জগতে আগে পুরাতন, পরে ক্রমাগত নূতন, আজ নূতন, কাল আরও নূতন, পরদিন আরও নূতন, প্রতিদিন নূতনত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে, "পুরাতন" চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এই "চিরনূতনত্ব" আনন্দ জগতে নিত্য প্রত্যক্ষীভূত ইহা অপেক্ষা আর নূতন কি আছে?

কোন গৃহ নির্ম্মাণ কালে আনন্দ জগদ্‌বাসী সর্ব্বাগ্রে গৃহে বাস করেন, পরে ছাত নির্ম্মাণ করিয়া, পত্তন ভূমি সংস্থাপন করেন।

সংসার জ্ঞানিগণ ভাবিয়া করেন, কোন কোন বহুদর্শী জ্ঞানী পণ্ডিত ভাবিয়া করেন না, করিয়া ভাবেন। আনন্দ জগদ্‌বাসী ভাবিয়াও করেন না, করিয়াও ভাবেন না।

সকলে জানে ঈশ্বরকে জ্ঞান চক্ষে দেখা যায়, বিবেকের মধ্য দিয়া তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ করা যায়। আনন্দ জগদ্‌বাসী প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানিগণ প্রকাশ করেন "ঈশ্বরকে চর্ম্মচক্ষেও দেখা যায়, এই কর্ণেও ঐশ্বরিক বাণী শুনা যায়, এবং ত্বক্ দ্বারাও তাঁহাকে স্পর্শ করা যায়।"

দেবশ্রীভুবনানন্দ ব্রহ্মচারীর "সশরীরে স্বর্গভোগ ও আনন্দযোগ সূত্র।"

মানবের সমস্ত গুণই আছে। অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় মনুষ্য সে সমস্ত গুণ কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। যোগ দ্বারা এই অজ্ঞানান্ধকারকে দূর করিতে হইবে। যোগবলসম্পন্ন মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম কেবল সেই যোগের জন্য। যোগসাধন

করিতে হইলে যে সমস্ত কার্য্যাদি আবশ্যক ইহাতে তাহাই প্রকাশিত হইবে। যোগাভ্যাসে প্রথমত এক জন গুরু আবশ্যক। গুরু নহিলে সংসারে কোন কার্য্যই করা যায় না। পরে নিজের অবস্থাতে সন্তুষ্ট হওয়া চাই, উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করা চাই নচেৎ মনস্থির হয় না। মনস্থির না হইলে যোগে অধিকার হয় না। পরে কামাদি রিপুত্যাগ, নিস্পৃহতা, পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ ইত্যাদি আবশ্যক। আসন, মুদ্রা, প্রণায়াম ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা এবং সমাধি আবশ্যক। যোগে বসিবার পূর্ব্বে প্রথমত গুরুর নিকট নিয়মাদি অভ্যাস করিতে হইবে। শান্তি, সন্তোষ, আহার ও নিদ্রার অল্পতা, সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বদা উদাসীন ভাব, যথালাভেই তৃপ্তি, নিস্পৃহতা, মানদানাদি ত্যাগ, চিত্ত স্থিরতা এবং পরব্রহ্মে চিত্তসমর্পণা দিকে নিয়ম বলে। পরে দেহজ্ঞান হওয়া আবশ্যক। যাহা হইতে জীবাত্মা, পরমাত্মা, ও প্রাণাপানাদি একত্র মিলিত হয় তাহাকে দেহ বলে। দেহ মধ্যে সর্ব্ব শুদ্ধ দ্বিসপ্তুতি সহস্র নাড়ী আছে। তন্মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষম্না এই তিনটী নাড়ী প্রধান এবং ইহারা উর্দ্ধগামিনী। আর গান্ধারী, প্রসরা, হস্তিজিহ্বা, যশা, অলম্বুশা, কুহু এবং শঙ্খিনী নাড়ী সমূহ সর্ব্ব শরীরে, দক্ষিণাঙ্গে ও বামাঙ্গে অবস্থিতি করিতেছে। এই দশটী নাড়ী হইতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাড়ী উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। শরীরে দশ প্রকার বায়ু আছে তাহার মধ্যে প্রাণ বায়ু হৃদয়ে, অপান গুহ্যে, সমান নাভিতে, উদান কণ্ঠে, ব্যান সর্ব্বশরীরে, নাগ উদ্গারে, কূর্ম্ম উন্মীলনে, কৃকর ক্ষুৎকৃতে, দেবদত্ত জৃম্ভনে এবং ধনঞ্জয় সর্ব্ব শরীরে অবস্থিতি করিতেছে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা দেহ মধ্যে ছয়টি চক্র আছে। তন্মধ্যে গুহ্য চক্রকে আধার চক্র এবং লিঙ্গ চক্রকে স্বাধিষ্ঠান চক্র বলে।

যোগে বসিতে হইলে আসন ও মুদ্রাদি অভ্যাস করিতে হইবে। বসিবার রীতিকে আসন বলে। অনেকে বলেন যোগাভ্যাস মনে মনে করিতে হইবে তাহাতে আবার আসনাদি কেন? কিন্তু আসনাদি অবগত না হইলে মন যোগসাধনের উপযোগী হয় না। আসনাদি অভ্যাস করিতে করিতে মনের যে দুষ্প্রবৃত্তি গুলি পরিত্যাজ্য তাহা আপনিই মন হইতে

দূর হয়, এবং আসন অভ্যাস হইলে মেরুদণ্ড স্থির হয়। মেরু দণ্ড স্থির না হইলে সমাধি হয় না। যে কোন্ একটি আসন অভ্যাস হইলেই মেরুদণ্ড স্থির হয়, এবং শরীর রোগমুক্ত হয়। সিদ্ধ, পদ্ম, স্বস্তিক, ভদ্র, ময়ূর, গরুড়, মণ্ডুক, বজ্র ইত্যাদি ভেদে আসন চতুরশীতি প্রকার; তন্মধ্যে সিদ্ধ, পদ্ম, ভদ্র ও স্বস্তিক এই চারিটি আসনই প্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। স্থির মনে স্পৃহাশূন্য হইয়া ভক্তির সহিত অতি গোপনে আসনে উপবেশন করত যোগাভ্যাস করিতে হইবে, নচেৎ মনস্থির হয় না। কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না যে তুমি কোথায় কি করিতেছ। ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে, কারণ অজ্ঞ লোকে ইহার ফলের কথা শ্রবণ করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত আসনাদি অভ্যাস করিতে বসিলে তাহাতে কুফল ব্যতীত সুফল পায় না। সুতরাং যোগ অনিষ্টপ্রদ ও মিথ্যা বলিয়া অভিহিত হয়। নাতি নিম্নোচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত গৃহকে গোময় দ্বারা এরূপে লিপ্ত ও পরিষ্কৃত করিতে হইবে যে তাহাতে কীটাদি না থাকে। পরে সেই গৃহে বসিয়া নিম্নলিখিত রূপে আসনাদি অভ্যাস করত যোগাভ্যাস করিতে হইবে। যত্ন সহকারে মেরুদণ্ড সরল করত একটি পাদমূল দ্বারা গুহ্যদেশ বিশেষরূপে আবদ্ধ করিয়া অপর পাদমূল লিঙ্গের উপরিভাগে স্থাপন করিবে, পরে স্থির চিত্তে পরব্রহ্মে মন সমর্পণ করিয়া ঊর্দ্ধ নেত্রে ভ্রূযুগলের মধ্য ভাগ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিয়া পরব্রহ্মকে ধ্যান করিতে হইবে। ইহাকে সিদ্ধাসন বলে।

সযত্নে দক্ষিণ পাদ বাম উরুর উপরে এবং বাম পাদ দক্ষিণ উরুর উপরে স্থাপন করিবে। পরে বাম হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠ দেশ হইতে বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ঐ রূপে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া মেরুদণ্ড সরল করত বক্ষঃস্থলে চিবুক স্থাপন করিয়া দুই চক্ষু দ্বারা এক সময়ে নাসিকার অগ্রভাগ দেখিতে দেখিতে প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিয়া পরব্রহ্ম ধ্যান করিতে হইবে। ইহাকে পদ্মাসন বলে।

যত্ন সহকারে দেহ ও মেরুদণ্ড সরল করিয়া দক্ষিণ পাদ বাম উরু ও জানুর মধ্যে এবং বাম পাদ দক্ষিণ উরু ও জানুর মধ্য স্থলে স্থাপন করত

দৃঢ় রূপে আবদ্ধ করিয়া প্রাণায়ামানুষ্ঠান পূর্ব্বক পরব্রহ্মে চিত্ত স্থাপন করাকে স্বস্তিকাশন বলে।

সযত্নে দেহ ও মেরু দণ্ড সরল করিয়া গুল্ফদ্বয় বিপরীত ভাবে কোষের নিম্নভাগে স্থাপন করত বাম হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠ দেশ হইতে বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ঐ রূপে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিতে হইবে। পরে কণ্ঠ সঙ্কোচ করিয়া বক্ষোপরি চিবুক স্থাপন করত চক্ষুদ্বয় দ্বারা এক কালে নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণায়ামানুষ্ঠান পূর্ব্বক পরব্রহ্ম চিন্তা করিতে হইবে। ইহাকে ভদ্রাসন বলে।

উপরোক্ত চারিটী আসনের যে কোন আসনে উপবেশন করিয়া প্রাণায়ামানুষ্ঠান পূর্ব্বক তিন ঘণ্টা ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে পারিলেই তাহার আসন সিদ্ধি হইল এবং ক্রমে ঐ রূপ করিতে করিতে পরে আপনিই সমাধি হইবে। উষঃকাল এবং সন্ধ্যা কালই যোগের প্রশস্ত সময়। একটি আসন সিদ্ধি করিলেই সে ব্যক্তি, রোগমুক্ত, দীর্ঘজীবী এবং দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। মুদ্রা গুলিও উক্ত বিষয়ে প্রশস্ত। খেচরী, শক্তি চালনী, জালন্ধর বন্ধ, বিপরীত করিণী, মহামুদ্রা, মহাবন্ধ ইত্যাদিভেদে মুদ্র পঞ্চবিংশতি প্রকার। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দশটীমুদ্রা সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ; যথা—— মহামুদ্রা, খেচরী, শক্তিচালনী, মহাবন্ধ, বিপরীতকরিণী, জালন্ধর বন্ধ, মহাবেধ, উড্ডীয়ান, মূলবন্ধ এবং বজ্রোণী।

বাম গুল্ফ দ্বারা গুহ্যদেশ বিশেষ রূপে আবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ চরণ প্রসারণ করত হস্তাঙ্গুলিদ্বারা চরণাঙ্গুলি ধরিতে হইবে। পরে বক্ষঃস্থলে চিবুক সংস্থাপন করত দুই চক্ষু দ্বারাই একেবারে ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ দেখিতে হইবে। ইহাকে মহামুদ্রা কহে।

জিহ্বাকে প্রথমত নবনীতাদি দ্বারা দোহন করত টানিয়া এরূপ দীর্ঘ করিতে হইবে যে, অনায়াসে তদ্দ্বারা ভ্রূমধ্যভাগ স্পর্শ করা যায়।' জিহ্বা ভ্রূমধ্য স্পর্শোপযোগী হইলে নিভৃত স্থলে গমন করত বজ্রাসনে উপবেশন করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে দৃঢ়রূপ দৃষ্টি করিতে হইবে। পরে জিহ্বাকে বিপরীত ভাবে ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত করিয়া জিহ্বা মূলের ঊর্দ্ধে তালুপ্রদেশস্থ অমৃতকূপে সংযুক্ত করত সংযত চিত্তে পরব্রহ্মকে চিন্তা করিতে হইবে।

ইহাকে খেচরী মুদ্রাবলে; এই মুদ্রা অভ্যাস করিলে তাহার দেহ সর্ব্বদাই পবিত্র থাকে এবং সে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়।

আধারকমলে গাঢ় নিদ্রাভিভূতা কুণ্ডলী শক্তিকে জাগরিত করিয়া অপান বায়ুতে আরোহণ করাকে শক্তিচালনী মুদ্রা বলে। এই মুদ্রা সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদায়িনী। যত দিন কুণ্ডলী শক্তি নিদ্রিতা থাকেন তাবৎ কোন ক্রমেই যোগী সিদ্ধ হয় না। উক্ত মুদ্রা অভ্যাস করিয়া কুণ্ডলী শক্তিকে জাগরিত করিতে পারিলে তাহার ব্রহ্মদ্বার বিভিন্ন হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পথ উদ্-ঘাটিত হয় এবং তখনই জীবের প্রকৃত জ্ঞান হয়। একখানি অল্প পরিসর শুভ্র বস্ত্র খণ্ড দ্বারা নাভি বেষ্টন করিয়া অঙ্গে ভস্মাদি লেপন করিতে হয়, পরে সিদ্ধাসনে উপবেশন করত নাসিকা দ্বারা প্রাণ বায়ু আকর্ষণ করিয়া অপান বায়ুর সহিত একত্রিত করিতে হইবে এবং যত ক্ষণ উক্ত বায়ু সুষম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে গমন না করে তত ক্ষণ গুহ্যদেশ আকুঞ্চন করিতে হইবে। এই রূপে কুম্ভক দ্বারা বায়ু আবদ্ধ করিলে কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া উর্দ্ধ-গামিনী হয়েন এবং সহস্রারে পরমাত্মা সহ মিলিত হয়েন। কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলে কোন বিশেষ গুপ্ত গৃহে গমন করত শক্তিচালিনী মুদ্রা সাধন করিতে হয়। ইহা যোগীদিগের সিদ্ধিপ্রদ।

দক্ষিণ চরণ বাম উরুর উপরে রাখিয়া গুহ্য আকুঞ্চন করিয়া অপান বায়ুকে উর্দ্ধগত করত নাভিস্থ সমান বায়ুর সহিত একত্র করিবে এবং হৃদয়স্থ প্রাণ বায়ুকে নিম্নগামী করত প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত জঠর মধ্যে কুম্ভক দ্বারা আবদ্ধ করিবে। ইহাকে মহাবন্ধ বলে। ইহা অভ্যাস করিলে সুষম্নার মধ্যভাগে বায়ু যাতায়াত করে এবং চিত্ত সদানন্দ থাকে।

তালুমূলে চন্দ্রনাড়ী এবং নাভিমূলে সূর্য্যনাড়ী অধিস্থিত। সহস্রার নির্গত সুধা নাভিমূলস্থ সূর্য্যনাড়ী পান করেন বলিয়া জীবের মৃত্যু হয়। চন্দ্র নাড়ী সেই সুধা পান করিলে জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য নিম্ন-লিখিত রূপে বিপরীতকরণী মুদ্রা দ্বারা চন্দ্রনাড়ীকে নিম্নগামী করিয়া সূর্য্য নাড়ীকে উর্দ্ধে উঠাইতে হইবে। মৃত্তিকায় মস্তক রাখিয়া হস্তদ্বয় পাতিত করত পাদযুগল শূন্যে তুলিয়া কুম্ভক করাকে বিপরীতকরণী মুদ্রা বলে।

কণ্ঠ সংকোচ করিয়া বক্ষঃস্থলে চিবুক স্থাপন করত পরব্রহ্ম ধ্যান করাকে জালন্ধর বন্ধ বলে। ইহা দ্বারা সহস্রার নির্গত সুধা উর্দ্ধগামী হয়।

মহাবন্ধ ও উড্ডীয়ান বন্ধ অনুষ্ঠান করিয়া কুম্ভকযোগে বায়ুরোধ করাকে মহাবেধ বলে। ইহাদ্বারা সুষম্না পথস্থ বায়ু ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করে।

কুম্ভক যোগে নাভির নিম্নস্থ নাড়ীসমূহকে নাভির উর্দ্ধে উত্তোলন করাকে উড্ডীয়ান বন্ধ বলে। ইহা দ্বারা শরীর রোগহীন হয় এবং দেহস্থ বায়ু শুদ্ধ হয়।

স্থির ভাবে হস্ত তলদ্বয় ধরাতলে স্থাপন করত চরণদ্বয় এবং মস্তক শূন্যে উত্তোলন করিয়া পরব্রহ্ম ধ্যান করাকে বজ্রোণী মুদ্রা বলে। এই মুদ্রা অভ্যাস করিলে সংসারাসক্ত ব্যক্তিও মুক্তি লাভ করে।

পূরক, কুম্ভক ও রেচক ভেদে প্রাণায়াম ত্রিধা বিভক্ত। প্রথমে কোন একটি আসনে উপবেশন করত পরব্রহ্মরত হইয়া ধীরে ধীরে বাম নাসা পথ দ্বারা ওঁ মন্ত্রে বায়ু পূরণ করিবে; পরে সেই বায়ু দৃঢ় রূপে ধারণ করত শরীরস্থ পাপপুরুষের সহিত দেহ শোষণ করিবে এবং দেহকে ব্রহ্মময় চিন্তা করত পূরক সংখ্যার চতুর্গুণ ওঁ মন্ত্র জপ করত কুম্ভক করিবে; অনন্তর পূরক সংখ্যার দ্বিগুণ ওঁ মন্ত্র জপ করত ধীরে ধীরে দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ুরেচন করিবে। পুনরায় প্রথম পূরক সংখ্যার সমান ওঁ মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে, পরে সেই বায়ু দৃঢ় রূপে ধারণ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ পাপ পুরুষের সহিত শরীরকে মূলাধারস্থ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া আপনাকে ব্রহ্মময় অনুভব করিবে, পরে পূরক সংখ্যার চতুর্গুণ ওঁ মন্ত্র জপ করিয়া কুম্ভক করিবে; অনন্তর পূরক সংখ্যার দ্বিগুণ ওঁ মন্ত্র জপ করিতে করিতে বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। এই রূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে দেহ পবিত্র, জ্যোতির্ম্ময় এবং বায়ুপূর্ণ থাকে। অন্ততঃ ২০০ গণনা কাল কুম্ভক শিক্ষা করিবে।

ধ্যান দ্বিবিধ, স্থূল ধ্যান এবং সূক্ষ্ম ধ্যান। মন্ত্র দ্বারা রূপাদি বর্ণনা করিয়া যে ধ্যান করা যায় তাহাকে স্থূল ধ্যান বলে আর মন্ত্রশূন্য ধ্যানকে অর্থাৎ মানসপটে ব্রহ্মরূপ অঙ্কিত করিয়া তদ্গত থাকাকে সূক্ষ্মধ্যান বলে এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ। এই রূপ ধ্যান মগ্ন হইয়া যোগবলে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি

পরিত্যাগ করত পরব্রহ্মে চিত্ত স্থির করাকে সমাধি বলে। সমাধি সময়ে চিত্ত আর পৃথিবীর সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে না সুতরাং তখন আর পার্থিব জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না। তখন মন অনন্ত আনন্দ ভোগ করে।

সংসারে অবিশ্রান্ত আনন্দ ব্যতীত কিছুই নাই, দুঃখ কেবল ভ্রান্তি-জনিত। যোগ সাধন করিতে হইলে সংসারত্যাগই শ্রেষ্ঠ নহে। এই সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে বাস করিতে পারিলেই যোগ সাধন করা যায়, তবে যিনি বাস্তবিক মহদুদ্দেশ্যে ইহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া বন প্রবেশ করিলেন তিনিত পরমযোগী। সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে বাস করিয়া যোগ সাধন করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। যদি কঠিন বলিয়া বোধ হয় তবে এস ভাই আনন্দ জগতে, আনন্দ জগদ্বাসীগণ এমন সহজ উপায় দেখাইয়া দিবেন যে তখন দেখিতে পাইবে যে তুমি আর এ সংসারে নাই, স্বর্গীয় আনন্দ তোমার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, এবং তোমার শরীর দিব্য জ্যোতি-সম্পন্ন হইয়াছে। আনন্দ জগতে একেবারেই দুঃখ নাই। কোন দ্রব্যের অভাব নাই, আস্তিক নাস্তিক, হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খৃষ্টান এবং তোমার আমার ভেদ নাই। যদি এই জগতেই স্বর্গ সুখ পাইতে চাও, যদি পরম যোগী হইতে চাও, যদি ইহ কালের সহিত পরকাল যোগ করিতে চাও, তবে ভাই আনন্দ জগতে এস, এমন আনন্দ আর কোথায়ও পাইবে না। আমরা বাস্তবিকই সর্ব্ব দুঃখের অতীত হইয়া অমর হইয়াছি।

জয় জয় আনন্দময়ী! মহিমা তোমার।”

ইতি শ্রীশ্রীশশধর শর্ম্মা।



গুপ্ত প্রকাশ।

"যিনি আচরণ করিবেন, তিনি মাতৃজারবৎ ইহা গোপন রাখিবেন" ইতি শাস্ত্র।

"আমি কোন নির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া অর্থ উপার্জ্জনে বহু যত্ন করিয়াছি, তদন্তে গভীর নিশীথ সময়ে (অমাবস্যায়) ঐ অর্থ নিয়া নির্জ্জন পথ দিয়া একাকী গমন করিয়া কোন সুগভীর জলাশয়ের মধ্য ভাগে বা গভীর নদী-গর্ভে নিঃশব্দে নিক্ষেপ করিয়াছি। ঐ পর্য্যন্তু। জনপ্রাণীতে জানিতে পারে নাই। আবার ২। ৩ মাস ললাটের ঘর্ম্ম পাত করিয়া উপার্জ্জন করিয়া ঐরূপে চিরদিনের মত জলে নিক্ষেপ করিলাম। আর তা পাইবার কাহারও সম্ভাবনা রাখি নাই। আবার ঐরূপ। তিন বৎসর এইরূপ করিয়াছি। কি হইবে, আগে ঠিক বুঝিতে পারি নাই, শেষে বুঝিয়াছি। সদ্‌গুরুর উপদেশ আবশ্যক। জীবনে এ কথা কখন প্রকাশ না করাই পূর্ণত্ব।"

"সংসারকার্য্য মধ্যেই এক্ষণে আনন্দগিরির প্রতি দিন "লক্ষজপ" সমাধা হয়। সঙ্গীরা কিছুই জানিতে পারে না।"

"আমি লক্ষ লক্ষ বার এই মন্ত্র জপ করিয়াছি, আশাতীত ফল লাভ করিয়াছি।—সত্যং শিবং সুন্দরং।"

লক্ষ লক্ষ বার (নাসিকাগ্রে নিঃশ্বাস লয় স্থানে দৃষ্টি সংস্থাপনপূর্ব্বক)—নাহমস্মি, ত্বমসি কেবলং, ব্রহ্মবায়ুঃ সাক্ষী।" লক্ষ লক্ষ বার "সোহমমরঃ, অমরত্বমানন্দমমৃতম্।" "লক্ষ লক্ষ বার,—অভিপ্রায়ময়ী, কৌশলময়ী, স্নেহময়ী, আনন্দময়ী মা, যার মা কথা কয় না, তার কি দশা।"

দেবগণের আনন্দগীত।

রাগিণী দেশ—ঝাঁপতাল।

মহামন্ত্র ওঁকার আবার জাগিল ভবে ;
আবার ভারতে ফিরে যোগী ঋষি এলো সবে।
গৈরিক রুদ্রাক্ষ কোশা, কমণ্ডলু ভস্ম ভূষা,
পট্টাম্বর আসন কুশ, আশ্রমে আশ্রমে শোভে।
যাজ্ঞবল্ক্য আর্য্য ঋষি, শাক্যদেব এখনো আসি,
আনন্দ জগতে বসি, "ভাই, ভাই" বলিছে সবে।
রাজর্ষি জনক আসি, দীন কুমারের হৃদে বসি,
কহিছেন দিবানিশি, সংসারেই সব যোগী হবে।

রাগিণী ইমন্। আড়াঠেকা।

কেমনে হবে মন, ভবসিন্ধু পার।
বিনা জ্ঞানানন্দতরী প্রেমভক্তি আর।
লোভ মোহ হিংসাকারী, কুম্ভীর সংসারবারি,
আন্দোলি আসিছে হরি, নাহিক নিস্তার।
মায়ারাক্ষসী পশ্চাতে, মোহপাশ লয়ে হাতে,
চড়ি ষড়রিপুরথে, এল মা আনন্দময়ি ;—
কৃপাবারি বরষণে, শশধরে অভয় দানে,
এবার বাঁচাও প্রাণে, নহে প্রাণ যায় তার।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

এস বিশ্বময়ি, মা আনন্দময়ি,
আনন্দের রথে, আনন্দজগতে।
তোমার নব স্বর্গপুরী, দেখ সুরেশ্বরি,
মর্ত্তে দেবকুল আজ, নাচে আনন্দেতে।
মা তোমার কৃপায়, বহু যুগান্তরে,
আজ স্বর্গপুরী, এল এ সংসারে;
নাচে নরনারী, নির্ভর অন্তরে,
অমরাত্মা তারা, জেনেছে জ্ঞানেতে।
আনন্দ জগতে, বিষাদকালিমা,
আনন্দের জলে, ধৌত দেখগো মা;
এখন এসে শিখাও, বিশ্ব মনোরমা,
অজ্ঞান কুমারে, চরণ সেবিতে।

আড়েনা বাহার।—আড়া।

আনন্দে আনন্দপুরে নাচিছে সবাই।
"জয় জয় আনন্দময়ী" ভিন্ন অন্য কথা নাই।
দুঃখ ভ্রম অন্ধকার, জরামৃত্যু শোক ভার,
মায়ামোহ পাপাচার, সে জগতে কিছুই নাই।
অজর অমর যত, দেবগণে করে নৃত্য,
জ্ঞানে পেয়ে মহাসত্য, অনিত্যে আর দৃষ্টি নাই।
কেহ নির্লিপ্ত সংসারী, কেহ ঘোর ব্রহ্মচারী,
সন্যাসে কেউ দণ্ডধারী, কেহ অঙ্গে মাখে ছাই।
পথে পথে হরি বলে, কেহ ভাসে নেত্র জলে,
কেহ বসি বৃক্ষমূলে, যোগানন্দে সংজ্ঞা নাই।
গিরিগুহা অভ্যন্তরে, কেহ বা প্রবেশ করে,
কারো কমণ্ডলু করে, আশ্রমে দেখিতে পাই।

কেহ বা ত্রিসন্ধ্যা করে, কেহ যায় গির্জ্জা ঘরে,
কেহ বা ব্রহ্মমন্দিরে, কারো সনে দ্বন্দ নাই।
সর্ব্ব জাতি অন্ন খাক, স্বকরে বা করুক পাক,
দীন কুমারের নাই আর সে জাঁক, যোগ ভিন্ন গতি নাই।

জংলা কেদারা।—আড়া।

আনন্দে আনন্দপুরে বলে সবে ওঁকার।
হইল এ ভবে যেন নূতন সৃষ্টি আবার॥
জ্ঞানের নিশান তুলি, মায়া মোহ শোক ভুলি,
প্রেমে হরি বল বলি, গলে পরে ভক্তিহার॥
অবিদ্যা অশুচি আর, কুপ্রবৃত্তি অহঙ্কার,
এ পুরে কিছু নাই তার, কেবল আনন্দ সার॥
চিরানন্দপ্রদায়িনী, রোগশোকনিবারিণী,
শশধরে ও জননী, ভবসিন্ধু কর পার॥

বাগেশ্রী।—আড়াঠেকা।

এ ভাবে এ ভবে মন রবে রে আর কত কাল।
সাধ স্বকার্য্য সকালে নইলে সকলি বিফল॥
অমারাত্রে ভ্রমবশে, শশাঙ্ক দর্শন আশে,
আছ উর্দ্ধ দৃষ্টে বসে, নিশি যে ফরশা হ'ল॥
আলেয়ার আলো হেরে, আন্ধারে মরিছ ঘুরে,
এখনও এসরে ফিরে, অদূরে অগাধ জল॥
মণিলাভে লোভ যার, ফণী হেরি কর ভয়,
একি তোর ভীরুতা, রে হায়, হয় কি তায় কার্য্য সফল॥

বেহাগ।—আড়া।

জগতের দুঃখ আর দেখা নাহি যায়।
বুক ফাটি হাহাকার আকাশে মিশায়॥
শুনিয়া সে হাহাকার, প্রাণে নাই সহে আর,
আকাশকুসুমভ্রম, হেরি কভু হাসি পায়॥
পাপে তাপে রোগে শোকে, বজ্রসম হানে বুকে,
কাঁপে ধরা, কান্দেলোক, কি যে যন্ত্রণায়;
সহিতে না পারি প্রাণে, কেহ মরে উদ্বন্ধনে,
কেহ বা চির জীবন, কান্দিয়া কাটায়॥
জননী সন্তান শোকে, পাগলিনী প্রায় থাকে,
সতী দাহ পতী শোকে, হয় এ ধরায়;
হায় রে কি সর্ব্বনাশ, বেশ্যা প্রেমেতে বিশ্বাস,
অবিদ্যার মোহপাশ, পরি জীব মরে হায়॥
ভাসে বক্ষ অশ্রু ধারে, গল বস্ত্রে যোড় করে,
কুমার মিনতি করে, দুঃখী তাপী আয়;
সেবকের এই নিবেদন, কোথা ভাই ভগনীগণ,
যোগানন্দে হও মগন, অমরতা পাবে তায়॥
আসিয়াছে স্বর্গপুরি, সুখী হবে নর নারী,
এ দাসের হস্ত ধরি, সকলে প্রবেশ তায়॥

বিভাষ।—একতালা।

কে দেখেছে তারে, যে রাজত্ব করে, নবস্বর্গপুরে, আনন্দ জগতে।
সে নহে ঈশ্বর, দয়ার সাগর; হরি কিংবা হর, ভক্তেরে তুষিতে।
জোভ্ কি জিহোবা, ব্রহ্ম সনাতন, উমা শ্যামা রমা নহে সেই জন;
খোদা আল্লা গড্, শ্রীমধুসূদন; যা কিছু সৃজন ধূলির জ্ঞানেতে॥
কোটি কোটি সূর্য্য, পদরজ যার, দেখ্তে গিয়ে পাগল হয়েছে
কুমার; পায়ে ঠেলে ফেলি, ধূলার সংসার; স্বর্ণময় পুরী গড়ে আনন্দেতে॥

ঈশ্বর কল্পনা, কার্য্য কারণ জ্ঞানে, সে জ্ঞানের অতীত কি আছে কে জানে; যার ছায়ার ছায়া, পড়ি শক্তি নামে; ব্রহ্মাণ্ড ধরেছে আপন ছায়াতে ॥

অস্তি নাস্তি ভাব, সাকার নিরাকার, সগুণ নির্গুণ যথা সব একাকার, জ্ঞানাতীত ধাম তাইতে নির্ব্বাণ নাম; মানবের জ্ঞান নির্ব্বাণ যাহাতে।

শঙ্করের কথা, পঙ্কে করী প্রায়, বুদ্ধিতে মানব হাবুডুবু খায়; অজ্ঞাত নির্ব্বাণে, সর্ব্বস্ব না জানে; তুষ্ট জ্ঞানায়ত্ত হরি ভজনেতে ॥

যার পদ ছায়া, পড়িল ভূতলে, তাইতে উমা শ্যামা জন্মিল সকলে, যার পদতলে, আনন্দেতে দোলে; কোটি ব্রহ্মমালা জ্ঞানহিল্লোলেতে ॥

অমর কুমার, নিষ্কামহৃদয়ে, ভজন পূজন আশা বিসর্জ্জন দিয়ে; পশি নির্ব্বাণেতে, নাচে আনন্দেতে, "জয় রাধে শ্রীরাধে" বলিতে বলিতে ॥

পূরবী।—আড়া।

ঘোর ঘোর আন্ধার হ'ল ডুবু ডুবু দিনমণি।
ভয়ে মরি এ প্রান্তরে দেখি না আর জন প্রাণী॥
এ সংসারে আমায় ফেলে, ওমা কোথা লুকাইলে,
পথ মাঝে সন্ধ্যা কালে, আয় মা ঘরে যাই জননী ॥
কাঁপে প্রাণ সন্ধ্যা ঘোরে, পাপ বাঘ গর্জ্জন করে,
(তাই) প্রাণভয়ে ডাকি তোরে, কথা কগো ও পাষাণি ॥
মা কেমনে ভুলে রবে, এক দিন দেখা দিবেই দিবে,
করে কুমার তাই ভেবে, সদানন্দে জয়ধ্বনি ॥

ললিত।—আড়া।

মাতঃ সরস্বতি শুভদে জ্ঞানদায়িনি।
এস আনন্দ জগতে সৃষ্টি স্থিতি প্রসবিনি ॥
সারস্বত স্বর্গপুরে, শ্বেতপদ্ম হৃদয় সরে,
ফুটেছে মা তদুপরে, নৃত্য কর বীণাপাণি ॥

মা তোমার দৃষ্টি প'ল, কালিদাস পণ্ডিত হ'ল,
"নাড়া বুনে" কত ছিল, শেষেতে কীর্ত্তনে শুনি ;
আবার দিলি অমর করে, দীন কুমারে শশধরে,
"বাণীও পণ্ডিত হ'ল," লোক হাসালি শ্বেতাঙ্গিনী ॥
দিয়াছ মা কি যে জ্ঞান, লুকা'ল জড় বিজ্ঞান,
এযে শুদ্ধ যোগ ধ্যান, গিরি গুহায় ছিল শুনি ;
তাই আনিলে এ সংসারে, দীনেরা তাই প্রকাশ করে,
মা বিনে কে রক্ষা করে, লজ্জা দিও না জননী ॥
কি সত্য এ'ল ভুবনে, বুঝিবে লোক আস্বাদনে,
ঐ রূপে মা কত জনে, পাগল করেছিলে শুনি ;
যায় যা'ক্ প্রাণ অনাহারে, ছাড়িব না রসনারে,
"তথাপি জগৎ ঘোরে," বলিবে দিনযামিনী ॥
দিয়াছ যে অমরতা, শুনি সবাই হাসে মাতা,
সে হাসিত হাসির কথা, অন্তরদৃষ্টি দেও জননী ।

ইমনকল্যাণ ।—ঠাস কাওয়ালি ।

মনোময়ী মাতঃ আর ডাকিব কত, করগো মা
কর্ণপাত, মিনতি ও পায় ।
সর্ব্বাণি সর্ব্বমঙ্গলে, সুখদে শুভদায়িনি
আমি ব্রহ্মাণ্ডে পাষণ্ড, চণ্ডাল গো জননী ;
ব্রহ্ম কুলে জনমী, দাসত্ব করি মা আমি,
অবিশ্বাস কুম্ভিপাক ঐ দেখা যায় ॥
ত্রৈলোক্য আলেখ্য কালী, অলক্ষ্যে মোক্ষদায়িনি
কি দুঃখে ফাটিছে বক্ষ, একবার দেখ জননী ;
ত্যজি পদ সরোবরে, তৃষিত কুমার মরে,
পড়িয়ে ভবের আশা, মৃগতৃষ্ণিকায় ॥

রামপ্রসাদী সুর।

আমার মা আনন্দময়ী
দিগ্বসনার কোলে ব'সে অমর কুমার দিগ্বিজয়ী ॥
রিপুর স্রোতে উজান, ভক্তিমান মোর শক্তিহীন,
আমি শক্তিরূপার যুক্তিবলে রিপুর দায়ে নইরে দায়ী ॥
কোথায় ঝড়ে বিমান নড়ে, পাখীর উড়ায় দাগ কি পড়ে.
আমার চিদাকাশে কতই আসে, আকাশে দাগ হয় কি স্থায়ী ?
কোলে নিলে জগন্মাতা, ভুলে যাই জগতের কথা,
তাঁরে না দেখিলে জ্ঞান থাকে না, পাপের জন্যে কে হয় দায়ী।

খাম্বাজ।—কাওয়ালী।

দয়াময়, তোমায় ডাকি তাই হে।
ওহে বন্ধু তোমা বিনা আর কেহ নই ॥

এ মরুসংসারে তোমার বিহনে, যেন প্রাণ কাঁন্দে পুড়িয়ে শ্মসানে, প্রাণের বান্ধব কে আছে ভুবনে, কাহারও পানেতে চাই ॥

জনক জননী ভাই বন্ধু আর, প্রাণের অধিক পুত্র পরিবার, কিছুই এখন না লাগে তেমন, তোমার বিহনে হে; নিরাশ অন্তর শূন্য চারিধার, কেন প্রাণ প্রাণসখা করে হাহাকার, পাপীর ক্রন্দন কোথাও এমন, শুনিতে না পাই হে ॥

(তুমি) আশার চন্দ্রমা অমানিশিতে, মুহূর্তে সংসার পার সাজা'তে, বিশ্বাস প্রদানে এসব সন্তানে, মাতাও সংসারে হে;
(কর) পবিত্র বদন, পবিত্র নয়ন, পবিত্র বচন হে; যত ভাই ভাগিনী পবিত্র নয়নে, জয় দয়াময় বলে পবিত্র বদনে, শিব এ জীবন, জগত জীবন, যদি হে তেমন পাই ॥

(ওহে) ফুটিলে কমল সরোবর ময়, তাহে যদি প্রাতঃ সমীরণ বয়; তাহলে যেমন বৈকুণ্ঠ ভুবন, প্রশান্ত অন্তরে হয়; তেমনি সুন্দর কর পরি-

যার, দিব এ জীবন বিনিময়তার, অজ্ঞান কুমার, আমি যে তোমার, আনন্দ জগত চাই।

খাম্বাজ। .কাওয়ালী।

প্রেমময় হে, কি প্রেমে বেন্ধেছ ত্রিভুবন।
ভুলাইলে মন, দিলে না নিষ্কাম হ'তে ছাড়িতে তার প্রলোভন॥
তোমার প্রেমেতে ভুবন, ধরেছে গগন, কোলেতে আপন;
প্রেমের অণুর যোগ বিযোগে সৃষ্টিস্থিতি সংহরণ॥
মাটি আর জল, অনিল অনল, তোমার প্রেমেতে কেবল;
যেখানে যা সাজবে ভাল সাজায়েছে অনুক্ষণ॥
ওহে চেতন অচেতন, তরুলতাগণ, তোমার প্রেমেরি কারণ;
পরস্পরের প্রাণ বাঁচায়ে করহে সুখে কাল হরণ॥
রবি শশির কর, সরিৎ সরোবর, গিরি জলধর;
বনে প্রেমের ফুল ফুটেছে মরি মরি মনোমোহন॥
সেই প্রেমের ঘোষণা, না করুক রসনা, তবু গোপন রবে না;
অন্তরে বাহিরে হবে সতত তার গুণ কীর্ত্তন॥

রাম প্রসাদী সুর।

এবার আমি যোগী হ'ব।
আনন্দময়ী পুড়া'য়ে সর্ব্ব অঙ্গে ছাই মাখিব॥
লয়ে ভক্তি প্রেমের কপ্নিডোর, শক্ত করে তাই পরিব।
শেষে জ্ঞান করোয়া হাতে করে সংসারবনে প্রবেশিব॥
ধর্ম্ম যজ্ঞকুণ্ড করে, মায়া কাষ্ঠে হোম করিব।
ষড়রিপু পেতে বসি, অবিদ্যার ধুনি জ্বালিব॥
তাহে যদি লোকে বলে, শশধর পাগল হ'ল।
আমি তথাপি সে যোগ করে, লোকেরে কলা দেখাব॥

রামপ্রসাদী সুর।

(আমার) এদেহ ব্রহ্ম মন্দিরে। মন আচার্য্য
চিদ্‌বেদিতে নিত্য উপাসনা করে॥
দীক্ষিত ইন্দ্রিয় সনে, প্রবৃত্তি ব্রাহ্মিকাগণে,
বসি যোগাসনে মগ্ন ধ্যানে, স্বাধীনা, কেউ নাই অন্দরে॥
ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি লয়ে, মন আচার্য্য দাঁড়াইয়ে।
কেমন ব্রহ্মরূপা হি কেবলং, সবাই বলে সমস্বরে॥
হৃদয় মাঝে গ্যাসের আলো, ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশিল।
দেখি মন আচার্য্য জ্ঞান চক্ষুতে, ভক্তি সোণার চশমা পরে॥
হৃদে জ্যোতি প্রকাশিল, তাপিত প্রাণ জুড়াইল।
আমার প্রবৃত্তি ভগিনীগণের সুপবিত্র বদন হেরে॥
এই প্রার্থনা করে কুমার, মন আচার্য্য যেন আমার।
শেষে শান্তি! শান্তি! বলে, জীবন সভা ভঙ্গ করে॥

ঐ

মন করিস্‌ কি ঘাসিঘুসি।
নেহারি পৃথিবী মাঝে অপার্থিব রত্নরাশি॥
যা ভাবার নয় তাই ভাবিবে, তিলার্দ্ধ না চুপ করিবে।
একের মধ্যে আর আনিয়ে, আনা গোনা দিবানিশি॥
মন পাগলের আশা ভারি, আমি তা যোগাতে নারি,
আমি কোথায় পাব এ রাজ্যের রাজা কোথায় পাব রাজমহিষী॥
মনরে তোর আব্‌দার করা, এ আর কেমন ধারা,
তুই দুখের ছেলে হয়ে ভাবিস্‌, মোক্ষপদ দিবানিশি॥
তোর বাসনা কে পুরা'বে, তেমন মা বাপ কোথায় পাবে।
ওমন সাধ পুরাত যদি হ'ত, জননী তোর মুক্তকেশী॥
ওরে অবোধ মনরে শিশু, মা বলে ডাক দিবানিশি।
আজ্‌, মায়ের কোলে তোরে ফেলে, কুমার বলে এখন আসি॥

রামপ্রসাদী সুর।

করবো রুদ্র আরাধনা।
জ্ঞান সুরাপানে বিভোর হ'য়ে, দয়াময়ীর পদ ছাড়বো না॥
মাতাল হয়ে ভক্তি নারী, বক্ষেতে করবো স্থাপনা,
পরে প্রেম খানাতে পড়ে, ডুবে থাক্‌বো আর উঠ্‌বো না॥
লয়ে, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ শূদ্রে, ভেদাভেদ কিছু মানবো না।
ব্রহ্মময়ীর নাটমন্দিরে, সবে করবো নাচ গাহনা॥
করবো, অধর্ম্ম ছাগের মাংসে, কৃপাময়ীর পদ সাধনা।
তাহে শশধরে, কে কি করে, না দেখে তা ছাড়িব না॥

ঐ

মা কথা কও আমার সাথে।
দুখের কুমার তোমার দোষ কি বল্‌মা আছে তাতে॥
তুমি, অশব্দ অস্পর্শ রূপা, নিরাকারা সবা'র মতে।
ভাল, সর্ব্ব শক্তিস্বরূপিণী, তোর, জাত যাবে কি সাকার হ'তে॥
ভেবেছ নিরাকার বলে, ধূলি দিবে এ চক্ষুতে।
ওমা, তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতে পাতে॥
অঞ্চল ধরেছি মা তোর, আর কি মা তুই পারিস্‌ যেতে।
এখন আনন্দময়ীর পাছে, কুমার বেড়ায় আনন্দেতে॥

মূলতান—একতালা।

আমায় তার জননী।
দিয়ে তোমার অভয় চরণতরণী॥
আমি অভাজন, না জানি ভজন।
না জানি পূজন ধ্যান অর্চ্চনা॥
আমায় আনন্দে মগন (মাগো।)
রাখ সর্ব্বক্ষণ, মহেশমোহিনী॥

দিব কি নাম তোমার, হরি কিংবা হর।
আল্লা জোভ্ আর তারিণী ॥
অযোনিসম্ভবা মা কিংবা বাবা।
ঠাকুর কিংবা ঠাকুরাণী ॥
কৃষ্ণ বিষ্ণু ইষ্ট কিংবা ভগবান্।
ভেবে শশধর না পায় সন্ধান ॥
তুমি যাই কিছু হও (মাগো)।
চরণযুগল দাও, চিদানন্দবিধায়িনী ॥

পুরবী—খেমটা।

কর মা সদয় শান্ত সুস্থ অহংজ্ঞানবর্জ্জিত।
নিরপেক্ষ মুনি মোরে ত্রিবিধ দুঃখ অতীত ॥
নির্বৈর নির্ভয় করি, সিদ্ধি দাও মা সিদ্ধেশ্বরী,।
সশরীরে স্বর্গপুরি হেরিতে ব্যকুল চিত ॥
চিরানন্দ ঘরে ঘরে, জানে না লোক এ সংসারে।
অমর ক'রে তোর কুমারে, কর্ মা ভবে প্রকাশিত ॥
মার আনন্দ লাভ করি, কুমার আনন্দগিরি।
আনন্দ জগৎ সুন্দরী, কর্ মা জগৎ বিমোহিত ॥

ঐ

তুমিত ভুবনেশ্বরী, দীন হীন কাঙ্গাল মোরা।
কি জানাব করিছে গোল যোগী ঋষি দেবতারা ॥
ভয়ে ভয়ে দিবানিশি, কুমার ডাকে রাজমহিষী।
জানতে কি পাও মুক্তকেশী, কওমা আসি দুঃখহরা ॥
হয়না ভাল উপাসনা তাই বুঝি কথা বলনা।
ছোট ডাকে ডাক শোন না, শুন্‌বে কেন পরাৎপরা ॥

পূরবী—খেমটা।

যে ধর্ম্মে যে আছরে ভাই থাক্ তাতে ক্ষতি নাই।
যার তরে ধর্ম্ম কর্ম্ম তারে কিন্তু পাওয়া চাই ॥
শুদ্ধ আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন, কর ধর্ম্মে নাই প্রয়োজন।
জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্ম কর্ম্ম বাসি উনানের ছাই ॥
যে যে ধর্ম্মে আছ থাক, মন স্থির করিতে শেখ।
যোগেতে বসিয়া দেখ, যোগ ভিন্ন গতি নাই ॥
অমর কুমার দেখে দেখে, সর্ব্ব ধর্ম্ম মর্ম্ম শিখে।
যোগে বসি আছে সুখে, তার আনন্দের সীমা নাই ॥
আচার ব্যভার খাওয়া দাওয়া, কুটুম্বিতা আসা যাওয়া।
সে কেবল দেশের হাওয়া, হোক মনে তা যা ইচ্ছা তাই ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

জগন্নাথ এসেছেন জগতে।
এ ধরা ত্রিদিব করি হৃদি যোগানন্দ রথে ॥
আনন্দ জগৎ মাঝে, নবস্বর্গ পুরী সাজে।
দেবতাকুল বিরাজে, নাচে সবাই আনন্দেতে ॥
কত যে যন্ত্রণা পেয়ে, সর্ব্বজনের নিন্দা সয়ে।
কত গালি মন্দ খেয়ে, আনন্দের দিন পেলাম হাতে ॥
কুমার আনন্দগিরি, সাধে দিবা বিভাবরি।
কে হেরিবি স্বর্গপুরি, আয় দেখাব হাতে পাতে ॥

বসন্ত বাহার—ঠাস কাওয়ালী।

দে দরশন, যখন তখন, তবে মানবো তোরে।
নইলে মাতা, স্পষ্ট কথা, বিদায় দে নাস্তিক কুমারে ॥
না করিলে উপাসনা, তাতেও ক্ষমা বাঁচাও না।
প্রাণের মাঝে ডাকাডাকি কর অনুক্ষণ ॥

অধীর হ'য়ে বসি গিয়ে করি যোগাসন।
সৌদামিনী সম দেখা, সে দেখায় কি প্রাণভরে ॥
আমার চৈতন্য জ্ঞান, যে চৈতন্য করে ধ্যান।
মিশাও উভয় জ্ঞান, জ্ঞানদায়িনী ॥
কিম্বা দূর হ'তে জ্যোতি দেখাও জননি।
দেখ্‌বোনা খদ্যোতভাতি, পূর্ণজ্যোতি দেখাও মোরে ॥
তুমি ত মা জড়মূর্ত্তি, তুমিই ত দর্শন শ্রুতি।
এস তবে চক্ষু পাশে, বিশ্ববরণী ॥
কর্ণেতে শুনাও বাণী শব্দরূপিণী।
চখে চখে সুনয়না চেয়ে থাক একেবারে ॥
কিছুই যদি না দেখাবে, কিছুই যদি না শুনাবে।
ভক্তি মুক্তি যুক্তি নে তোর, যুক্তিদায়িনী।
ভণ্ডামিতে ভুলি না আর বিশ্বাসঘাতিনী।
লঘু ক্রিয়া কর্ত্তে যাব নাকি বল তোর স্বর্গপুরে ॥

জারির সুর।

খেমটা।

প্রেম করেছে বটে রত্নাকর প্রথম কালে সে পাপী ছিল ব্রহ্মহত্যা জ্ঞান ছিল সবে, রাম রাম-হৃদ্‌পদ্মেতে ধ্যান করে—হইল বাল্মিকী এ ভবে। করি রাম দরশন শ্রীবিভীষণ-লঙ্কায় চিরজীবে প্রেমসেবে, প্রেমসেবে, প্রেমসেবে, ও মন পিরীত যেমন অমূল্য ধন রত্নসমভবে—ওমন আর কি এমন হবে; দেহ মোরে বলে, অধম ইন্দু, প্রেমের বিন্দু, সর্ব্বজনহিত; প্রেম করিয়ে বীর হনূমান রামপদে বিক্রীত, কি রীত, কি রীত, কি রীত, ও মন ধন্য প্রেম পণ্ডশ্রম অসম্ভ্রমে নীত, কুরুবংশ নিপাতিত; পিরীত বটে সুহৃদ্ রতন তুল্য নাই কো যার—অমূল্য ধন ধনঞ্জয় তায় করেছেন যতন, ও যার রথের সারথি ব্রহ্মসনাতন, বিস্তর বিপদ নিস্তার হয়েছিল সেই কারণ—আর এক যোদ্ধাপতি, আর এক যোদ্ধাপতি কুরুপতি কুরীত দুর্য্যোধন—আছে

বহু সেনা আছে জানা অগণনা প্রেম জানে না সেই জন, দেখ গতি কুরু-পতি সমূলে সে নিধন প্রেম কি ধন, প্রেম কি ধন, প্রেম কি ধন, দেখ ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যোদ্ধাপতি সব জন, পার্থ হ'তে পতন; ইহু বিশ্বাস-বলে ভাই, পিরীত বিনা সুহৃৎ নাই, প্রেম প্রেম কর গো সবে।
(হইল বাল্মীকি)

ইমনকল্যাণ। চৌতাল।

তুঁ ব্রহ্ম হো নাথ তুঁ পরমেশ্বর হো।
তুঁ দীন দয়াল হো।
তুঁ গণেশ, তুঁহি বিষ্ণু, তুঁহি ভোলা মহেশ্বর,
পার্ব্বতীশ কাশীনাথ তুঁ।
তুঁহি নারায়ণ, নরকতারণ, দীননাথ, দীননাথ, দীনবন্ধু তুঁ।
শশধরে শ্রীচরণ, করি কৃপা বিতরণ, দেহি দেব নারায়ণ তুঁ ॥

বেহাগ। আড়া।

কোথা র'লে জ্যোতির্ম্ময় দেবতা সকল।
আনন্দজগতে এস, আমরা দুর্ব্বল ॥
হাতে হাতে স্বর্গ যদি, কেশব তোমার নব বিধি,
ও ভাই অমূল্য নিধি, মুছাও মোদের অশ্রুজল।
দীন দুঃখী ভিখারিরে, দিয়া প্রেম প্রাণ ভোরে,
শোক তাপ দূর করে, লুকালে কোথায়?
এস ভাই গৌরচন্দ্র, এস ভাই নিত্যানন্দ,
শুকাল জীবনানন্দ, ঢাল ভাই প্রেমজল।
মহাযোগী বেশ ধরে, কণ্টক মুকুট শিরে,
এস যীশু ধীরে ধীরে, ফিরে এ জগতে;—
উঠ নিজ ক্রুশপরে, দেখাও পাষণ্ড নরে,
নিজরক্তে কেমন করে, উদ্ধারিলে পাপিদল।

মহম্মদ দেও হে দেখা, এস বুদ্ধ প্রাণ সখা,
আনন্দজগতে দেখা, হোক সবাকার ;—
ডাকিছে আনন্দ গিরি, এস সবে সারি সারি,
মহাযোগে স্নান করি, খাই ভাই অমৃত ফল ॥

রাগ ভৈরব। একতালা।

ভোর হল নিশি, ওরে পুরবাসী, ছাড় হাসি খুসি রঙ্গ।
গাত্র তোল না, কেন হে বল না, হল না মোহ ভঙ্গ ॥
শুন শুন বলি, যায় কাল চলি, এই বেলা হরি বল সবে মিলি ;
হল ফরশা সকলি, দেখ আঁখি মেলি, হল রাসকেলি সাঙ্গ।
ত্যজ অলসতা, কেন আর এ বৃথা, অসার রসপ্রসঙ্গ ;
ওই তমো দূরে গেল, দিনমণি এল, তোল হে তোল অঙ্গ ॥
আনন্দজগতে, গভীর রবেতে, ছুটেছে রস তরঙ্গ ;—
ভাবে সরোজ বিহ্বল, প্রেমে ঢল ঢল, করে টলমল বঙ্গ।

ভৈরবী। একতালা।

দীন হীন অনাথে, দুঃখ দিতে, আর কি বাকি ?
চিত সদা তব চরণানুরাগী, তব প্রেমের বৈরাগ্যে হয়েছি বৈরাগী ;—
হলাম পাগল তোমার লাগি, শুনেও শুন না কি, এত কাতরে তোমারে ডাকি !
আরো কিহে হরি নিরীহ সন্তানে, দিতে এ যন্ত্রণা আছে সাধ মনে ;
ও তা সহিবে কেমনে, তোমার পরাণে, জানি পরদুঃখে তুমি দুঃখী।
বঞ্চনা কর না, কর না করুণা, এই বর হরি মাগি ;
রেখ হে সরোজে,——শ্রীপদ সরোজে, দিও না দিও না ফাঁকি !

ভৈরবী। একতালা।

আর কিরে মন, পাবি পুনঃ, এমন সুদিন।
ত্যজ অসার বিষয়সুখভোগ, যোগে জাগে যদি পালি রে সুযোগ,
সাধ এই বেলা যোগ, সংসার দুর্য্যোগ, বাড়িবে দিনের দিন।

বিফলেতে তব কাল চলি যায়, ভাব নারে ভবে কি হবে উপায় ;
নাহি মতি তাঁর পায়, যাঁহার কৃপায়, পেয়েছ এ শুভ দিন।
ওহে বিশ্বনাথ. সরোজ অনাথ, আছে পদাশ্রয়ে অনুদিন ;
কর হে করুণা, তার হে তার না, ভবে মোরা গতি হীন॥

রামপ্রসাদী সুর।

সাধ হয়েছে দোলন খেতে।
যিশু তোমার মত ক্রুশ_দোলাতে॥
ষড় রিপুর নাগর দোলায়, খাচ্ছি দোলন দিবা রেতে ;
আমার হাতে ধরিয়ে নামিয়ে নে ভাই,' নইলে যিশু নারি যেতে।
"যিশু" বলে শিশু এক, কেন্দে বেড়ায় পথে পথে ;—
এক বার, ভবের মেলায় ক্রুশ দোলায়, উঠাও যিশু সরোজ নাথে।

ঐ

ছাই পড়ুক তোর বাড়াভাতে।
কেন্দে কুমার বলে সরোজ নাথে॥
প্রাণের যিশু ক্রুশ পরে, চৈতন্য দাঁড়ায়ে পথে ;
তুই, দেখেও, বাসনাবেশ্যার সাথে গেলি খেতে শুতে।
যিশু মরে ক্রুশ পরে. ভাব ছিল তোর যিশুর সাথে ;
তোর ঠোলামালা গোছান কি, হল না ভাই দিনে রেতে।
আর কি পাবি, প্রাণ জুড়াবি, ঘুরে কীট পতঙ্গের পথে ;
জীবের গতি নাই আর, গতি নাই আর !—গতি আনন্দ জগতে।

ভৈরবী—একতালা।

ডাক প্রাণ ভোরে, প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ব'লে।
তিনি পাতকীর জীবন. নরের তারণ, পতিতপাবন ভূমণ্ডলে॥

করিতে উদ্ধার, ভব পাপভার, স্বর্গ সমাচার, করিলেন প্রচার ;
ভাই ভাই বলে, প্রেমে বাহু তুলে, করিলেন কোলে, অধম সকলে ॥
যিনি, জীবের কারণ আপন জীবন, দিলেন বিসর্জ্জন, করি, ক্রুশ আরোহণ ;
এমন, স্বর্গ দেবতারে, রাখি হৃদিপুরে, দেখ নয়ন ভোরে, পূজ ভক্তিফুলে ;
হৃদি উপহার, দিয়ে শশধর, পড়িল তোমার, চরণতলে ;
রেখ যীশু রেখ, প্রেম চক্ষে দেখ, দয়াবান্ থেক, দীনের অধীন বলে ॥

পিলু বারোয়া—দাদরা ।

কোথা দয়াময় হরি দীনশরণ ।
তোমায় না হেরি ব্যাকুল মন ॥
এস আনন্দ জগতে আনন্দ মনে,
নবস্বর্গ পুরে, দ্বিবার্ত্তা প্রচার তরে ;
জ্ঞান ভিক্ষা যাচিছে অধম জন ॥
তুমি অজ্ঞানের জ্ঞান পতিতপাবন,
হ'য়ে কৃপাবান্, কর অনন্ত শান্তিদান ;
তাই সপিনু চরণে শশধরপ্রাণ ॥

সুরট মল্লার—জৎ ।

আমারে দিলাম আজ বলিদান ।
সুখ ভবিষ্যৎ কাছে মলো আজ বর্ত্তমান ।
কোথা স্নেহময়ী মাতা, কোথা পূজনীয় পিতা,
ভাই বন্ধু রলে কোথা, এস ছাড়ি অভিমান ;
সরল শিশুর মত, হও ধূলায় ধূসরিত,
মহাপাপী শত শত, আমি দিব পরিত্রাণ ।
তোমাদের কুমার নাথ, নিজে মরে নাই হাত,
গেল সে যে অধঃপাত, কান্দে তোমাদের প্রাণ ;
কিন্তু সে আনন্দ ধামে, আনন্দে সদাই ভ্রমে,
দেখ রে সে ক্রমে ক্রমে, স্বস্থানে করে প্রস্থান ।

সুরট মল্লার—জৎ।

শয়নে স্বপনে এ কি হল।
কে হেন সতত বলে গাতোল গাতোল তোল।
কে যেন রে বিশ্বপ্রাণ, গায় বিশ্বময় গান,
আহা সে কি রূপবান্, দেখে প্রাণ জুড়াল;
আহা মোরে বুকে ধোরে, বদনে চুম্বন কোরে,
অনিমেষে মুখপানে, চাহিয়ে সে রহিল।
বিশ্বপতি দরশনে, কি আনন্দ এ জীবনে!
অযাচিত প্রাণধনে, পেয়ে মন ভুলিল;
হা বিভু! হা নাথ! বলে, আমি তার ধরি গলে!
সে আমারে বুকে তুলে, নেত্র জলে ভাসিল!
'প্রাণেশ! প্রাণেশ বলি, মুখপানে মুখ তুলি,
চাহিয়া রয়েছি খালি, কথা নাহি সরিল;
কথার অতীত মরি! সে নব রসের ঝারি,
কুমার আনন্দগিরি, চিরানন্দে মাতিল!

কীর্ত্তন—গড় খেমটা।

(কোথা হতে এই নদেতে এক পাগল এসেছে—সুর।)

ওরে, কে যায় আনন্দ গৃহে, দেখ্‌সে সকলে।
আনন্দ আনন্দ মুখে আনন্দ বলে।
বিষাদকালিমারেখা, কভু যায় নারে তার ভালে দেখা,
প্রসন্ন মাধুরি মাখা, মুখ কমলে।
কৃষ্ণনাম লেখা ভালে, খৃষ্টনাম বক্ষঃস্থলে,
ডাকে আল্লা আল্লা ব'লে, নন্দ দুলালে।
আনন্দচন্দন ছিটা, তার বরাঙ্গে দিয়েছে কেটা,
অমায়িক যজ্ঞের ফোটা, প্রশান্ত ভালে!
সেইত জগতের রাজা, কুমার বলে আমরা প্রজা,
ভববিজয়িনী ধ্বজা, দিয়েছে তুলে॥

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—গড় খেমটা।

কি আনন্দ মা আনন্দময়ী।
চিরানন্দে দেববৃন্দ নাচিছেন ওই ;
বলিছেন বিশ্বময়ী মা ভৈ, মা ভৈ।
ভবে নব স্বর্গপুরী প্রতিষ্ঠিত ওই ;
(আমরা) পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ ভোগী কেহ নই
আনন্দজগতে পেয়ে স্বাধীন পবন ;
ছেড়েছে সহস্র তরি যত মহাজন।
বেদের বাদাম তুলি যাচ্চে সারি সারি ;
ভবার্ণবে আর্য্যতরি, ঋষিরা কাণ্ডারী।
হেরে সবে মহার্ণবে ছাড়িয়াছে তরি ;
য়্যাদেরে কুমার নাথ আদার ব্যাপারি।
ভাগবত বাইবেল গাইতেছে সারি ;
কৃষ্ণ খৃষ্ট হৃষ্টমনে ধরেছেন পাড়ি। (ভবার্ণবে)
কোরাণ পুরাণ আর বিজ্ঞানের ভরে ;
ছুটেছে সহস্র তরি অকুল পাথারে।
ভেদিয়া আনন্দগিরি অতল জলধি ;
করেছে নোঙ্গর চির আনন্দ সমাধি।
চলেছে সাগরে ধরি মধুময় গান ;
উড়ায়ে রজত ধ্বজা শ্রীনববিধান।
ওদিকে চৈতন্য নায়ে হরিধ্বনি হয় ;
এদিকে যাত্রীরা গায় জয় ব্রহ্ম জয়।
গাইছেন সাংখ্য মিল "বিজ্ঞান, বিজ্ঞান!"
ওদিকে উঠিছে তাণ "নির্ব্বাণ-নির্ব্বাণ!"
সহস্র সুরের মিল কে যাবি শুনিতে
শ্রীনববিধানযন্ত্রে আনন্দ জগতে।
পশু পক্ষী তরু লতা ফল ফুল গণ,
আনন্দ জগতে করে বেদ উচ্চারণ!

তৃণরাজি মগ্ন আজি পথে ঘাটে মাঠে,
পুরাণ কোরাণ বেদ ভাগবত পাঠে।

পিলু।

বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, তাতে রাধার হবে কি ?
যদি মন সাধে কৃষ্ণপদে, মন প্রাণ সঁপেছি।
বলুক মোরে ননদিনী, কুলনাশিনী পাপিনী,
আমি কৃষ্ণধনে হয়ে ধনী পূর্ণানন্দ হয়েছি।
কারো কাছে নাহি যাব, কারো ঠাঁই নাহি কব,
প্রেমানন্দে মেতে রব, পরের কথায় পাবে কি ?
নিত্যানন্দ হৃদে যার, দুঃখের নাম সে করে ছার,
আমি দয়াসিন্ধুর বিন্দুপানে, নামানন্দে মেতেছি।

ঐ

আমি করচি তোদের মানা।
ডেক না আর দেখব এবার সোণার জগৎ হচ্চে সোণা।
আর উঠার সাধ্য নাইরে আমার, এসে দেখে যা, না ?—
সশরীরে, কুমার করে, সুধার সরে, কি কারখানা !
আমি বেচ্‌তাম আদা, পূর্ণ দাদা, জাহাজ ত জানি না ;—
কেটা, রাধার ঘাটে, ডঙ্কা পেটে, পূর্ণ দাদা, প্রাণ বাঁচে না।
ও-তার ঘোমটা তুলে, দেখ্‌তে গিয়ে, যেমন দেখা শুনা ;—
এসে, দেখ্‌ রে পূর্ণ, জগৎ চূর্ণ, অস্থি মজ্জা চূর্ণ কি না ?
(দেখ্‌ রে পূর্ণ)

ঐ

ও ভাই, ডোবরে গহীন জলে।
উপরে উত্তপ্ত বারি, প্রাণ সুশীতল হয় রে তলে।

যত হাঙ্গর নকর মকর তিমি, ডুবেছে অকূলে ;
সফরী সব কূলে কূলে, শৈবালের মায়ায় ভুলে।
আনন্দে আনন্দধামে যাত্রি যাঁরা চলে ;
অমর, কুমার বলে, কামান গোলা, রাখে তারা সিকায় তুলে
এই রত্নখনি জন্মভূমি, জননীর কোলে ;
বল্ দেখি ভাই ভারতবাসী, ভয় কি তোদের মরণ বলে ?

সংকীর্ত্তন।—গড়খেমটা।

গগনে উঠছে হরির ধ্বনি। (ধ্বনি শোন, শোন গগনে উঠছে)
মনের তাপ ঘুচিল, প্রাণ জুড়াল, ঐ মধুর নাম শুনি।
ভক্তগণ সঙ্গে করি, নবদ্বীপে অবতরি, বলিছেন হরি হরি,
গৌর গুণমণি ;—গৌরাঙ্গ প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে, নিত্যানন্দে
সঙ্গে লয়ে, ঘরে ঘরে প্রেম বিলায়ে, মাতালে ধরণী।
গৌরাঙ্গ প্রেমের আধার, হয়েছেন প্রেমে রাধার,
বহে চক্ষে প্রেমের ধার, দিবস রজনী ;—আহা,
নিজে মজি প্রেমরসে, জগৎ মাঝে প্রেম বরষে, ভক্তগণ
তাহে ভাসে, প্রেমের মরম জানি।
বেদ তন্ত্রাদি যত, মথিয়ে অনাব্রত, তুলিল নামামৃত,
মৃতসঞ্জীবনী ;—গৌরাঙ্গ, জীবে দয়া প্রকাশিয়ে,
সেই হরিনামামৃত দিয়ে, ভূমণ্ডল মাতাইয়ে, মেতেছেন আপনি।
হরিনাম দ্বিঅক্ষরে, কতই যে সুধা ক্ষরে, জগতের ক্ষুধা
হরে, শমন কিসে গণি ;—পূর্ণ প্রেমানন্দে ভাসে, গৌরিকান্ত
শ্মসান বাসে, হরিনাম সুধারসে, দিবস যামিনী॥

লুম্‌ঝিঝিট।

(গুপ্তপ্রকাশ) রূপ সাধনা।

রাগের করণ, করছে যে জন, রূপরসেতে ডুবে আছে
'নীর'কে ধরে, আপনি মরে, 'তিন রতি' এক ঠাঁই করেছে॥

ঈশ্বর রতি নাভিদেশে, জীবরতি অন্তেতে বসে, বেদ বিধির পর সহজ রতি, রসিক, এক ঘরেতে সব এনেছে।

মনের দর্পণ হাতে করে, খেলিছে সে হাওয়া ভরে, হাওয়ায় হাওয়ায় মিশাইয়ে, বাগ্‌নাই হয়ে বসে আছে।

"মঞ্জরিরূপ" চিন্তা করে, কায় সাধিয়ে সেই রূপ ধরে, পরে যাবে ব্রজ-পুরে, রসিক সদাই সেই সন্ধানে আছে ॥

লুম ঝিঝিট।

গুরুপদে "নিষ্ঠারতি" যার হয়েছে উপাসনা ;—
চাতক জলদে যেমন, অন্য বারি পান করে না।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি দূরে, নয়ন দিয়ে "রূপের ঘরে ॥
"আরোপে" আশ্রিত হয়ে "স্বরূপে" করলে ঠিকানা।
জলধরকে দেখে শিখী, মকরন্দে ভ্রমর সুখী,
চকোরিণী চাঁদের সুধা, খেয়ে পুরায় বাসনা।
চণ্ডিদাস এক বিপ্র ছিল, বাশুলি আদেশ হল,
"আরোপে" আশ্রিত হয়ে, সাধলে রতি ষোল আনা।
গোলক বলে ওরে নবীন, গুরু হয় জল, শিষ্য হয় মীন,
জলের মধ্যে মীনের বসত. জল শুখালে মীন বাঁচে না।

ঐ

আমার পরাণ পুতলি লইয়ে নাগর করয়ে পূজা।
নাগর পরাণ পুতলি আমার হৃদয় দেশের রাজা।
আনের পরাণ আনে করে চুরি, তিন আনে নাহি জানে।
সে যে আগম নিগম দুর্গম সুষম শ্রবণ নয়ন মনে।
এ সাত নদী, অনন্ত অবধি, এ সাত যে দেশে নাই।
সে দেশে তাহার বসতি নাগর এ দেশে কেমনে পাই।
এক কুমুদিনী ধুমধুমি বাজিছে, বাঁশী জিনি তার স্বর।

ধুমধুমি বাঁশিটি যখন বাজিবে, তা শুনে মজিবে যে।
রসিক ভকত, ভুবন ব্যাপিত, সখীর সঙ্গিনী সে।
এ সব আচার দেখিব যাহার, চরণে নোয়াব তার।
মন সূত্ত দিয়ে চরণ গাঁথিয়ে, গলায় পরিব হার।
বাশুলি আদেশে কহে চণ্ডিদাসে কাঁচা পাকা দুটি ফল।
যে ফল খাইবে, সে ফল ফলিবে, তেমতি তাহারি বল।

ঝুঁ—লুম ঝিঝিট।

গৌর কিশোর মনে লাগল লো।—
দিদি বলি বটে,—রসের ঘাটে, বুকের পাটা তোর লো।
রূপ সাধন মোর হল না, মদন রসে ভোর লো।
এক নাগরী উঠে বল্‌ছে অমন কেনে ?
ফণীর মাথায় মণি দিয়ে ভেট্‌কে রূপের সনে।
রূপকে দেখে, থাকবি সুখে, মদন যাবি ভুলে।
মনের মত রসিক পেলে দেখবি কপাট খুলে।
কপাট খুলবি যখন, দেখ্‌বি তখন, স্বরূপ রূপে মাখা।
বাঁকায় বাঁকায় দেখা হলে ঘুচবে মনের ধোকা।
ধোকার টাটি, পরিপাটি, জগৎ গেছে মেতে।
আঁধার ঘরে শুয়ে রইলি যমের ঘরে যেতে।
মনে মনে আন্‌ না জেনে, থাক্‌গে অনুরাগে।
লোচন বলে এই তত্ত্বে রাগ তত্ত্ব জাগে।

সুরট—ঝাঁপতাল।

করেতে ভগবদ্গীতা, মুখেতে ভাগবত কথা—
দেখগো ভারত মাতা, তোমার কুমার দল।
বিজয়নিশান ধরি, বলে দ্বারে দ্বারে ফিরি,
ভারতের নরনারী গা তোল গা তোল তোল।

তুচ্ছ করি চতুর্ব্বর্গ, সাধিয়া নিবৃত্তিমার্গ,
নিস্বার্থ প্রবৃত্তি স্বর্গ, ভবে প্রতিষ্ঠা করিল।
দিচ্ছে, অমরতা মন্ত্রদীক্ষা, কর্ত্তব্যে মরণ শিক্ষা,
গৃহে গৃহে প্রেমভিক্ষা, স্বার্থরক্ষা দায় হল।

খেমটা।—

কুলবালা সব হল কাতর, কুলে তরি আন কর্ণধর।
দেখ প্রখর তপন তাপে, শ্যাম হে, শুখা'ল কমলিনীর কলেবর।

ওহে নূতন কাণ্ডারি, আর কর না দেরি, ত্বরায় পারে লয়ে চল চরণে ধরি ; হলে বিলম্ব বিনষ্ট হবে, শ্যাম হে, আমাদেব দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর।

আছি কূলে,বসিয়ে. তরি না পেয়ে. এখন যদি যাই কালাচাঁদ গৃহে ফিরিয়ে ;—মোদের কালা কলঙ্কিনী বলে, শ্যাম হে গুরুজন গঞ্জনা দিবে বিস্তর।

হয়েয় তব আশ্রিতা, যদি পাই মনে ব্যথা, হবি তোমার দয়াময় নাম হবে হে বৃথা ; ছাড় অবলা সহিত ছলা, শ্যাম হে, গুরুজন, ভয়ে কাঁপিছে অন্তর।

ঐ

ওলো আয় না ব্রজবধূরা, পারে যদি যাবি লো তোরা।
তোদের কুলে রেখে দধি দুগ্ধ ধনী লো, লয়ে আয় মাথায় প্রেমের পশরা।

ছাড় নীল বসন, যত রত্ন আভরণ, প্রেমের ভূষণ কর না সবে অঙ্গেতে ধারণ ; তোরা প্রেমের মালা পর না গলে ধনী লো, বল কত ভাড়া দিবি মাসরা।

রসিক সুজন, পাস যদি কখন, তার সনেতে প্রেমে মেতে করিস নাম কীর্ত্তন ; পূর্ণানন্দ পাবি তবে ধনী লো ; শিখিবি প্রেমের ফাঁদে চাঁদ ধরা।

গড় খেমটা—বাউল সুর।

নাচে কেরে মোহনিয়া। আমার দেহরথে, জীবন পথে, তাথিয়া তাথিয়া।

গোপীগণ সবাই মেলি, দিতেছে করতালি, আনন্দের হুলাহুলি মণ্ডলী করিয়া; দুলিছ আনন্দ দোলে, সেই আনন্দে ভুবন ভোলে, না বুঝে লোকে বলে, একি বিষম মায়া।

মেতেছ আপনি রথী, বুদ্ধি বিবেক সারথি, ভুলিল পথের গতি মোহেতে পড়িয়া; মনের লাগাম শিথিল হল, রথের দশটি ঘোড়াই এল মেল, বুঝি পাপ খানায় পল, সুপথে না গিয়া।

আনন্দের যে লহরি, পাপ পুণ্য বুঝতে নারি, মজালে গোকুল পুরি, নাচিয়া নাচিয়া; প্রেমানন্দের হই ভিকারী, দুঃখের নাম সইতে নারি, দয়া করি দয়াল হরি, দেওহে পদছায়া (দাস পূর্ণানন্দে)।

একতালা।

(ও তোর ভাঙ্গল ভবের বাসা—সুর)

মানব; তরি পড়ে রবে। ২।

হাওয়া দমে আসা যাওয়া, হাওয়াতে মিশাবে॥

সে দিন থাকবে না শোর, রাখবে না জোর, আজগবি ঝড় কোন দিন হবে॥

ওর তক্তা গোছা, গুড় মাঝা; নোনাতে জারিবে; সে দিন পাল গুণ কেটে মৌজে উটে, হাইল বটে সব জুটে যাবে॥

রাম লাল বলে হরি বিনে (অন্তে) তোর এ তরি কে চালাবে; আমার দেহ তরি, পাপে ভারি, এ তরির দশা কি হবে॥

কীর্ত্তন—একতালা।

(দয়াল নিতাই নাচে বোলে হরিবোল—সুর)

আয রে ভারতবাসী রাজভক্তগণ।

করি ভিক্‌টোরিয়া গুণকীর্ত্তন।

ভারত মাঝে দিল্লির দরবার, তাতে আনন্দ অপার; হলেন ভারতে ভারতেশ্বরী শুভ সমাচার;—দেখ, জগত ঈশ্বরী নিজেরে, তাঁরে দিলেন দিল্লির সিংহাসন।

মোদের, জগৎ মাঝে সৌভাগ্য কেমন, দেখ, দেখ জগজ্জন; ওরে স্বর্ণগর্ভা জন্মভূমি জগতের ভূষণ; তাতে সুখী রাজা, সুখী প্রজারে (সুখ-রাজ্য দেখ রে) কেমন সুখের ধর্ম্মাধিকরণ (পার্লিয়ামেণ্ট)।

ও যার মন্ত্রিসভায় দেব আত্মাগণ, দেখেছেন, ভাই লালমোহন; নিকৃতি ধোরে ফছেট্ব্রাইট্ স্বর্গ দূতগণ; ও তার ভয় কি আছে রাজার কাছে রে; ও যার মুদ্রাযন্ত্রে নাই বারণ।

মোদের মহারাণীর ঘোষণা কেমন, হব সক্ষম যখন; তখন, মোদের দেশ মোদের দিয়ে করিবেন গমন; তোমরা সে কথা কি মিথ্যা ভাবরে, (যদি সক্ষম হ'তাম রে) তিনি বলেছেন সত্য বচন, (মোদের মহারাণী)।

ও ভাই, কারে বল ইংরাজ অত্যাচার,—প্রতিশোধ, স্বকরে তোমার; তুমি নিজে খঞ্জ অন্ধ তাইতে এ দশা তোমার; তোমার যেমন তেমন রাজা তোক্তনারে (চিরকালই অমনিরে) ভক্তি উদ্ধারের মূল কারণ, (রাজভক্তি দেশোদ্ধারের মূলকারণ) (হবে ভক্তিগুণে বলবীর্য্য সঞ্চারণ)।

মোদের ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান, ইংলণ্ড্ করিয়াছে দান; আবার আর্য্যপদে শিখে ইংলণ্ড্ যোগ সমাধান; আজ ইংরাজ ভারতবাসীরে; (প্রাণ খুলে, দেখরে) করে পরস্পরে আলিঙ্গন, (প্রাণখুলে) (প্রেমানন্দে)।

আজ, অর্দ্ধ শত বর্ষ পূর্ণ হয়, রাণীর রাজত্ব সময়; তারে সুখেতে রাখুন জগদীশ দয়াময়; বল, জয় মা ভারতেশ্বরীরে (জয় জয় বলরে) ভারতের ভাঙ্গবে নিশিথ স্বপন।

বাউল—সুর।

(তারে চিনবি কেমন করে—সুর)

জাগ, ভাইরে ভারত বাসী। (আমার)
মাতৃভূমির ভরসা তুমি, ভাবছ কি আর বসি বসি।
তুমি, কচ্ছ ধর্ম্ম, গৃহকর্ম্ম, রম্য হর্ম্ম্যে বসি,—

তোমার, টানছে ধরে গাত্র চর্ম্ম মর্ম্মভেদী টেক্স রাশি।
ধৈর্য্য বীর্য্য আর্য্য ভূমির কার্য্য দিবানিশি,
তা'তে, কি আনন্দ, দেখ্‌রে অন্ধ, আনন্দ জগতে আসি।
আমরা অমর, পিয়ে জ্ঞান সুধারাশি,—
দেব, কুমার বলে, অমর দলে, কোমর বান্ধ, ফরশা নিশি।

ঐ সুর।

ও ভাই, কান্দছ কেন বসে ?
বল্‌বে কি তা ? বুঝেছি তা,—ছাই পড়েছে সুখের গ্রাসে।
ওরে, স্বকর্ম্ম ফলভুক্‌ পুমান্‌, নয়কো কারো দো'ষে ;—
ও ভাই, আর কিছু দিন বান্ধা থাক ছায়ার মত জায়ার পাশে।
ও ভাই, আর কিছু দিন উনান্‌ পাড়ে, আমোদ কর বোসে ;—
শেষে, স্কন্ধে গলে' বউ ছেলে নে, ভিক্ষা করিস দেশে দেশে।
হ্যাদেরে ভারতবাসী, এখনও তুই বসে ?
তোর, স্বর্ণগর্ভা জন্মভূমি, সাগরা হয় অবশেষে।
ও তোর, রক্ত মাংস কোথায় পালি ? জন্মভূমির রসে ;—
সে যে, মাতৃভূমি আমি তুমি বদ্ধ মা'তৃ ঋণ পাশে।
ও ভাই, আনন্দে আনন্দবেদে, গীতা পড় হেঁসে ;
অমর, কুমার বলে, কর্ণমূলে, দেখ্‌বে রে ভাই কি হয় শেষে।

ঐ

আমার জন্ম হিন্দুস্থানে।
থাকে থাক প্রাণ, যায় যাক প্রাণ, মাতৃভূমি নাম গানে।
আমার বল বুদ্ধি বৃদ্ধি যার, হৃদয়রস পানে ;—
তার, সুখসূর্য্য অস্তে যায় আজ, থাকতে বল এই দেহ প্রাণে ?
ওরে, অন্যায় সহিবে নাত, কুমার জীবনে ;—
তার, মৃত্যুসনে বন্ধুত্বত জন্মদিনে জেনে শুনে।

ঐ, আর্য্যবীর্য্যসূর্য্য পুনঃ পূরব গগনে ;—
হ'ল, ভারত আন্ধার সুপ্রভাত এত দিনে।
ঐ আনন্দজগতে ভেরী বাজিল সঘনে ;—
জাগ সুষুপ্ত ভারতবাসী, স্বার্থরাশি উপাধানে।

ঐ

এস, আনন্দ জগতে।

স্বাধীনতা, আছে কোথা, দেখসে তা হাতে হাতে।
ভবিজয়িনী ধ্বজা, উড়্‌ছে ঘাটে পথে ;—
অধীনতা, কে জানে তা ? থাকে কোথা, কেমনেতে।
ভারতের স্বাধীনতা, কে পারে বুঝিতে ?
কেউ, রাজদ্রোহী হয় না ভাই, ধরি তোদের চরণেতে।
কর, হৃদয় স্বাধীন বসি, পর্ণকুটীরেতে ;—
ও তার, টলিবে না কণামাত্র, শত অশনিসম্পাতে।
ওদের রাজভক্তি পরাকাষ্ঠা, নিষ্ঠা এ ভারতে ;—
ও ভাই, রাজভক্ত প্রজা হেরি, রাজা কাঁপে সময়েতে।
স্বাধীনতা, সহজ কথা, আপন হৃদয়েতে ;
সেইটি হ'লে, রাজার কুলে, ছাই পড়েছে বাড়াভাতে।
বিনয়ে আনন্দগিরি কহে যোড় হাতে ;—
ও ভাই, স্বাধীনতা মহামন্ত্র, দীক্ষা শিক্ষা হয় করিতে।

ভূস্বর্গ। অনন্ত বেদান্ত কথা।

শ্রীশ্রীমৎ জীবন ভাগবত

বা—

জীবনজ্যোৎস্না আধ্যাত্মিকী।

জগৎ-বাসিগণ, নির্ম্মল চিত্তে আমার "জীবন ভাগবত" শ্রবণ কর। আমি ঈশ্বর জানি না, আমি জানি আমার "জীবন।" আমার "জীবন" সৎ, আমার "জীবন" সার, আমার জীবনই আমার সর্ব্বস্ব। এই জীবন আছে, ইহাই সত্য ইহাই নিত্য। যদি জগৎ থাকে, যদি জগতের কোন কারণ থাকে, তবে তাহা এই "জীবনেই" আছে। যাহা জীবনে নাই তাহা কোথাও নাই। অস্তিত্বই জীবন, এই জীবন অনন্ত। যদি তোমরা সত্য শিক্ষা করিতে চাও, "জীবন ভাগবত" পাঠ কর। "আনন্দবেদ" এক খানি "জীবন ভাগবত," যত সামান্যই হউক না কেন, "জীবন ভাগবত" অধ্যয়ন ব্যতীত সত্যজ্ঞান উপার্জ্জনের উপায়ান্তর নাই। ঐ ভাগবতের এক অধ্যায় এক পৃষ্ঠা কি পংক্তিও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না; কেন না, উহার প্রত্যেক বিন্দু বিসর্গ অক্ষয় ও সার। তাহাতে বারংবার বলিতেছি, এই চণ্ডাল জীবনও একখানি "ভাগবদ্গীতা।" নিরহঙ্কার হইয়া নির্ম্মল চিত্তে ইহা শ্রবণ কর, নিষ্পাপ হইয়া ইহ জীবনে আনন্দ, পর জীবনে আনন্দ চিরানন্দ লাভ করিবে।

আমার জীবনের প্রারম্ভেই ধর্ম্মপিপাসা ছিল। এক দিন বিষম পীড়ার অবস্থায় আমি বিশেষরূপে ঈশ্বর আদেশ কর্ণে শুনিতে পাই। ক্রমে ধর্ম্মচিন্তাই আমার সর্ব্বস্ব হইয়াছিল। চব্বিশ ঘণ্টাই যে ঈশ্বরের দিকে মন চাহিয়া আছে লোকে তাহা বুঝিতে পারিত না। সংগোপনেই হৃদয় মধ্যে দিবা রাত্রি সাধন হইত।

মধ্যে মধ্যে দুর্দ্দম্য প্রলোভন আসিয়া বড় ব্যাকুল করিয়া তুলিত। বন্ধুত্ব করিতে বড় ভাল বাসিতাম; বড় লোকই পাইতাম। ঐশ্বর্য্য ও সম্মানে যাঁহাদিগকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়াছে এরূপ ধনশালী কয়েক জন ভাগ্যবানের সহিত আমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। কি গুণ দেখিয়া তাঁহারা আমায় বন্ধু ও ভ্রাতা বলিয়াছিলেন ও বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিলাম না। অনেক প্রকারে প্রলোভনের হস্তে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু আমার ধর্ম্মস্বভাব কাহারও নিকটে পরাস্ত হয় নাই। যেমন গৃহবাজ কপোত সঙ্গিগণকে ছাড়িয়া উচ্চাকাশে উড়িয়া যায়, সেই রূপ আমরা ধর্ম্মস্বভাব সাংসারিক প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্মগগনেই ক্রমাগত উঠিতে লাগিল। কেবল সুবিধা অন্বেষণ করিতাম, কেমন করিয়া উচ্চ ধর্ম্ম লাভ করিব। তখন কেবল ঘোর বৈরাগ্যই বৃদ্ধি পাইতেছিল। বৈরাগ্যের অবস্থা এত দূর ঘোরতর হইল যে মনে আর কিছুতেই ক্ষণকালের জন্যও শান্তি পাইতাম না। একাকী যেখানে সেখানে বসিয়া আছি, গাছ পালা মাঠ ঘাট আকাশের দিকে তাকাইয়া আছি, আর দুড় দুড় করিয়া প্রাণ কাঁপিতেছে; আমি কেবলই ভাবিতাম, এ কোথায়? আমি কোথায় রহিয়াছি? এ সব গাছ পালা কি? এ আকাশটা কি? এরাই বা এখানে কেন? আমি বা এখানে কেন? ঠিক আমার বোধ হইত যেন ঝাঁকার মত আকাশ দিয়া পৃথিবীটাকে কে চাপিয়া ধরিয়াছে! কোন দিকেই পলায়নের পথ নাই। ঘোর হতাশের বিভীষিকা আমার চক্ষে চক্ষে ফিরিত। সেই যে প্রাণের বিষম অস্থিরতা তাহা আমার মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল। রাত্রিতে সকলের সহিত আমোদে শয়ন করিয়াছি, অর্দ্ধরাত্রিতে প্রাণ অস্থির হইয়া একেবারে মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত করিয়াছে। অমনি উঠিয়া বসিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিতাম। কেবল আপনাকে আপনি স্পষ্ট বাক্যে জিজ্ঞাসা করিতাম "তুমি এখানে কেন? তোমার ঘর বাড়ি নাই?" অনেক বৃক্ষলতা বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মনুষ্যে না দেখে এরূপ ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "তোমরা এখানে কেন? তোমার ওরূপ ভাব কেন? সকলেই যে অবাক্ হইয়া আছে? বলত বৃক্ষ, কাণ্ডখানা কি? এ হয়েছে কি? উদ্দেশ্য কি?" ক্রমাগত এই

ভাবিতাম, এই বলিতাম। প্রত্যুষে নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, শয়নেই আছি, যেন শরীরটাকে চূর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। নিদ্রা ভাঙ্গিয়া চক্ষু মেলিলেই দেখিতাম যেন ঘর বাড়ি সব আল্‌গোছ, নিরবলম্বন। পৃথিবীটা শূন্য শূন্য! বোধ হইত গাছ পালা যেন শূন্যের উপর ভাসিতেছে, কিছুরই অবলম্বন নাই, স্থিরতা নাই। আমরা প্রাণও তেমনি অস্থির, যায় যায়, যেন প্রলয় কাল নিকট। চারি বৎসর কাল বা ততোধিক সময় এই রূপ ভয়ঙ্কর বৈরাগ্যের পদতলে নিষ্পেষিত হইয়াছি।

পরে ধর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলাম কিন্তু ধর্ম্ম লাভ করিতে পারি নাই। প্রকৃত সাধন হয় নাই। এই ভাবিয়া রীতি মত সাধনের উদ্যোগ করিলাম। সকলই করিলাম গৃহে থাকিয়া, পরের দাসত্ব করিয়া। নির্ব্বিঘ্নে, নিরুদ্বেগে সহধর্ম্মিণীর সহিত, আনন্দের সহিত, শান্তির সহিত দুই বৎসর কাল দিবারাত্রি সাধন করিলাম, যোগ সাধন শিখিলাম; আমি যা কিছু শিখিলাম গৃহবিদ্যালয়ে। এখন যোগ ভিন্ন আমার গতি নাই। যোগেই জীবন লাভ করিয়াছি!

যোগে মগ্ন হইয়া দেখিলাম কি? দেখিলাম সমুদায় বিশ্ববিধান দুইটি অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, সকল বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছে। ঐ চিত্রই বিশেষরূপে দেখিলাম। ঐ চিত্র একটি যোগ মাত্র; ঐ যোগের নাম রাখিয়া ছিলাম "হাঁ না" যোগ। (হাঁ—) অর্থাৎ হাঁ ও নার সাম্য যোগ। হাঁ ও নার অর্থাৎ অস্তি ও নাস্তির পূর্ণ মিশ্রন।

এই গৃহই অরণ্য ছিল, স্বজনের সিংহনাদে ও নখদন্তে এই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু গৃহই আজ আমার আনন্দবিদ্যালয় হইতেছে। অমৃতের অনন্ত খনি পড়িয়া পাইলাম আমার এই পর্ণকুটীরে। সৌভাগ্যবান্ আমি, তাই আজ অমর আনন্দের তরঙ্গে ভাসিয়া স্বজন বন্ধুর নিকটে আনন্দবেদ প্রকাশিত দেখিলাম। অনন্ত আনন্দক্রোড়নিহিত প্রাচীন আনন্দবেদ নবভাবাবেশ বিকাশ করিয়া আনন্দজগতে প্রকাশিত হইল, ও সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয় যোগে শান্তি স্থাপন হইয়া মর্ত্ত্যভূমে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা হইল, ইহাই ইহার অব্যর্থ সন্ধান। যোগ+যোগ+যোগ!

এই জীবনে জগৎকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ হইল; মহা কারণে মহা

চৈতন্যে জীব সমাধি হইতেছে। কিরূপে হইল তাহাও কিছু বলিতে পারি। যে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল, সে পথ আমি বিস্মৃত হই নাই। বস্তুতঃ তাহা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় চক্ষুর সমক্ষে বিভাসিত রহিয়াছে। অটল হিমাচল চূড়া যেমন চিরদিন আপন দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে, সেইরূপ এই ভগবজ্জীবন চিরদিন ব্রহ্মদর্শনের অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য প্রদান করিবে; এই কারণে আনন্দ-বেদে এ কথার উল্লেখ করিলাম। ইহা কি কোন লোক শুনিবে? বিশ্বাস করিবে? বিশ্বাস কি সকলেই করিতে পারে? যাহার শুনিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে "কেবল তাহারই নিকটে—" এই অমূল্য কথা প্রকাশিত হইল।

"তাড়া তাড়িতে কি ফল আছে? অনন্ত তোর আগে পিছে॥ দেখ্‌লে সে পথ পড়বি বসে। অমর কুমার মরে হেসে" চিন্তাই বা কি? অধীরতাই বা কি? মনে অধীনতার নরকযন্ত্রণা নাই। শরীর সহস্র বাধ্যবাধকতার বন্ধনে বদ্ধ থাকুক না কেন, জ্ঞানবিষয়ে আমার মনকে বিকৃত করিবে কে? দেশ কাল অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বসময়ে, সর্ব্ব অবস্থাতেই ধর্ম্মসাধন হইতে পারে, কেহ যেন অবিশ্বাস না করে। যদি এক বার মনে ধরিয়া গেল, জানিয়াছি যে আর কুঠার মারিলেও সে দাগ উঠিবার নহে। হাটের ভিতর, তত্ত্বজ্ঞান, প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস দেদীপ্যমান উদয় হয় দেখি-য়াছি। যদি ধরিয়া গেল, তবে সাধন অতি সহজ। যেমন চক্ষুর পাতা সহজে উঠে পড়ে, ঠিক তেমনি সহজ যোগ আপনিই হইতেছে, যাই-তেছে; হইয়া যায়, যাইয়া বেশি ক্ষণ থাকে না, তৎক্ষণাৎ আবার ফেরে। শয়নে, স্বপনে, ভোজনে চব্বিশ ঘণ্টাই এই ভাব। চব্বিশ ঘণ্টাই জানিয়া আছি, আমি অমর, সর্ব্বকালেই আনন্দ ভিন্ন আমি কিছু দেখিতে পাই না। আর আমার লাভ কিছু দেখি না,—যদি আমাকে ফাঁসি কাষ্ঠেও উঠিতে হয়, তথাপি আমি তাহাতে আনন্দের ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই দেখি না। যদি তাহাতে মুখমণ্ডল গম্ভীর চিন্তান্বিত হয়, নয়নও যদি অশ্রুপাত করে, করুক, তথাপি আমার জীবনের অস্থির মধ্যে যে স্বপ্রকাশ জ্ঞান বিশ্বাস অঙ্কিত হইয়াছে তাহার কণামাত্রও নষ্ট হইবার নহে। তৃণ-বৎ রক্তমাংস দেহ কোন কারণে কম্পিত হইলেও স্বপ্রকাশ জ্ঞানভাণ্ডারের

তাহাতে কিছুই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, পৃথিবীর এমন সাধ্য নাই, পৃথিবীতে এমন কেহই নাই—সৃষ্টিতে এমন দুঃখ নাই, যাহাতে জ্ঞানসর্ব্বস্ব আমার আনন্দের হ্রাস করিতে পারে। এই জন্যই আমি বারংবার বুঝিতে পারিয়াছি যে আমি সর্ব্বদুঃখের অতীত, আনন্দই আমার স্বভাব, আনন্দই আমার ধর্ম্ম, আনন্দই আমার কর্ম্ম। তাই আনন্দসরোবরে চব্বিশ ঘণ্টা অবগাহন করিয়া আছি। দেখিলাম, বহু পরীক্ষায় দেখিলাম, এ যে কি অযাচিত আনন্দের স্রোত আপাদমস্তকে নিঃশব্দে প্রবাহিত, তাহা আর কিছু বলা যায় না। আনন্দই আমার অস্তিত্ব। আমা ছাড়া যে আর কিছু থাকিবে, তাহা আমি বিশ্বাস করি না, আমাকেই আমি দেখিয়া বিমোহিত হইয়া গেলাম! আমার অতীত, আমার বর্ত্তমান, আমার ভবিষ্যৎ দেখিয়া দেখিলাম, আমা ছাড়া কিছুই নাই, সব আমার সঙ্গে যোগ! ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম! দ্বৈতজগতের রসরঙ্গে মগ্ন থাকি, কেন না সে বিশুদ্ধ আনন্দ। আনন্দ বড় "যোগ আর বিয়োগে" বিয়োগেও যোগ! এখন দ্বৈতানন্দের মাঝে মাঝে অদ্বৈতানন্দের ভাঁজ দেখিতেছি। এই কারণেই পুনঃ পুনঃ বলি, ধন্য আমার জীবন! ধন্য আমার জীবন! 'নির্ব্বিঘ্নে অমর আনন্দ উপভোগ কর। যথার্থই চরিতার্থ হইলাম, কৃতার্থ হইলাম! এ আনন্দ রাখিব কোথায়—আনন্দের অধিকারীর নিকটে। কে এই আনন্দের অধিকারী? ইহ জগতে আজ হউক, কাল হউক, সমস্ত মানবমণ্ডলী এই আনন্দের অধিকারী। শুনিয়া আনন্দ আর ধরে না! এই হেতু আনন্দজগতে আনন্দবেদ প্রকাশিত হইল। অমর আনন্দের অধিকারী জীবকুল, এই অমৃত পান কর, আর দান কর,—চরিতার্থ হইবে। ত্রিবিধ দুঃখের অতীত হইয়া "অমরত্ব" পাইবে; ইহকালে আনন্দ পরকালে আনন্দ, চিরানন্দ লাভ করিবে।

যোগ! যোগ! যোগ!—চিরানন্দ! চিরানন্দ! চিরানন্দ!

এই জীবন জ্যোৎস্না আধ্যাত্মিকার প্রত্যেক কথায় আশা ও বিশ্বাস পূর্ণ রহিয়াছে। যেমন চন্দ্রশোভা প্রত্যক্ষ করা যায়, উহা স্বপ্রকাশ; সেইরূপ এই অমূল্য ঐশ্বরিক জীবনের প্রত্যেক অবস্থা আমি প্রত্যক্ষ

করিলাম, তাই পূর্ণ সরলতার সহিত বিনয়ের সহিত নিরহঙ্কার নির্ম্মল চিত্তে প্রকৃতির এই সত্যগতি প্রকাশ করিলাম। প্রত্যক্ষপ্রয়াসী নরনারী ইহাতে আশা প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহের সহিত আনন্দজগতে অগ্রসর হইবেন। যিনি কায়মনোবাক্যে আনন্দবেদ পাঠ করিবেন ও শ্রবণ করিবেন নিঃসন্দেহ তিনি অমরতা লাভ করিয়া চিরানন্দে মগ্ন হইতে পারিবেন ;—এই ভগবজ্জীবন জগতের সমক্ষে এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ; জীবকুল আশান্বিত হইয়া অগ্রসর হও, নিজের কিছুই লাগিবে না, অনন্ত শক্তি-তোমাদের সহায় হইবেন। যোগ ! যোগ ! যোগ !

আনন্দবেদ প্রকাশিত হইল,—
শ্রবণে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত উদ্ধার হউক।



যজ্ঞকথা।

(২)

আমরা আনন্দজগতের প্রাণস্বরূপ। জগতে এক ছত্র স্থাপন ও স্বর্গ-প্রতিষ্ঠা করিবার আদেশানন্দ পাইয়া আসিয়াছি। চির দিন আনন্দ জগদ্বাসীর প্রাণের মধ্যে বাস করিব। স্বর্গীয় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জাগতিক ধর্ম্ম রাজ্যে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করি। সেই একাধিপত্যের জয়পত্র সংবলিত "বিজয় নিশান" স্কন্ধে করিয়া শ্রীনববিধান এই সসাগরা ধরার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছেন। এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার কোন ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক শাসক ও শান্তি সংস্থাপক নৃপতিই আমাদের নববিধানের অভ্রভেদী "বিজয় নিশান" অবনত করিতে সক্ষম হন নাই। এখন ঐ দেখ, শ্রীনববিধানমন্দিরের চূড়াদেশে উচ্চ গগনে কেমন "রজত-ধ্বজা" উড়িতেছে! শুভক্ষণে আনন্দ-জগতে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন ও স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল! শুভক্ষণে অভিন্ন নববিধান সমস্ত জগতে "আনন্দ-জগতের বিজয় নিশান" উড়াইলেন! যোগ! যোগ! যোগ!

রাজসূয়যজ্ঞদিনে মহাসমারোহে আনন্দাবগাহন ও প্রীতি-ভোজন সম্পন্ন হইল। এতদ্দ্বারা আনন্দ-জগদ্বাসী চিরদিন হৃষ্ট ও পুষ্ট হউন।

"কেহ কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। কেহ বা বিস্ময়পূর্ণ ভাবে আমাদের বর্ণনা করেন; কেহ বা সবিস্ময়ে শ্রবণ করেন; কেহ বা শ্রবণ করিয়াও কিছুই বুঝিতে সমর্থ হন না। আমাদের আশ্চর্য্য ভাব "যোগ" ভিন্ন বুঝিয়া উঠা কঠিন॥"

অপাপবিদ্ধ-
আশ্রম।
১ম দেববর্ষ।

(৩)

যতেক অবলা বালা, সংসার জ্বালা,
অকুলে পাইল কুলবিলাসিনীকুলে।

হেরি সেই সরলতা, অবলার পবিত্রতা,
দেবতারা পূজে পদ কুসুমের দলে ॥
সকলে ঠেলেছে পায়, উপায় কি তার ?
এস হৃদে অভাগিনী ভগিনী আমার !
কর্ তোরা হাসি খুসি, প্রাণ ভোঁরে দিবানিশি
দুয়ারে আনন্দগিরি চিবাইছে পান ;
কভু বলে "মা জননী", কভু বলে 'ও ভগিনী',
দশ কিংবা চতুর্দ্দশ সকলি সমান।
মধুর প্রিয় সম্ভাষে, রাখে হৃদি প্রমোল্লাসে ।
কখন জননী বলি ঘন ঘন ডাকে ॥
সমাগত যত জনে, ভাল বাসে মন প্রাণে,
দিদি দিদি প্রাণ ভ'রে, ডাকে নারীকুলে।
পবিত্রতা মুখে মাখা, সরলতা হৃদে আঁকা,
প্রসন্ন মাধুরি মাখা অপাঙ্গের কোলে !
অমায়িক মুখ তুলি যার পানে চায়।
ভাই বন্ধু বলি সেই আলিঙ্গন দেয়।
দুগ্ধসর যত্নে তুলি, দেবাঙ্গনা দলে মিলি,
দেয় তার মুখে তুলি, হুলুধ্বনি সাথে।
বিশ্বপ্রেমে মুগ্ধ মন, গায় সাথে সংকীর্ত্তন,
"এস মা আনন্দময়ী, আনন্দ জগতে।"
নীরবে হেরিছে গিরি, আঁখি জলে ভাসি।
খুলেছে প্রেমের হাট যত সর্ব্বনাশী !

(৪)

ওঠ রে আনন্দগিরি ওঠ বাছা ধন।
সারা রাত্রি কার সাথে কর জাগরণ ?
পার্শ্বেতে অঙ্গাররাশি অঙ্গে দেখি ছাই।
মোড়া মুড়ি ছাড়ি কেন তুলিতেছ হাই !

বেচে থাক বাছা মোর, বল দেখি মোরে,
সারা রাত্রি কি কর যে নিদ্রা যাও ভোরে ?

মাগো,—

অনল অনিল মাটি শূন্য আর জল,
বিন্দুতে মিশিয়া বিন্দু পাইতেছে বল।
সারা নিশি ছুটি আমি দেখিবারে তাই,
ছুটিতে ছুটিতে আমি হারাইয়া যাই !
সাকারা সুন্দরী এক আনন্দেতে ভরা,
নিরখি নিশীথ কালে হই জ্ঞান হারা !
মোহ মন্ত্রে মা আমারে ভুলাইয়া রাখে।
নিশি ভোরে ছেড়ে দেয় পাছে লোক দেখে !

অনন্ত বেদান্ত কথা।

(৫)

বাছারে আনন্দগিরি ! চির দিন মোরা,
জেনেছি রে এ সংসার সুখ দুঃখে ভরা ;—
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানিচ দুঃখানিচ॥

মাগো,—

সৃজিয়াছি নব স্বর্গ আনন্দজগতে,
সেখানে আয় মা সাথে, পাইবি দেখিতে,—
অবিশ্রান্তশ্চিরানন্দঃ সুখস্যানন্তরং সুখং,
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ—সুখানি চ॥

বাছা তোর কথা শুনে আনন্দ উদয়।
হতাশের মরুভূমে আশা বৃষ্টি হয়।
কিন্তু বাপ, কই সেই স্বর্গের সোপান ?—
কোন্ পথে বল মোরা করিব প্রয়াণ ?—

মাসি মা, স্বর্গের সিঁড়ি দেখনি তোমরা ?
স্বর্ণ-ইটে সোজা পৈঠে গঠেছি আমরা।
অনন্ত আনন্দবেদ স্বর্গের সোপান ;
অন্ধের প্রয়াণপথ,—অব্যর্থ সন্ধান।

(৬)

চল রে স্কুলে যাই দশ বেজে গেল ;
এখনো হ'ল না পড়া,—বেলা বুঝি হল ?
আয় রে আনন্দশিশু আনন্দজগতে,
ডাকিছে আনন্দগিরি, কে যাবি পড়িতে ?
জুটেছে অনেক ছাত্র, সংখ্যা নাহি হয় ;
খুলেছে আনন্দবেদ—বিশ্ববিদ্যালয়।
ভর্ত্তি হতে লাগে কত ? অবগত নই,
সেখানে পড়িতে হবে, কোন কোন বই ?
"স্বাধীনতা," "প্রফুল্লতা" প্রবেশের ফি।
"ভাগবত" ভিন্ন আর পড়াইবে কি ?



অভিষেক।

(জীবনজ্যোৎস্না আধ্যাত্মিকী)

(৭)

প্রাতঃস্নান সাঙ্গ করি, সবিতৃমণ্ডল হেরি,
বসেছেন আনন্দগিরি উচ্চ সিংহাসনে।
শরৎ যামিনী জিনি, ভাতিছে আসন খানি,
বিধৌত ধবল পট্টে মণ্ডিত যতনে।
আনন্দ "আনন্দগৃহে" কি আনন্দ গৃহে গৃহে,
আনন্দজগৎ মাঝে নবস্বর্গ পুরি।
ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত, নেমেছে অপ্সরা যত,
সুরবালা করে নৃত্য, খেলিতেছে পরি।
ভূস্বর্গে "আনন্দগৃহ" পরিপূর্ণ দেবদেহ,
নাহি তথা অন্য কেহ, সকলি অমর।
ফল পুষ্প চতুর্ভিতে, চারু দারু পল্লবেতে,
করেছে আনন্দগৃহ অতি মনোহর।
পলাশ প্রসূনপ্রভা, আনন্দ বসন শোভা,
পরেছে আনন্দগিরি, মুক্তামালা গলে।
মুকুটেতে স্বর্ণশিখা, রাজচিহ্ন আছে লেখা,
অঙ্গে শোভে ঊর্দ্ধ রেখা, জনশ্রুতি বলে।
কেহ ধরে রাজছত্র, কারো হাতে স্বর্ণ পত্র,
পার্শ্বে দুই রুদ্রতেজ, অচল অটল।
জননী অনুজা সহ, দুই পার্শ্বে অহরহ,
সুভমুখে সঞ্চালন করেন অঞ্চল।

অঞ্চলে বদন ঢাকি, চিদানন্দময় আঁখি,
রাজলক্ষ্মী রাজলক্ষ্মী বিনম্র বদনে,
বিস্তারিয়ে করপদ্ম, সেবিছে চরণপদ্ম,
"এস মা আনন্দময়ী" গায় মনে মনে।
করে হরিনামমালা, পাশরি সংসার জ্বালা,
নিরখেন বৃদ্ধ পিতা স্বর্গবাসী সুত।
ধান দূর্ব্বা করে নিয়া, শিরে আশীর্ব্বাদ দিয়া,
"জয়োঽস্তু" "জয়োঽস্তু" বলি আশিষিলা কত।
চারি দিকে ঋষিগণ, করে বেদ উচ্চারণ,
পড়িতেছে সাংখ্য, মিল্, পুরাণ, কোরাণ;
চারি দিকে যোগী যত হোম যজ্ঞে ঢালে ঘৃত,
জপ যজ্ঞে রত কত বৈষ্ণবপ্রধান।
ধূপ দীপ গন্ধ ছুটে, হোমকাষ্ঠে ধূম উঠে,
হুলু ধ্বনি, হরিধ্বনি, জয়ধ্বনি হয়।
কুসুম চন্দন বাস পবিত্রতা পরকাশ,
চৌদিকে মৃদঙ্গবাজে, গায় জয়, জয়।
আবাল বনিতা মিলে, কলকণ্ঠে ধ্বনি তুলে
"এস মা আনন্দময়ী" গাইতেছে গান।
হেরিয়া সে নব স্বর্গ, ভূতলে পাষণ্ডবর্গ
যাচি করে রাজপদে রাজকরদান।
দেব-গুরু ব্রহ্মচারী পূর্ণানন্দ নৃত্য করি,
"শ্রীহরি" "শ্রীহরি" বলি করে আশীর্ব্বাদ।
উঠিয়া আনন্দগিরি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি,
পদ ধূলি পরি লেয় "অভেদ প্রসাদ।"
প্রতিষ্ঠিলা চিদানন্দ দেব গুরু পূর্ণানন্দ
আনন্দজগতে চির আনন্দবাজার।
চির জগন্নাথক্ষেত্র, দ্বারে দ্বারে অন্নছত্র,
পূর্ণানন্দে বারংবার করি নমস্কার।

সহস্র সহস্র লোকে, কেহ খায় কেহ দেখে
থেকে থেকে কলকণ্ঠ সুর বালা সাথে,
বরাঙ্গনা পরী যত গায় গান মনমত,
"এস মা আনন্দময়ী, আনন্দ জগতে।"
বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি, ভাঙ্গিয়া পড়িছে ভাতি,
টল মল টল মল চন্দ্রমামণ্ডল।
খসিয়া পড়িছে তারা, গ্রহগণ দিক্ হারা,
অবিশ্রান্ত সংকীর্ত্তনে ধরা টল মল।

(৮)

অমরাত্মা শশধরে, কহিতেছে প্রেমভরে
সুধীন কুমার নাথ, আঁখি ছল ছল ;
"ধরায় রোপিনু চারা, আকাশে দিলাম ঝারা ;
দেখো ভাই,—তুমি মাত্র ভরসা কেবল।

সম্পূর্ণ।